বিশ্বনবী

মোহাম্মদ (দ:) এর ভাষণ

বিশ্বনবী
মোহাম্মদ (দঃ) এর ভাষণ

সম্পাদনা

মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

তওহীদ প্রকাশন

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) এর ভাষণ

সম্পাদনাঃ মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

কম্পোজঃ মোহাম্মদ আমিনুল এসলাম
প্রচ্ছদঃ মোহাম্মদ মনিরুল এসলাম চৌধুরী
প্রুফ রিডিংঃ মোহাম্মদ ইউনুস বকসী

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,
পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোনঃ ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.com
www.tawheedprocation.org

প্রকাশঃ ১৬ মহররম ১৪৩৪ হেজরী,
১ ডিসেম্বর ২০১২ ঈসায়ী,
১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৯

মূল্যঃ ১৬০.০০ টাকা

উৎসর্গ

এই গ্রন্থটি এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর প্রতি আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধার নিবেদন, যাঁকে আল্লাহ ১৩০০ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সত্যদীনের জ্ঞান দান কোরেছেন, যে মহামানব এই আখেরী যামানার মানুষকে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা'র দাসত্ব থেকে মুক্ত হোয়ে আল্লাহকে একমাত্র এলাহ (সার্বভৌম হুকুমদাতা) হিসাবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনিই এই গ্রন্থটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর একটি অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন কোরতে পারায় আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী রচিত গ্রন্থাবলী

- এসলামের প্রকৃত রূপরেখা
- এসলামের প্রকৃত সালাহ্
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে প্রেরিত যামানার এমামের পত্রাবলী
- বাঘ-বন-বন্দুক (শিকারের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ)
- আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা
- Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (অনুবাদ)
- হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
- দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'! (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (ডকুমেন্টারী ফিল্ম)
- অন্যান্য দল না কোরে হেযবুত তওহীদ কেন কোরব? (বক্তব্যের ভিসিডি)

ভূমিকা

কোর'আন মানবজীবনের সর্ব অঙ্গনের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু কোরে জাতীয় বিষয়ে প্রয়োজনীয় কোনকিছুই কোর'আনে আল্ল াহ বাদ রাখেন নি। এই কোর'আনের বাস্তবায়ন কিভাবে কোরতে হবে তা আল্ল াহ নিজেই তাঁর রসুলকে শিখিয়েছেন। কোর'আন ও রসুলাল্ল াহর জীবনাদর্শ, সুন্নাহ একে অপরের পরিপূরক। রসুলাল্ল াহ তাঁর নবুয়্যতি জীবনে যা কিছু বোলেছেন এবং যা কিছু কোরেছেন সবই আল্ল াহর হুকুমে। আল্ল াহ বলেন, 'তিনি (রসুলাল্ল াহ) কেবলমাত্র তাই বলেন যা তাঁর উপর প্রত্যাদেশ হয় (সূরা নজম ৩-৪)। তিনি হোচ্ছেন মানবরূপে জীবন্ত কোর'আন এবং মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ। রসুলাল্ল াহর বিদায়ের পর লোকেরা আম্মা আয়েশার (রা:) কাছে রসুলাল্ল াহ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বোলেছিলেন, "তোমরা কি কোর'আন পড় না? কোর'আনই তো রসুলাল্ল াহর জীবনী।" মানব জাতির জন্য এই পথনির্দেশ (Guidance) কোর'আন আল্ল াহ তা'আলা নবীকে কীভাবে বুঝিয়েছেন, নবী কিভাবে তা বুঝেছেন এবং মানুষকে কিভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মহানবীর কথা, কাজ, বক্তব্য, সমর্থন ইত্যাদি তাঁর সাহাবীরা স্মরণে রেখে কিভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন কোরে গেছেন, তা পরবর্তী সময়ে সংকলিত হোয়েছে। সেগুলিই হাদীস গ্রন্থ হিসেবে আমাদের মাঝে বিদ্যমান।

আল্ল াহর রসুল ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও হেজরতের সমন্বয়ে গঠিত প্রচণ্ড এক বজ্রশক্তি সৃষ্টি কোরে নির্দ্ধারিত সময়ে বিদায় নিলেন। এই মহাশক্তির সামনে শুকনো খড়কুঁটোর মত উড়ে গেল হাজার বছরের প্রতাপান্বিত রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের তখ্‌ত। কিন্তু রসুলাল্ল াহর বিদায়ের ৬০-৭০ বছর পরেই এই জাতির আকীদা বিকৃত হোয়ে গেল, জাতি ভুলে গেল তাদেরকে সৃষ্টিই করা হোয়েছে সমগ্র দুনিয়ায় আল্ল াহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য। এই কাজ বাদ দিলে তাদের অস্তিত্বের আর কোনই অর্থ থাকে না। তবুও অর্দ্ধেক দুনিয়ার শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে জাতিটি দীনুল হক প্রতিষ্ঠার জেহাদ ত্যাগ কোরল এবং তাদের নেতৃত্বদানকারীরা তাগুত রাজা বাদশাহদের মত ভোগবিলাসে মত্ত হোয়ে পড়লো।

এই দুঃখজনক ঘটনা সকলের অজ্ঞাতেই মানব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। প্রমত্তা নদী স্রোত হারিয়ে ফেললে যেমন শ্যাওলা, ময়লা আবর্জনায় পূর্ণ হোয়ে যায়, তেমনি হাজার হাজার মো'মেনের রক্তের ফসল যে এসলাম অর্দ্ধ দুনিয়ায় কায়েম হোয়েছিল, জেহাদ ত্যাগের ফলে তাদের মধ্যে গজিয়ে উঠলো মাজহাব, ফেরকা, দল উপদল ইত্যাদি, যাদের বিচিত্র মতবাদের জালে জড়িয়ে জাতি মুখ থুবড়ে পড়লো। আলেম নামক একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হোল যারা মাসলা-মাসায়েলের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ কোরল। জাতির মূল উদ্দেশ্য ফেলে দীন নিয়ে এই বাড়াবাড়ির ফল হোল ভয়াবহ। জাতি শত শত ভাগে খণ্ড বিখণ্ড তো হোলই, এসলামের অতি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে আরম্ভ কোরে অতি তুচ্ছ কোন বিষয়ও থাকলো না যা নিয়ে মতভেদ নেই। কেবল বাহ্যিক কিছু বিষয় বাদ দিয়ে আল্ল াহর রসুলের আনীত দীন সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন, বিকৃত ও বিপরীত দীনে পরিণত হোল, এবং জাতির বহির্মুখী চরিত্র পাল্টে হোয়ে গেল অন্তর্মুখী। **এই দীন তাই গত এক হাজার বছর ধোরে আর আসহাবে রসুলদের মত মৃত্যুঞ্জয়ী যোদ্ধা তৈরী করে না, তৈরী করে মৃত্যুভয়ে ভীত, তাগুতের গোলামীতে প্রসন্নচিত্ত, হীনম্মন্যতায় আপ্লুত কপট কিছু মুত্তাকী, যাদের কাছে সওয়াবের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত উপাসনা-সর্বস্ব ধর্মপালনের বাইরে এসলামের কোন অস্তিত্ব নেই।** বর্ত্তমানে প্রচলিত এসলামের প্রতিটি বিষয় ধারণাগতভাবে (Conceptually), তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) এবং অনুশীলনগতভাবে (Practically) প্রকৃত এসলামের বহু দূরে এবং ঠিক বিপরীতমুখী। ফলে পবিত্র কোর'আনের অনুবাদ হোচ্ছে বিকৃতভাবে, রসুলাল্ল াহর বক্তব্য লিখিত হোচ্ছে বিকৃতভাবে। এগুলির মাধ্যমে এসলামের প্রকৃত ধারণাগুলি বা আকীদা মূর্ত্ত হোয়ে উঠছে না, সেগুলি হোচ্ছে নিষ্প্রাণ, আত্মাহীন ও সঠিক দিক নির্দেশনা (হেদায়াহ) প্রদানে অক্ষম বাক্যসমষ্টি। বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। **'এলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ হোচ্ছে- যার হুকুম পালন কোরতেই হবে অর্থাৎ যার হুকুম অলঙ্ঘনীয়, যিনি সার্বভৌম ও হুকুমদাতা** (He who is to be obeyed, the sovereign authority) বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের আকীদায় এলাহ শব্দের অর্থ করা হয় উপাস্য, আরবীতে মা'বুদ (He who is to be worshiped)। এখন এই 'এলাহ' শব্দের ভুল অনুবাদের ফল কতটা ধ্বংসাত্মক তা খেয়াল কোরুন। এই ভুল অনুবাদের কারণে দুনিয়াময় এখন কলেমার মানে করা হোচ্ছে, 'আল্ল াহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই' (There is none to be worshiped other thanAllah)। এই কথা মেনে নিলেই একজন মানুষ মোসলেম হোচ্ছে বোলে মনে করা হয় অথচ এটা কলেমাই না। আল্ল াহর উপাসনা করার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় কোরে মসজিদে সোনার গম্বুজ বসানো হোচ্ছে অথচ তাদের সামষ্টিক জীবনে আল্ল াহর কোন হুকুমই কার্যকরী নেই, তাদের আকীদা হোচ্ছে, জাতীয় জীবনের মানুষের তৈরী হুকুম মেনে নিয়েও মোমেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী থাকতে কোন অসুবিধা নেই, তাই আল্ল াহ আইন, হুকুম, শরীয়াহ কার্যকরী করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা বোধ করে না, নামায রোযা কোরেই নিজেদের জান্নাতের হকদার মনে করেন। **অথচ কলেমার প্রকৃত চুক্তি পূরণ না করার কারণে তারা এখন তওহীদ থেকে বিচ্যুত হোয়ে কার্যতঃ**

মোশরেক ও কাফের হোয়ে আছেন, তওহীদে না থাকার কারণে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতসহ তাদের সকল উপাসনাই হোচ্ছে পণ্ডশ্রম এবং আখেরাতে তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। এ সবকিছুই 'এলাহ' শব্দের অর্থ না বোঝার পরিণাম।

এজন্যই কোর'আন এবং হাদীস সঠিক অর্থ মাথায় রেখে পড়া অত্যন্ত জরুরী। ভুল অর্থ মাথায় রেখে কোর'আন হাদীস পড়লে পথভ্রষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ বোলেছেন, "এই কোরআন দিয়ে আমি মানুষকে পথ প্রদর্শন (হেদায়াত) কোরি, আবার কোর'আন দিয়েই পথভ্রষ্ট কোরি (সূরা বাকারা ২৬)। এ জাতির আকীদা বিকৃত হোয়ে যাওয়ার পর থেকে বিগত শত শত বছর ধোরে বিকৃত আকীদাতেই কোর'আন ও হাদীসগুলি পড়া হোচ্ছে, ফলে এ জাতি আল্লাহর দেওয়া সহজ সরল পথ সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে গেছে এবং সীমাহীন অন্যায় অশান্তিতে ডুবে আছে। মানবজাতিকে এই অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য মহামহীম আল্লাহ এই যামানার এমাম, এমামুয্যামান (The Leader of the Time), জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে এসলামের প্রকৃত আকীদা, প্রকৃত হেদায়াহ ও প্রকৃত রূপ যা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল সেটা আবার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এ বইটিতে রসুলাল্লাহর যে ভাষণগুলি গ্রন্থিত হোয়েছে সেগুলির প্রকৃত তাৎপর্য যেন পাঠকের বোধগম্য হয় সেজন্য আমরা বইয়ের শেষে ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সঠিক অর্থ ও আকীদা সংক্ষেপে তুলে ধোরেছি। এই শব্দগুলি পড়ার সময় সঠিক অর্থগুলি মাথায় রেখে পড়লে এনশা'আল্লাহ রসুলাল্লাহর বাণীতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে, সেগুলি নতুন রূপে পাঠকের হৃদয়ে ধরা দিবে। "রসুলাল্লাহর ভাষণ" বইয়ে উল্লেখিত ভাষণগুলি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সিরাত বিশ্বকোষ ও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হোয়েছে। সেই বইগুলির লেখক, সঙ্কলক ও প্রকাশকদের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কোরছি, আল্লাহ তাদের সকলকে তাঁর সেরাতুল মোস্তাকীমে হেদায়াত কোরুন।

মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য না পাওয়ার অভাব কিছুটা যেন দূর হোতে পারে সে লক্ষ্যে মানবতার কল্যাণে জীবনের বিভিন্ন সময়ে জনসমক্ষে যে সকল দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য তিনি পেশ কোরেছেন তার যেটুকু সংগ্রহ করার তওফীক আল্লাহ দিয়েছেন তা পাঠকদের নিকট তুলে ধোরলাম। যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং হেদায়াতের সন্ধানে আছেন, তারা নিঃসন্দেহে এ বাণীবদ্ধ মণি-মানিক্য দ্বারা উপকৃত হবেন। বইটি দা'য়ী এলাল্লাহ মো'মেন মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর আত্মার খোরাক যোগাবে বোলে আমাদের বিশ্বাস।

-মোহাম্মদ রিয়াদুল হাসান

১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঈসায়ী

বানানরীতি

সম্মানিত পাঠক পাঠিকা, আপনারা এ বইয়ে প্রচলিত বানানরীতির কিছুটা ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন। এ ব্যাপারে আমাদের ব্যাখ্যা হোচ্ছেঃ-

প্রথমত, কোন কোন শব্দ যেভাবে মুখে উচ্চারণ করা হয় সেভাবে লেখা হয় না, আবার যেভাবে লেখা হয় সেভাবে মুখে উচ্চারণ করা হয় না। যেমন 'করি' শব্দটি উচ্চারণের সময় ক্+ও=কো করা হয় কিন্তু লেখার সময় লেখা হয় ক্+অ=ক। এতে লেখা এবং বলার মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যায়। যেমনঃ আল্লাহর রসুল বোলেছেন, যে হৃদয়ে বিশ্বাস **করে** যে আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম **কোরে** দেবেন। এই **'করে'** এবং **'কোরে'** দু'টো শব্দের জন্য যদি একই বানান অর্থাৎ **'করে'** লেখা হয় তাহোলে উচ্চারণ কেমন হবে? এ অসামঞ্জস্য দূর করার জন্যই আমরা করে, বলে, হয়েছে, হল ইত্যাদির বদলে কোরে, বোলে, হোয়েছে, হোল ইত্যাদি বানান ব্যবহার কোরেছি।

দ্বিতীয়ত, আরবী শব্দের বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও প্রচলিত রীতির উচ্চারণে ভুল রোয়েছে। আরবী যে বর্ণের নিচে 'যের' থাকবে বাংলায় সেখানে এ-কার (ে, A), এবং খাড়া 'যের' বা 'ইয়া' যুক্ত থাকবে সেখানে ই বা ঈ-কার (ি/ ী) ব্যবহার কোরতে হবে।

শুদ্ধ বানান	প্রচলিত বানান	শুদ্ধ বানান	প্রচলিত বানান
বেসমেল্লাহ	বিসমিল্লাহ	এলাহ	ইলাহ
এসলাম	ইসলাম	মোসলেম	মুসলিম

আমাদের ব্যবহৃত এ বানানরীতি নতুন কিছু নয়। মাত্র ৩০/৪০ বছর আগেও সর্বত্র আরবী 'যের' এর উচ্চারণ এ-কার দিয়েই করা হোত। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মওলানা আকরম খাঁ রচিত বিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটিতেও ইসলামের বানান 'এছলাম'-ই লেখা হোয়েছে। তিনি একা নন, তার সমসাময়িক সবাই এভাবে লিখতেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামও তার নামের বানানে 'এসলাম' লিখতেন। তখনকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার নাম ছিলো 'মোসলেম ভারত' যা সকলেই অবগত আছেন। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত অভিধানে 'ইসলাম' এবং 'এসলাম' দুটো বানানই উল্লেখ করা হোয়েছে। অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ ব্যক্তি এখনো আরবি বর্ণমালা পড়েন – আলিফ, বে, তে, সে এভাবে। এমনকি আমরাও অনেক আরবী শব্দ এ-কার এবং ও-কার দিয়ে উচ্চারণ কোরি। যেমনঃ মোবারক, কাফের, মোশরেক, আলেম, জালেম, এবাদত, গায়েব, এশা, হাফেজ ইত্যাদি। কিছুদিন হোল আরবী থেকে এই এ-কার (ে) এবং ও-কার (ো) এর ব্যবহার বাদ দেওয়া হোচ্ছে। এ পদ্ধতি যারা চালু কোরেছেন তারা শুধু যে একটি ভুলই কোরেছেন তাই নয়, তারা পুরো আরবী ভাষা থেকে দু'টি উচ্চারণই [এ (ে) এবং ও (ো)] বাদ দিয়ে দিয়েছেন। এমনিতেই আরবী ভাষা উচ্চারণের (Phonetics) দিক থেকে খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়; চ, ট, ঠ, থ, প, ড় ইত্যাদি অনেক অনেক উচ্চারণই এ ভাষায় নেই। তার মধ্যে এ ভাষা থেকে 'এ' (A) এবং ও (O)-কারের মত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ উঠিয়ে দিয়ে আরবী ভাষাকে আরো দরিদ্র করা হোচ্ছে। তাই আমরা আরবী ভাষার চিরাচরিত ও শুদ্ধ উচ্চারণ অনুসারেই আরবী শব্দের বানান লিখেছি।

আশা কোরি সুহৃদ পাঠক আমাদের এ বানানরীতি ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারবেন।

-সম্পাদক

সূচিপত্র

১. সাফা পাহাড়ে রসুলাল্ল াহর প্রথম ভাষণ....................১৩
২. সাফা উপত্যকায় দ্বিতীয় ভাষণ....................১৪
৩. মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত ভোজসভায় রসুলাল্ল াহর ভাষণ..১৭
৪. নবুয়তের প্রাথমিক জীবনে মক্কাতে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................১৮
৫. খালিদ এবনে সাঈদের (রাঃ) উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................১৯
৬. কাবাঘর তওয়াফকালে কতিপয় কাফেরের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর কথা....................১৯
৭. আবি-তালিব গিরি উপত্যকায় প্রথম ভাষণ....................১৯
৮. আবি-তালিব গিরি উপত্যকায় দ্বিতীয় ভাষণ....................২২
৯. আকাবার দ্বিতীয় বায়াত....................২৪
১০. কুবা পল্ল ীতে প্রথম জুম'আর খোতবা....................২৬
১১. মসজিদে কুবায় রসুলাল্ল াহর অপর একটি বক্তব্য....................২৯
১২. মদীনায় রসুলাল্ল াহর প্রথম ভাষণ....................৩১
১৩. মদীনা তাইয়্যেবায় দ্বিতীয় ভাষণ....................৩২
১৪. আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-র বাসভবনে প্রথম ভাষণ....................৩২
১৫. আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-র বাসভবনে দ্বিতীয় ভাষণ....................৩৪
১৬. মদীনা মুনাওয়ারায়....................৩৭
১৭. মদীনার প্রাথমিক জীবনে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.................... ৩৯
১৮. সাইয়্যেদাতুননেসা ফাতেমার (রাঃ) বিয়ে উপলক্ষ্যে ভাষণ....................৪০
১৯. রমাদানের সওম সম্পর্কে ভাষণ ৪১
২০. রসুলাল্ল াহর পবিত্র নামের পরে দরুদ পাঠের নির্দেশ....................৪২
২১. রোহবানিয়াত (বৈরাগ্যবাদ) সম্পর্কে ভাষণ....................৪৩
২২. রসুলাল্ল াহর গৃহে....................৪৫
২৩. বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আসহাবে রসুলদের আনুগত্যের ঘোষণা....................৪৭
২৪. বদর প্রান্তরে সৈন্যদের কাতার বিন্যস্ত করার পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৫০
২৫. বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশ পরিত্যক্ত কুপে নিক্ষেপের পর ৫২
২৬. দ্বিতীয় হেজরীর ১৫ শাওয়াল রসুলাল্ল াহ -এর ভাষণ....................৫২
২৭. ওহুদ যুদ্ধে সমবেত মোজাহেদদের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর বক্তব্য....................৫২
২৮. ওহুদের যুদ্ধের পর ভাষণ....................৫৫
২৯. মদীনায় জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৫৬
৩০. জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহ এর ভাষণ....................৫৭
৩১. আয়েশার (রাঃ) প্রতি আরোপিত অপবাদ
সংক্রান্ত ঘটনা ও রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৫৮
৩২. জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬২
৩৩. জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর আরও একটি ভাষণ....................৬২
৩৪. মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রদত্ত ভাষণ....................৬৩
৩৫. সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সংক্রান্ত রসুলের ভাষণ....................৬৩
৩৬. দুনিয়া ও আখেরাতের তাৎপর্য সম্পর্কে রসুলের ভাষণ....................৬৩
৩৭. জান্নাতী ফেরকা....................৬৪
৩৮. জনগণের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৪
৩৯. একজন আসহাবের দাফন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৪
৪০. মসজিদে নববীতে হাশরের ময়দানে শাফায়াত সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ..৬৫
৪১. মোহাজেরদের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৭
৪২. মসজিদে নববীতে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৮
৪৩. উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৮
৪৪. ঈদগাহে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৮
৪৫. পুত্র এবরাহীমের মৃত্যুতে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৬৯
৪৬. মসজিদে নববীতে প্রদত্ত আরও একটি ভাষণ....................৭১
৪৭. সাহাবীদের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহ -এর ভাষণ....................৭২
৪৮. যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মোজাহেদদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ....................৭২
৪৯. হেজরী সপ্তম সালে খায়বার অভিযানের এক পর্যায়ে....................৭৩
৫০. গনীমত সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৭৪
৫১. যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৭৫
৫২. রাজস্ব সংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত উপঢৌকন গ্রহণ সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ..৭৬
৫৩. রসুলাল্ল াহর সংক্ষিপ্ততম ভাষণ....................৭৬
৫৪. এক অবিস্মরণীয় ভাষণ....................৭৬
৫৫. একদিন আসরের সালাহর পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৭৮
৫৬. মসজিদে নববীতে সাহাবাদের সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৭৯
৫৭. সাহাবাগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৮০
৫৮. প্রতিবেশীর হক....................৮০
৫৯. হোদায়বিয়ার সন্ধি-উত্তর যুগে....................৮০
৬০. মুতা যুদ্ধ চলাকালে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৮৩
৬১. মুতার যোদ্ধাদের বিদায় দানকালে রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৮৪
৬২. এক অভিযানে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৮৪
৬৩. মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ....................৮৫

৬৪. সাহাবাদের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....৮৬
৬৫. দাজ্জালের ভয়াবহতা.....৮৬
৬৬. মসজিদে নববীতে সালাহ কায়েমের পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....৯০
৬৭. মক্কা বিজয়ের পর.....৯২
৬৮. কা'বা প্রাঙ্গণে.....৯৫
৬৯. মক্কা বিজয়ের পর কা'বা প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় ভাষণ.....৯৭
৭০. মক্কা বিজয়ের দিন রসুলাল্ল াহর ভাষণের পৃথক বর্ণনা.....৯৯
৭১. হুনায়নের যুদ্ধ ও রসুলাল্ল াহর কথা.....১০১
৭২. নবম হেজরীতে তাবুকের যুদ্ধক্ষেত্রে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১০৬
৭৩. তাবুকের অভিযানে উটে উপবিষ্ট অবস্থায় রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১০৯
৭৪. মক্কা বিজয়ের বছর রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১০৯
৭৫. মীনা'র খায়ফ-এ রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১১০
৭৬. দান সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ.....১১০
৭৭. হারুরা অভিযানে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১১১
৭৮. হেজরী নবম সনে হজ্ব ফরদ হওয়ার পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১১১
৭৯. তওহীদ জান্নাতের চাবি.....১১২
৮০. দুর্ভিক্ষপীড়িত মুদার গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে.....১১২
৮১. খ্রীস্টান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১১৩
৮২. মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১১৫
৮৩. মুদার গোত্র প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ.....১১৮
৮৪. বিদায় হজ্বের ভাষণ.....১১৯
৮৫. বিদায় হজ্বের ভাষণের অপর একটি বর্ণনা.....১২৭
৮৬. গাদীরে খুম-এ রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১৩১
৮৭. বিদায় হজ্ব শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ.....১৩২
৮৮. মসজিদে খিফায়.....১৩৩
৮৯. আমীর/শাসকের আনুগত্য বিষয়ে নবীর ভাষণ.....১৩৩
৯০. উম্মাহর জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংক্রান্ত অমূল্য ভাষণ.....১৩৪
৯১. জান্নাতুল বাকী'-তে রসুলাল্ল াহর কিছু একান্ত কথা.....১৩৪
৯২. অসুস্থতাকালীন বক্তব্য.....১৩৫
৯৩. বিদায়.....১৩৮
৯৪. এসলামের কয়েকটি শব্দের সঠিক অর্থ.....১৪৩
৯৫.শেষ কথা.....১৮৪

আল্ল াহর বাণী

তিনি (আল্ল াহ) তাঁর রসুলকে হেদায়াত (পথ নির্দেশনা) ও সত্যদীন (জীবন-বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি (রসুল) এটাকে অন্য সমস্ত দীনের ওপর জয়ী করেন (কোর'আন- সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা তওবা ৩৩, সুরা সফ ৯)।

রসুলাল্ল াহর বাণী

আমি (আল্ল াহ কর্তৃক) আদিষ্ট হোয়েছি পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা স্বীকার কোরে নেয় যে আল্ল াহ ছাড়া কোন এলাহ নেই ও মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত, সালাহ কায়েম করে ও যাকাত দেয় [হাদীস- আব্দুল্ল াহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]।

এমামুয্যামানের বাণী

আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত এসলামের অর্থাৎ দীনুল কাইয়্যেমার মর্মবাণী তওহীদ- এক আল্ল াহ ছাড়া অন্য কারো তৈরী জীবন-বিধান মানি না, স্বীকার করি না। এই সেরাতুল মোস্তাকীম, সহজ-সরল পথ ছেড়ে মহাপণ্ডিতরা দীনের চুলচেরা বিশ্লে ষণ কোরে এই কোরলেন যে, সহজ-সরল পথটি হোয়ে গেলো একটি অত্যন্ত দুর্বোধ্য জীবন-ব্যবস্থা, খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েলের জটিল জাল। এই জটিল জালে আটকা পড়ে সমস্ত জাতিটাই মাকড়সার জালে আটকা পড়া মাছির মত অসহায়, স্থবির হোয়ে গেলো। ঐ স্থবিরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হোয়েছে শত্রুর ঘৃণিত গোলামী ও বর্ত্তমান অবস্থা; যেখানে অজ্ঞানতায়, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায় এসলামের আগের জাহেলিয়াতের অবস্থাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

সাফা পাহাড়ে রসুলাল্লাহর তওহীদের আহ্বান

রসুলাল্লাহ নবুয়্যত লাভের পর থেকে গোপনে এসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তিন বছর পর্যন্ত তিনি গোপনে শুধু এমন ব্যক্তিগণকেই এসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান যাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দানের হুকুম দিলেন। প্রথমত তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে তওহীদের দাওয়াত দানের নির্দেশনামূলক আয়াত নাযেল হয়।

'আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কোরে দিন এবং যারা আপনার অনুসরণ করে সেই মো'মেনদের প্রতি আপনি তেমনি মমতাময় হোন যেমন মমতাভরে মুরগী তার ছানাদেরকে নিজের পাখার নিচে আশ্রয় দেয়। তারা যদি আপনার অবাধ্যতা করে তবে আপনি বলুন, তোমরা যা কর তা হোতে আমি নিশ্চয়ই দায়মুক্ত। আপনি নির্ভর কোরুন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর উপর, যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি (সালাতে) দণ্ডায়মান হন এবং সেজদাকারীদের সাথে উঠাবসা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।' (সূরা শু'আরা: ২১৪-২২০)

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুলাল্লাহ সাফা পাহাড়ে আরোহণ কোরে কোরাইশের বিভিন্ন গোত্রকে এসলাম গ্রহণের জন্য প্রকাশ্যে দাওয়াত দিলেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন রকম মতামত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধতম মত হোল– তিনি একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ কোরে তাঁর নিকটাত্মীয় ও দেশবাসীকে উচ্চস্বরে আহ্বান কোরে বোললেন, 'ইয়া সাবাহা! ইয়া সাবাহা! হায় ভোরের বিপদ! হায় ভোরের অমঙ্গল! ইয়া বনি আবদে মানাফ! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর!'

রসুলাল্লাহর এই আহ্বানে নারী, পুরুষ, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, অক্ষম সবাই ছুটলো সাফা পাহাড়ের দিকে। যে আসতে পারে নাই সে প্রতিনিধি প্রেরণ কোরল। আস্তে আস্তে পাহাড়ের পাদদেশ লোকে লোকারণ্য হোয়ে গেলো। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন:

'আমি যদি তোমাদেরকেবোলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রোয়েছে তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কোরবে?'

উপস্থিত জনতা বোলল, 'আমরা কখনও আপনার কাছে মিথ্যা পাই নি।'

তখন তিনি বোললেন: 'আমি তোমাদেরকে ভবিষ্যতের একটি কঠিন আযাব সম্পর্কে সাবধান কোরে দিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হোল সে ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচাবার জন্য চোলল। অতঃপর আশঙ্কা কোরল যে, দুশমন তাদের উপর আগে এসে আক্রমণ কোরে বোসতে পারে। তাই সে উচ্চঃস্বরে 'ইয়া সাবাহা' বোলে সতর্ক কোরতে লাগল। (ইয়া সাবাহা অর্থ-হে আমার কওম! শত্রুর প্রাতঃকালীন আক্রমণ হোতে বাঁচ)।

রসুলাল্লাহ বোললেন: 'হে বনু কাব বিন লুয়াম্মী! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু মুবরাই বিন কাব! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু আবদে শাম্স! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু আবদে মানাফ! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু হাশেম! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। হে বনু আবদুল মুত্তালিব! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। **হে ফাতেমা! আগুন থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো। আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন রক্ষা করার কোন ক্ষমতা আমার নেই, তোমাদের সাথে আমার নিকট সম্পর্ক যা-ই থাকুক না কেন; তোমরা আমার পার্থিব সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চাইতে পারো।** হে কোরায়েশী জনগণ! তোমরা নিজেদের নফ্সকে আল্লাহর নিকট থেকে খরিদ করো। আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে আমি মোটেই তোমাদেরকে রক্ষা কোরতে পারবো না। আমি কেবল কঠিন আযাবের ভয় প্রদর্শনকারী।'

রসুলাল্লাহর ভাষণ শুনে আবু লাহাব বোলল, 'তোমার বিনাশ হোক, এজন্য কি তুমি আমাদেরকে জমায়েত কোরেছিলে?' পরক্ষণেই আল্লাহ আয়াত নাযেল কোরলেন, 'আবু লাহাবের হাত দু'টি ধ্বংস হউক এবং সে নিজেও।' (সূরা লাহাব: ১)

সাফা উপত্যকায় দ্বিতীয় ভাষণ*

সার্বিক সৌন্দর্য আল্লাহর জন্য। আমি একমাত্র তাঁরই প্রশংসা কোরি এবং তাঁর কাছেই মাগফিরাত চাই।

অতঃপর হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবগত কোরছি যে, চির সত্য ও চির পবিত্র আল্লাহ সারা দুনিয়ার স্রষ্টা ও মালিক। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন এলাহ (সার্বভৌম, হুকুমদাতা) নেই। তিনি চিরজীবি এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। নিদ্রা বা গাফেলতি তাঁকে স্পর্শ করে না। দুনিয়া ও আসমানে যা কিছু রোয়েছে

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'এবাদত' শব্দের প্রকৃত অর্থ জেনে নিন।

সবই তাঁর। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি অতুলনীয় ঐশ্বর্যশালী এবং অভাবহীন। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্ত্তা এবং সকল প্রাণীর রেযেকদাতা। তিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, সব নেয়ামতের উৎস তিনি। যমীনের প্রতিটি কণা এবং সাগরের প্রতিটি বিন্দু তিনি তৈরী কোরেছেন। দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বস্তুর সৃজন ও সংঘঠনে তাঁর আধিপত্য বিরাজিত। আল্ল াহ প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী (সূরা যুমার ৬২)।

হে মানুষ! মহান আল্ল াহ তোমাদেরকে বুদ্ধির নেয়ামত দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর ওয়াহদানিয়াত (একত্ব), রবুবিয়াত (প্রতিপালন), খালকি'আত (সৃজন) এবং রায্যাকিআত (রেযেক প্রদান) এর সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কোর না। তিনি তাঁর কালামের মধ্যে নিজের পরিচয় বর্ণনা কোরেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের এলাহ তো একমাত্র আল্ল াহ (সূরা কাহাফ ১১০)।' তিনি ব্যতীত কোন এলাহ নেই, তিনি অতিশয় দয়ালু। তিনি ন্যায়-ইনসাফের হুকুমতের অধীন। **যে দুনিয়ার মঙ্গলের প্রত্যাশী তাকে বলো, শুধু দুনিয়ার জন্য কেন বরবাদ হোচ্ছ? বরং একমাত্র আল্ল াহ দুনিয়া এবং আখেরাতের মঙ্গল প্রদানে সক্ষম। সে আল্ল াহর দিকে আসুক এবং আখেরাতের সাথে দুনিয়াও লাভ কোরুক।** সর্বশক্তিমান রব তোমার এলাহ্ সর্বকর্ম সম্পাদনকারী ও তোমার ওপর মেহেরবান। তাঁর বান্দারা যতই অবাধ্যতা কোরুক এবং যতই বিদ্রোহ কোরুক না কেন, যখন কেউ তাঁর কাছে তওবার জন্য মাথা নত করে এবং সবদিক থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে একমাত্র তাঁর দিকেই আসতে চায় তখন তিনি তার ফিরে আসাকে স্বাগত জানান, তার তওবা কবুল কোরে নেন, তার গুনাহ্ মাফ কোরে দেন, তাকে ভালোবাসার মর্যাদা প্রদান কোরে তার জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত কোরে দেন। তিনি তার দোয়া শোনেন, তার আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করেন। **তাঁর অনুগৃহীত বান্দাকে তার প্রাপ্যের অধিক নেয়ামত দান করেন। সুতরাং তাঁর এবাদত* করা তোমাদের কর্ত্তব্য।**

হে আল্ল াহর বান্দাগণ, যদি তোমরা আল্ল াহকে ভয় করো এবং নতশিরে তাঁর হুকুম পালন করো তাহোলে অন্য কারও সুপারিশে তোমাদের প্রয়োজন থাকবে না। তিনি তোমাদের জন্য দুনিয়াতে সম্মান এবং সার্বিক শান্তির সৌভাগ্য সৃষ্টি কোরে দেবেন, তিনি তোমাদের যাবতীয় গোনাহ মাফ কোরে দেবেন। তিনি অত্যন্ত দয়াশীল ও মেহেরবান। তিনি সবচেয়ে বেশী ক্ষমাশীল এবং রহম ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারী।

হে মানুষ! এ কি দুর্ভোগ! তোমরা তোমাদের স্রষ্টা ও মালিককে পরিত্যাগ কোরে

পাথরের মা'বুদদেরকে স্থান দিয়েছো এবং তোমরা মনে করো, এসব মূর্ত্তি অসাধারণ শক্তির অধিকারী, শাস্তি ও পুরস্কার প্রদানের অধিকার তাদের, ভাগ্যের ফয়সালা তাদের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তিত হয়, লাভ ও লোকসানে তাদের হাত রোয়েছে, ভাল-মন্দের মালিক তারা এবং জগতের যাবতীয় শক্তি তাদের অধীন। অথচ এর একটি কথাও সত্য নয় বরং তা তোমাদের নিছক ভুল ধারণা। লক্ষ্য করো তোমাদের রব কি সুন্দর ভাষায় এরশাদ করেন যে, 'আল্ল াহ ব্যতীত অন্য যে সব মূর্ত্তির পূজা তারা কোরুক না কেন, সে সব তাদেরকে মঙ্গল বা অমঙ্গল কোনটাই দিতে পারবে না। অন্যকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, অনিষ্ট থেকে নিজেদেরকে রক্ষা কোরতেও তারা অসমর্থ।' মহান আল্ল াহ শেরক থেকে পবিত্র। তাঁর সাম্রাজ্যে কেউ শরীক নেই এবং তিনি দুর্বল নন যে তাঁর সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে। এসব মূর্ত্তি পূজারীরা আল্ল াহ ব্যতীত যাদেরকে ডাকুক না কেন তাদের কেউ এক টুকরা খেজুর আঁটিরও মালিক নয়। আর তাদেরকে আহ্বান কোরলেও তারা তা শুনতে সমর্থ নয়। (সূরা ফাতির ১৩-১৪)

হে মানুষ! তোমাদের কি হোল তোমরা মহাপবিত্র আল্ল াহকে ছেড়ে অসহায় সত্তার এবাদত কোরছ! তোমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। হায়! এটা কি উত্তম নয় যে, শেষ ফয়সালার দিন আসার আগে আমরা সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে একমাত্র তাঁরই হোয়ে যাই এবং একমাত্র তাঁরই এবাদত কোরি? **যাতে সেদিন আমাদেরকে এ বোলে দূরে না ফেলে দেয়া হয় যে, তোমরা অন্যের হুকুমতের সাহায্যকারী ছিলে।** তাই আজ তোমাদের জন্য কোন নিরাপত্তা নেই, আজ আগুনের শিখায় তোমাদের অবস্থান। আজ তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। তোমাদের শাস্তি এ অপরাধের জন্য যে, তোমরা আল্ল াহর নিদর্শনকে হাসি-তামাশার বস্তু মনে কোরেছিলে এবং দুনিয়ার জীবন ও তার কাজ-কর্ম তোমাদের প্রতারিত কোরেছিলো। আজ তোমাদেরকে না আযাব থেকে উদ্ধার করা হবে, না তোমাদেরকে তওবা-এস্তেগফার কোরে আল্ল াহকে রাযী করার সুযোগ কোরে দেয়া হবে। তোমরা সে সুযোগ হারিয়ে ফেলেছো।

হে আল্ল াহর বান্দারা! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, সেদিন আসবার আগে নিজেদের মন, প্রাণ, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা-আকাঙ্খা নিয়ে মহাপবিত্র আল্ল াহর দিকে ঝুঁকে পড় এবং তাঁরই এবাদত করো।

সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতাল্ল াহে ওয়া বারাকাতুহ্।

মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত ভোজসভায়

যখন নাযেল হোল, 'আপনার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কোরে দিন' (২৬ঃ২১৪-২২০), তখন রসুলাল্ল াহ অনুধাবন কোরলেন যে, তিনি যদি তাঁর স্বগোত্রীয়দেরকে দাওয়াত প্রদান করেন তবে তাদের পক্ষ থেকে এমন আচরণ পাবেন যা তিনি পছন্দ করেন না। এই ভেবে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। এভাবে কিছুদিন পার হয়। তখন জিব্রাঈল আবার তাঁর কাছে আগমন কোরে বোললেন, **'হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার প্রভু আপনাকে যা হুকুম কোরেছেন, আপনি যদি তা পালন না করেন তবে তিনি আপনাকে শাস্তি দিবেন।'** তখন রসুলাল্ল াহ আলীকে (রাঃ) ডেকে বিষয়টি বোলে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি আমাদের জন্য এক সা' (প্রায় চার সের) খাদ্যদ্রব্যের সাথে ছাগলের একটি রান মিশ্রিত কোরে খাদ্য প্রস্তুত করো এবং একটি বড় পাত্রে দুধ প্রস্তুত করো। অতঃপর আব্দুল মোত্তালিব গোত্রীয়দেরকে আমার নিকট সমবেত করো।' আলী (রাঃ) তখন খাদ্য প্রস্তুত কোরলেন এবং লোকেরা তাঁর নিকট সমবেত হোল। তারা ঐ সময় সংখ্যায় ছিল চল্লি শজন পুরুষ বা এ হোতে একজন কম বা বেশী। এদের মধ্যে রসুলাল্ল াহর আপন চাচা আবু তালেব, হামযা, আব্বাস এবং আবু লাহাব। আলী (রাঃ) খাদ্যের পাত্র তাদের দিকে অগ্রসর কোরলেন। রসুলাল্ল াহ সেখান থেকে একটি টুকরা দাঁত দিয়ে কেটে তা পাত্রের কিনারায় রেখে বোললেন, 'আল্ল াহর নাম নিয়ে আহার কোরুন।' সমবেত সকলে খেতে আরম্ভ কোরলেন এবং তৃপ্তি সহকারে খেলেন। আলী (রাঃ) বলেন, 'আমরা পাত্রে শুধু তাদের আঙ্গুল সমূহের দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না অর্থাৎ খাদ্যের মধ্যে কোন ঘাটতি দেখা গেলো না। **আল্ল াহর শপথ! তাদের একজনই অতটুকু খাদ্য একাই খেতে পারে।** রসুলাল্ল াহ তখন আমাকে তাদের পান করানোর জন্য নির্দেশ দিলেন। তখন আমি ঐ বড় পাত্রটি নিয়ে এলাম। তারা সেটি থেকে পান কোরল এবং সকলেই তৃপ্ত হোল। **আল্ল াহর শপথ! তাদের একজনই অতটুকু পানীয় পান কোরতে পারতো।'** অতঃপর রসুলাল্ল াহ যখন কথা বোলতে চাইলেন আবু লাহাব তাঁর পূর্বেই কথার সূচনা কোরল এবং বোলল, 'আশ্চর্য! তোমাদের এই সাথী তোমাদের উপর যাদু কোরেছে।' অতঃপর সকলেই স্থান ত্যাগ কোরল। রসুলাল্ল াহ নীরব রোইলেন। পরের দিন রসুলাল্ল াহর নির্দেশে আলী (রাঃ) আবারও একই খাদ্য প্রস্তুত কোরে একই ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ কোরলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ খাদ্যগ্রহণ কোরে পরিতৃপ্ত হোলো। তারা বড় পাত্র থেকে দুধ পান কোরে তৃপ্ত হোলো। তখন রসুলাল্ল াহ বোললেন,

'হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্ল াহ আমাকে তোমাদের নিকট বিশেষভাবে

এবং সব সৃষ্টি জগতের নিকট সাধারণভাবে একজন রসুল হিসেবে প্রেরণ কোরেছেন। তোমাদের নিকট আত্মীয়দের সতর্ক কোরে দাও। **আমি তোমাদের দু'টি শব্দের প্রতি আহ্বান কোরছিঃ সাক্ষ্য দাও যে আল্ল াহ ছাড়া কোন এলাহ নেই এবং আমি আল্ল াহর রসুল।** এই কর্ম সম্পাদনের জন্য কে আমাকে কবুল কোরবে এবং আমার সহযোগী হবে? আলী (রাঃ) বোললেন, আমি, হে আল্ল াহর রসুল! রসুলাল্ল াহ বোললেন, তুমি বসো। রসুলাল্ল াহ দ্বিতীয়বার জনগণের সম্মুখে এই বাক্য উচ্চারণ কোরলেন এবং সবাই চুপ কোরে থাকলেন। আলী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বোললেন, 'আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্ল াহর রসুল!' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'তুমি বসো।' রসুলাল্ল াহ তৃতীয়বার জনগণের উদ্দেশ্যে একই কথার পুনরাবৃত্তি কোরলেন কিন্তু কেউ এর জবাব দিলেন না। আলী (রাঃ) বোললেন, 'আমি প্রস্তুত আছি, হে আল্ল াহর রসুল!' রসুলাল্ল াহ তার কাঁধে হাত রেখে বোললেন, 'তুমি বসো। তুমি তো আমার ভাই।''

নবুয়্যতের প্রাথমিক জীবনে মক্কাতে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ

রসুলাল্ল াহ বলেন, 'সিপাহসালার তার সাথীদের কখনও অসত্য বা ভুল তথ্য প্রদান করেন না। আল্ল াহর কসম! আমি যদি পৃথিবীর সব মানুষের সাথে মিথ্যা বোলতে প্রস্তুত থাকতাম তবুও তোমাদেরকে অবাস্তব কোন কথা বোলতাম না। সমগ্র জগতের মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারেও যদি আমি রাজী থাকতাম তবুও তা তোমাদের সাথে কোরতে পারতাম না। **যিনি একক আল্ল াহ, যাঁর কোন শরীক নেই তাঁর শপথ! আমাকে তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং গোটা জাহানের প্রতি সাধারণভাবে নবীরূপে পাঠানো হোয়েছে।** আল্ল াহর শপথ! তোমাদেরকে একদিন মৃত্যুবরণ কোরতে হবে। ঠিক তেমনি যেমনটি ঘুম পেলে প্রতিদিন ঘুমিয়ে থাকো এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের পুনরায় উত্থিত হোতে হবে যেমনটি ঘুম হোতে নিত্য জাগ্রত হও। আর তোমাদের কর্মকাণ্ডের অবশ্যই হিসাব নেয়া হবে। ভালোর প্রতিদান ভালো আর মন্দের বিনিময় মন্দ ফলাফল পেতে হবে। তা অনন্তকালের জন্য জান্নাত কিংবা চিরদিনের জন্য জাহান্নাম হবে।

খালিদ এবনে সাঈদের (রা:) উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

এসলাম কবুল করার উদ্দেশ্যে খালিদ এবনে সাঈদ এবনুল আস (রা:) রসুলাল্ল াহর নিকট আসেন। তিনি ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পিতা সাঈদ তাঁকে প্রজ্জ্বলিত একটি অগ্নিকুণ্ডে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হোয়েছেন, ঠিক এ মুহূর্ত্তে রসুলাল্ল াহ তাঁর কোমর ধোরে অগ্নিকুণ্ডে পতন হোতে রক্ষা করেন। খালেদকে (রা:) উদ্দেশ্য কোরে রসুলাল্ল াহ তখন বলেন,

'আমি তোমাকে আল্ল াহর পথে আহ্বান কোরছি, যিনি এক, যাঁর কোন অংশীদার নাই। নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ (দ:) তাঁর বান্দা ও রসুল। তোমরা যার উপাসনা কোরছ, তাদের ত্যাগ করো। এগুলি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়, তারা তোমাদের কোন উপকার কোরতে পারে না তেমনি ক্ষতিও কোরতে সক্ষম নয়। তারা এও জানে না যে, কারা তাদের পূজা করে এবং কারা করে না।'

কাবাঘর তওয়াফকালে কতিপয় কাফেরের উদ্দেশ্যে

আল্ল াহর রসুল একদিন কাবা শরীফ তাওয়াফ কোরছিলেন। সেই সময় এসলামের চরম শত্রু উকবা এবনে আবী মুঈত, আবু জাহল ও উমায়্যা এবনে খালফ বাইতুল্ল াহর উন্মুক্ত আঙ্গিনায় বোসে রসুলাল্ল াহর প্রতি আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য করে তিন তিনবার। তখন রসুলাল্ল াহ বলেন:

'তোমরা সবাই সুসংবাদ গ্রহণ করো। **নিশ্চই আল্ল াহ তাঁর দীনের বিকাশ সাধনকারী, তাঁর বাণীর পূর্ণতা সাধনকারী এবং তাঁর নবীর সাহায্যকারী। নিশ্চয়ই এসব লোক যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তাদেরকে আল্ল াহ তোমাদের হাতে শীঘ্রই যবেহ কোরবেন।'**

আবি-তালিব গিরি উপত্যকায় প্রথম ভাষণ

মহান আল্ল াহর তস্‌বীহ ও পবিত্রতা ঘোষণা করার পর।

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের আনুগত্য করো এবং পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকো। তা না হোলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের ভিত্তি দূর্বল হোয়ে যাবে। তোমরা কি এ সত্য সর্ম্পকে অবগত নও যে, আল্ল াহর

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লে খিত 'যুলুম' শব্দের প্রকৃত অর্থ জেনে নিন।

যমীন যখন চতুর্দিক থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো, বোত-পরস্তি (শয়তানের পূজা) যখন আল্ল াহ-পরস্তির (আল্ল াহর এবাদত) স্থান দখল কোরে নিয়েছিলো, তখন মানবীয় নৈতিকতা মুছে গিয়েছিলো, সর্বত্র ফেত্‌না-ফাসাদের তুফান প্রবাহিত ছিলো। তোমরা সে যুগ প্রত্যক্ষ কোরেছ। এখানের বাসিন্দারা শত শত বছর হিংস্র প্রাণীর ন্যায় পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। এ হানাহানি-খুনাখুনির জন্য দুনিয়ার কোথাও আরববাসীর সম্মান ছিলো না। প্রত্যেক কওম তাদেরকে নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত মনে কোরতো। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শত্রুতা-দুশমনি ও ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিলো তাদের পরিচয়ের বৈশিষ্ট্য। নিজেদের এ দুর্ভাগ্য সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিলো। **অতঃপর আল্ল াহ তোমাদের অবস্থার ওপর রহম কোরেছেন। তোমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি কোরেছেন এবং তার ফলে তোমরা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হোয়েছ। অতএব তোমরা এ মেহেরবানীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হোয়ো না। পরস্পর মিলে মিশে থাকো এবং আল্ল াহকে ভয় করো, যাতে তোমরা লক্ষ্য হাসিল কোরতে সক্ষম হও।**

হে মানুষ! নিঃসন্দেহে সকল মো'মেন পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মো'মেন এক ব্যক্তি সদৃশ। শিরপীড়া উপস্থিত হোলে তার সারাটা শরীর বেদনায় জর্জরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক মো'মেন অন্য মো'মেনের জন্য এক বুনিয়াদ স্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশের বোঝা বহনে সাহায্যকারী। আমি তোমাদের নসিহত কোরছি, প্রত্যেক মো'মেন পরস্পর ভাই, তাই কেউ যেন কারও প্রতি যুলুম (অন্যায় আচরণ) না করে এবং কাউকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সাহায্যহীন ছেড়ে না দেয়া হয়। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ কোরবে আল্ল াহ তার প্রয়োজন পূরণ কোরে দিবেন। যে ব্যক্তি মো'মেনের কষ্ট দূর কোরবে আল্ল াহ কেয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর কোরে দিবেন। **যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন কোরবে, কেয়ামতের দিন আল্ল াহ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন।**

হে মানুষ! যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন করো। পরস্পর ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকো। **তোমাদের রব তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কর্মের হুকুম দিচ্ছেন** এবং ফেত্‌না-ফাসাদ ও খুনাখুনী নিষিদ্ধ কোরেছেন। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মো'মেন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ কোরতে পারবে না। আর **নিজের জন্য তোমরা যা পছন্দ করো অপর ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মো'মেন হোতে পারবে না।**

এবং হে মো'মেনগণ! অবশ্যই মহাপবিত্র আল্ল াহ তোমাদের ওপর করুণা কোরেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি কোরে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে হিংসা-বিদ্বেষের অভিশাপ থেকে মুক্ত কোরেছেন। এ নেয়ামতের

সম্মান করা তোমাদের কর্ত্তব্য এবং পরস্পরের সুখে দুঃখে অংশগ্রহণ করো। আমি ইতিপূর্বে বোলেছি যে এক মো'মেন অন্য মো'মেনের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। তার অর্থ হোলো, **এক মো'মেন অন্য মো'মেনের জন্য দেওয়ালের ইটের মত একে অপরকে আঁকড়ে থাকে। যেরূপ দেয়ালের এক ইট অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়াত কোরছি।** তোমরা যে অবস্থাতেই থাকো না কেন একে অপরের সাহায্য কোরবে। আমি তোমাদের হুঁশিয়ার কোরছি যে, **তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকো, একে অপরকে সাহায্য করো অর্থাৎ আশ্রয় দান করো তাহোলে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত থাকবে। অন্যথায় তোমরা স্তুপীকৃত ইটের ন্যায় হবে, কোন দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে।** আর তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য রোয়েছে, সে যেন অবশ্যই তার ভাইয়ের উপকার করে এবং আমি পুনরায় তোমাদেরকে একথা বোলছি যে, কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মো'মেন হোতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাই এর জন্যও তাই পছন্দ করে। আমি এ উদ্দেশ্যে বোলছি যে, প্রত্যেক মো'মেন লাভ-লোকসানের কাজে যেন অপর মো'মেনকে তার নিজের মত মনে করে এবং সে যা নিজের জন্য অপছন্দ করে তা যেন তার ভাই এর জন্যও অপছন্দ করে। **যতদূর সম্ভব এক মো'মেন ভাইকে যেন নিজের সত্তার ন্যায় প্রিয় মনে করে নিজের সত্তাকে যেরূপ প্রিয় মনে করে, সেরূপ তার ভাইকেও প্রিয় মনে করে এবং নিজের সত্তার প্রতি যে আচরণ করে সেরূপ আচরণ যেন তার ভাইয়ের প্রতিও করে। কথাবর্ত্তায় মোনাফেকও নিজেকে মো'মেন বোলে থাকে, কিন্তু মো'মেন তো সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মো'মেন নিরাপদ থাকে।**

হে মানুষ! মো'মেনের প্রত্যেক জিনিস অপর মো'মেনের জন্য হারাম। পরস্পরের রক্ত, ইযযত, আব্রু, সম্পদ এর কোনটারই ক্ষতি সাধন তোমরা কোরো না। **মানুষের চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে এমন দু'টি গুণ রোয়েছে যার চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। এর প্রথমটি হোচ্ছে আল্ল াহর প্রতি ঈমান আর দ্বিতীয়টি মো'মেনদের উপকার সাধন। দোষাবলীর মধ্যেও এমন দু'টি দোষ রোয়েছে যার চেয়ে নিকৃষ্টতম আর কিছুই নেই। প্রথমটি আল্ল াহর সাথে কাউকে শরীক করা, দ্বিতীয়টি কোন মো'মেনের ক্ষতি সাধন করা। কোন অবস্থাতেই মো'মেন ভাই এর ওপর যুলুম করা অন্য মো'মেনের জন্য বৈধ নয়।** বিপদকালে মো'মেন ভাইকে সাধ্যমত সাহায্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য (ফরদ)।

সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতাল্ল াহে ওয়া বারাকাতুহু।

আবি-তালিব গিরি উপত্যকায় দ্বিতীয় ভাষণ*

মহান আল্ল াহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পরঃ

হে মো'মেনগণ! **তোমাদের রব এরশাদ কোরেছেন মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য যত উম্মত তৈরী করা হোয়েছে তন্মধ্যে তোমরা সবচেয়ে উত্তম এজন্য যে, তোমরা ভালো কাজের জন্য হুকুম করো এবং মন্দ কাজে বাধা দান করো।** আল্ল াহ তাঁর এ ফরমানের মধ্যে বালাগ (তওহীদের ডাক পৌছানো) করাকে তোমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ মর্যাদার আসন দান কোরেছেন। **আল্ল াহ মো'মেনদেরকে সবচেয়ে উত্তম এজন্য বলেন যে, তারা সত্যের প্রচার ও প্রকাশ কোরে বাতিলকে মিটিয়ে দেয়, মঙ্গলজনক কাজের প্রতি আহ্বান জানায় এবং মন্দ কাজে বাধা দান করে।**

হে মো'মেনগণ! তোমরা জানো আল্ল াহ সুব্হানানাহু তা'আলা আনুগত্য এবং এবাদত বন্দেগীতে খুশী হন। কুফর ও গোমরাহী এবং অপরাধ ও বিরুদ্ধাচরণে তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাই তোমাদেরকেও আনুগত্য ও এবাদতে খুশী এবং অপরাধ ও বিরুদ্ধাচরণে অসন্তুষ্ট হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ সৎ কাজ করা ও সৎ চরিত্র অর্জন করা উচিত এবং গর্হিত কাজ ও অসৎ স্বভাব বর্জন করা উচিৎ। সমাজের লোককে ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা তোমাদের সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমি জানি তোমরা আল্ল াহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশী ও তাঁর প্রতি অনুরক্ত। তাই তোমাদেরকে বোলছি ভালোবাসার প্রথম শর্ত্ত হিসেবে সর্বাবস্থায় যাকে ভালোবাসছো তার সন্তুষ্টি বিধান করো এবং নিজেদের সকল ইচ্ছা-আকাঙ্খা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র আল্ল াহর সন্তুষ্টির অধীন হও। অর্থাৎ যে সব হুকুম-আহকাম আল্ল াহ পছন্দ করেন তা পালন করো এবং যা অপছন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকো। অন্যদেরকেও এ পথে আহ্বান করো। তোমরা কি জানো না যে তোমদের রব বলেন 'সত্য ও ন্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা করো এবং কুফর ও অবাধ্যতা মিটিয়ে দাও।' সকল সৎকাজ নতশিরে মেনে নেয়া এবং প্রত্যেক মন্দ মিটিয়ে দেয়া তোমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তা না কোরতে পারলে নিজেদের পক্ষে মন্দ কাজ ও মন্দ কাজ যারা করে তাদের প্রতি মনে মনে ঘৃণা পোষণ করো। **যথাসম্ভব সমাজের অন্য মানুষকেও সৎ কাজের দিকে আকৃষ্ট কোরবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, এটাই জীবনের লক্ষ্য।**

যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ কোরে বোলছি, 'এসলামের প্রচার-প্রসার

---

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লে খিত মোমেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী কাকে বলে জেনে নিন।

(জেহাদ) এবং আল্ল াহর প্রতি ঈমান পরস্পর অবিচ্ছেদ্য জিনিস।' আল্ল াহ ও আখেরাতের প্রতি যার বিশ্বাস রোয়েছে তার পক্ষে সত্য না প্রচার করা এবং কুফর ও গোমরাহীর প্রতি বাধা না দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। **দুনিয়াতে যখন সত্য কলেমার (এসলাম) অবমাননা করা হয় তখন আল্ল াহর আবেদরা অস্থির ও অশান্ত হোয়ে ওঠে। তাদের পদক্ষেপ হয় সত্যের সাহায্যে এবং প্রত্যেক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। কুফর ও পাপের চেহারা ক্ষত বিক্ষত না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বস্তি নিয়ে বসতে পারে না। যখন জলে স্থলে বিদ্রোহ ও পাপের ফাসাদ প্রসারিত হয় তখন আল্ল াহর মহব্বতকারীদের শান্তি বিনষ্ট হয়, চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে। তারা দুনিয়ার যাবতীয় আরাম আয়েশ অবহেলায় ত্যাগ করে ও ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং মরণপণ কোরে অবিচল সত্য ও ন্যায়ের ঘোষণা করে।**

হে মো'মেনগণ! স্মরণ রাখো যদি এসলাম প্রচারের (দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের) যিম্মাদারী পরিত্যাগ করো তাহোলে উত্তম উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে এবং হক সুব্‌হানাহু তা'আলা প্রদত্ত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হোয়ে যাবে। তখন আল্ল াহ তোমাদের ওপর জালিমদের কর্তৃত্ব দিয়ে দেবেন এবং তারা তোমাদের ওপর যুলুম কোরবে। যদিও তখন তোমাদের উত্তম ব্যক্তিগণ দোয়া কোরবে কিন্তু তাদের দোয়া কবুল হবে না।

অতএব তোমরা এ কর্তব্য থেকে গাফেল হোয়ো না, কেননা তা তোমাদের ধ্বংসের কারণ হবে। আমি অবলোকন কোরছি কোন কোন লোক দুনিয়ায় আরাম আয়েশের সন্ধানে লিপ্ত এবং সত্য প্রচারে গাফেল। তাদের অবস্থার জন্য আফসোস! **আল্ল াহর সাথে সম্পর্কহীন জীবন ক্ষণস্থায়ী আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করার খেলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আখেরাতের জীবন হোচ্ছে চিরস্থায়ী জীবন।** তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন। তোমরা যা কোরছ তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। **যে তাঁর হুকুম আহকামের ওপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে সে প্রতিফল ও পুণ্য লাভের যোগ্য। রহম-করমশীল আল্ল াহ দয়াপরবশ হোয়ে তাঁর বান্দাকে প্রাপ্যের অধিক প্রতিদান দেবেন।**

হে মো'মেনগণ! আমি তোমাদেরকে সাবধান কোরছি কোন কওমের কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ করে এবং কওমের বাধা দান করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে বাধা না দেয়, তা হোলে এ কারণে মৃত্যুর পূর্বেই তাদের ওপর আল্ল াহর গজব নাযেল হবে। আমি তোমাদেরকে হেদায়াত কোরছি, তোমাদের যে কেউ কুফর ও আল্ল াহ-দ্রোহিতা হোতে দেখবে সে যেন শক্তি দিয়েও তা সংশোধন করে, শক্তি প্রয়োগে সক্ষম না হোলে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ কোরবে এবং তাতেও সমর্থ না হোলে অন্তর থেকে তা ঘৃণা কোরবে এবং **এটা হোচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।**

হে মো'মেনগণ! তোমরা হক ও সাদাকাতের (সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা) আহ্বানকারী। তোমাদের কর্তব্য হোচ্ছে তোমরা নিজে ভালো কাজ কোরবে এবং সমাজের লোকদেরকে সৎচরিত্রের দিকে উৎসাহিত কোরবে। **উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে এসলামের কাজ করো। কেননা এটা হোচ্ছে তোমাদের কর্ম-জীবনের সবচেয়ে উত্তম অধ্যায়। আর এটা এমন এক সম্মান যা অন্য কোন কওমের ভাগ্যে জোটেনি।**

সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতাল্ল াহে ওয়া বারাকাতুহ্।

আকাবার দ্বিতীয় বায়াত

মক্কার নিকটবর্তী আকাবা নামক উপত্যকায় মদীনার শক্তিশালী গোত্র খাযরাজ এর ৭০ জনের এক প্রতিনিধি দলের সমাবেশে রসুলাল্ল াহ একটি ভাষণ দান করেন। তারা রসুলাল্ল াহর সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য আগমন কোরেছিলেন। এই চুক্তি রসুলাল্ল াহর মদীনায় হেজরতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আবু তালেবের মৃত্যুর পর রসুলাল্ল াহর আপন চাচা আব্বাসই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়। তিনিও আবু তালেবের ন্যায় তখনও এসলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি রসুলাল্ল াহকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। এজন্যই রসুলাল্ল াহ ১২ জ্বেলহজ্ব, নবুয়তের ১৩ তম বর্ষে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে আকাবার প্রান্তরে উপস্থিত হোলেন। পাছে কোরায়েশগণ এই গোপন সমাবেশের খবর পেয়ে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে, এই আশঙ্কায় আব্বাস তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। মদীনাবাসী মো'মেনগণও তাদের সহযাত্রী কাফেরদের অগোচরে একে একে সকলেই এসে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হোলেন।

সমবেত সভায় সর্বপ্রথম আব্বাসই আলোচনা আরম্ভ কোরলেন। তিনি মদীনাবাসী মো'মেনদের সম্বোধন কোরে বোললেন, 'হে আওস ও খাজরাজগণ! আপনারা মোহাম্মদকে (দঃ) মদীনায় যাওয়ার অনুরোধ কোরেছেন। কিন্তু এটি খুব সহজ ব্যাপার নয়। এ সম্বন্ধে আপনারা সুষ্ঠুভাবে চিন্তা কোরে দেখুন। তাঁকে নিয়ে গেলে আপনাদেরকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হোতে হবে। এতে হয়তো মক্কাবাসী রাগান্বিত হোয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোরবে। তখন যদি বিপদ দেখে আপনারা পিছনে সোরে দাঁড়ান, তবে তা এখনই বোলুন।'

আব্বাসের কথার কোন উত্তরই তারা দিলেন না, রসুলাল্ল াহ কি বলেন তা শোনার জন্যই সকলে আকাঙ্খা প্রকাশ কোরলেন। তখন রসুলাল্ল াহ আল্ল াহর পয়গাম পবিত্র

কোর'আন পাঠ কোরে শোনালেন। কোর'আন শুনে উপস্থিত সকলের অন্তর ঈমানের নূরে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠলো। তারপর তিনি এসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সারগর্ভ উপদেশ দান কোরে বোলতে লাগলেন, **'আমি মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে তোমাদের সাথে মদীনায় যেতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিকট তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা কোরতে হবে যে, যেভাবে তোমরা নিজেদের পিতা, পুত্র ও অন্যান্য স্বজনগণকে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সাহায্য কোরে থাকো, সেইরূপ আমাকে এবং আমার সাথী মোহাজেরদেরকেও সাহায্য কোরতে হবে। আর সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে সাহায্য কোরতে হবে। তোমরা সুখে-দুঃখে, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও দুর্দশায় সৎকর্মের আদেশ ও মন্দ কর্মের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আমার কথা শুনবে ও মেনে চোলবে, এ ব্যাপারে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করো। আল্ল াহর উদ্দেশ্যে সত্য কথা বোলতে অপবাদ দানকারীর অপবাদকে ভয় কোরবে না; এতে তোমরা সম্মত আছো কি?'**

তখন তাঁরা আরজ কোরলেন, 'রসুলাল্ল াহ! আমরা যদি ধন-প্রান সর্বস্ব আল্ল াহর নামে উৎসর্গ কোরে দেই, তবে আমরা তার প্রতিফলে কি পাবো?'

রসুলাল্ল াহ উত্তর কোরলেন, 'তোমরা এর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ, আল্ল াহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ কোরবে।' তখন মদীনার মো'মেনদের পক্ষ থেকে আবুল হাইসাম বোললেন, 'রসুলাল্ল াহ! বর্ত্তমানে মদীনার ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের সন্ধি আছে। আপনার হাতে বায়াত গ্রহণ করার পর হয়তো তা আর থাকবে না। কিন্তু মোসলেম শক্তি ক্ষমতাশালী হোয়ে উঠলে আপনি যদি আমাদেরকে পরিত্যাগ কোরে স্বদেশে চোলে আসেন, তখন আমাদের উপায় কি হবে?'

রসুলাল্ল াহ হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'কখনও এইরূপ হবে না। আমরা তোমাদের, তোমরা আমাদের। চিরদিন আমরা একসাথে থাকব, জীবন-মরণ সবকিছুই আমাদের একসাথে হবে।'

এই কথা শোনামাত্র মদীনাবাসীরা উল্ল সিত হোয়ে এসলাম এবং আল্ল াহ ও রসুলের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কোরতে প্রস্তুত হোলেন। বায়াত নেওয়ার আগ্রহের কোন সীমা রোইল না। তারা এসে রসুলাল্ল াহর হস্ত-মোবারক ধারণ কোরে বোলতে লাগলেন, **'আমার ধন সম্মত্তি, মান-মর্যাদা, জীবন-যৌবন, পরিবার-পরিজন যথাসর্বস্ব আল্ল াহর নামে উৎসর্গ কোরলাম।'** সর্বপ্রথম বার'আ বিন মা'রূর (রাঃ) রসুলাল্ল াহর হাতে বায়াত কোরলেন। তারপর অন্য সকলেও তাঁর অনুসরণ কোরলেন।

যখন তাঁরা রসুলাল্ল াহর হস্ত-মোবারক ধারণ কোরে প্রতিজ্ঞা কোরতে প্রস্তুত

হোলেন, তখন সা'আদ বিন যুরারা নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বোললেন, 'ভাইয়েরা, তোমরা একটু থামো। তোমরা কি প্রতিজ্ঞা কোরছ তা আরও একবার ভালো কোরে চিন্তা কোরে দেখে নাও। **তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার ফলে আরব, অনারব, জ্বিন, মানুষ সকলেই তোমাদের শত্রু হোয়ে দাঁড়াবে। এই প্রতিজ্ঞা মূলত সারা জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রতিজ্ঞা।** যদি তোমাদের বুকে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার মত শক্তি ও হিম্মত থাকে তবে অগ্রসর হও, বেস্‌মেল্ল াহ বোলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করো, অন্যথায় এখনই বিরত হওয়া ভালো।'

আনসার বাহিনী সমস্বরে উত্তর দিলেন, 'আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সর্বান্তকরণে প্রস্তুত আছি।'

এরপর উবায়দা এবনে আব্বাস তাদেরকে সম্বোধন কোরে বোললেন, **'হে খাযরাজগণ! এ অত্যন্ত কঠিন প্রতিজ্ঞা। এর ফলে তোমাদের রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তোমাদের উপার্জিত ধন-সম্পদ সর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিতে হবে। তোমাদের অনেক সম্ভ্রান্ত সর্দারদের গলায় ছুরি পোড়বে। তখন যদি অবিচলিত থেকে প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরতে পারো তবে হাত বাড়াও, প্রতিজ্ঞা করো, সর্বাগ্রে ইহ-পরকালের সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করো।'**

সকলে ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠে উত্তর কোরলেন, 'আমরা এই সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত আছি।' অতি আনন্দের সাথে সকলে বায়াত গ্রহণ কোরলেন।

কুবা পল্ল ীতে প্রথম জুম'আর খোতবা*

মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি পল্ল ীর নাম কুবা। মক্কা থেকে হেজরত কোরে মদীনায় যাওয়ার পথে রসুলাল্ল াহ তিনদিন অথবা চারদিন কুবাতে অবস্থান করেন। কুবা পল্ল ীতে রসুলের শুভাগমন সম্পর্কে সীরাতকার এবনে এসহাক ঐ পল্ল ীর কয়েকজন সাহাবীর উক্তি বর্ণনা করেন, যারা পূর্বেই এসলাম গ্রহণ কোরে রসুলাল্ল াহর আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কোরছিলেন। তারা বলেন: আমরা যখন রসুলাল্ল াহর মক্কা শরীফ থেকে বহির্গত হওয়ার সংবাদ শুনলাম, তখন থেকে আমরা তাঁর মদীনা শরীফে শুভাগমনের প্রতিক্ষায় ছিলাম। আমরা ভোরের সালাহ কায়েম কোরেই আমাদের পাহাড়ী এলাকা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম রসুলাল্ল াহর প্রতীক্ষায়। যতক্ষণ না ছায়াঘেরা স্থানগুলিতে রৌদ্র ছড়িয়ে পড়ত, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান কোরতাম। তারপর যখন আর কোথাও

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৯০ পৃষ্ঠায় উল্লে খিত জুমার সালাহর প্রকৃত উদ্দেশ্য জেনে নিন।

ছায়া খুঁজে পেতাম না, তখন আমরা ফিরে আসতাম। আর সেটা ছিল গরমকাল। এমনকি যেদিন রসুলাল্ল াহ মদীনায় শুভাগমন করেন, সেদিনও আমরা অন্যান্য দিনের মত অপেক্ষায় বোসে ছিলাম। তারপর যখন আর ছায়া বাকী রোইল না, তখন আমরা ঘরে চোলে আসলাম। তাই সর্বপ্রথম তাঁকে যে দেখতে পায় সে ছিল একজন ইহুদী। রসুলাল্ল াহ প্রথম জুম'আর সালাহ কায়েম করেন। আমরা যে কী কোরতাম তা সে লক্ষ্য কোরতেন। আর আমরা আমাদের নিকট রসুলাল্ল াহর শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। তখন সে উচ্চস্বরে চীৎকার কোরে বোলে উঠল: হে কাইলা গোত্রের লোকজন! তোমাদের মহান পুরুষ ঐ যে এসে পড়েছেন।

তখন আমরা রসুলাল্ল াহর দিকে ধাবিত হোলাম। তিনি তখন একটি খেজুর গাছের ছায়ায় অবস্থান কোরছিলেন। তাঁর সাথে তখন তাঁর সমবয়সী আবু বকর (রা:)। আমাদের অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনদিন রসুলাল্ল াহকে দেখি নি। তাই তখন লোকজন প্রচণ্ড ভিড় কোরেছে। আর তারা আবু বকর (রা:) থেকে রসুলাল্ল াহকে পৃথক কোরে চিনে উঠতে পারছিলো না। এমন সময় রসুলাল্ল াহর উপর থেকে ছায়া সোরে গেলো। তখন আবু বকর (রা:) দাঁড়িয়ে গিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে রসুলাল্ল াহকে ছায়া প্রদান কোরলেন। এবার আমরা তাঁকে চিনতে পারলাম।

রসুলাল্ল াহ কুবায় সোম মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন এবং তাঁর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। শুক্রবার তিনি মদীনার পথে রওয়ানা হন এবং পথিমধ্যে বনু সালিম এবনে আওফের পল্ল ীতে রানুনা প্রান্তরে এসলামের ইতিহাসের প্রথম জুম'আর সালাহ কায়েম করেন। সালাতের পূর্বে তিনি যে ভাষণটি দান করেন তা নিম্নরূপ:

সমস্ত প্রশংসা আল্ল াহর জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা কোরি। তাঁরই কাছে সাহায্য, হেদায়াত ও ক্ষমা প্রার্থনা কোরি। আমি আল্ল াহর প্রতি ঈমান এনেছি, আমি তাঁর অবাধ্যতা কোরি না। **যারা অবাধ্যতা করে, তাদের সাথে আমি শত্রুতা পোষণ কোরি।** আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্ল াহ ছাড়া কোন এলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মোহাম্মদ (দ:) আল্ল াহর বান্দা ও রসুল। তিনি মোহাম্মদকে (দ:) আলো, হেদায়াত ও নসিহত সহকারে এমন এক যুগে পাঠিয়েছেন, যখন অনেক কাল থেকে দুনিয়াতে কোন নবী আসেন নি। যখন জ্ঞান হ্রাস পেয়েছে ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পেয়েছে। **আমাকে আখেরী যামানায় পাঠানো হোয়েছে, যখন কেয়ামত নিকটবর্তী এবং দুনিয়ার মৃত্যু আসন্ন।** যে আল্ল াহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে সে-ই সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত; যে তাঁর হুকুম মানে নি সে পথভ্রষ্ট, সে মর্যাদা থেকে বিচ্যুত এবং কঠিন গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত।

হে মো'মেনগণ! আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। এক মো'মেনের প্রতি অপর মো'মেনের উত্তম উপদেশ হোল তাকে আখেরাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং আল্ল াহকে ভয় করার কথা বলা। হে মানুষ! আল্ল াহ যে সব বিষয় নিষেধ কোরেছেন তা পরিহার করো। এর চেয়ে বড় কোন নসিহত নেই এবং কোন যেকেরও নেই। সুতরাং আল্ল াহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক কোরছেন, তোমরা সেই ব্যাপারে সতর্ক হও। এর চেয়ে উত্তম কোন নসীহত নেই, নেই এর চেয়ে উত্তম কোন উপদেশ। স্মরণ রেখো, আল্ল াহকে ভয় কোরে যে কাজ করে, আখেরাতে তাকওয়া তার জন্য উৎকৃষ্ট সাহায্যকারী। যখন কোন ব্যক্তি আল্ল াহর সাথে তার সম্পর্ক প্রকাশ্যে ও গোপনে সঠিক কোরবে এবং এ ব্যাপারে তার নিয়ত পবিত্র থাকবে তখন তার এ কাজ দুনিয়াতে প্রশংসিত হবে এবং মৃত্যুর পর (যখন মানুষের আমলের গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনুভূত হবে) এক ভাণ্ডারে পরিণত হবে। যদি কেউ এরূপ না করে তাহোলে তার যে পরিণতি হবে তার উল্লে খ রোয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে: মানুষ চাইবে তার আমল যেন তার থেকে দূরে রাখা হয়।

আল্ল াহ তোমাদেরকে হুঁশিয়ার কোরছেন তাঁর নিজের সম্পর্কে। আর বান্দার প্রতি আল্ল াহ অতিশয় দয়ালু। আল্ল াহ তাঁর বাণী সত্যে পরিণত কোরে দেখান, পূরণ করেন তাঁর ওয়াদা-অঙ্গীকার, এর কোন বরখেলাফ করেন না, করেন না ব্যতিক্রম। কারণ আল্ল াহ তা'য়ালা বলেন,

আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি অন্যায় কোরি না (সূরা কাফ: ২৯)।

হে মো'মেনগণ! তোমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রকাশ্য ও গোপন কাজে আল্ল াহর ভয়কে সামনে রেখো। কেননা, আল্ল াহকে ভয়কারীদের (মুত্তাকী) ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাদের প্রতিদান বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাকওয়ার অধিকারীরা বিরাট সাফল্য লাভ কোরবে।

আল্ল াহ বলেন,

'আল্ল াহকে যে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন কোরবেন এবং তাকে দিবেন মহা পুরস্কার (সূরা আত-তালাক: ৫)'। মহান আল্ল াহ আরও বলেন, 'যারা আল্ল াহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন কোরবে (সূরা আহযাব: ৭১)'। কারণ একমাত্র তাকওয়া আল্ল াহর ক্রোধ হোতে রক্ষা করে, তাঁর শাস্তি হোতে রক্ষা করে, রক্ষা করে আল্ল াহর বিরাগভাজন হোতে। একমাত্র তাকওয়া চেহারাকে উজ্জ্বল করে, পালনকর্তার সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে। **হে মো'মেনগণ! উপভোগ করো কিন্তু হক আদায়ের ব্যাপারে গাফেল**

হোয়ো না। আল্ল াহ তোমাদেরকে তাঁর কেতাব দিয়েছেন এবং রাস্তা প্রদর্শন কোরেছেন যাতে মিথ্যাপন্থী ও সত্যপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। **হে মানুষ! অন্যদের প্রতি তোমরা অনুগ্রহ করো, যেমন আল্ল াহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ কোরেছেন। আল্ল াহর দুশমনকে তোমরা দুশমন মনে করো এবং আল্ল াহর রাস্তায় পূর্ণ সাহস ও একাগ্রতার সাথে জেহাদ করো, যেমন জেহাদ করা উচিৎ।** তিনিই তোমাদেরকে মনোনীত কোরেছেন এবং তোমাদেরকে মোসলেম নামকরণ কোরেছেন এজন্য যে, যারা ধ্বংস হবার তারা যেন সত্য স্পষ্ট হবার পর ধ্বংস হয়, আর যারা বেঁচে থাকবার তারা যেন সত্য স্পষ্ট হবার পর বেঁচে থাকে। সকল পূণ্য কাজ আল্ল াহর সাহায্যে সংঘটিত হয়।

হে মানুষ! আল্ল াহর যেকের করো এবং মৃত্যু পরবর্ত্তী জীবনের জন্য কাজ করো। **যে ব্যক্তি আল্ল াহর সাথে নিজের সম্পর্ক সংশোধন করে, আল্ল াহ মানুষের সাথে তাঁর সম্পর্ক সঠিক কোরে দেন।** অবশ্যই আল্ল াহ বান্দাদের উপর কর্তৃত্বের অধিকারী। কিন্তু তাঁর উপর কারো কর্তৃত্ব চলে না। আল্ল াহ বান্দাদের মালিক এবং তাঁর উপর বান্দাদের কোন এখতিয়ার (কর্তৃত্ব) নেই। আল্ল াহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমরা এ মহান সত্তার নিকট থেকেই ভালো কাজের শক্তি লাভ কোরি।

মসজিদে কুবায় রসুলাল্ল াহর অপর একটি বক্তব্য*

আল্ল াহর তাস্‌বীহ ও তক্‌দীসের পর।

হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, হক সুবহানাহু তা'আলা আমাকে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমি এসেছি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্য। তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, উত্তম নৈতিক চরিত্র অবলম্বন করো। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে আমি তাকে বেশী মুহব্বত কোরি যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমার দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে তারা উত্তম যারা পূত-পবিত্র চরিত্রের মালিক। মন্দ চরিত্র আমলকে এমনভাবে বরবাদ কোরে যেভাবে শিরকা মধুকে। **যার চরিত্র পূত-পবিত্র তার মর্যাদা রাত জেগে এবাদতকারী ও দিনের বেলা সিয়াম পালনকারীর সমান।** অর্থাৎ সে ঐ সব সাধনাকারীর ন্যায় যারা রাত্রিকালে সালাতে মশগুল থাকে এবং দিনের বেলা সিয়াম পালন করে। তোমরা কি জানো উন্নত নৈতিক চরিত্র কাকে বলে? স্মরণ রাখো, **প্রত্যেকের সঙ্গে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করা, অহঙ্কার না**

*বর্তমানে বিকৃত আকীদায় হেদায়াহ ও তাকওয়াকে একই বিষয় মনে করা হয়। এই ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত হেদায়াহ ও তাকওয়া অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুরোধ কোরছি।

করা, অধিক সময় চুপ থাকা, আল্ল াহকে খুব বেশী স্মরণ করা, বেহুদা কথাবার্ত্তা অপছন্দ করা, ন্যায়-এনসাফের ক্ষেত্রে আপন-পর, সাধারণ-অসাধারণ, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ না করা, গরীব-মিসকীনকে তুচ্ছ জ্ঞান না করা, জাহেলদের (অজ্ঞ) কার্যকলাপে ধৈর্য ধারণ করা, খাদেমদের (সেবক) সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং গরীব আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়া করা হোচ্ছে উত্তম চরিত্র। আর এসব গুণে যে ভূষিত সে সম্মানের যোগ্য এবং আমি দৃঢ়তার সাথে বোলছি, আমলের নিক্তিতে উত্তম নৈতিকতার চেয়ে বেশী ওজন অন্য কোন কিছুতে নেই। অতএব, তোমরা উত্তম নৈতিক চরিত্র অবলম্বন করো।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমাদের মধ্যে যে কেউ সৎ চরিত্রের শিক্ষা দেবে সে এ পরিমাণ সওয়াব হাসিল কোরবে, যে পরিমাণ সওয়াব হাসিল কোরবে তার কথায় হেদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিরা। অসৎ চরিত্রের শিক্ষা যে দেবে সে এত পাপ কোরবে যত পাপ তার কথায় অসৎ ব্যক্তিদের হবে।

আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি, যে দীর্ঘায়ু অথচ অসৎ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সবচেয়ে অধম। আমি তোমাদেরকে নসিহত কোরছি যে, তোমরা পরস্পর উত্তম ব্যবহার করো। একে অন্যের সাথে শত্রুতা কোর না, পরস্পর হিংসা পোষণ কোরো না। **কোন মো'মেনের জন্য উচিত নয় যে, অপর মো'মেনের প্রতি তিনদিনের বেশী মনোকষ্ট পোষণ কোরবে। অর্থাৎ ঘটনাক্রমে বিবাদ হোলে তিন দিনের মধ্যে তা নিস্পত্তি কোরে ফেলা উচিত। যে মো'মেন ভাই-এর সাথে এক বছরের মধ্যে বিবাদ নিস্পত্তি করে নি, সে যেন নরহত্যার অপরাধে অপরাধী।** যখন তোমার ভাই বিপদগ্রস্থ হয় তখন তাকে সাহায্য করো। যখন পীড়িত হয় তখন তাকে দেখতে যাও এবং তাকে সান্ত্বনা দান করো। কেউ অপরাধ কোরে থাকলে মাফ কোরে দাও। কিন্তু আল্ল াহর আইন জারি করার ক্ষেত্রে ন্যায়-ইনসাফ ত্যাগ কোর না। ধৈর্য ও সহনশীলতা উত্তম চরিত্র। গোমরাহী ও জুলুমের মোকাবেলা কোরতে কখনও অক্ষমতা প্রকাশ কোরো না। বদান্যতা ও আত্মত্যাগ অত্যাবশ্যক। অপব্যয় পরিহার করো। সাহসিকতা ও বীরত্ব উত্তম অলঙ্কার। কিন্তু মজলুম ও পরাজিতের জন্য সম্পূর্ণভাবে মেহেরবান ও দয়াশীল হোয়ে যাও। পরিবার-পরিজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করো। কেউ তোমার সাথে মোলাকাত কোরতে এলে সম্মান করো, তার সাথে অন্যায় ব্যবহার কোরো না। আল্ল াহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের ধন-দৌলত দিয়ে থাকলে তোমরা গর্বিত হোয়ো না। এতিম, অসহায়, বিধবা, গরীব ও অক্ষম ব্যক্তিদের সাহায্য করো। যার উপর যুলুম করা হয় তার সহায়তা করো।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমরা কি জানো দুষ্কর্ম ও মন্দ চরিত্র কি? **মনে রেখো,**

কারো সাথে মন্দ ব্যবহার করা, অহঙ্কার করা, দাসদের (সেবক) উপর অত্যাচার করা, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, পার্থিব কাজে নিজের সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব দান করা, পরিবার-পরিজনের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা, রোগীর দেখাশুনা না করা, বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করা, আমানতের খেয়ানত করা, মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেওয়া, ছলচাতুরী অবলম্বন করা, কারো অধিক প্রশংসা করা, নির্লজ্জ কাজে মশগুল থাকা, ইনসাফের ক্ষেত্রে আপন-পর এবং উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ করা, অন্যের বিপদে খুশি হওয়া, মজলুমের সাহায্য না করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কর্কশ ব্যবহার করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কাউকে অপবাদ দেওয়া, মেহমানের বে-ইয্যতি করা, কারো দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা, অন্যের উন্নতিতে হিংসা পোষণ করা, এতিম, গরীব ও অসহায়দের তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং তাদের সাহায্য না করা, বাকহীন পশু থেকে তাদের শক্তির উর্দ্ধে কাজ নেওয়া, বেহুদা খরচ করা, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, দীলের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ পুশে রাখা− এসবই দুশ্চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো।

সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্ল াহ।

মদীনায় রসুলাল্ল াহর প্রথম ভাষণ

হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিজেদের জন্য কিছু ভালো কাজ কোরে নাও। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্ল াহর কসম! **একদিন তোমরা প্রত্যেকে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হবে এবং নিজের ছাগল-পাল রাখালবিহীনভাবে ছেড়ে চোলে যাবে।** তোমাদের প্রভূ তোমাদের সাথে সরাসরি আলাপ কোরবেন, যাতে কোন দোভাষী থাকবে না এবং নিজেকে গোপন করার জন্য সামনে কোন পর্দা থাকবে না। আল্ল াহ বোলবেন, তোমার নিকট কি আমার রসুল আসেন নি, তিনি তোমার নিকট আমার বাণী পৌছিয়ে (বালাগ) দেন নি? আমি তোমাকে সম্পদ দিয়েছিলাম, তোমাকে আমার করুণা প্রদর্শন কোরেছিলাম−তুমি মৃত্যুর আগে তোমার জন্য কি কোরেছিলে? বান্দা ডানে ও বামে দেখতে থাকবে কিন্তু কিছুই পাবে না। তার পর সে সামনের দিকে তাকাবে কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া কিছুই দেখতে পাবে না।

সুতরাং **যে পারে সে যেন তার মুখমণ্ডলকে আগুন থেকে রক্ষা করে, যদি একটি খেজুরের টুকরা দিয়েও হয়। আর যে তা না পায়, সে যেন একটি উত্তম কথা দ্বারা হোলেও এটার চেষ্টা করে।** কেননা তারও প্রতিদান দেয়া হবে। একটি পুণ্যের ফল দশ গুণ হোতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত হবে। শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি এবং তাঁর রহমত এবং বরকতরাশিও বর্ষিত হোক।

মদীনা তাইয়্যেবায় দ্বিতীয় ভাষণ*

নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রশংসা আল্ল াহর। আমি তাঁর প্রশংসা কোরছি এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কোরছি এবং আল্ল াহর আশ্রয় প্রার্থনা কোরছি আমার রিপুর ও মন্দ আমলের অনিষ্ট হোতে। যাকে আল্ল াহ হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী কোরতে পারে না। আর যাকে আল্ল াহ বিপথগামী করে তাকে কেউ হেদায়াত কোরতে পারে না। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্ল াহ ছাড়া কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই, তিনি অদ্বিতীয় ও তাঁর কোন শরীক নেই।

নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হোচ্ছে আল্ল াহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কেতাব। সেই ব্যক্তিই সফলকাম, যার অন্তরকে আল্ল াহ সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত কোরেছেন এবং কুফরের পর তাকে এসলামের মধ্যে প্রবিষ্ট কোরেছেন এবং সেই ব্যক্তি মানুষের সমস্ত বাণীর উপর এটাকেই প্রাধান্য দিয়ে অবলম্বন কোরেছেন। নিঃসন্দেহে এটিই হোলো সর্বোত্তম বাণী এবং সর্বাধিক অলঙ্কার সমৃদ্ধ। আল্ল াহ যা ভালবাসেন তোমরাও তাই ভালোবাসবে। **তোমাদের পরিপূর্ণ অন্তর দিয়ে তোমরা আল্ল াহকে ভালবাসবে এবং আল্ল াহ ও তাঁর যেকেরের প্রতি বিরূপ হবে না এবং তোমাদের অন্তর যেন এ ব্যাপারে পাষাণ না হয়।** কেননা আল্ল াহ যেই সব বস্তু সৃষ্টি করেন তা হোতে কিছু কিছুকে তিনি নির্বাচিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন। সেগুলির মধ্যে আমলসমূহকে খায়ের (উত্তম) ও নেক বান্দাদেরকে নির্বাচিত এবং বাণীসমূহকে সালেহ বা উত্তম বোলে অভিহিত কোরেছেন। তারপর মানুষের জন্য হালাল-হারামের হেদায়াত রোয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্ল াহর এবাদত কোরবে এবং তাঁর সাথে আর কিছু শরীক কোরবে না এবং তাঁকে যেরূপ ভয় ও সমীহ করা উচিত সেরূপ ভয় ও সমীহ কোরবে। **আল্ল াহ সম্পর্কে সত্য বলো।** কেননা তোমরা যা কিছু বলো তার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। আল্ল াহর রহমতের কারণে তোমরা পরস্পর মুহব্বত করো। **ওয়াদা ভঙ্গ কোরলে আল্ল াহ রাগান্বিত হন।** সালামু আলাইকুম।

আইয়ূব আনসারী (রা:)-র বাসভবনে প্রথম ভাষণ

আল্ল াহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করার পর

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্ল াহর এবং তাঁর বান্দাগণের হক আদায় করো। তোমরা কি জানো, বান্দার হক কি? স্মরণ রেখো,

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৯০পৃষ্ঠায় উল্লে খিত যেকের শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য জেনে নিন।

প্রত্যেক মো'মেনের চারটি হক রোয়েছে: অসুস্থ হোলে তার শুশ্রূষা করা, বিপদে তার সাহায্য করা, মৃত্যু হোলে তার দাফন-কাফনে শরীক হওয়া ও সাহায্য চাইলে সাহায্য দান করা। যাঁর হাতে আমার প্রাণ রোয়েছে তাঁর শপথ, কোন লোক ততক্ষণ পর্যন্ত মো'মেন হোতে পারে না যতক্ষণ না সে তার নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করে।

হে মো'মেনগণ! যতদূর সম্ভব নিজের ভাইদের সাহায্য করো। একে অপরের উপর যুলুম (অন্যায়) কোরো না। অপরের মাল অবৈধভাবে আত্মসাৎ কোরো না, একে অপরের অসম্মান কোরো না। মনে রেখো, **যার সন্তান জন্মলাভ কোরবে তার উচিৎ হবে সন্তানের ভালো নামকরণ করা, তার তা'লিম-তরবিয়াতের (শিক্ষা ও শিষ্ঠাচার) জন্য প্রচেষ্টা করা এবং সাবালক হোলে তার শাদীর ব্যবস্থা করা এবং কোন রুসুম-রেওয়াজের (সংস্কার) খাতিরে শাদী দানে বিলম্ব না করা। কেননা অবিবাহিত অবস্থায় বালেগ ব্যক্তি কোন গোনাহ কোরলে তার যিম্মাদারী পিতার হবে।** সন্তানকে আদব, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়া জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের অন্যতম।

হে মোসলেমগণ! তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের তাগিদ করো এবং দশ বছর বয়সে কঠোর শাসন করো এজন্য যে, সালাহ এক মহান এবাদত। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে সালাহ কায়েম করে তার রূহ আলোকজ্জ্বল হয়। সে আল্লাহর জন্য আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। নিজের সম্পূর্ণ শক্তিসহকারে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে আত্মনিয়োগ করে, নিজের সম্পদ মিসকীন ও অসহায়দের জন্য ব্যয় করে, বিপদের সময়ে সবর ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এবং সুখের সময়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমাদের রব বলেন: প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করো এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। যে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় তার জন্য লাঞ্ছনাকারী আযাব রোয়েছে। **এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয় সে জান্নাতে দাখেল হোতে পারবে না। সে মো'মেন নয়, যে তৃপ্তির সাথে আহার করে অথচ তার প্রতিবেশী উপোস থাকে।** প্রতিবেশীদের মধ্যে নিকটতম গৃহের লোক তোমার সাহায্য পাওয়ার অধিক হকদার। তোমরা কি জানো, প্রতিবেশীর সীমা কতদূর? মনে রেখো, চল্লিশ ঘর সামনে, চল্লিশ ঘর পেছনে, চল্লিশ ঘর ডানে ও চল্লিশ ঘর বামে যারা আছে সবাই প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। তোমার প্রতিবেশী ভুখা রোয়েছে জানতে পারলে তাকে তোমার নিজের খাবার থেকে কিছু দাও। **তোমার ঘরে সুরউয়া (ঝোল) রান্না হোলে তাতে পানি বেশী কোরে দাও এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে বণ্টন করো। যে ব্যক্তি সারা দিন সালাহ কায়েম করে ও সিয়াম পালন করে এবং সারারাত এবাদত করে অথচ তার চরিত্র উত্তম নয় এবং তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামী হবে।** যে এবাদত করে, উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে মুক্ত, সে অবশ্যই জান্নাতী হবে।

হে উপস্থিত জনতা! সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক রোয়েছে। তোমাদের রব বলেন: আমি ছাড়া কারো এবাদত কোরো না, মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করো, তাঁরা বৃদ্ধ হোলে তাঁদের সামনে 'উহ্' পর্যন্ত বোলো না; তাঁদের সাথে কঠোর ভাষায় কথা বোলো না, আদবের সাথে আস্তে আস্তে কথা বোলো; তাদের জন্য দোয়া কোর: হে রব! তাঁরা শৈশবে যেভাবে আমাকে লালন-পালন কোরেছেন এবং আমার উপর রহম কোরেছেন ঠিক সেভাবে তুমিও তাঁদের উপর রহম করো।

হে মানুষ! মাতা-পিতার আনুগত্য করা এবং তাদেরকে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করা আল্লাহর নিকট প্রিয়তম আমল। আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির সাথে এবং আল্লাহর ক্রোধ পিতার ক্রোধের সাথে জড়িত। উদ্দেশ্য হোল: মাতা-পিতা সন্তুষ্ট হোলে আল্লাহও সন্তুষ্ট এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হোলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট। আমার খুব স্মরণ রোয়েছে যে, একবার দামেস্কের এক নওজোয়ান আমার কাছে এসেছিলো। সে বোলল, 'হেজরত করার জন্য আপনার কাছে বায়াত কোরতে এসেছি অথচ আমার পিতা-মাতাকে অশ্রুপ্লাবিত অবস্থায় রেখে এসেছি। আমি তাকে বোললাম, তোমার জন্য এটাই হেজরত। কেননা পিতা-মাতার মনের সন্তুষ্টি বিধান মহান পুরস্কারের যোগ্য। যে মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতেও উত্তম ব্যবহার রোয়েছে। যে পিতা-মাতার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতেও মন্দ ব্যবহার রোয়েছে। আমি পুনরায় তোমাদের নসিহত কোরছি যে, মাতা-পিতার সম্মান করো এবং তাদের খেদমত করো।

সালামু আলাইকুম।

আইয়ুব আনসারী (রা:)-র বাসভবনে দ্বিতীয় ভাষণ

আল্লাহর তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনার পর

হে মানুষ! তোমাদের রব বলেন: নিজের সম্পদ নেক কাজে ব্যয় করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ কোরো না। অর্থাৎ দান-খয়রাত কোরে অন্যের

প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হোয়েছে এ কথা বোলে দান বরবাদ কোরো না। মনে রেখো, যে মঙ্গলজনক কাজ তুমি কোরবে আল্ল াহ তা জানেন। যে তার বিষয়-সম্পত্তি আল্ল াহর রাস্তায় ব্যয় করে তার জন্য তার রবের কাছে মহান প্রতিদান রোয়েছে। সে নেকী থেকে বঞ্চিত হবে না। তার জন্য কোন ভয়-ভীতি নেই এবং সে চিন্তিতও হবে না।

হে উপস্থিত জনমণ্ডলী! তোমরা কি মনে করো আল্ল াহ তোমাদের মুখাপেক্ষী? কখনও নয়। তিনি অভাবহীন এবং বে-নেয়ায। তোমরা যা উপার্জন করো তা তোমাদের ফায়দার জন্য। **যে নিজের মাল অপরকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে সে হতভাগ্য। সে কেয়ামতের দিনের উপর বিশ্বাসী নয়।** আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, দানশীল এবং ত্যাগী মানুষ হক সুবানাহুতা'আলার নিকটবর্ত্তী, জান্নাতের নিকটবর্ত্তী ও জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান কোরছে। স্বার্থপর ও কৃপণ ব্যক্তি আল্ল াহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্ত্তী।

হে উপস্থিত জনতা! আমি যা জানি এবং দেখি, তোমরা তা দেখো না এবং জানো না। মনে রেখো, প্রত্যেকদিন ভোরবেলা দু'জন মালায়েক নাযেল হন। একজন বলেন, হে আল্ল াহ! দানশীল এবং ত্যাগী মানুষের সম্পদে বরকত দান করো ও অপরজন বলেন, হে মহাপবিত্র আল্ল াহ! স্বার্থপর এবং কৃপণের সম্পত্তি বিনষ্ট করো। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, মানুষের জীবনের আমল এবং কর্ত্তব্য-কাজের মধ্যে ত্যাগ ও সৎপথে ব্যয় উত্তম আমল। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর নামে শপথ কোরছি যে, ওহুদ পাহার পরিমাণ স্বর্ণ আমার কাছে থাকলেও তা তিন রাতের মধ্যে খরচ হোয়ে গেলে আমি খুব খুশি হবো এবং চাইবো যে আমার হাতে কিছুই যেন অবশিষ্ট না থাকে। আমি জানি, ধন সম্পত্তি ব্যয় করা মানুষের জন্য লাভজনক এবং সঞ্চিত কোরে রাখা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কিন্তু প্রয়োজনবোধে সঞ্চিত কোরে রাখা নিন্দনীয় নয়। আল্ল াহর রাস্তায় তাদের জন্য প্রথম ব্যয় করা শুরু করো যাদের ভরণপোষণ তোমাদের কর্ত্তব্য। আমি সুস্পষ্টভাবে বোলতে চাই, **আল্ল াহর রাস্তায় তোমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো তা কখনও বৃথা যায় না বরং তা তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, যদিও তোমরা তা উপলব্ধি কোরতে পারো না।** দুনিয়ার উপকার ব্যতীত আখেরাতের প্রতিদানও তাতে রোয়েছে। আখেরাত বিশ্বাসীদের জন্যই হেদায়াত।

হে মানুষ! এ দুনিয়া পরীক্ষাক্ষেত্র এবং কর্মস্থলও বটে। তোমরা যেরূপ কাজ কোরবে সেরূপ ফল লাভ কোরবে। যারা আল্ল াহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য সম্মান ও শান্তি। যাদের আনুগত্যের মস্তক আল্ল াহর সমীপে অবনত, যাদের

জীবনের অধিকাংশ সময় আল্ল াহর এবাদতে নিয়োজিত এবং যারা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে মো'মেন ভাইদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান করে, তাদের মত নেক লোককে মহাপবিত্র আল্ল াহ কঠিন অবস্থা ও ব্যর্থতার মধ্যেও খুশি ও আনন্দিত রাখেন। ধ্বংস ও দুর্যোগের মধ্যেও চিন্তিত ও নিরাশ হোতে দেন না। **যে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রীক, সে আসমানী বরকত থেকে বঞ্চিত। তার সুনিশ্চিত হওয়া দরকার যে তার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং সে অনন্ত সৌভাগ্যের অধিকারী নয়।**

হে উপস্থিত জনতা! যে ব্যক্তি আল্ল াহর রাস্তায় নিজের মাল খরচ করে বা নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে, সে কোন অবস্থাতেই লোকসানের মধ্যে থাকে না। সে প্রেমিকের স্থান হাসিল করে এবং তার মর্যাদা উন্নীত হয়। **কেননা আল্ল াহর প্রতি ভালোবাসায় নিজেকে বিলীন কোরে দেয়া বা তাঁর কলেমাকে (সার্বভৌমত্ব) সমুন্নত করার জন্য নিজের প্রাণকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়া সবচেয়ে উত্তম কাজ। এসব কিছু কঠিন কাজ নয়। দুনিয়াতে এমন লোক রোয়েছে যারা প্রমাণ কোরেছে, মানুষ হিম্মত কোরলে কি না কোরতে পারে! আত্মত্যাগ ও কোরবানী করার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার কোরতে হয়। কিন্তু এ কষ্টের মধ্যেও আরাম নিহিত।** বিপদে পতিত হোলে বা যে কোন রকম দুর্যোগের সম্মুখীন হোলে মো'মেনদের ধৈর্যধারণ করা উচিৎ। এটাও কোরবানী (ত্যাগ)। অতীতের সকল উম্মতকেই পরীক্ষা করা হোয়েছে। আল্ল াহর সুন্নাত হোল, তিনি মো'মেনদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কখনও ভয়ভীতি, কখনও উপবাস, কখনও সম্পদের ক্ষতি, কখনও বা প্রাণের ক্ষতির দ্বারা পরীক্ষা কোরে থাকেন। যখন বান্দা এসব পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় তখন তার মর্যাদা উন্নীত হয়। এটা সম্পূর্ণ সত্য যে, পরীক্ষায় তারাই কৃতকার্য হয় যারা ত্যাগী (নিজেদেরকে উৎসর্গ কোরেছে) এবং তারাই ব্যর্থ হয় যারা স্বার্থবাদী এবং আল্ল াহ তাদের জন্য আযাব তৈরী কোরে রেখেছেন। মুসাফিরদের সাহায্য করা, মিসকীন, ইয়াতিম ও অক্ষমদের সাহায্য করা এবং প্রয়োজনে প্রতিবেশীদের সাহায্য করাও ইসার (আত্মত্যাগ) ও ইনফাকের (সৎকার্যে ব্যয়) অন্তর্গত।

হে মো'মেনগণ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত কোরছি যে, তোমরা কোরবান করার মনোভাব অর্জন করো এবং স্বার্থপরতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখো। **স্বার্থপরতা পূর্ববর্ত্তী কওমদের ধ্বংস কোরেছে। একথা স্মরণ রাখো যে, ঈমান ও আত্মত্যাগ এ কওমের সর্বপ্রথম মঙ্গল এবং স্বার্থপরতা ও দয়াহীনতা সর্বপ্রথম অমঙ্গল।**

সালামু আলাইকুম।

মদীনা মুনাওয়ারায়

আল্ল াহর হাম্‌দ ও সানার পর।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত কোরছি যে, **নিজের আমলকে ধোঁকা, প্রবঞ্চনা ও রিয়া (লোক দেখানো আমল) থেকে বাঁচিয়ে রাখো। মনে রেখো, সুব্‌হানাহু তা'আলা এমন আমল কবুল কোরে থাকেন, যার মধ্যে সততা নিহিত থাকে। যে কাজ ধোঁকা ও শঠতার দ্বারা করা হয় তা কবুল করা হয় না। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হক সুবহানাহু তা'আলা তোমাদের চেহারা ও বিষয় সম্পত্তির দিকে নজর দেন না।** তিনি তোমাদের মন ও তোমাদের কাজ দেখে থাকেন। অতএব, রিয়া থেকে বাঁচো। যারা হৃদয়ের সততা ও এখলাসের সাথে কাজ করে তারা সত্যবাদী ও খাঁটি। আল্ল াহ তাদেরকে কেয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে ওঠাবেন। **তারা সফল হবে এবং তারা হবে হেদায়াতের চেরাগস্বরূপ।** তাদের কারণে অনেক ফেতনা দূর হয় এবং আল্ল াহর মালায়েকগণ তাদের তা'মীম ও তাকরীম (গুণকীর্ত্তণ) কোরে থাকেন।

হে উপস্থিত জনতা! তোমরা যদি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহোলে আমি তোমাদেরকে হেদায়াত কোরছি যে, রিয়ার দ্বারা তোমাদের আমলকে বরবাদ কোরো না। তোমাদের সর্বশক্তি সহকারে আল্ল াহর নিকট আত্মসমর্পণ করো। মহাপবিত্র, দানশীল আল্ল াহ তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানের মঙ্গল দান কোরতে সক্ষম। আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার কোরছি যে, তোমাদের রব বলেন: **যারা নিজের ধন-সম্পত্তি অন্যকে দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্ল াহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে না– তাদের পরিণতি হোল অবমাননা ও লান্‌ছনা, লজ্জা ও ব্যর্থতার শিকার হওয়া। সকল দিক থেকে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সফলতা তাদের ভাগ্যে কখনও আসবে না। রিয়াকারী মো'মেন নয়।** তাদের পরিচয় – যখন তাদেরকে প্রাণ দানের জন্য, জীবন ও তার সম্পদ ত্যাগের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা আত্মগোপন করে এবং সত্যের সমর্থন করে না। সত্য ও এখলাসের প্রতি তারা ঘৃণা পোষণকারী, তারা প্রতিটি মুহূর্ত্ত শত্রুতা ও আল্ল াহদ্রোহিতায় মগ্ন থাকে এবং অপরকেও অসৎ পরামর্শ দেয়।

আমি স্পষ্টভাবে বোলছি যে, হক সুব্‌হানাহু তা'আলার সাথে কাউকেও অংশীদার করা শেরক। ধোঁকা, প্রবঞ্চনা এবং রিয়ার সাথে এবাদত করা ছোট শেরক। যখন সুব্‌হানাহু তা'আলা কেয়ামতের দিন কর্মের প্রতিদান স্বরূপ পুরস্কার ও আযাব প্রদান কোরবেন, তখন **যারা রিয়ার সাথে এবাদত কোরেছে তাদেরকে বলা হবে, 'যাদের দেখানোর জন্য এবাদত কোরতে তাদের কাছ থেকে পূণ্য ও প্রতিদান লাভ**

করো।' অতঃপর আমল তার মুখের উপর নিক্ষেপ করা হবে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, যারা রিয়াকারী তারা কখনও দুনিয়াতে কামিয়াব হবে না এবং আখেরাতেও তাদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। যে খাঁটি সে আল্ল াহর রহমতের নিকটবর্ত্তী ও আল্ল াহর মাখলুকের কাছে সম্মানিত এবং সে আখেরাতেও কামিয়াব হবে। এ সব পবিত্র সত্তার পরিচয় হোল যে **তারা আল্ল াহর জন্য তারা অন্যসব সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং নিজের সার্বিক শক্তি স্রষ্টার সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করে। প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তারা তাদের প্রতিপালকের আনুগত্য করার জন্য তৈরী থাকে।** তাদের যাবতীয় কাজ যথা–ক্ষুধার্ত্তদের খাদ্যদান, গরীব, মিসকীনদের সাহায্য করা এবং সংগ্রাম (জেহাদ) করা প্রভৃতির বুনিয়াদ হোল এখলাস। তারা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্ল াহর হুকুম মান্য করে। **যাবতীয় শক্তির দ্বারা আল্ল াহর বাণীকে (দীনুল হক) সমুন্নত ও বিজয়ী করা এবং তাঁর দিকে মানুষকে আহ্বান করার কাজে যাবতীয় শক্তি ব্যয় করা তাদের স্বভাব।** হকের প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। তারা তাদের রবের হুকুম বর্ণনাকারী এবং তাঁর মহাপবিত্র আদেশাবলীর প্রচারকারী। তাদের দাওয়াত ও বালাগ দুনিয়ার সংশোধন ও কল্যাণের উৎস। সর্বাবস্থায় তারা সত্যের সাহায্যকারী। এ পথে কষ্ট স্বীকার কোরতে হোলেও তারা ভগ্নহৃদয় হয় না বরং ধৈর্য ধারণ করে। কেননা তারা আল্ল াহর বন্ধু ও তাঁর হুকুমের তাবেদার। তারা তাদের নেক কাজের পরিবর্ত্তে সাফল্য লাভ কোরবে এবং কখনও ব্যর্থতার দুঃখ, পরাজয়ের গ্ল ানি এবং অকৃতকার্যতার লান্‌ছনা স্পর্শ কোরবে না, কখনও তাদের অবমাননা করা হবে না।

হে জনতা! **আমি এ উম্মতের ঐ ধরণের লোক সম্পর্কে আশঙ্কা কোরি যার প্রকাশ্য বেশভূষা উত্তম, মুখে হবে কোর'আনের বাণী এবং সে ধৈর্য, বিনয়-রহম-করমের অধিকারী, নিষ্কলঙ্ক-নিষ্পাপ, তাকওয়া ও নির্লিপ্ততা, ভয়-ভীতি, সঙ্কল্প ও দৃঢ়তা, এবাদত ও সাধনার দাবিদার হবে, কিন্তু তার আমল হবে তার আহ্বানের ও কথার বিপরীত।** মনে রেখো, এ ধরণের লোকই রিয়াকারী এবং আযাবের যোগ্য। তোমরা কি উপলব্ধি কোরেছ যে, রিয়াকারীদের পরিণতি কি? মনে রেখো, **যে ব্যক্তি মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য কোন আমল কোরবে, আল্ল াহ তার দোষ-ত্রুটি (আয়েব) মানুষের কাছে প্রকাশ কোরে দিবেন, তাকে লান্‌ছিত ও অপমানিত কোরবেন।** যে রিয়াকারী সে শয়তানদের অনুগত, গোমরাহী (পথভ্রষ্ঠতা) তার উপর প্রভাব বিস্তার কোরেছে। সে আল্ল াহকে ত্যাগ কোরে শয়তানকে নিজের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ কোরেছে এবং এসব সত্ত্বেও সে এমন ধারণায় লিপ্ত রোয়েছে, 'আমি সৎপথে চোলছি।' স্মরণ রাখো যে, যে আল্ল াহকে ত্যাগ কোরে শয়তানকে নিজের ওয়ালী (বন্ধু ও অভিভাবক) বানিয়েছে, সে অবশ্যই গোমরাহীর মধ্যে রোয়েছে।

কেয়ামতের দিন লান্ছনা ও ব্যর্থতার দরুণ তার চেহারা এমন কৃষ্ণবর্ণ ধারণ কোরবে যেন রাতের আঁধারের এক টুকরো তার উপর নিক্ষেপ করা হোয়েছে। অতএব হে মো'মেনগণ! যতদূর সম্ভব শঠতা, ধোঁকা ও রিয়া থেকে বাঁচো।

সালামু আলাইকুম।

মদীনার প্রাথমিক জীবনে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

সাবধান! আমার প্রতিপালক আজ আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, এটি হোতে তোমাদের এমন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তোমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাহোল, **'আমি (আল্ল াহ) আমার বান্দাদেরকে যেই ধন-সম্পদ দিবো তা পরিপূর্ণরূপে হালাল। আমি আমার সমস্ত বান্দাকে একনিষ্ঠ (হানিফ) হিসেবে সৃষ্টি কোরেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে বিচ্যুত কোরে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল কোরেছি সে তা হারাম কোরে দেয়। অধিকন্তু সে তাদেরকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শেরক করার নির্দেশ দেয় যেই বিষয়ে আমি কোন দলিল পাঠাই নি।'**

আল্ল াহ পৃথিবীবাসীদের প্রতি নযর কোরে কেতাবীদের কতিপয় লোক ব্যতীত আরব-আযম সকলকে অপছন্দ কোরেছেন। অতঃপর তিনি বোললেন, 'তোমাকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এবং তোমার দ্বারা অন্যদেরকে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রেরণ কোরেছি এবং তোমার প্রতি আমি এমন কেতাব নাযেল কোরেছি যা-পানি কখনও ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারবে না। ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় তুমি তা পাঠ কোরবে।'

আর আল্ল াহ আমাকে কুরায়েশদেরকে অগ্নিদগ্ধ কোরবার নির্দেশ দিয়েছেন। রসুলাল্ল াহ বলেন, আমি তখন বোললাম, হে আমার প্রতিপালক! আমি যদি এই কাজ কোরি তবে তারাতো আমার মাথা ভেঙ্গে রুটির ন্যায় টুকরা টুকরা কোরে ফেলবে। আল্ল াহ বোললেন, 'তারা যেমনিভাবে তোমাকে বহিষ্কার কোরেছে ঠিক তদ্রূপ তুমি তাদেরকে বহিষ্কার কোরে দাও। তুমি তাদের সাথে যুদ্ধ করো। আমি তোমাকে সাহায্য কোরব। ব্যয় করো আল্ল াহর পথে, তোমার জন্যও ব্যয় করা হবে। তুমি একটি বাহিনী প্রেরণ করো, আমি অনুরূপ পাঁচটি বাহিনী প্রেরণ কোরব। যারা তোমার আনুগত্য কোরে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ কোরবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।'

তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতী হবে। (এক) যারা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী এবং আমলে সালেহ করার তৌফিক লাভে ধন্য। (দুই) যারা দয়ালু এবং আত্মীয়-স্বজন ও মোসলেমদের প্রতি কোমলচিত্ত। (তিন) যারা পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী, যাঞ্চাকারী নয় এবং তাদের সন্তানাদি আছে।

অতঃপর তিনি বোললেন, পাঁচ শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী হবে। (এক) এমন দুর্বল মানুষ যাদের মধ্যে পার্থক্য কোরবার ক্ষমতা নেই, যারা তোমাদের এমন তাবেদার যে, না তারা পরিবার-পরিজন চায়, না ধনৈশ্বর্য। (দুই) এমন খেয়ানতকারী মানুষ যারা সাধারণ বিষয়েও খেয়ানত করে, যার লোভ কারো নিকট লুকায়িত নেই। (তিন) যে সমস্ত লোক তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার সাথে সকাল-সন্ধ্যা প্রতারণা করে। অবশেষে তিনি কৃপণতা, মিথ্যাচার এবং গালমন্দ কোরবার কথাও উল্লে খ করেন।'

সাইয়্যেদাতুননেসা ফাতেমার (রা:) বিয়ে উপলক্ষ্যে ভাষণ*

'সকল প্রশংসা আল্ল াহর, যিনি স্বীয় করুণাসম্ভারের কারণে প্রশংসিত, সর্বশক্তি-ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় এলাহ (সার্বভৌম হুকুমদাতা)-এর আসনে অধিষ্ঠিত। সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির সুবাদে নীরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য, যাঁর শাস্তি ও প্রতাপে সর্বদা সকলেই ভীত থাকে এবং ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যাঁর শাসন কার্যকর। তিনি আপন ক্ষমতাবলে সৃষ্টিজগত সৃজন কোরেছেন, মানুষকে তাঁর হুকুম পালন করার জন্য নির্বাচিত কোরেছেন এবং তাঁর বিধানাবলী হৃদয়ঙ্গম কোরবার শক্তি দিয়েছেন। অতঃপর যিনি তাঁর দীন উল হকের দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত কোরেছেন এবং তাঁর নবী মোহাম্মদ (দ:) এর দ্বারা তাদেরকে গৌরবান্বিত কোরেছেন।

নিশ্চয়ই আল্ল াহর নাম পবিত্র ও বরকতময়। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিরাটত্ব (আযমত) সবার উর্দ্ধে বিরাজিত। আল্ল াহ দাম্পত্য সম্পর্ককে নৈকট্য ও আত্মীয়তার মাধ্যম হিসেবে নির্ধারণ কোরেছেন এবং এটাকে একটি আবশ্যকীয় বিষয় কোরেছেন যার কারণে আত্মীয়তার বন্ধন মজবুত হয়। সমগ্র মানব-মানবীর মধ্যে এই বিষয়ে আকর্ষণ ও অনুরাগকে সহজাত কোরেছেন এবং বংশের দ্বারা সম্মানিত কোরেছেন। এ প্রসঙ্গে সুমহান উক্তিকারী আল্ল াহ বলেন:

আল্ল াহ বলেন, 'তিনি সেই সত্তা যিনি অপবিত্র পানি হোতে মানুষ সৃষ্টি কোরেছেন এবং বৈবাহিক সম্পর্ককে বংশ ও আত্মীয়তার অন্যতম মানদণ্ড নির্ধারণ কোরেছেন। আর আপনার প্রতিপালক প্রবল পরাক্রমশালী (সূরা ফুরকান: ৫৪)।'

* আলী (রা:) এর বিয়ে সংক্রান্ত একটি ঘটনা পড়ুন ১৬৩ পৃষ্ঠায়।

আল্ল াহর কার্যাবলী চুড়ান্ত ফায়সালার দিকে ধাবিত হয় এবং তাঁর ফয়সালা তকদিরের দিকে পৌছে। প্রত্যেক এলাহী ফয়সালার জন্য একটি নির্দিষ্ট তক্দীর (নির্দ্ধারিত পরিণতি) রোয়েছে এবং প্রত্যেক তক্দীর-এর জন্য একটি নির্ধারিত সময় রোয়েছে। আর প্রতিটি কর্মের সময় লিপিবদ্ধ করা হোয়েছে। এটার মধ্যে যা ইচ্ছা আল্ল াহ বাতিল কোরে দেন এবং যা ইচ্ছা বাস্তবায়িত করেন এবং সমুদয় ভাগ্যলিপির উৎস তাঁর নিকট সংরক্ষিত। ইয্যত ও জালালের অধিকারী আল্ল াহ ফাতেমার সাথে আলীকে বিয়ে দিতে আমাকে হুকুম কোরেছেন। তোমরা সাক্ষ্য থাকো যে চারশত মিস্কাল রূপার বিনিময়ে আমি তাদের বিয়ে সম্পাদন কোরছি, অবশ্য যদি তা পরিশোধ কোরতে আলী রাযী থাকে। হে আলী! তুমি কি এই বিবাহে সম্মত আছ? আলী (রা:) জবাব দিলেন, আল্ল াহ ও তাঁর রসুলের ইচ্ছা অনুসারে সম্মত আছি। রসুলাল্ল াহ বোললেন, আল্ল াহ তোমাদের দুর্দশা দূরীভূত কোরুন, তোমাদের সৌভাগ্য দান কোরুন, তোমাদের উপর বরকত নাযেল কোরুন, তোমাদের বংশধারা বৃদ্ধি কোরুন।'

[আলী (রা:) তা কবুল করেন এবং দোয়া'র মাধ্যমে অনুদান সমাপ্ত হয়। আল্ল াহর রসুল তাঁর প্রিয় কন্যাকে বিয়ে উপলক্ষ্যে একটি চাদর, খেজুর পাতা ভর্ত্তি একটি তোষক, আটা ভাঙ্গাবার ২টি চাকতি, পানির একটি মশক এবং ২টি মাটির কলসি উপহার দিয়েছিলেন।]

রমাদানের সওম সম্পর্কে ভাষণ

শাবান মাসের শেষ দিন আল্ল াহর রসুল সাহাবায়ে কেরামের এক মজলিসে ভাষণ দান করেন। তিনি মহান আল্ল াহর হাম্দ ও সানা পাঠ করার পর বলেন:

হে মানুষ! এক সুমহান মাস তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার কোরেছে। এটা এক মোবারকের মাস। এ মাসের মধ্যে এমন এক রাত রোয়েছে যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। আল্ল াহ এ মাসে সওম ফরদ কোরেছেন। আর এ মাসে রাতের সালাহ্ কায়েমকে নফল করা হোয়েছে। যে ব্যক্তি এ মাসে আন্তরিকতা সহকারে নফল কাজ করে সে যেন অন্য মাসে ফরদ কাজ করে। যে এ মাসে একটি ফরদ কাজ সম্পাদন করে সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরদ কাজ করে। এ মাস সবর ও ধৈর্যের মাস। সবরের বিনিময় হোল জান্নাত। এ মাস সহানুভূতির মাস। এ মাসে মো'মেনের রেযেক বৃদ্ধি পায়। যে এ মাসে সওমকারীকে এফতার করায়, তার গোনাহ মাফ হয় এবং তার ঘাড় জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। সওমকারীর জন্যও অনুরূপ সওয়াব রোয়েছে। সওমকারীর সওয়াব থেকে কিছুই

হ্রাস করা হয় না।

আল্ল াহর রসুলের এ ভাষণ শোনার পর সাহাবায়ে কেরাম আরয কোরলেন: হে আল্ল াহর রসুল। সওমকারীকে এফতার করানোর সামর্থ্য আমাদের প্রত্যেকের নেই।

অতঃপর রসুলাল্ল াহ বোললেন, যে এক ফোটা দুধ বা একটা খেজুর বা সামান্য পরিমাণ পানির দ্বারা সওমকারীকে এফতার করায়, আল্ল াহ তাকেও এ সওয়াব দান করেন। যে সওমকারীকে পেট ভরে খাদ্য দান করে, আল্ল াহ তাকে কেয়ামতের দিন আমার হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করাবেন এবং জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তির কোন পিপাসা লাগবে না।

এ মাসের প্রথম দশ দিন রহমত, মাঝখানের দশ দিন মাগফেরাত এবং শেষ দশ দিন জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ লাভ। এ মাসে যে ব্যক্তি তার অধীনস্থদের কাজ হালকা কোরে দেয়, আল্ল াহ তাকে মাফ কোরে দেন এবং জাহান্নাম থেকে নাযাত দান করেন।

'রসুলাল্ল াহ রমাদানের মধ্যম দশকে এতেকাফ করেন। অতঃপর ২০তম দিন অতিবাহিত হবার পর এবং ২১তম দিনের সূচনাতে তিনি নিজ বাসস্থানে ফিরে আসেন এবং তাঁর সাথে যারা এতেকাফ করেন তাঁরাও ফিরে আসেন। অতঃপর এক রমাদান মাসের মধ্যম দশকে তিনি এতেকাফ কোরলেন। যেই রাত্রে তাঁর এতেকাফ হোতে ফিরে আসার কথা সেই রাত্রে (পুনরায়) এতেকাফ আরম্ভ কোরলেন এবং লোকজনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এর পর তিনি বোললেন, আমি সাধারণত এই (মধ্যম) দশকে এতেকাফ কোরতাম। এর পর শেষ দশকেও এতেকাফ করা আমার নিকট সমীচিন মনে হোল। অতএব যে ব্যক্তি আমার সাথে এতেকাফ কোরতে চায় সে যেন নিজ এতেকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমি এই (কদরের) রাত্রি স্বপ্নে দেখেছিলাম কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে। অতএব তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে তা অনুসন্ধান করো। **আমি স্বপ্নে নিজেকে পানি ও কাদার মধ্যে সেজদা কোরতে দেখেছি।'**

রসুলাল্ল াহর পবিত্র নামের পরে দরুদ পাঠের নির্দেশ

মসজিদের নববীতে একদিন রসুলাল্ল াহ বলেন, 'আমার নিকট জিব্রাঈল আসেন এবং বলেন, **যার নিকট আপনার নাম উচ্চারিত হয় এবং সে দুরুদ না পড়ে তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করুক এবং আল্ল াহ তাকে বরবাদ কোরুন।** আমি বোললাম, আমীন। যে ব্যক্তি মাতা-পিতা দুজনের মধ্যে কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল,

অথচ তাদের কোন সেবা কোরল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ কোরল। আল্ল াহ্ তাকে বরবাদ কোরুন। আমি বোললাম, আমীন। অতঃপর তিনি বোললেন, যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেল এবং পাপ মোচন কোরতে পারল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ কোরল। আল্ল াহ তাকে ধ্বংস কোরুন। আমি বোললাম, আমীন।'

রোহবানিয়াত (বৈরাগ্যবাদ) সম্পর্কে ভাষণ*

একদিন রসুলাল্ল াহ জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কোরলেন। তিনি কেয়ামতের বর্ণনা দিলেন। জনগণের মন বিগলিত হোল। তাঁদের চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হোল।

এ প্রেক্ষাপটে আল্ল াহর রসুলের দশজন বিশিষ্ট সাহাবী ওসমান বিন মা'আজুনের (রাঃ) ঘরে একত্রিত হোলেন। এ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রাঃ)সহ আলী বিন আবু তালেব (রাঃ), আব্দাল্ল াহ এবনে মাসউদ (রাঃ), আব্দাল্ল াহ বিন ওমর (রাঃ), আবু যার গেফারী (রাঃ), সালিম মওলা আবু হোযায়ফা (রাঃ), মেকদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ), সালমান ফারসী (রাঃ), মাকল বিন মাকরু (রাঃ) এবং গৃহকর্ত্তা ওসমান বিন মা'আজুন (রাঃ)।

তাঁরা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা কোরলেন। আল্ল াহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য তাঁরা সংসার-ধর্ম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোরলেন। তাঁরা সাধু সন্নাসী ও সুফীদের মত যিন্দেগী যাপন কোরবেন, ছিন্নবস্ত্র পরিধান কোরবেন। সর্বদা দিনের বেলা সওম রাখবেন। সারা রাত এবাদত বন্দেগী কোরবেন। বিছানায় ঘুমাবেন না। গোশত, চর্বি এবং পুষ্টিকর কোন খাদ্য গ্রহণ কোরবেন না। বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত এবং গুহার মধ্যে বসবাস কোরবেন।

তাঁদের এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সংবাদ রহমাতাল্লে ল আলামীনের নিকট পৌছলে তিনি ওসমান বিন মা'আজুনের (রাঃ) ঘরে এলেন। ওসমান (রাঃ) তখন ঘরে ছিলেন না। রসুলাল্ল াহ ওসমান বিন মা'আজুনের (রাঃ) স্ত্রী খাওলা বিনতে আবু উমাইয়াকে বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরলেন। খাওলা নিজ থেকে কিছুই বোললেন না। ঘটনাটি চেপেও গেলেন না। জবাবে বোললেন, রসুলাল্ল াহর নিকট যখন সংবাদ পৌছেছে তখন তা কি কোরে মিথ্যা হোতে পারে?

কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কোরে আল্ল াহর রসুল ফিরে গেলেন। ওসমান বিন মা'আজউন ঘরে

*দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি একটি জাতিবিনাশী কাজ। এই ভাষণটি পড়ার পূর্বে এ সম্পর্কে ১৫০পৃষ্ঠার 'দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি' অনুচ্ছেদটি পড়ার জন্য অনুরোধ কোরছি।

ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর। স্ত্রীর নিকট আল্ল াহর রসুলের আগমনের সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীদের নিয়ে রসুলাল্ল াহর দরবারে রওয়ানা হোলেন। রসুল তাঁদেরকে বিষয়ের সত্যতা জিজ্ঞাসা কোরলে তারা ঘটনাটি খুলে বোললেন। আল্ল াহর সন্তুষ্টিই যে তাঁদের কাম্য তা তারা তাঁকে জ্ঞাত কোরলেন। আল্ল াহর রসুল তাদের বক্তব্য শুনে এ ভাষণ দিয়েছিলেনঃ

'তোমাদের উপর তোমাদের নফ্সের হক রোয়েছে। নফ্ল সওম রাখো এবং (কোন কোন সময়) তা থেকে বিরত থাকো। রাতের বেলা (কিছু সময়) তাহাজ্জুদের সালাহ্ কায়েমে করো এবং (কিছু সময়) ঘুমাও।

আমি তাহাজ্জুদের সালাহ্ কায়েম কোরি এবং ঘুমাইও। কোন কোন সময় সওম রাখি। আবার কোন কোন সময় সওম ত্যাগও কোরি। গোশত খাই, চর্বিও খেয়ে থাকি। স্ত্রীদের নিকটও যাই। (শোনো!) **যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।**'

রোহবানিয়াত, বৈরাগ্যবাদ মুসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) উম্মাহদেরকে আসমানী দীনের পথ থেকে অনেক দূরে সোরিয়ে নিয়েছে। দীনের নামে প্রচলিত রোহবানিয়াত কর্মবিমুখ এবং বিভ্রান্ত কোরেছে ঈসায়ী ও ইহুদীদেরকে। তাই আল্ল াহর রসুল তাঁর দশজন বিশিষ্ট সাহাবীকে নসিহত কোরেই ক্ষান্ত হোলেন না। বৈরাগ্যবাদের এ মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে সাহাবাদেরকে সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব কোরলেন। সাহাবায়ে কেরামদের মসজিদে সমবেত হওয়ার জন্য তিনি ঘোষণা দিলেন।

লোকজন সমবেত হোল। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি মহান আল্ল াহর হামদ ও সানা পাঠ করার পর বোললেনঃ

'লোকজনের কি হোল তারা নিজেদের জন্য স্ত্রীলোক, আহার্য, সুগন্ধি এবং দুনিয়ার পছন্দনীয় জিনিস নিষিদ্ধ কোরেছে? আমি তোমাদেরকে সংসারবিমুখ পাদ্রী এবং রাহেব-সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য হুকুম কোরতে পারি না। আমার দীনের মধ্যে গোশ্ত বর্জন, স্ত্রীলোক ত্যাগ এবং দরবেশ-সন্নাসীদের খান্কা ও আখ্ড়া গ্রহণ করার নিয়ম নেই। এবং সওম আমার উম্মতের এবাদত বন্দেগীর সফর আর জেহাদ হোল তাদের রোহবানিয়াত-সংসার ত্যাগ।

তিনি আরও বোললেনঃ আল্ল াহর এবাদত করো। তাঁর সাথে কাউকেও শরীক কোরো না। হজ্ব ও ওমরাহ পালন করো, যাকাহ্ প্রদান করো এবং সিয়াম পালন করো। দীনের পথে দৃঢ়পদ থাকো, আল্ল াহ তোমাদেরকে সুদৃঢ় কোরে দিবেন।

তোমাদের পূর্ববর্ত্তীগণ তাশাদ্দুদ–আধিক্য ও বাড়াবাড়ির জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হোয়েছে। যখন তারা (দীনের ব্যাপারে) তাদের উপর তাশাদ্দুদ কোরল তখন **আল্ল াহ্‌ও তাদের উপর কঠিন অবস্থা আরোপ কোরলেন**। তাই এখন তারা রাহেবদের খান্‌কা ও আখ্‌ড়ায় বেঁচে আছে মাত্র। সার্বভৌমত্ব ও জালালের অধিকারী আল্ল াহ এরশাদ করেন:

হে মো'মেনগণ! আল্ল াহ তোমাদের জন্য যা হালাল কোরেছেন তা তোমরা হারাম কোরো না। সীমালঙ্ঘন কোরো না। এ ধরণের লোককে আল্ল াহ পছন্দ করেন না। (সূরা মায়েদাহ ৮৭)'

রসুলাল্ল াহর গৃহে

আল্ল াহর হামদ্‌ ও সানার পর।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, **জীবিকা হাসিল করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে চেষ্টা করো এবং তোমাদের প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতার জন্য আল্ল াহর কাছে দোয়া করো**। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কোন মো'মেনের সত্তাকে দুনিয়ায় বেকার এবং অনর্থক সৃষ্টি করা হয় নি। বরং তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত কর্ম ও কর্ত্তব্যের সঙ্গে সংযুক্ত। কর্ম ও প্রচেষ্টার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হোয়েছে। অল্পে সন্তুষ্টি এবং আল্ল াহর প্রতি নির্ভরশীলতার অর্থ এ নয় যে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং নিজের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়া। নিশ্চয়ই আল্ল াহর উপর ভরসা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু রেযেক হাসিল করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই জরুরী বিষয়।

আমি বনু সা'আদ গোত্রের এক স্ত্রীলোককে 'চাক্কী' পিষতে দেখেছি এবং সাথে সাথে এ দোয়া কোরতে শুনেছি, 'আল্ল াহুম্মা আরযুকনা।' 'হে আল্ল াহ আমাদেরকে রেযেক দাও।' আমি এ **তাওয়াক্কাল ও প্রচেষ্টা দেখে নিতান্তই খুশি হোয়েছি**। হে আল্ল াহর বান্দাগণ! তোমাদের রব এরশাদ করেন:

'হে বনি আদম, আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা প্রদান কোরেছি। এতে তোমাদের জন্য জীবিকাও দিয়েছি। কিন্তু তোমরা খুব অল্পই শোকর আদায়কারী।' (সূরা আরাফ ১০)

এতে এ ইশারা রোয়েছে যে, সম্ভাব্য উপায়ে রেযেক হাসিল করার জন্য প্রচেষ্টার সাথে সাথে তার পরিপূর্ণতার জন্য আল্ল াহর কাছে দোয়া করা বান্দার উচিত।

আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, দুনিয়ায় যত নবী-রসুল এসেছেন তাদের সবাই রেযেক হাসিলের জন্য চেষ্টা-সাধনা কোরতেন এবং নিজেদের বোঝা অন্যের

উপর চাপিয়ে দিতেন না। অতএব তোমরাও রুযী হাসিলের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করো। মেহনত-মজদুরী করা এবং লাকড়ির বোঝা নিজের মাথায় উঠানো অন্যের কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম। যার জীবিকা উপার্জনের সামর্থ্য রোয়েছে অন্যের কাছে চাওয়া তার জন্য খুবই অসম্মানজনক। সে দুনিয়াতেও লান্‌ছিত এবং শেষ বিচারের দিনও তাকে এমন অবস্থায় হাযির করা হবে যে তার চেহারায় গোশত থাকবে না। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের বোলছি, **যার কাছে একদিনের খাদ্যও মওজুদ রোয়েছে তার জন্য হাত পাতা অবশ্যই হারাম**। আমি জানি, কোন কোন সংসারত্যাগী ভিক্ষাবৃত্তিকে জায়েয বলেন, কিন্তু এসলাম হাত-পা গুটিয়ে বসা এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করাকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ কোরেছে। এসলাম আমাদের হুকুম কোরেছে যে, **'দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাও এবং আল্ল াহর করুণা তালাশ করো।** (সূরা জুমাহ ১০)' যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বাঁচবে, নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করা ও প্রতিবেশীর সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা হাসিল কোরবে সে কেয়ামতের দিন পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আল্ল াহর দরবারে হাযির হবে। দুনিয়াতেও তার জন্য সম্মান ও প্রতিপত্তি রোয়েছে।

হে মোসলেম! এ কথা স্মরণ রাখ, তোমরা যদি রেযেকের সন্ধানে মশগুল থাকো এবং রোজগার হাসিলের জন্য চেষ্টা কোরতে থাকো তাহোলে দুনিয়াতে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম হবে এবং আখেরাতেও তোমরা মহান প্রতিদান লাভ কোরবে। **কে বলে এসলাম রেযেক হাসিলের প্রচেষ্টাকে উত্তম মনে করে না এবং পার্থিব উন্নতির সাথে কোন সর্ম্পক রাখে না? এ এক অপবাদ**। যার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, সংসার ত্যাগ করাকে এসলাম কখনও জায়েয বলে না এবং হাত-পা গুটিয়ে বসার তালিম দেয় না বরং মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এসলামের শিক্ষা হোল -দুনিয়ার জীবনের জন্য সংগ্রাম করো এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল হোয়ো না।

হে মানুষ! **অবৈধ উপায়ে একে অন্যের মাল হাসিল কোরো না**। নিজেদের প্রাণ ধ্বংসের মধ্যে ফেলো না, বরং নিজেদের জীবিকা হাসিলের জন্য খুব বেশি চেষ্টা করো এবং আল্ল াহর গযবকে ভয় করো। **আমি মনে কোরি রেযেক হাসিলের উপায় উপকরণের মধ্যে তেজারাত (ব্যবসা) সবচেয়ে উত্তম**। তাই যার সামর্থ্য রোয়েছে সে যেন ব্যবসা করে। **কেয়ামতের দিন সৎ আমানতদার ব্যবসায়ীকে নবী-সিদ্দিক এবং শহীদদের সাথে উঠানো হবে**। তাই প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে সত্যবাদী এবং আমানতদার হওয়া উচিৎ। মানুষের আহারযোগ্য সর্বোত্তম হালাল রুজি হোল তার পরিশ্রমলব্ধ রোজগার এবং সেই ব্যবসা যাতে মিথ্যা এবং ধোঁকাবাজি শামিল নেই। যত দূর সম্ভব তেজারত করো এ জন্য যে, তাতে বরকত রোয়েছে।

আল্ল াহ তার উপর রহম করেন, যে বেচা-কেনা এবং টাকা-পয়সা আদায়ের ব্যাপারে নম্রতা অবলম্বন করে। ব্যবসায়ের জন্য তোমরা যে ঋণ গ্রহণ করো যথাসম্ভব ওয়াদা মোতাবেক তা ফিরিয়ে দাও। তাতে পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। মনে রেখো **আমানত রেযেক দান করে এবং খেয়ানত দারিদ্র্য সৃষ্টি করে।** আমি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার কোরছি, **যার আমানত নেই - তার ঈমান নেই। যার প্রতিশ্রুতি মজবুত নয় - তার দীন নেই।** যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, কোন মানুষের ঈমান সঠিক হোতে পারবে না যতক্ষণ না সে সৎ ও বিশ্বাসী হয়। আমি তোমাদেরকে হেদায়েত কোরছি যে তোমরা **কোন ব্যক্তির অধিক সালাহ আদায় ও আধিক সিয়াম পালন করা দেখে ভুল কোরো না, বরং লক্ষ্য করো সে যখন কথা বলে সত্য বলে কি না, এবং তার কাছে রাখা আমানত বিশ্বস্ততার সাথে ফিরিয়ে দেয় কিনা।** এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হালাল উপায়ে রোজগার করে কিনা। যদি সে আমানতদার ও সত্যবাদী হয় এবং হালাল উপায়ে রেযেক হাসিল করে তাহোলে নিশ্চয়ই সে কামেল মো'মেন।

সালামু আলাইকুম।

বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আসহাবে রসুলদের আনুগত্যের ঘোষণা

২য় হেজরীর জমাদিউল আখের মাসে কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ৩০/৪০ জনের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া গিয়েছিলো। তাদের সাথে প্রচুর পণ্যসম্ভারসহ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও এক হাজার উট ছিলো। মক্কার নর-নারীদের মধ্যে এক রতি পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যও যার কাছে ছিলো সেও তা এই কাফেলার সাথে প্রেরণ কোরেছিলো। এই বণিকদল তিন মাস সিরিয়ায় অবস্থান কোরে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন কোরে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। রসুলাল্ল াহ তাদের সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়েই মদিনার মো'মেনদেরকে ডেকে তাদেরকে কাফেলা লুণ্ঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ কোরে বোললেন, 'কোরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা আসছে। তাদের সাথে প্রচুর সম্পদ রোয়েছে। তোমরা তাদের উদ্দেশ্যে বের হও, হয়তোবা আল্ল াহ তোমাদেরকে উক্ত সম্পদ গনীমত হিসাবে প্রদান কোরবেন' [সূত্রঃ এবনে কাসীর-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৩য় খণ্ড), এবনে সায়্যেদিন-নাস, উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড]।

অতঃপর মো'মেনগণকে উক্ত কাফেলার অনুসন্ধানে বের হবার জন্য ঘোষণা দেওয়া হোলো। তিনি এই বোলে ঘোষণা দেন যে, **'যে প্রস্তুত আছে সে আমার সাথে**

রওয়ানা হোক।' কেউ কেউ একটু দূরে মদীনার উঁচু অঞ্চলে তাদের বাড়িতে গিয়ে প্রস্তুত হোয়ে আসার জন্য অনুমতি প্রার্থনা কোরলেন। তিনি বোললেন, **'না, এখনই যে প্রস্তুত আছে সে ব্যতীত আর কেউ নয়।'** এভাবে তিনি ৩১৩ জন সাহাবীকে নিয়ে উক্ত বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হন। অপরদিকে আবু সুফিয়ান দামেশ্ক থেকে পাঁচ দিনের পথ দূরে থাকা অবস্থায় পথচারীদের কাছ থেকে জানতে পারে যে, রসুলাল্ল াহ তাদের কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য বের হোয়েছেন। এই সংবাদ পেয়ে সে দামদাম এবনে আমর আল গেফারীকে মজুরি দিয়ে এই খবর কোরায়েশদের নিকট পৌছাতে এবং তাদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বের হোতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মক্কায় প্রেরণ করে। আর নিজে সোজা বদরের পথে না গিয়ে সমুদ্রোপকূলের দিক দিয়ে বদরকে বাম দিকে রেখে মক্কার পথ ধরলো। এদিকে কোরায়েশগণ মক্কা থেকে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ১,০০০ সৈন্যসহ বদর প্রান্তরে এসে উপস্থিত হোলো। আর রসুলাল্ল াহ সাহাবীগণসহ আবু সুফিয়ানের চলে যাওয়ার সঠিক পথ অবহিত না হোতে পেরে বদর প্রান্তরে এসে পৌঁছলেন। এখানে পৌছে তিনি কোরায়েশ বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতিসহ আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সত্বর সাহাবীদের কাছ থেকে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ আহ্বান করেন। তখন আবু বকর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং উত্তম পরামর্শ দিলেন। অতঃপর ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং উত্তম পরামর্শ দিলেন। তিনি বোললেন, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! ওরা কোরায়েশ, সম্মানিত লোক। আল্ল াহর কসম! যেদিন হতে তারা কুফরী কোরেছে, আর কখনও ঈমান আনয়ন করে নি। আল্ল াহর কসম! তারা কখনও তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হোতে দেবে না; বরং অবশ্যই আপনার সাথে যুদ্ধ কোরবে। সুতরাং আপনি সেইজন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কোরুন'।

অতঃপর মোহাজের সাহাবী মেকদাদ বিন আমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বোললেন, **'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আল্ল াহ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন সেই দিকে আমাদেরকে নিয়ে চোলুন। আমরা আপনার সাথেই থাকবো। আল্ল াহর কসম! আমরা সেইরূপ বলবো না, মুসা (আঃ)-কে বনী এসরাঈল যেইরূপ বোলেছিলো যে, তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানেই বোসে থাকবো** (৫:২৪)। বরং আমরা আপনার সাথে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আপনার ডানে বামে, সামনে পিছনে থেকে যুদ্ধ কোরব। সেই সত্তার কসম, **যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ কোরেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকুল গেমাদ'** (এয়ামেনের মতান্তরে হাবশার অন্তর্গত অতি-দুরবর্তী স্থান) **নামক স্থানেও নিয়ে যান তবুও আমরা সেখানে পৌছা পর্যন্ত আপনার** সাথে চলতে থাকবো।' তার এ বক্তব্য শুনে রসুলাল্ল াহ এর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো। তিনি তার জন্য আল্ল াহর কাছে দোয়া কোরলেন।

এরপরও রসুলাল্ল াহ আবার বোললেন, 'হে লোকসকল! আমাকে পরামর্শ দাও।' এর দ্বারা তিনি মূলতঃ আনসারদের পরামর্শই কামনা কোরছিলেন। কারণ তারা সংখ্যায় ছিলেন বেশি এবং হেজরতের প্রাক্কালে আকাবার বায়াতের সময় তারা যে শপথ কোরেছিলেন তাতে বোলেছিলেন, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আপনি যখন আমাদের নিকট পৌছবেন তখন আপনার দায় দায়িত্ব আমাদের উপর বর্ত্তাবে। আমরা আমাদের সন্ত ান সন্ততি ও মহিলাদেরকে যেভাবে রক্ষা কোরি আপনাকেও সেভাবে রক্ষা করবো।' এই চুক্তি মোতাবেক মদীনা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রসুলাল্ল াহর সাথে কোরায়শদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করা আনসারদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে না। আর নবীর (দ:) নিজেরও উচিত হয় না তাদেরকে নিজ দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ কোরতে নিয়ে যাওয়া। রসুলাল্ল াহর মনোভাব বুঝতে পেরে আনসারদের নেতা সা'দ বিন মা'আজ (রা:) বোললেন, 'আল্ল াহর কসম ইয়া রসুলাল্ল াহ! আপনি মনে হয় আমাদেরকে লক্ষ্য কোরে বোলছেন। রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'হ্যাঁ'। তখন সা'দ (রা:) বোললেন, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য নবী বোলে বিশ্বাস কোরেছি এবং সাক্ষ্য দিয়েছি যে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা-ই হক্ (সত্য)। **এই ব্যাপারে আমরা আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে শ্রবণ ও আনুগত্য করার (আসমাউ আত্তাবেয়্যু করা) অঙ্গীকার প্রদান কোরেছি। তাই হে আল্ল াহর রসুল! আপনি যেখানে আপনার ইচ্ছা আমাদেরকে নিয়ে চোলুন। আমরা আপনার সঙ্গেই আছি। আপনি হয়তোবা এক কাজের উদ্দেশ্যে বের হোয়েছিলেন, আল্ল াহ তার পরিবর্তে আপনার জন্য অন্য এক কাজের ব্যবস্থা কোরেছেন, আপনি তার প্রতিই অগ্রসর হোন। আমাদের পার্থিব সম্পদ থেকে আপনি যা ইচ্ছা গ্রহণ কোরুন, আর যা ইচ্ছা আমাদেরকে দিন**। তবে যা আপনি আমাদের জন্য রেখে দিবেন তার তুলনায় যা আমাদের নিকট থেকে গ্রহণ কোরবেন তা-ই আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দনীয়। আপনি আমাদেরকে যে কোন আদেশ দিবেন, আমরা তা মান্য কোরব। সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ কোরেছেন! **আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবো। আমাদের মধ্য থেকে একজন লোকও এ থেকে পিছনে থাকবে না**। আগামীকাল আপনি আমাদেরকে শত্রুর সম্মুখে হাজির কোরলে তা আমরা মোটেই অপছন্দ কোরব না। আমরা যুদ্ধের ময়দানে সাবের (দৃঢ়-সকল্প), অঙ্গীকারের ব্যাপারে সত্যবাদী। হয়তোবা আল্ল াহ আপনাকে এমন এক দৃশ্য দেখাবেন যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। তাই আল্ল াহর রহমত ও বরকতের দিকে আমাদেরকে নিয়ে চোলুন।'

রসুলাল্ল াহ সা'দ বিন মা'আজের (রা:) কথা শুনে খুবই আনন্দিত হোলেন এবং তার

জন্য দোয়া কোরলেন। অতঃপর তিনি বোললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, আল্ল াহ আমাকে দু'টি দলের একটির অঙ্গীকার কোরেছিলেন। আল্ল াহর কসম! আমি যেন এখনই কোরায়েশ কওমের পরাজয় দেখতে পাচ্ছি (দেখুন সূরা আনফাল -৭)।

বদর প্রান্তরে সৈন্যদের কাতার বিন্যস্ত করার পর*

দ্বিতীয় হেজরী সনের ১৭ রমাদান তিনশতের চেয়ে সামান্য অধিক মোজাহেদ অস্ত্রশস্ত্রে সহস্রাধিক মক্কার কাফের সৈন্যকে মোকাবেলা করেন। মোসলেম সৈনিকদের এক পঞ্চমাংশের কিঞ্চিৎ অধিক লোক লৌহবর্ম পরিহিত ও উটের উপর সওয়ার ছিলেন। অবশিষ্ট মোজাহেদ ছিলেন পদাতিক এবং বর্মহীন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হোচ্ছিল আল্ল াহর পাগল এই লোকগুলো জেনে বুঝে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন। যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের জীবন্ত ফিরে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ কঠিন বিপদের সময় রসুলাল্ল াহ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আল্ল াহর দরবারে দোয়া কোরলেন: হে আল্ল াহ! এ দিকে কোরায়েশরা নিজেদের অহঙ্কারের যাবতীয় আয়োজনসহ উপস্থিত হোয়েছে। তারা তোমার রসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য এসেছে। **হে আল্ল াহ! এখন আসুক সে নসর (সাহায্য), যার ওয়াদা তুমি আমার সাথে কোরেছিলে**। হে আল্ল াহ! আজ যদি এ মুষ্টিমেয় লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহোলে দুনিয়ার বুকে আর তোমার এবাদত করা হবে না।

অতঃপর যুদ্ধের ময়দানে মোজাহেদদের উত্তমরূপে সারিবদ্ধ কোরে আল্ল াহর রসুল পুনরায় বোললেন:

হে জনগণ! আমি তোমাদেরকে এমন এক কাজের দিকে আহ্বান কোরছি, যেই কাজের জন্য মর্যাদাবান ও পরাক্রমশালী আল্ল াহ তা'আলাই তোমাদেরকে আহ্বান কোরেছেন। তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে এমন কাজ হোতে বিরত থাকতে বোলছি যা হোতে স্বয়ং আল্ল াহ বিরত থাকতে বোলেছেন। একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অধিকারী আল্ল াহ সর্বদা হকের আদেশ করেন, তিনি কখনও অসত্যের আদেশ করেন না। তিনি সত্য ও সততাকে পছন্দ করে থাকেন, সৎকর্মশীলদের মর্যাদা বৃদ্ধি কোরে দেন। তিনি সৎকর্মশীলদেরকে তাঁর সন্নিকটে সুউচ্চ আসন প্রদান করেন। তাদের কথা আলোচিত হয় এবং তারা সম্মান লাভ করেন। শোনো, সত্যের এই পথপরিক্রমায় আজ তোমরা এমন এক মনযিলে উপস্থিত হোয়েছ, এখানে শুধু সে কাজই কবুল করা হবে যা একমাত্র আল্ল াহর সন্তুষ্টির জন্য কোরবে। তা ছাড়া অন্য কোন কিছু কারও নিকট থেকে তিনি কবুল কোরবেন না। **নিরাশার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সবর (দৃঢ়তা) অবলম্বন করো**। তাহোলে ইযযত ও জালালের

ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৬৯ পৃষ্ঠা থেকে সবর শব্দের সঠিক তাৎপর্য্য জেনে নিন।

অধিকারী আল্লাহ তোমাদের দুশ্চিন্তা দূর কোরে দেবেন, দুঃখ দুর্দশা ও বিপদ থেকে উদ্ধার কোরবেন এবং আখেরাতেও তোমরা নাজাত লাভ কোরবে। তোমাদের মাঝে আল্লাহর নবী উপস্থিত আছেন, তিনি তোমাদেরকে সতর্ক কোরবেন এবং তোমাদেরকে হুকুমও কোরবেন। সুতরাং আজ কাজে (যুদ্ধে) ঝাঁপিয়ে পড়ো। মনে রেখো! তোমরা যেন আজ এমন কোন ভুল কোরে না বসো যাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোয়ে যান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বার্তা রোয়েছে যে, **তাঁর অসন্তুষ্টির পরিণাম তোমাদের পরস্পরের অসন্তুষ্টির পরিণামের চাইতে আরও বেশি ভয়াবহ, আরও বেশি বিপদসঙ্কুল** (সূরা মো'মেন ১০)।

আল্লাহ নিজের পবিত্র কেতাবে যে সকল বিধি-বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন, যে সকল নিদর্শন (আয়াত) তোমাদেরকে দেখিয়েছেন, সর্বোপরি হীনতা ও অপমানের পরে তোমাদেরকে পুনরায় যে সম্মান ও মর্যাদা দান কোরেছেন, সে দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই তোমরা আল্লাহর হুকুমকে দৃঢ় প্রত্যয়ে আঁকড়িয়ে ধরো। তাহোলেই রাব্বুল আলামীন তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। এই জেহাদের ময়দানে তোমরা এমন কাজ করো এবং আল্লাহর কাছে এমন দোয়াই করো, যার দ্বারা তাঁর পক্ষ হোতে প্রদত্ত জান্নাত ও মাগফেরাতের প্রতিশ্রুতি পূরণ হোয়ে যায়। নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা সত্য, তাঁর বাণী সত্য এবং তাঁর আযাব খুব কঠিন। আজ আমি এবং তোমরা একমাত্র চিরঞ্জীব ও চিরজাগ্রত আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা পেতে পারি। স্বয়ং আমি এবং তোমরা সবাই সেই শাশ্বত-চিরন্তন সত্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কোরে থাকি এবং ভরসা কোরে থাকি। তাঁরই দিকে একদিন সবাইকে প্রত্যাবর্তন কোরতে হবে। আল্লাহ আমাদের এবং সকল মো'মেনকে ক্ষমা কোরে দিন।

যাঁর হাতের মুঠোয় মোহাম্মদের (দঃ) প্রাণ, তাঁর শপথ, আজ যে সবর ও **এহতেসাবের সাথে** (আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পুরস্কার প্রাপ্তির আশায়) **সম্মুখে অগ্রসর হোয়ে এবং পেছনে না হটে কাফেরদের সাথে লড়াই কোরে নিহত হবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখেল কোরবেন**।

(হে আমার সাথীগণ) জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পর্যন্ত। মুত্তাকীদের জন্যই তৈরী করা হোয়েছে এ জান্নাত।

আল্লাহর রসুলের কথা শোনার পর তাঁর মুষ্টিমেয় সাহাবা বিরাট সংখ্যক শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর জনৈক সাহাবী হাতের খেজুর মুখে না দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বোললেন:

এত সস্তা সওদা! জান্নাত এত সস্তা! দেরী কোরে লাভ কি? জান্নাতের ফল খাবো।

তিনি তলোয়ার হাতে শত্রুদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পোড়লেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শাহাদাতের পেয়ালা পান কোরলেন।

বদর যুদ্ধে নিহত কাফেরদের লাশ পরিত্যক্ত কুপে নিক্ষেপের পর রসুলাল্লাহ বলেন

'হে কূপবাসীরা! হে উতবা এবনে রবী'আ! হে শায়বা ইব্নে রবী'আ! হে উমায়্যা এবনে খালাফ! হে আবু জাহল এবনে হিশাম!' তিনি গনিয়া কূপের প্রত্যেককে ডাকলেন,

'তোমাদের রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা কোরেছেন, তা কি সত্য পেয়েছ? আমার রবের প্রতিশ্রুতি আমি সত্য পেয়েছি।' (সূরা আরাফ ৪৪)

তখন মোসলেমগণ বোললেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! মরে-পঁচে যাওয়া ঐসব লোককে আপনি সম্বোধন কোরছেন?' রসুলাল্লাহ বোললেন, 'আমি যা বোলছি তা তোমাদের মত তারাও শুনছেন, কিন্তু তারা আমার কথার জবাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। হে কূপের অধিবাসীরা! তোমরা তোমাদের নবীর সাথে আত্মীয় হিসাবেও জঘন্যতম আচরণ কোরেছিলে। তোমরা আমাকে প্রত্যাখ্যান কোরেছিলে কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে মেনে নিয়েছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি হোতে বহিষ্কার কোরেছ, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হোয়েছিলে, কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে সাহায্য কোরেছে। অতঃপর তিনি বলেন, তোমার রব তোমাদের সাথে যে ওয়াদা কোরেছিলেন, তা কি সত্য পেয়েছো?'

দ্বিতীয় হেজরীর ১৫ শাওয়াল রসুলাল্লাহর ভাষণ

ঐদিন ইহুদী গোত্র বনু কায়নুকা'র এক ব্যক্তি মদীনার বাজারে এক মোসলেম মহিলাকে অপদস্থ কোরলে তিনি এই ভাষণ দেন।

'হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে তোমরা সর্তক হও। (বদর যুদ্ধে) কুরায়েশদের উপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তোমাদের উপরও তেমন বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তোমরা এসলাম গ্রহণ করো। তোমরা তো বুঝতে পেরেছো যে, আমি আল্লাহর সেই প্রেরিত রসুল যাঁর কথা তোমাদের কেতাবে তোমরা পেয়েছো এবং যাঁর সর্ম্পকে আল্লাহ তোমাদের অঙ্গীকারও নিয়েছেন।'

ওহুদ যুদ্ধে সমবেত মোজাহেদদের প্রতি রসুলাল্লাহর বক্তব্য

'হে উপস্থিত লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সে সব বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি, যে সব বিষয়ে আল্লাহ আমাকে তাঁর কেতাবে নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি হোলঃ তাঁর হুকুম মেনে চোলবে এবং নিষেধাজ্ঞা সমূহ হোতে বিরত থাকবে। তোমরা অন্য এক মহা-

পুরস্কার প্রাপ্তির এবং স্মরণযোগ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে রোয়েছ। তোমরা নিজেদেরকে সাবের (দৃঢ় সঙ্কল্প), আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মতৎপর ও উদ্যমী কোরে তোল। কেননা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ। যারা সুপথে অবিচল রোয়েছে তারা ছাড়া খুব কম লোকেই রণক্ষেত্রে সবরের পরিচয় দিতে পারে। **আল্লাহ তাদের সাথে রোয়েছেন যারা তাঁর আনুগত্য করে। আর যারা তাঁর অবাধ্যতা করে, তাদের সাথে রোয়েছে শয়তান**। অতঃএব জেহাদে সবর (দৃঢ় সঙ্কল্প) অবলম্বনের মাধ্যমে তোমরা নিজেদের কর্মের সফলতা কামনা করো এবং এর সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা প্রাপ্তির চেষ্টা করো। তোমাদের উচিত আমার আনুগত্য করা। কারণ আমি খুব চাই তোমরা সঠিক পথনির্দেশ পাও। **মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব ও পলায়নপরতা এক ধরণের অক্ষমতা ও দুর্বলতা। আল্লাহও এটি পছন্দ করেন না এবং এ কারণে তিনি সাহায্য ও বিজয়ও দান করেন না**।

'হে উপস্থিত লোকসকল! আমার হৃদয়ে ওহী প্রেরণ করা হোয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন হারাম কর্মে লিপ্ত হয়, অতঃপর পুণ্য লাভের প্রত্যাশায় এটি পরিত্যাগ করে, তার পাপ আল্লাহ ক্ষমা কোরে দেন। যে ব্যক্তি কোন মোসলেম অথবা কাফেরের সাথে সদাচরণ করে, সে অচীরেই এর প্রতিদান বর্ত্তমান দুনিয়ায় অথবা পরবর্ত্তী আসন্ন আখেরাতে প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী মানুষের জন্য জু'মার দিন জু'মার সালাহ বাধ্যতামুলক করা হোয়েছে, তবে শিশু, মহিলা, অসুস্থ ও কৃতদাসদের এটি হোতে অব্যাহতী প্রদান করা হয়। যে ব্যক্তি জু'মার সালাহ কায়েমে অবজ্ঞা প্রর্দশন কোরবে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তি হোতে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সকল প্রশংসার মালিক।'

(উহুদের যুদ্ধে মোসলেমদের আক্রমণের মুখে মোশরেকগণ ছত্রভঙ্গ হোয়ে ময়দান হোতে পলায়ন কোরলে রসুলাল্লাহ মোজাহেদদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিম্নোক্ত দোয়া করেন)।

'যে কাজ তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্ত্তী করে আমি তোমাদেরকে তাই করবার নির্দেশ দেই। আর যে কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্ত্তী করে, আমি তোমাদেরকে তা কোরতে নিষেধ করি। আর রুহুল আমীন (জিবরাঈল) আমার অন্তরে প্রক্ষিপ্ত কোরেছেন যে, **কোন ব্যক্তি তার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ জীবনোপকরণ শেষ না করা পর্যন্ত কখনও মৃত্যুবরণ কোরবে না এবং তা হ্রাসও করা হবে না, যদি তা পেতে বিলম্বও হয়**। অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কিন্তু **বিলম্ব যেন তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের অবাধ্যচারী পন্থায় তা অর্জনে প্ররোচিত না করে**। কারণ যা তাঁর নিকট আছে তা কেবল তাঁর অনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যায়। তিনি তোমাদের সুবিধার জন্য হালাল ও হারাম বিশদভাবে বর্ণনা কোরেছেন, তবে তাদের মধ্যখানে কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও আছে। অধিকাংশ লোকেই তা জানে না, তারা ব্যতীত আল্লাহ যার হেফাজত করেন। অতএব যে ব্যক্তি সেটা বর্জন কোরল সে তার মান-সম্মান ও দীনকে রক্ষা কোরল। আর যে ব্যক্তি তাতে পতিত হোল সে এমন রাখালসদৃশ যে শাসকের সংরক্ষিত এলাকার আশে-পাশে বিচরণ করে। যে কোন সময় তার সেখানে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। শোনো! প্রত্যেক শাসকেরই সংরক্ষিত এলাকা আছে। আর আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হোল তাঁর হারামকৃত বিষয়সমূহ। **মো'মেন ব্যক্তিগণের নিকট অপর মো'মেন ব্যক্তি দেহের মস্তকতুল্য। তা অসুস্থ হোলে গোটা দেহই অসুস্থ হোয়ে পড়ে**।

হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা আপনার। হে আল্লাহ! আপনি যা প্রসারিত করেন তা কেউ সঙ্কুচিত কোরতে পারে না। আপনি যা সঙ্কুচিত করেন তা কেউ প্রসারিত কোরতে পারে না। আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে সৎপথ দেখাতে পারে না। আপনি যাকে সৎপথ দেখান, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট কোরতে পারে না। আপনি যা দান করেন, কেউ তা রুখতে পারে না। আপনি যা রুদ্ধ করেন, কেউ তা দান কোরতে পারে না। আপনি যা নিকটবর্ত্তী কোরে দেন, কেউ তা দূরে সরাতে পারে না। আপনি যা দূরে সরিয়ে দেন, কেউ তা নিকটবর্ত্তী কোরতে পারে না। হে আল্লাহ! আপনার বরকত, রহমত, অনুগ্রহ ও রেযেক আমাদের জন্য সম্প্রসারিত কোরে দেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিরস্থায়ী নেয়ামত কামনা কোরছি যা অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশী। হে আল্লাহ! আমি অভাবের দিবসের জন্য নেয়ামত কামনা কোরছি এবং ভয়ের দিবসের জন্য কামনা কোরছি নিরাপত্তা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দান কোরেছেন তার অকল্যাণ হোতে এবং যা দান করেন নাই তার অকল্যাণ হোতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! **ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় কোরে দিন এবং আমাদের অন্তর সেইদিকে আকৃষ্ট কোরে দিন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট ঘৃণ্য কোরে দিন, আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কোরে দিন**।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন মোসলেম অবস্থায়, জীবিত রাখবেন মোসলেম অবস্থায় এবং আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কোরে দিন। আমাদেরকে লান্ছিত ও বিপদগ্রস্ত কোরবেন না। হে আল্লাহ! কাফেরদেরকে ধ্বংস কোরুন, যারা আপনার রসুলকে অস্বীকার করে এবং আপনার পথে লোকদেরকে বাধা দেয়। আপনার আযাব ও শাস্তি তাদের জন্য অবধারিত কোরে দিন। হে আল্লাহ! হে সত্য এলাহ! কেতাবধারীদের মধ্যে যারা কুফরী করে, আপনি তাদেরকে ধ্বংস কোরে দিন।'

ওহুদের যুদ্ধের পর ভাষণ

হেজরী তৃতীয় সনে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যুদ্ধে মোসলেমগণ বিজয় লাভ করেন। পাহাড়ী পথের প্রহরায় নিযুক্ত মোসলেম সৈন্যগণ বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা হোয়ে **রসুলাল্ল াহর হুকুম অমান্য কোরে গনিমতের মাল সংগ্রহ কোরতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ অরক্ষিত পাহাড়ী পথে কাফের সৈন্যরা পুনর্বার যুদ্ধের ময়দানে প্রত্যাবর্তন কোরে মোসলেমদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে। কাফেরদের আক্রমণের তীব্রতায় অপ্রস্তুত মোসলেম মোজাহেদদেরকে ছিন্নভিন্ন ও বিপর্যস্ত কোরে দেয়**। মোসলেম সৈন্যগণ রসুলাল্ল াহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হোয়ে পড়েন। মাত্র বারোজন আনসার এবং একজন মোহাজের তালহা বিন ওবায়দুল্ল াহ রসুলের সাথে ছিলেন। এ যুদ্ধে রসুলাল্ল াহর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। এই মুষ্টিমেয় সাহাবী রসুলাল্ল াহর চার পাশে মানব-বর্ম সৃষ্টি করেন। বীরত্বের সাথে লড়াই কোরে একে একে ১২ জন আনসার শাহদাত বরণ করেন। বীর তালহা (রা:) তলোয়ার এমনভাবে কাফেরদের আক্রমণের মোকাবেলা করেন যে তার শরীরে ৭০ এর অধিক আঘাত ছিল এবং তার হাত কাঁধ থেকে ঝুলে পোড়েছিল। তিনি এবং ঘুরে দাঁড়ানো আরও মোসলেম মোজাহেদ এবং মোজাহেদার সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে কিছুক্ষণের মধ্যেই কাফের সৈন্যরা আবার পিছু হটলো। তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর রসুলাল্ল াহ তাঁর আহত মোজাহেদদের কে একত্রিত করেন। তাদেরকে সারি বদ্ধ করার হুকুম দেন। পুরুষের পেছনে ১৪ জন মহিলা সাহাবীও সারিতে শামিল ছিলেন। অতঃপর আল্ল াহর রসুল মর্মস্পর্শী ভাষায় ভাষণ দান করেন। তিনি ভাষণের প্রারম্ভে বলেন:

হে আল্ল াহ! যাবতীয় প্রশংসা আপনার। হে আল্ল াহ, আপনি যাকে প্রশস্ত করেন তার কোন সংকোচনকারী নেই। আপনি যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন হেদায়েতকারী নেই, আপনি যাকে হেদায়েত প্রদান করেন তার কোন গোমরাহকারী নেই। আপনি যাকে দান করেন না, তাকে দানকারী কেউ নেই এবং আপনি যাকে দান করেন তাকে বাধা দানকারী কেউ নেই। আপনি যাকে দূরে নিক্ষেপ করেন তাকে নিকটবর্ত্তী করার কেউ নেই এবং আপনি যাকে নিকটবর্ত্তী করেন তাকে দূরবর্ত্তী করার কেউ নেই।'

অতঃপর তিনি বলেন: অভিশপ্ত শয়তান থেকে শ্রবণকারী এবং সর্বজ্ঞানী আল্ল াহর নিকট আশ্রয় প্রর্থনা কোরছি। কেয়ামতের দিন মুত্তাকী এবং পরহেজগার ব্যতীত বন্ধুগণ পরস্পর দুশমন হোয়ে যাবে। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন কোরেছে এবং মোসলেম হিসেবে জীবনযাপন কোরেছে, সেসব মুত্তাকীকে সে দিন সুস্পষ্ট

ভাবে বলা হবে: হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদেরও কোন ভয় ভীতি এবং ব্যথা বেদনা নেই। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা জান্নাতে প্রবেশ করো এবং সুখে সাচ্ছন্দ্যে থাকো। তাদের চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকবে সোনার থালা ও পানপাত্র। যা তারা কামনা কোরবে এবং যা তাদের চোখ শীতল কোরবে তাই তারা পাবে। (বলা হবে) তোমরা অনন্তকাল এখানে অবস্থান করো, তোমাদের আমলে সালেহর জন্য তোমাদেরকে জান্নাতের উত্তরাধিকার করা হোয়েছে। এখানে তোমাদের খাওয়ার জন্য অসংখ্য ও অগণিত ফল রোয়েছে।

নাফরমান অপরাধীরা অনন্তকাল জাহান্নামের আযাবের মধ্যে অবস্থান কোরবে। তাদের আযাব কখনো হ্রাস করা হবে না এবং নিরাশার মধ্যে থাকবে। আমরা তাদের উপর কোন যুলুম (অন্যায়) কোরব না বরং তারা নিজেরাই যুলুমকারী। তারা চিৎকার করে তারা জাহান্নামের রক্ষীকে বোলবে: তোমার প্রভুকে বলো আমাদের হত্যা কোরতে। সে বলবে, তোমাদের অবশ্যই এ অবস্থাতেই অবস্থান কোরতে হবে। আমরা তোমাদের নিকট হক্ উপস্থাপিত কোরেছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে অস্বীকার কোরেছ।

সালামু আলাইকুম।

মদীনায় জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ*

এতে তিনি সালাহর নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, 'যখন তোমরা সালাহ কায়েম কোরবে, তোমাদের কাতার সোজা কোরবে। তারপর তোমাদের একজন তোমাদের এমামতি কোরবে। যখন এমাম তাকবীর বোলবে তখন তোমরাও তাকবীর বোলবে। আর যখন এমাম 'গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদদোয়াল্ল ীন' বোলবে তখন তোমরা 'আমীন' বোলবে। তা হোলে আল্ল াহ তা কবুল কোরবেন। আর যখন এমাম তাকবীর বোলে রুকু কোরবে তখন তোমরাও তাকবীর বোলে রুকু কোরবে। এমাম রুকু কোরবে তোমাদের পূর্বে আর রুকু হোতে উঠবে তোমাদের পূর্বে। রসুলাল্ল াহ বোললেন, এটা (রুকু হোতে এমামের পরে তোমাদের দণ্ডায়মান হওয়া) তার (এমামের পরে তোমাদের রুকুতে যাওয়ার) পরিপূরক হবে। আর যখন এমাম বোলবে 'সামিআল্ল াহুলিমান হামিদাহ' তখন তোমরা বোলবে 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ। আল্ল াহ তা'আলা তোমাদের কথা

* সালাহর উদ্দেশ্য বর্তমানে ভুল বোঝা হোচ্ছে। সালাহ সঠিক উদ্দেশ্য জানার জন্য ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত টিকাটি পড়ুন।

শুনবেন। কেননা মহামহীম আল্ল াহ তাঁর নবীর জবানে বলেন, যে আল্ল াহ তা'আলার প্রশংসা করে আল্ল াহ তা শ্রবণ করেন। অতঃপর এমাম যখন তাকবীর বোলে সেজদায় যাবে তোমরাও তখন তাকবীর বোলে সেজদায় যাবে। এমাম তোমাদের পূর্বে সেজদা করেন আর তোমাদের পূর্বে মাথা উঠান। রসুলাল্ল াহ বলেন, এটা (সেজদা হোতে তোমাদের পরে উঠা) তার (এমামের পরে তোমাদের সেজদায় যাওয়ার) পরিপূরক হবে। আর যখন বৈঠকের নিকটবর্তী হবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে।

এই সাতটি বাক্য হোচ্ছে সালাহর পরিপূরক।

জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহ এর ভাষণ

এতে তিনি জুম'আর তাৎপর্য এবং পরকালের চিন্তার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্ল াহর নিকট তওবা করো এবং অন্য কিছুতে ব্যতিব্যস্ত হোয়ে পড়ার পূর্বেই সৎকাজ কোরবে। তোমরা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কোরবে এবং অধিক পরিমাণে যেকেরের মাধ্যমে তোমাদের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কোরবে এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে অধিক পরিমাণে দান খয়রাত কোরবে, এতে তোমাদের রেযেক প্রদান করা হবে, সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের অবস্থা উন্নত করা হবে। তোমরা জেনে রেখো, আল্ল াহ আমার এ স্থানে এই দিনে, এই মাসে এবং এই বছরে তোমাদের উপর কেয়ামত দিবস পর্যন্ত জুম'আর সালাহ ফরদ কোরেছেন। **কাজেই যে ব্যক্তি আমার জীবনকালে অথবা আমার এন্তেকালের পরে, তার উপরে ন্যায়পরায়ণ অথবা যালেম শাসক থাকাকালীন জুম'আর সালাহকে হালকা মনে কোরবে অথবা অস্বীকারবশত তা বর্জন কোরবে, আল্ল াহ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্র কোরবেন না এবং তার কোন কাজে বরকত দান কোরবেন না।** সাবধান! তার সালাহ, যাকাহ, হজ্ব, সাওম এবং কোন নেক আমল গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা কোরবে। যেই ব্যক্তি তওবা কোরবে আল্ল াহ তার তওবা কবুল কোরবেন। সাবধান! কোন মহিলা কোন পুরুষের, বেদুঈন কোন মোহাজেরের এবং কোন ফাসেক (অবাধ্য) কোন মো'মেন ব্যক্তির এমামতি কোরবে না। তবে স্বৈরাচারী শাসক তাকে বাধ্য কোরলে এবং তার তরবারী ও চাবুকের ভয় থাকলে ভিন্ন কথা।

আয়েশার (রাঃ) প্রতি আরোপিত অপবাদ সংক্রান্ত ঘটনা ও রসুলাল্ল াহর ভাষণ

গাযওয়ায়ে বনু মোস্তালিক থেকে ফেরার পথে মোনাফেকরা তাদের গোপন শত্রুতাবশতঃ এমন কিছু কূটকৌশল অবলম্বন কোরল যে, কোন কোন মোহাজের ও আনসারের মধ্যে মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হোয়ে গেলো। এই অভিযানে আরও একটি উল্লে খযোগ্য ব্যাপার ঘোটে গেলো। আয়েশা সিদ্দিকা (রা:)-ও এই অভিযানে রসুলাল্ল াহর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। একটি মনযিলে মোসলেম বাহিনী অবস্থান নিলো। সেখান থেকে প্রস্থান করার সময় আয়েশার (রা:) হাওদা উটের উপর উঠানো হোল। কিন্তু তিনি হাওদার ভিতর আছেন কি নেই তা পরীক্ষা করা হয় নি, তিনি খুব ক্ষীণকায় ছিলেন, তাই হাওদা উত্তোলনকারীগণ ভেবেছিলেন যে তিনি এর অভ্যন্তরেই আছেন। অথচ তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর কিছুটা দেরী হোয়ে যায়। তিনি তাঁর বোনের একটি হার পরেছিলেন। ঘটনাচক্রে ঐ হারের সূতা ছিড়ে গিয়ে মুক্তাগলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। অপরের জিনিস বোলে তিনি একটু বেশী মনোযোগ দিলেন। জমিনের উপর থেকে মুক্তোগুলো কুড়িয়ে নিতে সময় বেশী লেগে গেলো। কিন্তু লোকজন ইতমধ্যেই রওয়ানা হোয়ে গেলো। ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে, মনযিল একেবারে ফাঁকা। তিনি খুব চিন্তিত ও বিচলিত হোলেন। এই সময় সাফওয়ান এবনে মু'আত্তাল (রা:)-কে দেখা গেলো পেছন দিক থেকে তাঁর উট নিয়ে আসতে। সাফওয়ানের (রা:) প্রতি নির্দেশ ছিলো সবার পেছনে অবস্থান করার এবং কাফেলা প্রস্থান করার পর মনযিল (অবস্থানস্থল) পরিদর্শন কোরে রওয়ানা করার, যাতে কারো কোন জিনিস পড়ে থাকলে তা তুলে আনতে পারেন। নিয়মানুসারে তিনি অবস্থানস্থল পরিদর্শন কোরতে কোরতে চোলে আসছেন। ইত্যবসরে উম্মুল মো'মেনীন আয়েশাকে (রা:) দেখতে পেয়ে তিনি বিস্মিত ও হতভম্ব হোয়ে যান। তিনি তৎক্ষণাৎ উট থেকে অবতরণ কোরে আয়েশাকে (রা:) উটের উপরে উঠতে বোললেন। তারপর তিনি উটের রশি ধোরে পথ চোললেন এবং বাহিনীর সাথে মিলিত হোলেন। যখন তাঁরা এইভাবে বাহিনীর সাথে মিলিত হোলেন এবং লোকেরা এই ঘটনা জানতে পারলো তখন তারা সবাই দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ কোরল। কিন্তু মোনাফেকরা এই ঘটনাতে অপবাদ রটানোর এক মোক্ষম অস্ত্র পেয়ে গেলো। তারা নানারকম কথা বানিয়ে লোকজনের মধ্যে অপপ্রচারের এক তুফান সৃষ্টি কোরল। রসুলাল্ল াহ তাঁর করণীয় স্থির কোরতে না পেরে নীরব হোয়ে গেলেন। মোনাফেকরা এবার মোসলেম বাহিনীর সাথে যোগদান কোরে মোসলেমদেরকে নিজেদের ধৃষ্টতা ও কুটিলতা দ্বারা বিচলিত করার বিরাট সুযোগ পেয়ে গেলো।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, মদীনায় পৌছানোর পরেই আমি ভীষণ অসুস্থ হোয়ে পোড়লাম। বাইরের ওসব কথার কিছুই আমার কানে পৌছলো না। লোকদের এ কানাঘুষা রসুলাল্ল াহর কান পর্যন্ত পৌছলো, এমন কি আমার পিতামাতার কানেও তা পৌছলো। কিন্তু তাঁরা কেউ এর বিন্দু-বিসর্গও আমার কাছে ব্যক্ত কোরলেন না। কিন্তু রসুলাল্ল াহর আচরণের মধ্যে আমি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কোরলাম। আমার প্রতি তাঁর কিছু কিছু কোমল আচরণের অনুপস্থিতি লক্ষ্য কোরলাম। কখনও আমার অসুখ-বিসুখ হোলে তিনি আমার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন কোরতেন, কিন্তু এবারের অসুখের সময় তিনি তেমন কিছু কোরলেন না। আমি একদিন তাঁকে বোললাম, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আপনি যদি আমাকে অনুমতি দেন, তাহোলে আমি আম্মার নিকট চোলে যাই, যাতে কোরে তিনি আমার শুশ্রূষা কোরতে পারেন।' জবাবে তিনি বোললেন, 'এটা তোমার ইচ্ছা।'

'তারপর আমি আমার আম্মার নিকট চোলে গেলাম। তখনও আমি কিছু জানতাম না। এভাবে কুড়িদিনের কিছু অধিককাল অতিবাহিত হোতে না হোতেই আমি দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাহিল হোয়ে পড়লাম। এমন সময় একদিন ঘটনাক্রমে মিসতাহের মা, আবু বকরের (রাঃ) খালার নিকট থেকে পুরো ঘটনা জানতে পারলাম। তারপর থেকে আমি সেই যে কাঁদতে শুরু কোরলাম, তা আর থামে না। এমন কি এক পর্যায়ে আমার মনে হোল আমার কলিজা ফেটে যাবে। একদিন রসুলাল্ল াহ লোকসম্মুখে ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হোলেন। আমি সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। তিনি শুরুতে আল্ল াহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় কোরলেন। তারপর তিনি বোললেন:

'হে মোসলেম সম্প্রদায়! যেই ব্যক্তি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ ও বদনাম রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার এই অপবাদ হোতে আমাকে কে মুক্ত কোরবে? আল্ল াহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর তারা এমন এক ব্যক্তির নাম উল্লে খ কোরেছে যার সম্বন্ধে আমি ভালো ছাড়া কিছুই জানি না। সে তো আমার সঙ্গ ব্যতিরেকে আমার ঘরে যায় না। অতঃপর হে আয়েশা! তোমার সম্বন্ধে আমার নিকট এই এই কথা পৌঁছেছে। যদি তুমি এটি হোতে মুক্ত হও তাহোলে শীঘ্রই আল্ল াহ্ তোমাকে এই অপবাদ হোতে মুক্ত কোরে দিবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহ কোরে থাকো তাহোলে আল্ল াহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তওবা করো। কেননা বান্দা গুনাহ স্বীকার কোরলে আল্ল াহ্ তওবা কবুল করেন।'

আব্দাল্ল াহ এবনে উবাই ওখানে তার খাজরাজ গোত্রীয় কতিপয় সঙ্গী-সাথী, মিসতাহ ও হামনা বিনতে জাহাশের প্রচারিত অপবাদের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর হামনার এতে অংশগ্রহণের কারণ হোল, তার বোন যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) রসুলাল্ল াহর স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যয়নাবকে আল্ল াহ দীনদারীসহ হেফাজত করেন, তিনি উত্তম বৈ কোন খারাপ মন্তব্য আমার সম্পর্কে করেন নি। রসুলাল্ল াহ যখন উপরোক্ত বক্তব্য দিলেন তখন উসায়েদ এবনে হুযায়ের (রাঃ) দাঁড়িয়ে বোললেন, **'ইয়া রসুলাল্ল াহ! ওরা যদি আউস বংশীয় হোয়ে থাকে, তবে আমরা তার জন্য যথেষ্ট। আর যদি ওরা আমার খাযরাজ গোত্রীয় ভাইদের মধ্য থেকে হোয়ে থাকে, তাহোলে আপনি আমাদের আদেশ দিন, আল্ল াহর কসম! এমতাবস্থায় তাদের গর্দান উড়িয়ে দেয়াই সমীচিন হবে।'**

তার এই বক্তব্যে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ সৃষ্টি হোল এবং লোকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হোল। এমন কি আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রে দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হোল। রসুলাল্ল াহ বিশিষ্ট সাহাবীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ কোরলেন এবং সকলেই আয়েশার (রাঃ) চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত কোরলেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তারপর রসুলাল্ল াহ আমার নিকট আসেন। আমার পিতামাতা তখন আমার নিকটে ছিলেন। আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি বোসলেন এবং আল্ল াহর প্রশংসা কোরলেন। তারপর বোললেন, 'হে আয়েশা! লোকে কী বলাবলি কোরছে তা নিশ্চয়ই তুমি শুনে থাকবে। লোকে যা বলাবলি করে সেরূপ মন্দ কিছু যদি তুমি কোরে থাকো, তবে আল্ল াহকে ভয় করো এবং তাঁর নিকট তওবা করো!, কেননা তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল কোরে থাকেন।'

আল্ল াহর কসম! তিনি এটুকু বোলতেই আমার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে এলো। তারপর তাঁর কোন কথার অনুভূতি আমার রোইল না। অপেক্ষা কোরছিলাম, আমার পিতামাতা রসুলাল্ল াহর কথা জবাব আমার পক্ষ থেকে দেবেন। কিন্তু তাঁরা একটি কথাও বোললেন না।

আমি যখন লক্ষ্য কোরলাম যে, আমার পিতামাতা কিছু বোলছেন না, তখন আমি খুবই মর্মাহত হোলাম এবং খুব কান্নাকাটি কোরলাম। তারপর বোললাম, **'আল্ল াহর কসম! আপনি যা উল্লে খ কোরেছেন সে ব্যাপারে আমি কস্মিণকালেও আল্ল াহর কাছে তওবা কোরব না।** আল্ল াহর কসম! আমি সম্যকভাবে জানি, লোকে যা বলাবলি কোরছে সে ব্যাপারে আমি যদি স্বীকারোক্তি কোরি, তবে আল্ল াহ সম্যক জানেন যে আমি এ থেকে মুক্ত। সুতরাং যা হয় নি তাই আমাকে বোলতে হবে। আর যদি আমি লোকে যা বলাবলি কোরছে তা অস্বীকার কোরি, তবে আপনারা তা বিশ্বাস কোরবেন না। আমি বরং তা-ই বোলব যা ইউসুফের (আঃ) পিতা বোলেছিলেন, **'ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বোলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্ল াহই আমার সাহায্যস্থল।' (সূরা ইউসুফ ১৮)**

রসুলাল্ল াহ তখনও ঐ মজলিস ছেড়ে যান নি, এমন সময় আল্ল াহর পক্ষ থেকে তাঁকে এমন এক অবস্থা আচ্ছন্ন কোরে ফেললো, যা তাঁকে (ওহী অবতরণের সময়) আচ্ছন্ন কোরত। তাঁকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করা হোল। তাঁর মাথার নীচে চামড়ার একটি বালিশ রেখে দেওয়া হোল। **যে সময়ে আমি এসব প্রত্যক্ষ কোরছিলাম তখন আল্ল াহর কসম আমার মনে কোন বিকার বা ভীতি ছিলো না। কেননা, আমি তো জানতামই যে, আমি এ দোষ থেকে মুক্ত। আর আল্ল াহ আমার উপর যুলুম কোরবেন না।** পক্ষান্তরে, আমার আব্বা আম্মার অবস্থা ছিল এই যে, সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর হাতে আয়েশার প্রাণ, যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলাল্ল াহর সেই বিশেষ অবস্থার অবসান না ঘোটছিল, ততক্ষণ যেন এ ভয়ে তাঁদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল যে, লোকে যা বলাবলি কোরছে, পাছে আল্ল াহর পক্ষ থেকেও তার সত্যতা প্রতিপন্ন হোয়ে যায়।

তারপর রসুলাল্ল াহর সেই বিশেষ অবস্থার অবসান হোল। তিনি উঠে বোসলেন। শীতের মওসুমেও তাঁর পবিত্র শরীর থেকে মুক্তার দানার মত ঘাম ঝোরছিল। তিনি তাঁর ললাটের ঘাম মুছতে মুছতে বোললেন:

'হে আয়েশা! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্ল াহ তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা নাযেল কোরেছেন।' আমি তখন বোলে উঠলাম, 'সমস্ত প্রশংসা আল্ল াহরই।' তারপর তিনি লোকজনের দিকে বের হোলেন এবং তাদের লক্ষ্য কোরে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্ল াহ কোর'আনে এ ব্যাপারে যা নাযেল কোরেছেন তা তাদেরকে তেলাওয়াত কোরে শোনালেন। **তারপর তিনি গর্হিত অপপ্রচারে সর্বাধিক তৎপর মিসতাহ, হামনা, হাসসান বিন সাবিত ও আব্দাল্ল াহ বিন উবাইকে অপবাদের নির্দ্ধারিত শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন এবং যথারীতি সে আদেশ পালিত হোল।**

অপবাদকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যারা গর্হিত অপপ্রচারে অংশ গ্রহণ কোরেছিলো, তাদের কথা উল্লে খ কোরে কোরআনের আয়াত নাযেল হোল: 'যারা এ অপবাদ রটনা কোরেছে তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে কোরো না; বরং এতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর, তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কোরেছে, তার জন্য আছে কঠিন শাস্তি। **এ কথা শোনার পর মো'মেন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করে নি এবং বলে নি: এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ** (সূরা নুর ১১-১২)?' যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ কোরছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য কোরছিলে, যদিও আল্ল াহর নিকট এটা ছিল গুরুতর বিষয় (সূরা নূর ১৫)।

জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

এই ভাষণে তিনি আল্ল াহ তা'আলার গুণাবলীর বিবরণ দেন। আবু মুসা আশ'আরী (রা:) স্থান ও তারিখ উল্লে খ করেন নাই।

'নিশ্চয়ই আল্ল াহ কখনও নিদ্রা যান না। নিদ্রায় যাওয়া তাঁর জন্য শোভা পায় না। তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে তুলাদণ্ড (মীজান-দাড়িপাল্ল া) নামান এবং উত্তোলন করেন। দিনের পূর্বেই রাত্রির সকল আমল তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়। রাতের পূর্বেই দিনের সকল আমল তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়। **তিনি নূরের পর্দায় আচ্ছাদিত। যদি সেই আবরণ খুলে দেওয়া হয়, তবে তাঁর নূরের প্রভা সৃষ্টিজগতের দৃশ্যমান সবকিছু ভস্ম কোরে দিবে।'**

জনগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর আরও একটি ভাষণ*

এই ভাষণে তিনি বেদাত ও সংঘাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বর্ণনাকারী আবদাল্ল াহ এবনে মাসউদ (রা:) স্থান ও তারিখের উল্লে খ করেন নাই।

'বস্তুত এটি দুইটি জিনিস: কালাম এবং হেদায়াত। অতএব সর্বোত্তম কালাম হোল আল্ল াহর কালাম (কোর'আন) এবং সর্বোত্তম হেদায়াত (সৎপথ) হোল মোহাম্মদের (দ:) হেদায়াত। **সাবধান! তোমরা বেদাত হোতে বিরত থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হোল বেদাত। (দীনের মধ্যে) প্রত্যেক নিকৃষ্ট উদ্ভাবনই হোল বেদাত এবং প্রত্যেকটি বেদাতই ভ্রষ্টতা।** সাবধান! আকাঙ্ক্ষা যাতে তোমাদের (অন্তরে) দীর্ঘায়ুর ধারণা সৃষ্টি কোরতে না পারে। কারণ এতে তোমাদের কল্‌ব কঠিন হোয়ে যাবে। সাবধান! যা কিছু আসার তা খুব নিকটবর্তী, যা দূরবর্ত্তী তা আসবার নয়। জেনে রাখো! সে-ই দুর্ভাগা যে মাতৃগর্ভ হোতেই দুর্ভাগা হোয়ে জন্মলাভ করে এবং সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে অন্যকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে। জেনে রাখো! মো'মেন ব্যক্তিকে হত্যা করা কুফর এবং তাকে গালমন্দ করা ফাসেকী (অবাধ্যতা)। **কোন মোসলেমের পক্ষে তার মোসলেম ভাইকে তিন দিনের অধিক পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।** সাবধান! তোমরা মিথ্যা হোতে দূরে থাকবে। কেননা মিথ্যাচার দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায় আর না বেহুদা কথাবার্ত্তা হোতে বিরত থাকা যায়। **কারও পক্ষে এটি শোভনীয় নয় যে, সে তার সন্তানের সাথে ওয়াদা কোরবে কিন্তু তা পূরণ কোরবে না।** কেননা মিথ্যা অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায় এবং অবাধ্যতা জাহান্নামে পৌছিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে সততা ন্যায়কাজের পথ সুগম কোরে দেয় এবং ন্যায়কাজ জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়। বস্তুত সত্যবাদী সম্পর্কে বলা

* ভাষণটি পড়ার পূর্বে ১৬৭ পাতায় উলেখিত বে'দাত শব্দের প্রকৃত অর্থ জানুন।

হয়: সত্যবাদীর জন্য সততা ও পুণ্য। আর মিথ্যাবাদী সম্পর্কে বলা হয়: মিথ্যাবাদীর জন্য মিথ্যা ও পাপাচার। জেনে রাখো! মানুষ যখন মিথ্যা বোলতে থাকে, তখন তার নাম আল্ল াহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়।'

মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রদত্ত ভাষণ

'মানুষদের কী হোল? তারা বলে, রসুলের আত্মীয়তা তাঁর জাতির কোন উপকারে আসবে না। তাহোলে শোনো! আমার আত্মীয়তা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি 'হাওযে কাওছার' এ তোমাদের নেতা। তোমাদের যে কেউ আমার নিকট এসে বোলবে, হে আল্ল াহর রসুল! আমি অমুকের পুত্র অমুক। উত্তরে আমি বোলব, **বংশ-পরম্পরা তো আমি চিনে নিয়েছি, কিন্তু তোমরা তো আমার পরে পিছু হটেছিলে এবং বেদাত উদ্ভাবন কোরেছিলে।'**

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সংক্রান্ত রসুলের ভাষণ

'আমার সাহাবাগণের সাথে সদাচরণের মূল্যবান নসীহত গ্রহণ করো। আর যারা তাদের পরে আসবে তাদের সাথেও ভালো ব্যাবহার কোরবে। আর তাদের সাথেও ভালো ব্যবহার কোরবে যারা তাদের পরে আসবে। **অতঃপর মিথ্যার ভীষণ বিস্তার ঘোটবে, এমনকি মানুষেরা অনর্থক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া শুরু কোরবে। এহেন অবস্থায় যে কেউ জান্নাতের উঁচু স্তরের অধিকারী হোতে চাইবে, সে যেন সত্যের দলকে আঁকড়িয়ে ধোরে থাকে।** শয়তান একাকী ব্যক্তির সাথে থাকে বেশি, দুজন হোতে থাকে দূরে। হুঁশিয়ার! কেউ যেন পর-মহিলার প্রতি নিভৃতে একত্র না হয়। কারণ উভয়ের মাঝে তৃতীয়জন থাকে কুচক্রী শয়তান। যার সৎকর্ম তাকে আনন্দ দেয় এবং যার পাপ কাজ তাকে বেদনা দেয় সেই প্রকৃত মো'মেন।'

দুনিয়া ও আখেরাতের তাৎপর্য সম্পর্কে রসুলের ভাষণ

'পৃথিবী হোল ভোগের বস্তু, পাপী ও পুণ্যবান সমভাবে তা ভোগ কোরছে। আর আখেরাত এমন প্রকৃত জীবন ও অনন্ত সময়, যেখানে পরাক্রমশালী বাদশাহ (আল্ল াহ রাব্বুল আলামীন) সর্ববিষয়ে ফয়সালা দিবেন। প্রত্যেক পুণ্যের কাজ তার সম্পাদনকারীর সাথে জান্নাতে ও পাপকর্ম তার কর্তার সাথে জাহান্নামে যাবে। অতএব সৎকর্ম সম্পাদন কোরে আল্ল াহর ভয়ে ভীত হও। **তোমাদেরকে একদিন স্বীয় আমলের মুখামুখি হোতে হবে। সুতরাং প্রত্যেকে তার বিন্দু পরিমাণ পুণ্যের কাজ হোলেও তা প্রত্যক্ষ কোরবে আর বিন্দু পরিমাণ পাপকাজ কোরলেও তা প্রত্যক্ষ কোরবে।'**

জান্নাতী ফেরকা

'সাবধান! তোমাদের পূর্বে আহলে কেতাব বাহত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়েছে এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হোয়ে পোড়বে; যাদের বাহাত্তর ফেরকা জাহান্নামী এবং একটি জান্নাতী। এটাই আল-জামা'আত। **অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আবির্ভূত হবে, যাদের রক্তে-গোস্তে লোভ-লালসা এমনভাবে বিস্তার লাভ কোরবে যেন পাগলা কুকুরের কামড়ের বিষ।** পাগলা কুকুর কোন মানুষকে কামড় দিলে মানবদেহের কোন জোড়া ও হাড় বিষাক্রান্ত না হোয়ে থাকে না।'

জনগণের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'লোকসকল! তোমাদের জন্য শরীয়তের সীমা নির্দ্ধারিত হোয়েছে। সুতরাং সে সীমায় পৌছার পর তোমাদের থেমে যাওয়া উচিত। আর তোমাদের জন্য একটি সমাপ্তি বিন্দু রোয়েছে। সুতরাং তোমরা সেই সমাপ্তি বিন্দুতে পৌছবে। **মোসলেমদেরকে দু'টি ভীতিকর অবস্থার মাঝামাঝি অবস্থান কোরতে হয়।** একটি হোল, অতীত সম্পর্কে চিন্তিত থাকা যে, সেই অতীত কাজ সম্পর্কে আল্ল াহ কি ফয়সালা কোরবেন। আর ভবিষ্যৎ, কেবল আল্ল াহ তা'আলাই জানেন সে বিষয়ে কি ফয়সালা তিনি কোরবেন। সুতরাং মানুষের উচিত, সে যেন স্বীয় পাথেয় প্রস্তুত করে। আর দুনিয়ায় অবস্থান কোরে আপন ভবিষ্যতের সম্বল যোগাড় কোরে নেয়। বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনে আর অসুস্থতার পূর্বে সুস্থাবস্থায় যত বেশি সম্ভব ভালো কাজ কোরে নেয়া। **সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মোহাম্মদের প্রাণ! মৃত্যুর পর গ্ল ানি আর লানৃছনা প্রতিকারের কোন অবকাশ থাকবে না, আর না থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম ব্যতীত কোন ঠিকানা।'**

একজন আসহাবের দাফন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ

এই ভাষণে তিনি পার্থিব জীবন ও জবাবদিহিতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্ল াহর রসুল আল্ল াহর হামদ ও সানা পেশ কোরলেন। অতঃপর বোললেন:

হে মানুষ! (আমাদের অবস্থা দেখে মনে হয়) মৃত্যু যেন আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত হয় নি বরং তা অন্যের জন্য নির্দ্ধারিত হোয়েছে। কর্তব্য ও যিম্মাদারী (দায়িত্ব) আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয় নি বরং তা অন্যের ওপর বাধ্যতামূলক করা হোয়েছে। আমরা মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন সম্পন্ন করেও এমন ভাব প্রদর্শন

কোরি যেন তারা অল্প সময়ের পর আমাদের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন কোরবে। আমরা তাদের লাশকে দাফন-কাফন করে তাদের পরিত্যক্ত ভোগ কোরতে থাকি। মনে হয় আমরা যেন অমর। আমরা সকল উপদেশ ভুলে যাই যেন আমরা যাবতীয় বালা-বিপদ থেকে নিরাপদ।

সে সৌভাগ্যবান যে মানুষের দোষক্রটি অনুসন্ধান না কোরে নিজের দোষক্রটির সন্ধান করে। সে সৌভাগ্যবান যার উপার্জন হালাল, যার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সঠিক, যার বাহ্যিক অবস্থা সুন্দর এবং যে নিজে সত্যপথের ওপর সুদৃঢ়। সে সৌভাগ্যবান যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি ছাড়াই আল্ল াহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করে যে নেক কাজে চিন্তাশক্তি ও মেধা ব্যয় করে, যে জ্ঞানীগুণীজনের সাহচর্যে থাকে এবং অক্ষম মিসকীনদের প্রতি রহম করম করে। সৌভাগ্য সে লোকের, যার চরিত্র পূত-পবিত্র, অন্তর নিষ্কলুষ ও বিভিন্ন শর্ত্তের জালে আবদ্ধ কোরে নেই। **সে সৌভাগ্যবান যে তার উদ্বৃত্ত বিত্ত ভালো কাজে খরচ কোরে, অসার, বাজে কথা থেকে নিজেকে রক্ষা করে, সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করে এবং তা থেকে বেদাত, পথভ্রষ্টতার দিকে কখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে না।**

মসজিদে নববীতে হাশরের ময়দানে শাফায়াত সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

আবু বকর (রা:) বলেন, একদিন রসুলাল্ল াহ ফজরের সালাহ কায়েম কোরে স্বস্থানে বোসে থাকলেন। সূর্য বেশ উপরে উঠলে তিনি হাসলেন, কিন্তু স্ব-স্থানেই বোসে থাকলেন, এমনকি যুহর, আসর, মাগরেব ও এশার সালাহ কায়েম কোরলেন এবং এসব সালাহর মাঝখানে কথাই বোললেন না। অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে রওয়ানা হোলে লোকজন আবু বকরকে (রা:) বোললেন, আপনি কি রসুলাল্ল াহ কে জিজ্ঞাসা কোরবেন না, তাঁর কি হোয়েছে? আজ তিনি যা কোরলেন, আর কখনো এমন করেন নাই। আবু বকর (রা:) তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বোললেন:

‘এ পৃথিবীতে যা ঘোটতে পারে এবং আখেরাতে তা অবশ্যই ঘোটবে, সবকিছু আজ আমার নিকট পেশ করা হোয়েছে। পূর্বের ও পরের সকল উম্মতকে এক সমতল ময়দানে সমবেত করা হোয়েছে। ঘাম তাদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত আসার উপক্রম হোয়েছে, এমতাবস্থায় তারা আদম (আ:) কে গিয়ে বোললেন, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্ল াহ আপনাকে সম্মানিত কোরেছেন। আপনি আল্ল াহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ কোরুন। আদম (আ:) বোললেন, আজ আমিও তোমাদের মত ভারাক্রান্ত। তবে তোমরা এই পিতার পরের পিতা নুহ (আ:) এর কাছে যেতে পারো। কারণ, আল্ল াহ আদম, নূহ, ইবরাহীম ও এমরানের বংশধরকে অভিজাত বানিয়েছেন এবং গোটা পৃথিবীর উপর তাঁদের সম্মান দান কোরেছেন।’

একথা শুনে সবাই নুহ (আ:) এর নিকট গিয়ে বোলবেন, আপনি আমাদের জন্য আল্ল াহর নিকট সুপারিশ কোরুন। আপনি আল্ল াহর প্রিয় এবং আপনার দোয়া কবুল কোরেই তিনি দুনিয়ায় কোন কাফেরকে জীবিত রাখেন নাই। **কিন্তু তিনিও ঠিক পূর্বের মত হতাশাবিদ্ধ উত্তর দিয়ে বোলবেন, তোমরা এবরাহীম (আ:) এর কাছে যাও। কেননা তাঁকে আল্ল াহ নিজের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরেছেন।**

তখন সবাই এবরাহীম (আ:) এর নিকট যাবেন, কিন্তু তিনিও সেই একই উত্তর দিয়ে বোলবেন, তোমরা মুসার (আ:) নিকট যাও, যাঁর সাথে আল্ল াহ সরাসরি কথা বোলেছেন। সবাই মিলে মুসার (আ:) নিকট যাবেন, কিন্তু তিনিও একই উত্তর দিয়ে বোলবেন, আমি এত বড় কাজের যোগ্য নই। তোমরা ঈসা এবনে মারইয়ামের (আ:) নিকট যাও। যিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আল্ল াহর হুকুমে নিরাময় কোরতেন এবং মৃতদেরকেও আল্ল াহর হুকুমে জীবিত কোরতেন। কিন্তু তিনিও একই উত্তর দিয়ে বোলবেন, **তোমরা বনী আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান যিনি নিজের কবর হোতে সর্বপ্রথম বের হোয়েছেন, তাঁর নিকট গিয়ে সুপারিশ চাইতে পারো।**

সুতরাং সবাই আমার নিকট আসবে। আমি জিবরাঈল এর নিকট যাবো। জিবরাঈল আল্ল াহর দরবারে যাবেন। আল্ল াহ বোলবেন, **যাও তাঁকে সুপারিশ কোরবার অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।** জিবরাঈল থেকে এ সংবাদ শুনে আমি সেজদাবনত হোয়ে পোড়লাম। **আমি প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত এভাবে সেজদায় পোড়ে থাকলাম। অতঃপর আল্ল াহ আমাকে সম্বোধন কোরে বোললেন, হে মোহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন কোরুন এবং বলুন, কবুল করা হবে, সুপারিশ কোরুন, গ্রহণ করা হবে।** আমি নিজের মাথা উঠিয়ে নিবো এবং আল্ল াহর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে আবার সেজদায় অবনত হবো। সেজদায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত থাকবো। **অতঃপর আল্ল াহ আমাকে বোলবেন, হে মোহাম্মদ! আপনার মাথা উত্তোলন কোরুন এবং বলুন, কবুল করা হবে, সুপারিশ কোরুন, গ্রহণ করা হবে।** আমি সেই নেয়ামতের উপর আবারও সেজদায় পোড়তে চাইলে জিবরাঈল আমার দু’বাহু ধোরে থামিয়ে দিবেন।

তারপর আল্ল াহ আমাকে কিছু দোয়া শিক্ষা দিবেন, যা আর কাউকে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। সে দোয়া সমূহের সুবাদে আমি বোলব, হে আল্ল াহ! **তুমি আমাকে আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠ বানিয়েছো; তার জন্য আমার কোন অহঙ্কার নেই। তুমি আমাকে সর্ব প্রথম কবর হোতে উঠিয়েছো; তার জন্য আমার কোন অহঙ্কার নেই।** তারপর

লোকেরা 'হাওযে কাওসার' এর দিকে আসতে শুরু কোরবে, যা সানা এবং আইলার মধ্যকার দূরত্বের বরাবর হবে। **প্রথমে পরম সত্যবাদীগণকে (সিদ্দীকীন) আমন্ত্রণ করা হবে। নবীগণ যখন আসতে আরম্ভ কোরবেন তখন কারো সাথে চল্লি শজন, কারো সাথে পাঁচ-ছয় জন উম্মত থাকবে। আবার কারো সাথে একজনও থাকবে না। তারপর শহীদগণকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তারা যাদের জন্য ইচ্ছা, সুপারিশ কোরতে পারবেন।**

শহীদগণ যখন সুপারিশ করা শেষ কোরবেন তখন আল্ল াহ বোলবেন, আমি মহা-দয়াবান। যারা আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই, তোমরা আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। সুতরাং এ ধরণের লোকেরা জান্নাতে প্রবেশ কোরবে। তারপর আল্ল াহ বোলবেন, জাহান্নামে এমন কেউ আছে কিনা দেখো, যে কোন দিন সামান্য কোন নেক আমল কোরেছে। তখন একজন পাওয়া যাবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কোন দিন কোন নেক আমল কোরেছ? তেমন কোন নেক আমল কোরতে পারি নাই, কিন্তু একটা কাজ কোরতাম। তাহোল, **ক্রয়-বিক্রয় কালে আমি নম্রতা প্রদর্শন কোরতাম**। আল্ল াহ বোলবেন, আমার এই বান্দার সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো, যেমনিভাবে সে আমার অন্যান্য বান্দার সাথে নম্রতা প্রদর্শন কোরেছে।

অতঃপর তারা জাহান্নাম থেকে এক ব্যক্তিকে বের কোরে আনবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কোন দিন কোন নেক আমল কোরেছ? তেমন কোন নেক আমল কোরতে পারি নাই, কিন্তু একটা কাজ কোরতাম। **তাহোল, আমি মৃত্যুবরণ করার সময় আমার সন্তানদেরকে বোলেছিলাম, তারা যেন আমাকে অগ্নিতে দগ্ধিভূত করে এবং আমার দেহভস্ম সুরমার মত মিহি কোরে সাগরের উপকূলে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। আল্ল াহর শপথ! তাহোলে বিশ্বনিয়ন্তা আমার নাগাল পাবেন না**। তখন আল্ল াহ বোলবেন, তুমি কেন এমন কোরেছিলে? সে বোলবে, **শুধু আপনার ভয়ে**। আল্ল াহ বোলবেন, সবচেয়ে বড় রাজত্ব দেখে লও। এর মত আরও দশটি রাজত্ব তোমার জন্য রোয়েছে। সে বোলবে, হে আল্ল াহ! আপনি কি আমার সাথে ঠাট্টা কোরছেন? তাকে বলা হবে, এই রাজত্বসমূহের মালিক তুমিই। এই ব্যাপারটাই সকালে আমাকে হাসালো।'

মোহাজেরদের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'হে মোহাজেরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্ল াহর নিকট পানাহ চাইছি, যেন তোমরা তাতে পতিত না হও। সে সব বিষয় হোচ্ছে: (ক) **যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্ল ীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয় এবং এমন সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্ববর্ত্তীদের মধ্যে কখনো দেখা যায় নি**। (খ) যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বালা-মুসীবত ও যালেম শাসক গোষ্ঠী তাদেরকে নিপীড়ন করে। (গ) যখন কোন জাতি তাদের ধন-সম্পদের যাকাহ আদায় করে না তখন আসমানের বৃষ্টি বন্ধ কোরে দেওয়া হয়। যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু না থাকতো তাহোলে আর বৃষ্টি পাত হোত না। (ঘ) **যখন কোন জাতি আল্ল াহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্ল াহ তাদের উপর তাদের বাইরের বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন কোরে দেন এবং সে তাদের হাতে যা আছে তা কেড়ে নেয়**। (ঙ) **যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্ল াহর কেতাব অনুসারে ফায়সালা কোরবে না এবং আল্ল াহর নাযেলকৃত বিধানকে পছন্দ কোরবে না তখন আল্ল াহ তাদেরকে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত কোরে দিবেন**।'

মসজিদে নববীতে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো যদি অর্দ্ধেক খেজুরের বিনিময়েও হয়। কেননা এটা (সাদাকা) বাঁকাকে সোজা কোরে দেয়, দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হোতে রক্ষা করে এবং ক্ষুধার্ত্তদের জন্য অতটুকু কাজে আসে যতটুকু পেটভর্ত্তি লোকের কাজে আসে।'

উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'তোমরা আত্মসাৎ হোতে দূরে থাকো, কেননা এটা নিকৃষ্ট সঙ্গী। যুলুম (অন্যায় কাজ) হোতে বিরত থাকো, কেননা এটা কেয়ামত দিবসে অন্ধকাররূপে আচ্ছাদিত কোরবে। লোভ-লালসা পরিহার করো, কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্ত্তীদেরকে ধ্বংস কোরেছে, এমনকি তারা একে অপরের রক্তপাত ঘটায় এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কোরেছে।'

ঈদগাহে বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'তোমরা খরার অভিযোগ কোরেছ যে, এ বছর সময়মত বৃষ্টি হয় নি। অথচ আল্ল াহ তোমাদেরকে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং ওয়াদা কোরেছেন যে, তিনি দোয়া কবুল কোরবেন। **সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্ল াহরই, যিনি**

দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই, তিনি যা চান তাই করেন। এলাহী! তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন এলাহ নেই, তুমি ধনী, আমরা গরীব। আমাদের উপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ কোরুন এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটাকে আমাদের জন্য শক্তি ও জীবিকার উসীলা হিসাবে অব্যাহত রাখুন।'

রসুলাল্লাহর এই দোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়।

পুত্র এবরাহীমের মৃত্যুতে রসুলাল্লাহর ভাষণ

'হে জনগণ! আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ পূর্বক আমি তোমাদের নিকট জ্ঞাত হোতে চাই, আল্লাহর বাণী প্রচারে আমি কি কোন শৈথিল্য প্রদর্শন কোরেছি? আমাকে অবশ্যই তোমরা এ ব্যাপারে অবহিত কর। এক ব্যক্তি বললো, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বাণী প্রচার কোরেছেন, উপদেশ প্রদান কোরেছেন এবং আপনার দায়িত্ব পালন কোরেছেন। অতঃপর রসুলাল্লাহ বোললেন, **নিশ্চয়ই মানুষ মনে করে যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যু ব্যতিরেকে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না।** এ কথা সত্য নয়। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নির্দশনাবলীর মধ্যকার দু'টি নিদর্শন। **তারা কারও মৃত্যু বা হায়াতের কারণে রাহুগ্রস্ত হয় না।** কেননা এই দু'টি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে যা যা ইচ্ছা নব নব সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্ট বস্তু হোতে কোন কিছু প্রকাশ করেন তখন তাঁর নিদর্শন অবলোকনে বিনয় সৃষ্টি হয়। আল্লাহ এই দুইটির (চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ) মাধ্যমে বান্দাদের ভীতি প্রদর্শন করেন এবং এইগুলির মাধ্যমে তাদের শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন, তওবার পথে কে অগ্রসর হয়। যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে সালাহ কায়েম কোরবে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য আলোকিত না হয় অথবা আল্লাহ তা'আলার নতুন কোন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা তোমাদের মধ্যে যেই ধারণা রোয়েছে তা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত, দান-খয়রাত কোরবে, আল্লাহকে স্মরণ কোরবে।

হে উম্মতে মোহাম্মদী! আল্লাহর শপথ! **আল্লাহ তা'আলার কোন বান্দার কিংবা কোন মহিলার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া মহামহিম আল্লাহর নিকট অতীব ঘৃণ্য কর্ম।** এই কর্ম হোতে আল্লাহর চেয়ে কঠোর নিষেধকারী আর কেউ নাই। হে উম্মতে মোহাম্মদী! আল্লাহর কসম! যদি তোমরা ঐ বিষয়ে অবহিত হোতে, যে বিষয়ে আমি অবহিত আছি, তাহোলে নিশ্চয়ই তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।

আল্লাহর শপথ! আমি সালাতে দাঁড়াবার পর হোতে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের এমন অনেক বিষয় দেখতে পেয়েছি, যেগুলি তোমাদের সম্মুখীন

হবে। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই কেয়ামত সংঘঠিত হবে না, যতক্ষণ না ত্রিশজন বড় বড় মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘোটবে। তাদের সর্বশেষ বড় মিথ্যুক হোল নিমীলিত বাম নেত্রবিশিষ্ট কানা দাজ্জাল, যার চক্ষুটি দেখতে বয়োজ্যেষ্ঠ আনসারী আবু ইয়াইয়া (রাঃ) এর চক্ষুর মত। এই কথা বলার সময় আবু ইয়াহইয়া (রাঃ) রসুল ও আয়েশা (রাঃ) এর হুজরা মোবারকের মধ্যখানে ছিলেন। দাজ্জাল বাহির হোয়েই দ্রুত এ বিশ্বাস পোষণ কোরবে যে, সে-ই হোল আল্লাহ। **যে ব্যক্তি তার উপর ঈমান আনবে, তাকে সত্য বোলে মানবে এবং তার অনুসরণ কোরবে, তার পূর্বের কোন নেক আমল তার উপকারে আসবে না। আর যে ব্যক্তি তাকে মানবে না এবং তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরবে, তাকে তার পূর্ববর্তী কোন পাপ কর্মের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না। হারাম** (মক্কা ও মদীনা) **ও জেরুযালেম ছাড়া অতি দ্রুত গোটা পৃথিবী জুড়ে তার ক্ষমতা বিস্তৃত হবে।** সকল ঈমানদারদেরকে সে জেরুযালেমে অবোরোধ কোরে রাখবে। এ সময় একটি প্রচণ্ড ভূকম্পনে সকলেই শিহরিত হবে। এর পর আল্লাহ তাকে তার সৈন্য-সামন্ত সমেত নির্মূল কোরে ফেলবেন। **এমন কি দেয়ালের আড়াল (অথবা তিনি বোলেছেন দেয়ালের গোড়া) কিংবা গাছের শিকড়ও ডাক দিয়ে বোলবে, 'ওহে, মোসলেম! এই যে এখানে ইহুদী। তাকে হত্যা কর।'** তিনি বলেন, এই অবস্থা তখনই হবে, যখন তোমরা তোমাদের (অভ্যন্তরীণ) বিষয়গুলিকে নিজেদের মধ্যে খুব চরম অবস্থায় দেখতে পাবে এবং তোমরা পরস্পর জিজ্ঞাসা কোরবে যে, তোমাদের নবী কি তোমাদের কোন নির্দেশ দিয়েছেন? অধিকন্তু তখন পাহাড়রাজি স্থানচ্যুত হোয়ে যাবে। এর পর পরই হবে মহাপ্রলয়।

এর পর আল্লাহ আমার নিকট ওহী প্রেরণ কোরলেন, **তোমাদেরকে কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হবে, দাজ্জালের ন্যায় পরীক্ষা অথবা তার কাছাকাছি।** কবরের মধ্যে বলা হবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি জান? মো'মেন ব্যক্তি বোলবে, তিনি মোহাম্মদ (দঃ), তিনি আল্লাহর রসুল। আমাদের নিকট মো'জেযা ও হেদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তা গ্রহণ কোরেছিলাম এবং তার অনুসরণ কোরেছিলাম। তিনি মোহাম্মদ (দঃ)। তিনবার এরূপ বোলবে। তখন তাকে বলা হবে, আরামে ঘুমাও। আমরা জানতাম যে, তুমি দুনিয়ায় তাঁর উপর বিশ্বাসী ছিলে। আর মোনাফেক বোলবে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে তাঁর সম্পর্কে কি যেন বোলতে শুনেছি, আমিও তাই বোলেছি।

লোকেরা জিজ্ঞাসা কোরল, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা দেখলাম, আপনি নিজের জায়গা হোতে কি যেন ধোরছেন। আবার দেখলাম আপনি যেন পিছনে সরে আসছেন।' তিনি বোললেন, 'যা আমাকে ইতোপূর্বে দেখানো হয় নাই, তা আমি আমার এ স্থান হোতেই দেখতে পেয়েছি, এমন কি জান্নাত জাহান্নামও দেখেছি। আমি তো জান্নাত দেখেছিলাম এবং এক গুচ্ছ আঙ্গুরের প্রতি হাত প্রসারিত

কোরেছিলাম। আমি তা প্রাপ্ত হোলে পৃথিবী বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত অবশ্যই তোমরা তা ভক্ষণ কোরতে পারতে। তখন আমি জাহান্নামকে দেখলাম যে, তার কিয়দাংশ কিয়দাংশকে গ্রাস কোরছে। আর আমি তাতে এবনে লুহাইকে দেখেছি, সে চতুষ্পদ জন্তুকে ছাড়িয়ে (পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়া, বোঝা বহন করান ইত্যাদি কাজ হোতে অব্যহতি দিয়ে) দেওয়ার প্রথা চালু কোরেছিল। তার চেয়ে ভয়াবহ কোনও দৃশ্য আমি কখনো দেখি নাই। আমি তাতে ফুঁ দিতে লাগলাম যাতে এর তাপ তোমাদের গ্রাস কোরতে না পারে। আমি তাতে হিময়ার গোত্রের দীর্ঘাকৃতির কৃষ্ণবর্ণের এক নারীকে দেখলাম। **তাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হোচ্ছে, যাকে সে বেঁধে রাখতো**। যমীনের কীট-পতঙ্গ খাওয়ার জন্য সে তাকে ছেড়ে দিত না, এমন কি সে খাদ্য ও পানি পর্যন্ত দিত না। এই অবস্থায় বিড়ালটি মারা গেল। আমি দেখতে পেলাম, বিড়ালটি ঐ নারীকে সম্মুখ ও পশ্চাদভাগে খামচাচ্ছে । এমন কি আমি তাতে দা'দা গোত্রের ভ্রাতা জুতাচোরকেও দেখেছি, তাকে দুই শাখাবিশিষ্ট একটি লাঠি দ্বারা ঠেলে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হোচ্ছে। আমি তাতে আরও বাঁকা লাঠিওয়ালা মানুষটিকে দেখেছি, যে বক্রমাথা লাঠি দ্বারা হাজ্জীদের মালামাল চুরি কোরত। দেখতে পেলাম, সে জাহান্নামে বক্রমাথা লাঠিতে ঠেস দিয়ে বোলতেছে, আমি বক্রমাথা লাঠি দ্বারা চুরি কোরতাম।

'আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা স্ত্রীলোক।' লোকেরা জিজ্ঞাসা কোরল, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! কী কারণে?' তিনি বোললেন, তাদের অকৃতজ্ঞার কারণে। জিজ্ঞাসা কোরল, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! তারা কি আল্ল াহর প্রতি অকৃতজ্ঞ?' তিনি জবাব দিলেন, **'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অনুগ্রহ অস্বীকার করে। তুমি যদি যুগ যুগ ধরে তাদের কারো প্রতি সদাচারণ কর, এর পর সে যদি তোমার সামান্য ত্রুটি দেখতে পায়, তাহোলে সে বোলে ফেলে, তোমার নিকট হোতে কখনও ভাল ব্যবহার পেলাম না**।'

মসজিদে নববীতে প্রদত্ত আরও একটি ভাষণ

'হে লোকসকল! তোমরা আল্ল াহর সামনে খালি পদে ও নগ্নদেহে উপস্থিত হবে। এটি আমার ওয়াদা, তা পালন করা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। আমি তা পালন কোরবই (২১:১০৪)। কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এবরাহীমকে (আ:) পোষাক পরিধান করানো হবে। আমি তোমাদের জন্য 'হাউযে কাওছার' এর কাছে অগ্রগামী হবো। **তাই সাবধান! আমার নিকট তোমাদের এমন কেউ যেন না আসে, যাকে আমার নিকট হোতে দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে, যেমন উটকে তাড়িয়ে নেওয়া হয়**।

আমার উম্মতের কতিপয় লোককে আনা হবে এবং **তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর আমি বোলতে থাকবো, হে আমার রব! কেন তাদের তাড়ানো হোচ্ছে? এরাতো আমার উম্মত**। আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না **আপনার পরে এরা কি কি বেদাত উদ্ভাবন কোরেছিলো**। আমি তখন আল্ল াহর নেক বান্দা ঈসার (আ:) মত বোলবো: এবং **যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন তখন আপনিইতো ছিলেন তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী**। আপনি যদি তাদেরকে শস্তি দেন, তবে তারা আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কোরে দেন, আপনি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় (৫:১১৭-৮)। তখন বলা হবে, আপনি তাদের নিকট হোতে বিদায় গ্রহণের পর তারা উল্টা পথে চোলেছিলো। **তখন আমিও বোলব, দূর হও! দূর হও!'**

সাহাবীদের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহ -এর ভাষণ

'নিশ্চয়ই আল্ল াহর রাহে জেহাদ এবং আল্ল াহর প্রতি ঈমান হোচ্ছে সর্বোত্তম আমল। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বোলল, ইয়া রসুলাল্ল াহ আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্ল াহর রাহে নিহত হোই তাহোলে আমার সকল পাপ মোচন হোয়ে যাবে? রসুলাল্ল াহ তাকে বোললেন, **'হ্যাঁ, যদি তুমি সাবের, উত্তম প্রতিদানের আশায় আশান্বিত হোয়ে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না কোরে শত্রুর মুখামুখি অবস্থায় নিহত হও**।' তার পর রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'তুমি কি বোললে হে!' তখন সে ব্যক্তি আবার বোলল, 'আপনি কি মনে করেন আমি যদি আল্ল াহর রাহে নিহত হই তাহোলে আমার সকল গুনাহের কাফ্‌ফারা হোয়ে যাবে? রসুলাল্ল াহ বোললেন, **'হ্যাঁ, যদি তুমি সাবের (দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ), প্রতিদানের আশায় আশান্বিত হোয়ে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন না কোরে, শত্রুর মুখামুখি অবস্থায় নিহত হও, অবশ্য ঋণের কথা আলাদা**। কেননা জিবরাঈল আমাকে এইমাত্র এই কথা বোললেন।'

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মোজাহেদদের সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ

এই ভাষণে রসুলাল্ল াহ যুদ্ধের নীতিমালা ব্যাখ্যা করেন।

'আল্ল াহর নামে এবং আল্ল াহর পথে তোমরা যুদ্ধ করো। যারা আল্ল াহর সাথে কুফরী করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো। জেহাদ করো, তবে বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, আত্মসাৎ কোরো না, লাশের অঙ্গহানি কোরো না এবং শিশুদেরকে

হত্যা কোরো না। যখন তুমি শত্রুপক্ষের মোশরেকদের সাথে সাক্ষাত কোরবে তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান কোরবে। তারা কোন একটি বিষয়ের প্রতি সাড়া দিলে তুমি তা গ্রহণ কোরবে এবং তাদের নিকট হোতে হাত গুটিয়ে নিবে। সেই তিনটি বিষয় হোল, (প্রথমে) **তাদেরকে এসলামের দাওয়াত দিবে। তারা যদি কবুল করে তবে তা মেনে নিবে এবং তাদের নিকট থেকে হাত গুটিয়ে নিবে**। তারপর তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে মোহাজেরদের দেশে চোলে আসার দাওয়াত দিবে এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, তারা যদি এই কাজ করে তবে যেই সব সুযোগ-সুবিধা মোহাজেরগণ পেয়ে থাকে, তারাও তা পাবে। আর যেসব দায়িত্ব মোহাজেরদের উপর বর্ত্তাবে তা তাদের উপরও বর্ত্তাবে। আর যদি তারা (হেজরত কোরতে) অস্বীকার করে তাহোলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, তারা (বশ্যতা স্বীকারকারী) বেদুইন মোসলেমদের সমমর্যাদা লাভ কোরবে। তাদের উপর আল্লাহর সেইসব হুকুম জারি হবে যা মো'মেনদের উপর জারি থাকে। তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি (গনীমত ও ফাই) পাবে না, তবে মোসলেমদের সাথে মিলে জেহাদ কোরলে পাবে। **আর তারা যদি এসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহোলে তাদের নিকট হোতে জিযিয়া দাবি কর**। তারা যদি সম্মত হয় তাহোলে কবুল কর এবং তাদের নিকট হোতে হাত গুটিয়ে লও। **তারা যদি জিযিয়া প্রদানেও অসম্মতি জানায় তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো** আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর, অতঃপর তারা তোমার নিকট যিম্মাদারী এবং তোমার নবীর যিম্মাদারী লাভ কোরতে চায় তাহোলে তুমি তাদের জন্য আল্লাহর যিম্মাদারী এবং তোমার নবীর যিম্মাদারী দিও না, বরং তোমার নিজের, তোমার পিতার এবং তোমার সাথী-সঙ্গীদের যিম্মাদারী দিও। কারণ তোমার নিজের এবং তোমার বাপ-দাদার যিম্মাদারী বিনষ্ট করা বেশী সহজ আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের যিম্মাদারী বিনষ্ট করার চেয়ে। আর যদি তুমি কোন দূর্গ অবরোধ কর, অতঃপর তারা তোমার নিকট হোতে আল্লাহর হুকুমে বের হোয়ে আসার আবেদন করে তবে তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে বের হোয়ে আসার অনুমতি দিও না; বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বের হোয়ে আসার অনুমতি দিও। কারণ তুমি জান না যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম ইতিবাচক না নেতিবাচক হবে।'

হেজরী সপ্তম সালে খায়বার অভিযানের এক পর্যায়ে

বর্ণনাকারী ইরবায এবনে সারিয়া (রা:) উল্লেখ করেন, আমরা যখন রসুলাল্লাহর সাথে খায়বারে অবতরণ করি, তখন তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীগণও উপস্থিত ছিলেন। সে সময় খায়বারের নেতা ছিল একজন দুষ্টপ্রকৃতির বিদ্রোহী ব্যক্তি। সে রসুলাল্লাহর

নিকট হাযির হোয়ে বোলল, হে মোহাম্মদ! এটা কি তোমার উচিৎ যে, তুমি আমাদের গাধাগুলি যবেহ কোরবে, ফলগুলি খেয়ে ফেলবে এবং আমাদের স্ত্রীদের মারধর কোরবে? এ কথা শুনে রসুলাল্লাহ রাগান্বিত হোলেন এবং বোললেন, **'মোসলেম ছাড়া অন্য কারো জন্য জান্নাত হালাল (বৈধ) নয়**। আর তোমরা সালাহর জন্য সমবেত হও।' তখন সবাই সালাহর জন্য একত্র হয় এবং রসুলাল্লাহ তাদের নিয়ে সালাহ কায়েম করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ান এবং উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।

'তোমাদের কেউ কি তার খাটের উপর হেলান দিয়ে বোসে এ ধারণা কোরছ যে, আল্লাহ **ঐ সমস্ত জিনিস ব্যতীত যার উল্লেখ কোর'আনে আছে, আর কিছুই হারাম করেন নাই?** জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! আমিও যেসব হুকুম দিয়েছি, যাতে কিছু করার জন্য নসীহত কোরেছি এবং কিছু না করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছি। এগুলি কোর'আনের আদেশ ও নিষেধের অনুরূপ, এমনকি তা হোতেও অধিক। (জেনে রাখ) নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেন নাই যে, **তোমরা আহলে কেতাবদের ঘরে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ কোরবে, তাদের স্ত্রীদের মারধর কোরবে, এবং তাদের ফলমূল ভক্ষণ কোরবে– যতক্ষণ তারা তোমাদের জিযিয়া প্রদান কোরবে, যা প্রদান করা তাদের উপর বাধ্যতামূলক**।'

গনীমত সম্পর্কে রসুলাল্লাহর ভাষণ

যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি আত্মসাৎ এক ঘৃণ্যতম অপরাধ এবং এর পরিণতি ভয়াবহ। এ বিষয়ে রসুলাল্লাহর ভাষণ নিম্নরূপ:

'কেয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকেও যেন এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে তার কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত উট বহন কোরে আসবে আর বোলবে, 'হে আল্লাহর রসুল! আমাকে সাহায্য কোরুন।' আর আমি বোলব, 'আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি।' কেয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে তার কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত ঘোড়া বহন কোরে আসবে, আর আমাকে বোলবে, 'হে আল্লাহর রসুল! আমাকে সাহায্য কোরুন। আর আমি বোলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি।' কেয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে তার কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত বকরি বহন কোরে আসবে, আর আমাকে বোলবে, 'হে আল্লাহর রসুল!

আমাকে সাহায্য কোরুন।' আর আমি বোলব, 'আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্ল াহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। কেয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে তার কাঁধের উপর একটি চিৎকাররত মানুষ বহন কোরে আসবে, আর আমাকে বোলবে, 'হে আল্ল াহর রসুল! আমাকে সাহায্য কোরুন। আর আমি বোলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্ল াহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি।' কেয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, 'সে তার কাঁধের উপর কাপড় ইত্যাদির গাঁট বহন কোরে আসছে, আর সেটি ভীষণভাবে তার ঘাড়ের উপর দুলছে। সে আমাকে বোলবে, 'হে আল্ল াহর রসুল! আমাকে সাহায্য কোরুন।' আর আমি বোলব, 'আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্ল াহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি।' কেয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকেও এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে তার ঘাড়ের উপর নির্বাক অচেতন সম্পদ (স্বর্ণ-রৌপ্য) বহন কোরে আসছে। সে আমাকে বোলবে, 'হে আল্ল াহর রসুল! আমাকে সাহায্য কোরুন। আর আমি বোলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই কোরতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্ল াহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি।''

যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি সম্পর্কে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'আল্ল াহর শপথ! হে লোকসকল! আমি তোমাদের উপর কোন কিছুর (বিপদ) আশঙ্কা কোরি না, তবে আল্ল াহ দুনিয়ার মোহনীয় ধন-সম্পদ যা উৎপন্ন করেন তা ব্যতীত। এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরল, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! **ভাল কি মন্দকে ডেকে আনে?'** রসুলাল্ল াহ কিছুক্ষণ নীরব রোইলেন। অতঃপর বোললেন, 'তুমি কী বোলেছিলে?' সে বোলল, **'আমি বোলছিলাম, কল্যাণ কি অকল্যাণ আনে?'** তিনি বোললেন, **'নিশ্চয়ই উত্তম উত্তমই নিয়ে আসে অথবা তা উত্তম নয়।** নিশ্চয়ই বর্ষাকাল যা কিছু উৎপন্ন করে, তা পেটভর্ত্তি খেলে পশুকে মেরে ফেলে কিংবা বদহযমী সৃষ্টি করে কিংবা মৃত্যুর কোলে পৌছায়। কিন্তু যে সব পশু তৃণ-গুল্ম ভক্ষণ করে এবং যখন তার পেটের উভয় প্রান্ত পূর্ত্তি হোয়ে যায়, তখন সূর্যের আলোতে গমন করে এবং রোমন্থন করে। যখন তা হযম হোয়ে যায় তখন আবার এসে খায়। এমনিভাবে যে **কেউ তার অধিকার অনুযায়ী ধন-সম্পদ গ্রহণ কোরবে, তাতে তার বরকত ও কল্যাণ আসবে এবং যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন কোরবে তার উপমা হোচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হয় না।'**

রাজস্ব সংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত উপঢৌকন গ্রহণ সম্পর্কে

রসুলাল্ল াহ এবনুল লুতবিয়্যা নামীয় আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে বনু সুলায়ম গোত্রের যাকাহ উসুল করার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। যখন সে (কর্ম সম্পাদন শেষে) আসল, তখন তিনি তার হিসাব-নিকাশ চাইলেন। সে বোলল, **এগুলি হল আপনাদের মাল আর এটা (আমাকে প্রদত্ত) উপঢৌকন। রসুলাল্ল াহ বোললেন, তুমি তোমার পিতা-মাতার ঘরে বোসে থাকলে না কেন? তোমার উপঢৌকন এসে পৌছে যেত, যদি তুমি সত্যবাদী হও।** তারপর তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য কোরে ভাষণ দিলেন। তিনি তাতে আল্ল াহর প্রশংসা কোরে বোললেনঃ

'আমি তোমাদের মধ্যকার একজনকে কোন কর্মে নিযুক্ত কোরি যার দায়িত্ব আল্ল াহ আমার উপর অর্পণ কোরেছেন। অতঃপর সে (কর্ম সম্পাদন কোরে) এসে আমাকে বোলে, এটি আপনাদের মাল আর এটা আমাকে উপঢৌকন দেয়া হোয়েছে। সে কেন তার মাতা-পিতার ঘরে বোসে থাকল না? তার উপঢৌকন তার নিকট এসে পৌছাত, যদি সে সত্যবাদী হয়। আল্ল াহর কসম! তোমাদের মধ্যে যে কেউ তার প্রাপ্য ব্যতিরেকে সেই সম্পদের অংশবিশেষও কুক্ষিগত কোরবে, কেয়ামতের দিন সে তা বহন কোরে আল্ল াহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হবে। তোমাদের মধ্যে কেউ চিৎকররত উট, গাভী বা বকরী বহন কোরে আল্ল াহর সামনে উপস্থিত হবে, আমি তাকে সম্যক চিনতে পারব। তারপর তিনি দু'হাত এমনভাবে উর্ধ্বে তুললেন যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা গেল। তিনি বোললেন, হে আল্ল াহ! আমি কি (তোমার বাণী) পৌছিয়ে দিয়েছি।'

রসুলাল্ল াহর সংক্ষিপ্ততম ভাষণ

'সাবধান! অবশ্যই জ্ঞাত সত্য কথা উচ্চারণে মানুষের ভীতি যেন তোমাদের বাধা হোয়ে না দাঁড়ায়।'

এক অবিস্মরণীয় ভাষণ

আল্ল াহর রসুল বলেন, আল্ল াহ এরশাদ করেনঃ

হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নিজের নফসের (সত্তা) উপর যুলুম (অন্যায়) হারাম কোরে দিয়েছি ও তোমাদের পরস্পরের উপরও তা হারাম কোরে দিয়েছি। তাই তোমরা কখনও পরস্পর জুলুম কোর না।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে হেদায়াত দান কোরি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। আমার নিকট হেদায়াতের জন্য প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে হেদায়াত দান কোরব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে খাদ্য দান কোরি সে ছাড়া তোমরা সকলে খাদ্যহীন। তাই খাদ্যের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান কোরব।

হে আমার বান্দাগণ! আমি যাকে আবৃত কোরি সে ছাড়া তোমরা সকলে বস্ত্রহীন। তাই বস্ত্রের জন্য আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দান কোরব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা দিনরাত গোনাহ কোরে থাকো আর আমি তোমাদের সমুদয় গোনাহ মাফকারী। তাই আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের গোনাহ মাফ কোরে দেব।

হে আমার বান্দাগণ! না তোমরা আমার কোন অনিষ্ট কোরতে সক্ষম যে আমার অনিষ্ট কোরবে আর না তোমরা আমার কোন উপকার কোরতে সক্ষম যে আমার কোন উপকার কোরবে।

হে আমার বান্দাগণ! **তোমাদের সকল পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জ্বিন এবং মানুষ উৎকৃষ্ট মুত্তাকি ব্যক্তির ন্যায় হোলেও আমার রাজ্যের কোন প্রবৃদ্ধি হবে না**। আর **তোমাদের সকল পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জ্বিন ও মানুষ নিকৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হোলেও আমার রাজ্যের কোন ক্ষতিসাধন কোরতে পারবে না**।

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের সকল পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী জ্বিন এবং মানুষ কোন এক ময়দানে একত্রিত হোয়ে আমার নিকট প্রার্থনা কোরলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রার্থনা মোতাবেক যদি দান কোরি, তাতে সমুদ্রে সূচ প্রবেশের কারণে যা হ্রাস পায় সেরূপ ব্যতীত আমার নিকট যা আছে তার হ্রাস পাবে না।

হে আমার বান্দাগণ! এ সব তোমাদের আমল, যা আমি লিপিবদ্ধ কোরছি এবং তার পরিপূর্ণ প্রতিদান আমি তোমাদেরকে প্রদান কোরব। **তাই যে কল্যাণ লাভ কোরবে, সে যেন তার নিজের নফস ছাড়া অন্যকে দোষারোপ না করে**। এসব এ জন্য যে আমি দাতা, পরিপূর্ণ ভাণ্ডারের অধিকারী, মহানুভব। আমি যা চাই, তা-ই কোরি। আমার দান ও বদান্যতা আমার এক হুকুম মাত্র। আমার আযাবও আমার এক হুকুম মাত্র। **আমি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ কোরি, তখন আমি বোলিঃ কুন্-হও, তখনই তা হোয়ে যায়**। (তিরমিযী, নাসাঈ)

একদিন আসরের সালাহর পর রসুলাল্লাহর ভাষণ

'এই দুনিয়া দেখতে সবুজ-শ্যামল ও মধুময়। আল্লাহ তোমাদেরকে এর উত্তরাধিকারী কোরেছেন, অতঃপর তোমরা কি আমল কোরছ তা তিনি লক্ষ্য কোরছেন। শোন! **দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে, আর নারীদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে**। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকদের জন্য বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুসারে এক একটি পতাকা স্থাপন করা হবে। **মোসলেম শাসক-কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে ভীষণ কোন বিশ্বাসঘাতকতা নেই**। তার এই পতাকা তার নিতম্বের সাথে বেঁধে দেওয়া হবে। যখন কোন সত্য সম্পর্কে জানবে তখন তোমাদের কাকেও কোন মানুষের ভয় যেন তা হোতে কখনও বিরত না রাখে। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, **অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে সত্য কথা বলাই বড় জেহাদ**।

শুনে রাখ! আদম সন্তানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হোয়েছে। তাদের মধ্যে একদল তো এমন যারা মো'মেনরূপেই জন্মগ্রহণ কোরেছে এবং মো'মেনরূপেই তাদের জীবন অতিবাহিত হোয়েছে আর মো'মেনরূপেই তাদের মৃত্যু ঘোটেছে। আরেক শ্রেণী হোল, যারা কাফেররূপে জন্মগ্রহণ কোরেছে এবং কাফেররূপেই তাদের জীবন অতিবাহিত হোয়েছে আর কাফেররূপেই তাদের মৃত্যু ঘোটেছে। আরেক শ্রেণী হোল, যারা কাফেররূপে জন্মগ্রহণ কোরেছে এবং কাফেররূপেই তাদের জীবন অতিবাহিত কোরেছে আর মো'মেনরূপে তাদের মৃত্যু ঘোটেছে।

শুনে রাখ! মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার দেরিতে রাগ আসে আর তাড়াতাড়ি প্রশমিত হোয়ে যায়। কেউ আছে তার রাগ আসেও তাড়াতাড়ি আবার প্রশমিত হয়ও তাড়াতাড়ি। সুতরাং ওটার পরিবর্তে এটা। শোন! কেউতো আছে এমন যার ক্রোধ সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি, কিন্তু প্রশমিত হয় দেরিতে। শোন! তাদের মধ্যে উত্তম হোল, যার ক্রোধ সঞ্চার হয় দেরিতে কিন্তু প্রশমিত হয় তাড়াতাড়ি। **আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হোল যার ক্রোধ সঞ্চার হয় তাড়াতাড়ি কিন্তু প্রশমিত হয় দেরিতে**।

শোন! **মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও ভদ্র**। কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে খারাপ কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ভদ্র; কেউ তো এমন যে পরিশোধের ক্ষেত্রে উত্তম কিন্তু তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রে অভদ্র। সুতরাং এক্ষেত্রে একটি আরেকটির বদলা হোয়ে যায়। শোন! কেউতো হোল এমন, পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভদ্র। **শোন তাদের মাঝে নিকৃষ্ট হোল সে ব্যক্তি যে পরিশোধের ক্ষেত্রেও খারাপ আবার তাগাদা প্রদানের ক্ষেত্রেও অভদ্র**।

শোন! ক্রোধ হোল মানুষের মনের একটি স্ফুলিঙ্গ। তোমরা কি দেখ নি, ক্রোধান্বিত ব্যক্তির চক্ষু লাল হোয়ে যায়, তার রগ ফুলে উঠে। **তোমাদের কেউ যদি এমন ধরণের কিছু অনুভব করে তাহোলে সে যেন মাটির সাথে লেপটিয়ে যায়।** (রসুল বোললেন) দুনিয়ার যতটুকু অতীত হোয়ে গেছে সেই হিসেবে এতটুকুও আর বাকী নেই যেটুকু আজিকার দিন বাকী আছে যা অতিবাহিত হোয়েছে সে তুলনায়।'

মসজিদে নববীতে সাহাবাদের সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'**সকল ভোগবিলাস ও রঙিন স্বাদের পরিসমাপ্তিকারী মৃত্যুকে যদি তোমরা সর্বদা স্মরণে রাখ**, তাহোলে সেই বিপদ থেকে তোমরা নিরাপদ থাকবে যা আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা কোরছি। সকল স্বাদের যবনিকাপাতকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্বরণ কর। কেননা কবর হোতে প্রতিদিন আওয়াজ আসে, আমি বড় অপরিচিত ও নিঃসঙ্গ জায়গা, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ে ভর্ত্তি একটি বাসস্থান। **তাই যখন কোন মো'মেনকে কবরে দাফন করা হয় তখন কবর তাকে বলে, মারহাবা! তোমাকে স্বাগতম।** আমার পৃষ্ঠে বিচরণকারীদের মধ্যে তুমিই আমার প্রিয় ব্যক্তি। আজ যখন তোমার সাথে আমার সাক্ষাত হোল আমার সদাচরণ প্রত্যক্ষ কোরবে। অতঃপর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কবর তার জন্য প্রসারিত হোয়ে যায়। জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

যখন কোন কাফের পাপীকে দাফন করা হয়, কবর হুঙ্কার ছাড়তে থাকে, প্রশস্ততা তোমার কপালে জুটবে না। আমার পৃষ্ঠদেশে বিচরণকারীদের মধ্যে তোমার উপরই আমার সর্বাধিক ক্ষোভ ছিল। আজ তুমি আমার নিকট এসেছ এভাবে আমার আচরণ প্রত্যক্ষ কোরবে। এবার **কবর সঙ্কুচিত হোয়ে তাকে এমনভাবে পিষে ফেলবে যে, তার এক পাশের হাড় ভেঙ্গে অপর পাশের হাড়ের মধ্যে ঢুকে যাবে।** বর্ণনাকারী বলেন, একথা বলার সময় আল্ল াহর রসুল এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহে প্রবেশ কোরিয়ে দেখালেন যে, এভাবে এক পাশের হাড় অপর পাশের হাড়ে প্রবেশ কোরবে।

এই কবরে সত্তরটি এইরূপ বিষাক্ত অজগর সাপ রোয়েছে যেগুলির একটিও যদি একবার পৃথিবীতে শ্বাস ছাড়ে তাহোলে সমগ্র ভূমণ্ডলে কোথাও কোন প্রাণী-উদ্ভিদের অস্তিত্ব থাকবে না, জন্মাবেও না। কেয়ামত সংঘটিত হবার দিন পর্যন্ত এই সাপগুলি কবরে এই পাপীকে তা দংশন কোরতে থাকবে। **কবর নিশ্চিতভাবে জান্নাতের একটি বাগান হবে নতুবা জাহান্নামের গর্ত্তগুলির একটি হবে।**'

* একজন সাহাবীর দাফন সংক্রান্ত একটি বিশেষ ঘটনা পড়ুন ১৬২পৃষ্ঠায়।

সাহাবাগণের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'হে মোসলেমগণ! তোমরা আল্ল াহ তা'আলাকে ভয় কর এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা কর। কেননা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন এমন আমল নেই যার তদপেক্ষা দ্রুত বিনিময় পাওয়া যায়। **যুলুম, বাড়াবাড়ি, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা হোতে বিরত থাকো। কেননা অবাধ্যতা (ফাসেকী) ব্যতীত অন্য কোন পাপ এমন নেই যার শাস্তি তদপেক্ষা দ্রুত প্রদান করা হোয়ে থাকে।** মাতা-পিতার অবাধ্যতা হোতে বিরত থাক। কেননা জান্নাতের সৌরভ-সুগন্ধি হাজার মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আল্ল াহর কসম! **মাতা-পিতার অবাধ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, বার্দ্ধক্যে ব্যভিচারী এবং অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন কোরতে গিয়ে পায়ের গোছার নিচ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী এর সুগন্ধি পাবে না।** মনে রেখো! মহত্ব-বড়ত্ব কেবল আল্ল াহরই প্রাপ্য এবং তাঁর জন্যই শোভনীয় যিনি সকলের পালনকর্ত্তা। কোন মো'মেনের বিশেষ উপকারিতা সাধনকল্পে অথবা স্বীয় দীন এসলামকে কোন ক্ষতি হোতে রক্ষাকল্পে যেই মিথ্যা বোলতে হয় তা ছাড়া অন্য যে কোন মিথ্যা আপাদমস্তক পাপ। জান্নাতে এমন একটি বাজার রোয়েছে, যেখানে কোন বেচা-কেনা হয় না। ওখানে কেবল মানুষের চেহারা-আকৃতির কতিপয় ছবি রোয়েছে। সেখান হোতে নারী ও পুরুষ যা পছন্দ কোরবে তাকে সেই রূপ-আকৃতি প্রদান করা হবে।'

প্রতিবেশীর হক

'মানুষের কী হোলো! তারা না আপন প্রতিবেশীদের দীন বুঝাচ্ছে, না এলেম শেখাচ্ছে, না উপদেশ দিচ্ছে, না সৎকর্মের আদেশ বা মন্দ কর্মে বারণ কোরছে। ঐসব লোকের কী হল, যারা না আপন প্রতিবেশীদের নিকট থেকে দীন শিখছে, না এলম শিক্ষা কোরছে, না উপদেশ শুনছে। আল্ল াহর কসম! জনগণকে হয় তার আশেপাশের মানুষকে অবশ্যই বুঝাতে, শিখাতে, উপদেশ দিতে, ভাল কর্মের আদেশ ও মন্দ কর্মের নিষেধ কোরতে হবে, নতুবা আশেপাশের মানুষদের নিকট থেকে নিজেদের শিখতে ও বুঝতে, নসীহত হাসিল কোরতে হবে। অন্যথায় আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান কোরব।'

হোদায়বিয়ার সন্ধি-উত্তর যুগে

(হে নবী) আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছি (সূরা সাবা ২৮)।

রসুলাল্ল াহ্ তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে পবিত্র কা'বাঘর তাওয়াফ ও যেয়ারত করার বাসনা ছিল। ৬ষ্ঠ হেজরীর শাওয়াল মাসে রসুলাল্ল াহ স্বপ্নে দেখলেন, সাহাবা কেরামগণকে নিয়ে তিনি কা'বাঘরে প্রবেশ কোরেছেন। স্বপ্ন দ্বারা এই বাসনা আরও চাঙ্গা হোয়ে উঠলে তিনি কা'বা ঘর যেয়ারতের সঙ্কল্প কোরে যেলক্বাদ মাসে চৌদ্দশত সাহাবা নিয়ে মদীনা থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা কোরলেন। সাথে কোরবানির পশু ও এহ্রাম বাঁধলেন।

যুল হুলায়ফা নামক স্থানে এসে তিনি বনু খোজায়ার এক ব্যক্তিকে সতর্কতা হিসেবে গুপ্তচররূপে প্রেরণ কোরলেন। তিনি আসফান নামক স্থানে এসে নবীকে খবর দিলেন যে, কোরায়েশগণ আপনার আগমন সংবাদ পেয়ে মস্ত এক বাহিনী মোকাবেলার জন্য সমবেত কোরেছে। তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ কোরতে দেবে না। তিনি সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ কোরলে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বোললেন, আমরা ওমরার নিয়্যাত কোরে এসেছি, যুদ্ধের জন্য আসি নি, কেউ যদি আমাদের ও বাইতুল্ল াহর মাঝে প্রতিবন্ধক হোয়ে দাড়ায় তবে বাধ্য হোয়েই তার সাথে লড়াই করা উচিত। এভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে বার কয়েক দূত বিনিময় ও কথা কাটাকাটি হওয়ার পর রসুলাল্ল াহ ওসমানকে (রাঃ) চুড়ান্ত দূত হিসাবে মক্কায় প্রেরণ কোরলেন। মক্কায় ওসমান (রাঃ) এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হোলো আবান এবনে সাঈদের সাথে। আবান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তার জিম্মায় নিলো এবং সাথে কোরে আবু সুফিয়ানসহ অন্যান্য কোরায়েশ সর্দারদের নিকট নিয়ে গেল। কোরায়েশরা ওসমানের (রাঃ) বক্তব্য শুনে তাকে আটকে রাখলো।

এদিকে ওসমান (রাঃ) ফিরে আসতে দেরি হওয়ায় মোসলেমদের মধ্যে এই খবর রটে গেল যে, মক্কাবাসীরা ওসমানকে (রাঃ) শহীদ কোরে দিয়েছে। এই খবর শুনেই রসুলাল্ল াহ বোললেন, **ওসমান হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে আমরা এখান থেকে একটুও নড়বো না**। তিনি তখনই একটি গাছের নিছে বোসে পড়লেন এবং সমস্ত সাহাবা থেকে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার বায়াত গ্রহণ কোরলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ওসমান (রাঃ) ফিরে এলেন এবং তিনিও অনুরূপ বায়াত নিলেন। এটাই বায়াতে রেদওয়ান নামে খ্যাত। **'মো'মেনরা যখন বৃক্ষতলে আপনার নিকট বায়াত গ্রহণ কোরল, তখন আল্ল াহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোলেন'** (৪৮ঃ ১৮)।

মক্কার কোরায়েশরা অনেক বুদ্ধি পরামর্শ কোরে বনু সাকীফ গোত্রের সর্দার উরওয়া এবনে মাসউদকে সমাঝোতার উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর নিকট প্রেরণ কোরল। উরওয়া এসে রসুলাল্ল াহকে সাহাবা কেরাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কোরলে আবু বকর (রাঃ) তার দাত ভাঙ্গা জবাব দেন। উরওয়া রসুলাল্ল াহর সাথে কথা বলার সময় (আরবীয় রেওয়াজ মাফিক) তার হাত বিস্তার কোরে তাঁর দাড়ির কাছে নিয়ে যেত এবং দাড়ি

ধোরত। মুগীরা এবনে শো'বা (রাঃ) তার এ আচরণ বরদাশত কোরতে না পেরে তরবারীর হাতল দিয়ে তার হাতে আঘাত কোরে রসুলাল্ল াহর সাথে আদবের সঙ্গে কথা বোলতে বোললেন। শেষে উরওয়া চুপ হোয়ে গেলে রসুলাল্ল াহ তাকে তাঁর মক্কা আগমনের কারণ বুঝিয়ে বোললে সে কোরায়শদের নিকট ফিরে গেল এবং রসুলাল্ল াহ সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রকাশ কোরল।

এরপর কোরায়েশরা সুহায়ল এবনে আমরকে তাদের কিছু শর্ত্তাবলী দিয়ে সর্বময় প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ কোরল। রসুলাল্ল াহ সুহায়লকে দেখে বোললেন, ব্যাপার এবার সহজ হোয়ে গেল। সুহায়ল এসে সন্ধির শর্ত্ত উপস্থাপন কোরলে রসুলাল্ল াহ তা মেনে নিলেন এবং আলীকে (রাঃ) ডেকে লেখার নির্দেশ দিলেন। আলী (রাঃ) সন্ধির শীর্ষে 'বেসমেল্ল াহের রহমানের রহিম' লিখলেন কিন্তু সুহায়ল বোলল, আমরা 'রহমান'-কে চিনি না, আমাদের রীতি অনুসারে 'বে এসমেকা আল্ল াহুম্মা' লিখ। রসুলাল্ল াহর নির্দেশে তাই লেখা হোলো। এরপর আলী (রাঃ) 'মুহাম্মাদুর রসুলাল্ল াহ' লিখলে সুহায়ল আবারও আপত্তি কোরে বোলল, আমরা যদি তাঁকে আল্ল াহর রসুলই মানতাম তাহোলে ব্যাপারটি এ পর্যন্ত গড়াতো না। তুমি শুধু 'মুহাম্মদ এবনে আবদুল্ল াহ' লিখ। রসুলাল্ল াহ বোললেন, তোমরা মান বা না মান আমি আল্ল াহর রসুল। তারপর আলী (রাঃ) কে বোললেন, সুহায়লের ইচ্ছানুযায়ী ঐ শব্দটি কেটে দাও। আলী (রাঃ) বোললেন, 'আমি এ শব্দ কাটতে পারব না।' অতঃপর রসুলাল্ল াহ কলম নিয়ে নিজ হস্ত মোবারক দিয়ে ঐ শব্দটি কেটে দিলেন।

শর্ত্তসমূহঃ

(১) মোসলেমরা এ বছর ওমরা না করে ফিরে যাবে, আগামী বছর এসে ওমরা করবে। মক্কায় প্রবেশ কালে কোষবদ্ধ তরবারী ছাড়া আর কোন অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবে না এবং তিন দিনের বেশী অবস্থান কোরতে পারবে না।

(২) সন্ধির সময়কাল হবে দশ বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ অপর পক্ষের জান ও মালের উপর আদৌ হস্তক্ষেপ কোরবে না।

(৩) আরবের প্রতিটি গোত্র ও সম্প্রদায় যে কোন পক্ষের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোতে পারবে। ঐ চুক্তিবদ্ধ গোত্র ও সম্পদায়ের উপরও এই সন্ধির শর্ত্তসমূহ একইভাবে প্রযোজ্য হবে। উভয় পক্ষেরই অন্যান্য গোত্রকে নিজেদের দলভূক্ত করার এখতিয়ার থাকবে।

(৪) যদি কোরায়শদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি তার অভিভাবকের (ওয়ালী) অনুমতি ছাড়া মোসলেমদের নিকট চোলে যায়, তবে তাকে কোরায়শদের নিকট ফেরত দিতে হবে পক্ষান্তরে কোন মোসলেম কোরায়শদের নিকট এলে তাকে ফেরত পাঠানো হবে না।

সন্ধিপত্র লেখা সমাপ্ত হোলে উভয়পক্ষ সেটিতে স্বাক্ষর কোরলেন, কয়েকজন সাক্ষীও স্বাক্ষর কোরলেন। সন্ধির কতিপয় শর্তের ব্যাপারে আবু বকর (রা:) ব্যতীত প্রায় সকল আসহাবগণ দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে অত্যন্ত উত্তেজিত হোয়েছিলেন কিন্তু রসুলাল্ল াহর বোললেন, ধৈর্য ধর, অচিরেই আমরা বায়তুল্ল াহ তাওয়াফ কোরব। এ কথায় সবাই শান্ত হোলেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে পবিত্র কোর'আনে আল্ল াহ তা'য়ালা 'ফাতহুম মুবীন-সুস্পষ্ট বিজয়' বোলে অভিহিত কোরেছেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলশ্রুতিতে অতি অল্প সময়ের জন্য হোলেও সারা দেশে কিঞ্চিত নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হোল। মো'মেনগণ কোরায়েশ এবং অন্যান্য কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণ থেকে আশঙ্কামুক্ত হোলেন। আল্ল াহর রসুল এ নিরাপদ ও নিরূপদ্রব পরিবেশের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ কোরলেন। তিনি দুনিয়াবাসীর কাছে এসলামের বার্তা পৌছাতে মনস্থ কোরলেন। রসুলাল্ল াহ সাহাবায়ে কেরামকে জমায়েত কোরে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্ল াহর হামদ ও সানা উত্তমরূপে পাঠ কোরে বোললেন:

হে মানুষ! আল্ল াহ আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত এবং রসুল হিসাবে পাঠিয়েছেন। সাবধান! ঈসার (আ:) হাওয়ারীদের মত মতবিরোধ কোর না। যাও, আমার পক্ষ থেকে রেসালাতের হক আদায় করো।

অতঃপর তিনি রোমান সম্রাট সিজার, ইরানের শাহান শাহ, মিসর অধিপতি এবং আরব নেতাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন। পত্রগুলিতে সীলমোহর লাগানোর জন্য তিনি রূপার আংটি তৈয়ার কোরলেন। নিচে থেকে উপরের দিকে তিন লাইনে 'মোহাম্মদ রসুলাল্ল াহ' বাক্যটি আংটিতে খোদাই করা হোল। আল্ল াহর রসুল আসহাবগণকে ব্যক্তিগত দূত কোরে এ সব চিঠি প্রেরণ কোরলেন।*

মুতা যুদ্ধ চলাকালে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

মোসলেম সৈন্যবাহিনী যখন মুতা যুদ্ধের ময়দানে জেহাদে রত, হঠাৎ রসুলাল্ল াহ মদীনায় অবস্থিত সাহাবাগণকে সমবেত কোরে মসজিদের মিম্বরে অধিষ্ঠিত হন এবং নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।

কল্যাণের দরজা, কল্যাণের দরজা, শোন! তোমাদের সৈন্যদল সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হোয়ে শত্রুদের সাথে

*এই বইয়ের প্রচ্ছদে রসুলাল্ল াহর সেই ঐতিহাসেক আংটির ছবি দেওয়া হোয়েছে।

লড়াই কোরছে। যায়দ এবনে হারিসা শহীদ হোয়েছে। রসুলাল্ল াহ তার জন্য দোয়া করেন। অতঃপর জাফর নিজে নেতৃত্বের ঝাণ্ডা হাতে নিলেন এবং তীব্রভাবে এক হামলা চালিয়ে তিনিও শাহাদাতবরণ করেন। রসুলাল্ল াহ তার শাহাদাতের সাক্ষ্য দিলেন এবং তার জন্য দোয়া কোরলেন। অতঃপর আবদাল্ল াহ এবনে রাওয়াহা ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন। তিনিও একেবারে দু'হাতে লড়াই কোরতে কোরতে এক পর্যায়ে শাহাদাতবরণ কোরলেন। রসুলাল্ল াহ তাঁর জন্যও দোয়া করেন। অতঃপর ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিলেন খালিদ এবনুল ওয়ালিদ। তিনি অধিনায়কগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, নিজ উদ্যোগেই অধিনায়কত্ব গ্রহণ কোরলেন। রসুলাল্ল াহ বোললেন, **হে আল্ল াহ! সে আপনার তলোয়ারসমূহের একটি তলোয়ার**। তাকে আপনি সাহায্য কোরুন।

সে দিন হোতেই খালিদ 'সাইফুল্ল াহ' (আল্ল াহর তরবারি) নামে অভিহিত হন। অতঃপর রসুলাল্ল াহ বোললেন, সকাল হোতে না হোতেই তোমরা নিজেদের ভাইদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হও। কেউ যেন পিছনে পড়ে না থাকে। ফলে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার সবাই যুদ্ধে রওয়ানা হোয়ে গেলেন। তখন ছিল তীব্র গরমের মৌসুম।

মুতার যোদ্ধাদের বিদায় দানকালে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

হেজরী অষ্টম সালে মদীনার উপকণ্ঠে সানিয়্যাতুল বিদা' নামক স্থানে মুতা-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের বিদায় জানাবার প্রাক্কালে রসুলাল্ল াহ নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

'আল্ল াহর নামে যুদ্ধাভিযান আরম্ভ কর এবং আল্ল াহর দুশমন ও তোমাদের সিরীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তোমরা সেখানে গির্জায় কতক লোক দেখতে পাবে, যারা জনগণ হোতে বিচ্ছিন্ন, তাদের কোন ক্ষতি কোরবে না। **তোমরা সেখানে শয়তান প্রকৃতির কতিপয় লোক দেখতে পাবে, তরবারি দিয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে**। কোন মহিলা, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা কোরবে না। কোন ধরণের গাছপালা, বিশেষত খেজুরবৃক্ষ কর্তন কোরবে না এবং বসতবাটি ধ্বংস কোরবে না।'

এক অভিযানে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ

আখেরী যামানায় ফেতনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ার এবং শাসকদের আনুগত্যের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বর্ণনাকারী আবদাল্ল াহ এবনে আমর এবনে আস (রা:) ভাষণ প্রদানের স্থান ও তারিখ উল্লে খ করেন নাই। তিনি বলেন, 'এক সফরে

আমরা রসুলাল্ল াহর সাথে ছিলাম। আমরা একটি মনজিলে অবতরণ কোরলাম। আমাদের কেউ তার তাবু ঠিকঠাক কোরছিল, কেউ তীর ছুড়ছিল, কেউ তার পশুপাল দেখাশুনা কোরছিল। এমন সময় রসুলাল্ল াহর নকীব ঘোষণা দিলেন, সালাহ প্রস্তুত। তখন আমরা রসুলাল্ল াহর নিকট সমবেত হলাম। তিনি নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।'

'আমার পূর্বে এমন কোন নবী অতিবাহিত হন নাই, যিনি তাঁর উম্মতের জন্য কল্যাণকর কথা বাতলিয়ে দেন নি, এবং যে সব বিষয় হোতে ভয় দেখান নাই যা তাদের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর মনে কোরেছেন। **আর তোমাদের এই উম্মতের প্রথমাংশে রোয়েছে নিরাপত্তা এবং পরবর্ত্তী অংশে আসতে থাকবে বালা-মসীবত। অতঃপর এমন কার্যকলাপ শুরু হবে যাকে তোমরা মন্দ জ্ঞান কর। এর পর এমন ভাবে ফেতনা আসতে থাকবে যে, একটি অপরটির চেয়ে হালকা মনে হবে। মো'মেন ব্যক্তি বোলতে থাকবে, হায় আফসোস! এই বিপর্যয়ে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর সেই বিপর্যয় দূরীভূত হোতে না হোতেই আরেকটি বিপর্যয় এসে খাড়া হবে। মো'মেন ব্যক্তি বোলতে থাকবে, হায় আফসোস! এই বিপদে আমার ধ্বংস অনিবার্য। অতঃপর এই বিপদ দূরীভূত হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম হোতে নাযাত পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ কোরতে আকাংখা করে সে যেন চেষ্টা করে মৃত্যুকালে আল্ল াহর প্রতি ও কেয়ামত দিবসের প্রতি তার যেমন ঈমান থাকে এবং লোকদের প্রতি তদ্রুপ আচরণ করে,** যেমনটি সে নিজের জন্য পছন্দ করে। যে ব্যক্তি কোন শাসকের হাতে আনুগত্যের শপথ কোরবে এবং অন্ত রে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের বায়'আতের হাত বাড়িয়ে দিবে, সে যেন যথাসাধ্য তার আনুগত্য করে। অতঃপর অপর কেউ শাসকের দাবীদার হোলে এবং সে তার পূর্ববর্ত্তী শাসকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোলে এবং বায়আত গ্রহণের কথা বোললে, পরবর্ত্তী শাসকের গর্দান উড়িয়ে দিও।'

মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'হে নারীসমাজ! তোমরা সাদকা (দান-খয়রাত) কর, যদিও তোমাদের গহনাপত্রের দ্বারাও হয়। কেননা কেয়ামতের দিন তোমরাই অধিক হারে জাহান্নামবাসী হবে।'
'সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোন এতীমের অভিভাবক হোয়েছে যার সম্পদ রোয়েছে, সে যেন তা ব্যবসায় লাগায় এবং ফেলে না রাখে, যাতে যাকাহ সেটিকে শেষ কোরে না দেয়।'

সাহাবাদের এক সমাবেশে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

এতে তিনি উষ্ট্রির পা কর্ত্তনকারী সম্পর্কে আলোচনা করেন। বর্ণনাকারী আবদাল্ল াহ হবনে যাম'আ (রাঃ) স্থান ও তারিখ উল্লে খ করেন নাই।

'যখন ঐ উষ্ট্রিকে হত্যা করার জন্য তাদের কওমের সবচেয়ে দুর্ভাগা লোকটি উঠেছিল। তখন এ কাজের জন্য উঠেছিল ঐ কওমের সবচেয়ে শক্তিশালী, নিষ্ঠুর, বিদ্রোহী ও দুর্ভাগা লোকটি। সে ছিল আবু যাম'আ এর মত ব্যক্তি।' এই ভাষণে তিনি মহিলাদের সম্পর্কেও আলোচনা কোরলেন এবং তাদের উপদেশ প্রদান কোরলেন। তিনি বোললেন, **'তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে নিজের স্ত্রীকে মারপিট করে।** অধস্তন রাবী আবু বকরের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসীর মত মারপিট করে। আবু কুয়ায়বের বর্ণনায় আছে, ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। কিন্তু আবার ঐ দিনশেষে রাত্রিবেলা তার সাথে মিলিত হয়। অতঃপর তিনি কেউ বায়ু নিঃসরণ কোরলে না হাসার নসিহত কোরলেন এবং বোললেন, এমন কর্মের ব্যাপারে তোমরা কেন হাসবে যা তোমরা নিজেও করো।'

দাজ্জালের ভয়াবহতা*

'যখন হোতে আল্ল াহ আদম সন্তানকে সৃষ্টি কোরেছেন তখন হোতে দাজ্জালের ফেতনা থেকে আর কোন বড় ফেতনা জমিনে সংঘটিত হয় নাই। নিশ্চয় আল্ল াহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জালের ভয় দেখান নি। আর আমি সর্বশেষ নবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ কোরবে। আমি তোমাদের মাঝে বর্ত্তমান থাকাকালে সে যদি আত্মপ্রকাশ করে, তাহোলে আমি প্রত্যেক মোসলেমের পক্ষে তার বিরুদ্ধে দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন কোরব। আর সে যদি আমার পরে আবির্ভূত হয়, তাহোলে তোমাদের প্রত্যেককে নিজের পক্ষে দলীল পেশ কোরতে হবে। আল্ল াহ প্রত্যেক মোসলেমের উপর দয়াবান। নিশ্চয় সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্ত্তী 'খুল্ল াহ' নামক স্থান হোতে আবির্ভূত হবে। **আর সে তার ডান ও বাম সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি কোরবে।** হে আল্ল াহর বান্দারা! তোমরা ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি তোমাদের নিকট তার এমন সব অবস্থা বর্ণনা কোরব, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী তাঁর উম্মতের জন্য বর্ণনা করেন নাই। প্রথমে সে বোলবে, আমি নবী, অথচ 'আমার পর আর কোন নবী নেই।' এর পর সে দাবী কোরে বোলবে, **'আমি**

* দাজ্জালের সত্যিকার পরিচয় এই বইয়ের ১৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তোমাদের রব।' অথচ তোমরা তোমাদের প্রভুকে কেউ মৃত্যুর পূর্বে দেখবে না। সে হবে কানা। আর তোমাদের রব তো কানা নয়, আর **তার (দুই) চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে 'কাফের**।' এই লেখাটি প্রত্যেক মো'মেন ব্যক্তিই পড়তে পারবে–সে লেখা পড়া জানুক বা নিরক্ষর হউক। **তার ফেতনা এই যে, তার সাথে (কৃত্রিম) জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তবে তার জান্নাত হবে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হবে জান্নাত**। সুতরাং যেই ব্যক্তি তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, সে যেন আল্ল াহর নিকট পানাহ চায় এবং সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তখন সেই জাহান্নাম তার জন্য ঠাণ্ডা-শান্তিময় স্থানে পরিণত হবে, যেমন হোয়েছিল অগ্নি এবরাহীম (আ:) এর জন্য।

দাজ্জালের অন্যতম ফেতনা এই যে, সে এক বেদুইনকে বোলবে, 'যদি আমি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত কোরতে পারি, তবে কি তুমি এরূপ সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয় আমি তোমার রব?' সে বোলবে, 'হ্যাঁ'। তখন তার জন্য দাজ্জালের নির্দেশে দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধারণ কোরবে। তারা বোলবে, 'হে বৎস! তার আনুগত্য কর। নিশ্চয় সে তোমার রব।' দাজ্জালের আরেকটি ফেতনা এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত কোরে তাকে হত্যা কোরবে, এমনকি তাকে করাত দিয়ে দু'টুকরা করে নিক্ষেপ কোরবে। অতঃপর সে বোলবে, 'তোমরা আমার এই বান্দার দিকে লক্ষ্য কর, আমি একে এখনই জীবিত কোরছি। এর পরও কি কেউ বোলবে যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন **রব** আছে?' অতঃপর আল্ল াহ লোকটিকে জীবিত কোরবেন। তখন দাজ্জাল খবীস তাকে বোলবে, 'তোমার রব কে?' সে বোলবে, 'আমার রব আল্ল াহ। আর তুইতো আল্ল াহর দুশমন, তুই তো দাজ্জাল। আল্ল াহর শপথ! অদ্য আমি তোর সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানতে পেরেছি যে, তুই-ই দাজ্জাল।' রসুলাল্ল াহ বলেন, 'সে ব্যক্তির মর্যাদা জান্নাতে আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হবে।'

দাজ্জালের আরও একটি ফেতনা এই যে, **সে আসমানকে বৃষ্টিপাতের জন্য নির্দেশ দিবে, তখনই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে**। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন এটিও ফসলাদি উদ্গাত কোরবে। দাজ্জালের আর একটি ফেতনা এই যে, সে একটি গোত্রের নিকট যাবে, তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত কোরবে। ফলে তাদের গৃহপালিত পশু ধ্বংস হোয়ে যাবে। দাজ্জালের আরও একটি ফেতনা এই যে, সে আরেকটি গোত্রের নিকট যাবে, তারা তাকে সত্য বোলে মেনে নিবে। তখন সে **আসমানকে বৃষ্টিপাতের জন্য নির্দেশ দিবে এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হবে। সে যমীনকে ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবে, তখন এটাও ফসলাদি উৎপন্ন কোরবে। যমীন এমনভাবে ফসলাদি, ঘাস, তৃণলতাপাতা উৎপন্ন কোরবে যে, এমনকি তাদের**

গৃহপালিত পশুগুলি সে দিন সন্ধ্যায় অত্যন্ত মোটাতাজা, উদরপূর্ত্তি কোরে দুধে স্তন স্ফীত কোরে ফিরে আসবে। অবস্থা এমন হবে যে, মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাওয়ারা ব্যতীত দুনিয়ার এমন কোন ভূখণ্ড থাকবে না যেখানে সে গমন কোরবে না এবং তার পদানত হবে না। মক্কা মুয়াযযমা ও মদীনা মুনাওয়ারা এই দুই শহরের প্রবেশদ্বারে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মালায়েক মোতায়েন থাকবে। এমন কি সে একটি ছোট লাল পাহাড়ের নিকট অবতরণ কোরবে, যা হবে তৃণলতাশূন্য স্থানের শেষভাগ। এর পর মদীনা তার অধিবাসীদের নিয়ে তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মোনাফেক পুরুষ ও নারীরা মদীনা হোতে বাহির হোয়ে দাজ্জালের সাথে মিলিত হবে। এরূপে মদীনা তার ভিতরের ময়লা বিদূরিত কোরবে, যেমনটি হাঁপর লৌহের মরিচা দূর করে। সেই দিনের নাম হবে 'নাজাত দিবস।'

অতঃপর উম্মে শারীক বিনতে আবুল আকার (রা:) বোললেন, 'হে আল্ল াহর রসুল! আরবের লোকেরা সেদিন কোথায় থাকবে? তিনি বোললেন, সেদিন তাদের সংখ্যা হবে নগণ্য, তাদের অধিকাংশ বান্দাহ সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান কোরবে। **তাদের এমাম হবেন একজন নেককার ব্যক্তি**। এমতাবস্থায় একদিন তাদের এমাম তাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাহ কায়েম কোরবেন। সে সময় ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) সকাল বেলা অবতরণ কোরবেন। তখন উক্ত এমাম তাঁকে দেখে পিছন দিকে হটবেন, যাতে ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) সামনে অগ্রসর হোয়ে লোকদের সালাতের এমামতি কোরতে পারেন। তখন ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) তাঁর হাত উক্ত এমামের দুই কাঁধের মধ্যখানে রাখবেন এবং বোলবেন, 'আপনি সম্মুখে যান এবং এমামতি কোরুন। কেননা এই সালাহ আপনার জন্যই কায়েম হোয়েছিল।'

অতএব তাদের এমাম তাদের নিয়ে সালাহ আদায় কোরবেন। তিনি সালাহ শেষ করার পর ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) বোলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেওয়া হবে। আর দরজার পিছনে থাকবে দাজ্জাল। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী। তাদের প্রত্যেকের নিকট থাকবে তলোয়ার যা হবে কারুকার্য খচিত এবং চাদরে আবৃত। দাজ্জাল ঈসা এবনে মারইয়ামকে (আ:) দেখতেই বিগলিত হোতে থাকবে, যেভাবে লবণ পানিতে দ্রবীভূত হোয়ে যায়। সে পালাতে থাকবে। ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) তাকে বোলবেন, 'তোর প্রতি আমার একটি আঘাত রোয়েছে। এটা হোতে বাঁচার তোর কোন উপায় নেই।' পরিশেষে তিনি তাকে 'লুদ্দ'-এর দ্বারপ্রান্তে পূর্বদিকে পাবেন এবং তাকে কতল কোরবেন। আর আল্ল াহ ইহুদীদেরকে পরাভূত কোরবেন। তখন ইহুদীরা আল্ল াহর সৃষ্ট যে কোন জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে থাকুক না কেন সে বস্তুকে আল্ল াহ বাকশক্তি দান কোরবেন–চাই

তা পাথর হউক, গাছপালা হউক, পাখি হউক বা জানোয়ার। সে বোলবে, 'হে আল্ল াহর বান্দা! হে মোসলেম! এই তো ইহুদী। তুমি আস এবং একে হত্যা কর। তবে একটি গাছ হবে ভিন্নতর, যার নাম হবে গারকাদাহ। এটা এক ধরণের কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ। এটাকে ইহুদীদের বৃক্ষ বলা হয়, এটি কথা বোলবে না।

রসুল বলেন, দাজ্জালের মেয়াদ হবে চল্লি শ বছর। তবে তার এক বছর হবে অর্দ্ধ বছরের সমান। আর এক বছর হবে এক মাসের সমান এবং এক মাস এক সপ্তাহের সমান। তার শেষ দিনগুলি এমন ভয়াবহ হবে, যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়। তোমাদের কেউ মদীনার এক ফটকে সকাল যাপন কোরলে, অন্য ফটকে যেতে না যেতেই সন্ধ্যা হোয়ে যাবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল, হে আল্ল াহর রসুল এত ছোট দিনে আমরা সালাহ কিভাবে কায়েম কোরব? তিনি বোললেন, 'তোমরা অনুমান কোরে সালাহর ওয়াক্ত নির্দ্ধারণ কোরবে যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান কোরে সালাহর ওয়াক্ত নির্ধারণ কোরে থাক এবং এভাবে সালাহ কায়েম কোরবে।

রসুল বোললেন, **ঈসা এবনে মারইয়াম (আ:) আমার উম্মতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও এনসাফকারী এমাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শুকর হত্যা কোরবেন। তিনি জিযিয়া মওকুফ কোরবেন, সাদাকা উসূল বন্ধ কোরবেন, না বকরীর উপর যাকাহ ধার্য্য করা হবে আর না উটের উপর। লোকদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার অবসান হবে। প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ারের বিষ দূরীভূত হোয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিবে, কিন্তু সে তার কোন ক্ষতি কোরবে না। একজন ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া কোরবে। এটিও তার কোন ক্ষতি কোরবে না। নেকড়ে বাঘ বকরীর পালে এমনভাবে থাকবে, যেন সে তার রক্ষক। পৃথিবী শান্তিপূর্ণ হোয়ে যাবে, যেমন পানিতে বরতন পরিপূর্ণ হয়। সকলের কালেমা এক হোয়ে যাবে। আল্ল াহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সরঞ্জাম রেখে দিবে। কোরায়েশদের রাজত্বের অবসান হবে। যমীন রৌপ্য নির্মিত তশতরীর মত হোয়ে যাবে। সে এমনভাবে ফলমূল উৎপন্ন কোরবে, যেমনিভাবে আদম (আ:) এর যমানায় উদ্গত হোত। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আঙ্গুরের থোকার নিকট একত্র হবে এবং সকলে সেটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য একত্র হবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত কোরবে। গরুর মূল্য বৃদ্ধি পাবে, ঘোড়ার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। তারা জিজ্ঞাসা কোরল, 'ঘোড়া এত সস্তা হবে কেন?' তিনি বোললেন, 'কারণ লড়াইয়ের জন্য কেউ অশ্বারোহী হবে না।' তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হোল, 'গরু এত মূল্যবান হবে কেন?' তিনি বললেন, 'সারা ভূ-খণ্ডে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।'**

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, যাতে মানুষ চরমভাবে অনাহারে কষ্ট পাবে। প্রথম বছর আল্ল াহ আসমানকে এক-তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটক রাখার নির্দেশ দিবেন এবং যমীনকে এক তৃতীয়াংশ ফসল উৎপাদনের নির্দেশ দিবেন। আসমান এবং যমীন উভয়ে তা পালন কোরবে। দ্বিতীয় বছর আল্ল াহ আসমান ও যমীনকে দুই-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিবার নির্দেশ দিবেন, এরা তা পালন কোরবে। তৃতীয় বছর আল্ল াহ আসমানকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ কোরে দিবার জন্য উভয়কে নির্দেশ দিবেন। ফলে আসমানের বৃষ্টি বন্ধ হোয়ে যাবে এবং যমীনে কোন ঘাস জন্মাবে না, আর কোন ফসলাদিও অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হোয়ে যাবে, তবে আল্ল াহ যা চাইবেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা কোরল, এই সময় লোকেরা কিভাবে বেঁচে থাকবে? তিনি বোললেন, তারা তাহলীল, তাকবীর, তাসবীহ ও তাহমীদ বোলতে থাকবে, এসব যেকের খাদ্যের নালিতে প্রবাহিত কোরে দেওয়া হবে।'

মসজিদে নববীতে সালাহ কায়েমের পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ

ফাতেমা বিনতে কায়স (রা:) বলেন, 'আমি রসুলাল্ল াহর ঘোষককে এই ঘোষণা দিতে শুনেছি, সালাহের জন্য উপস্থিত হোয়ে যাও। সুতরাং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রসুলাল্ল াহর সাথে সালাহ কায়েম করলাম। আমি সে সব মহিলার কাতারে ছিলাম যারা একেবারে পুরুষ মুসল্লি গণের পিছনে ছিলেন।

রসুলাল্ল াহ সালাহ শেষ কোরে মিম্বারে বোসলেন এবং মৃদু হেসে বোললেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে বোসে থাক।' অতঃপর বোললেন, 'তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্র কোরেছি?' সাহাবাগণ বোললেন, 'আল্ল াহ ও তাঁর রসুলই অধিক জানেন।' তিনি বোললেন, 'আল্ল াহর কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য বা কোন ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত কোরি নাই, বরং 'তামীম আদ-দারী' বর্ণিত একটি ঘটনা শুনাবার জন্য তোমাদের কে একত্র কোরেছি। তামীম আদ-দারী ছিলেন একজন খৃষ্টান, তিনি (আমার নিকট এসে) এসলাম গ্রহণ কোরেছেন। তিনি আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন, তা ঐ কথারই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমি তোমাদেরকেমসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে বোলেছিলাম। তিনি বোলেছেন, একবার তিনি 'লাখম' ও 'জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সাথে একটি সামুদ্রিক নৌযান সফরে বের হোয়েছিলেন। সাগরের তরঙ্গ তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্য্যন্ত এদিক সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের নিকট নিয়ে পৌছায়। অতঃপর তারা (উক্ত বড় নৌযানের সাথে বাঁধা) ছোট

ছোট নৌকা যোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তারা এমন একটি জানোয়ারের সাক্ষাত পান যার সারা দেহ বিপুল পশমে আবৃত। অধিক পশমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই নির্ণয় করা যায় নি। তারা ওটাকে লক্ষ্য কোরে বোললেন, 'তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে?' ওটা বোলল, 'আমি 'জাস্‌সাসা' (অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারী)'। তারা বোলল, 'জাসসাসা কি?' সে বোলল, 'হে লোকজন! তোমরা এই গির্জায় (আবদ্ধ) লোকটির নিকট যাও, সে তোমাদের তথ্যাদি শুনার ও জানার প্রত্যাশী।' তামীম আদ-দারী বলেন, উক্ত জন্তুর নিকট লোকটির কথা শুনে ওটার প্রতি আমাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হোল যে, ওটা পেত্নী হোতে পারে। তখন আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং গির্জায় প্রবেশ কোরে এমন একটি প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, ইতঃপূর্বে যাকে আমরা কখনো দেখি নি। সে ছিল খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায়, তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় পায়ের গোড়ালির সাথে লৌহশিকল দ্বারা একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বোললাম, 'তোর অমঙ্গল হোক, তুই কে?' সে বোলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে। তবে প্রথমে তোমরা আমাকে বল দেখি, তোমরা কারা?' তারা বোললেন, 'আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ একমাস সাগরের ঢেউ আমাদেরকে এদিক সেদিক ঘুরিয়ে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। অতঃপর আমরা অত্র দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহ ঘন পশমে আবৃত এমন একটি জন্তুর সাথে আমাদের সাক্ষাত হোল। ওটা বোলল, 'আমি 'জাসসাসা'। ওটা আমাদেরকেএই গির্জায় আসতে বলায় আমরা দ্রুত তোমার নিকট এসে হাজির হোয়েছি।' সে বোলল, 'তোমরা আমাকে বায়সান এর খেজুর বাগান সম্পর্কে অবহিত কর।' আমরা বোললাম, 'এর কোন বিষয়ে তুমি অবহিত হোতে চাও?' সে বোলল, 'উক্ত খেজুর বাগানে ফল আসে কি'? আমরা বোললাম, 'হ্যাঁ, আসে'। সে বোলল, 'অদূর ভবিষ্যতে সে বাগানে ফল আসবে না।' অতঃপর সে বোলল, 'তোমরা আমাকে তাবারিয়া (টাইবেরিয়াস) হ্রদ সম্পর্কে অবহিত কর।' আমরা বোললাম, 'ওটার কোন ব্যাপারে তুমি অবহিত হোতে চাও?' সে বোলল, 'ওটাতে পানি আছে কি?' তারা বোলল, 'হ্যাঁ, ওটাতে প্রচুর পরিমাণ পানি আছে।' সে বোলল, 'অচিরেই ওটার পানি শুকিয়ে যাবে।' এবার সে জিজ্ঞাসা কোরল, 'আচ্ছা বল দেখি, 'যুগার' ঝর্ণায় পানি আছে কি এবং সেখানকার অধিবাসীগণকি ঝর্ণার পানি দ্বারা তাদের ক্ষেত-খামারের ফসলাদি উৎপাদন করে?' আমরা বোললাম, 'হ্যাঁ, ওটাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার অধিবাসীগণ ওটার পানি দ্বারা ক্ষেত-খামারের চাষাবাদ কোরছে।' সে জিজ্ঞাসা কোরল, 'আচ্ছা বল দেখি, উম্মীদের নবীর সংবাদ কি?' আমরা বোললাম, 'তিনি মক্কা হোতে হেজরত কোরে ইয়াছরিবে (মদীনায়) অবস্থান কোরছেন।' সে জিজ্ঞাসা কোরল,

'বল দেখি, আরবরা কি তার সাথে লড়াই কোরেছিল?' আমরা বোললাম, 'হ্যাঁ, কোরেছে।' সে বোলল, 'তিনি তাদের সাথে কি রকম আচরণ কোরেছেন? এটার উত্তরে আমরা বোললাম যে, 'তাঁর আশে-পাশের আরবদের উপর তিনি বিজয়ী হোয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার কোরেছে।' এতদশ্রবণে সে বোলল, 'তোমরা জেনে রাখ, তাঁর আনুগত্য করাই তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হোয়েছে। আচ্ছা এবার আমি আমার বর্ণনা পেশ কোরছি, আমি মসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বাহির হবার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হোয়ে যমীনে বিচরণ কোরব। মক্ক-মদীনা ব্যতীত এমন কোন জনপদ বাকী থাকবে না যেখানে আমি চল্লি শ দিনের মধ্যে প্রবেশ কোরব না। সেই দুই স্থানে প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ করা হোয়েছে। যখনই আমি ওগুলির কোন একটিতে প্রবেশ কোরতে চাইব তখনই উন্মুক্ত তরবারী হাতে মালায়েক এসে আমার প্রবেশে বাধা প্রদান কোরবে। বস্তুতঃ মক্কা-মদীনার প্রতিটি প্রবেশ পথে মালায়েক পাহারারত রোয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, এই পর্য্যন্ত বর্ণনা কোরে রসুলাল্ল াহ আপন লাঠি দ্বারা মিম্বারে টোকা দিয়ে বোললেন, এটি তাইয়্যেবাহ, এটি তাইয়্যেবাহ, এটি তাইয়্যেবাহ, 'মদীনা।' অতঃপর তিনি বোললেন, 'বল দেখি, ইতঃপূর্বে আমি কি তোমাদের কে এই বিবরণ বর্ণনা কোরি নাই?' লোকেরা বোলল, হ্যাঁ। তামীম এর বর্ণনা আমাকে অভিভূত কোরেছে, যেহেতু তার বর্ণনা আমার বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' অতঃপর তিনি বোললেন, 'দাজ্জাল সিরিয়ার কোন এক সাগরে অথবা ইয়ামেনের কোন এক সাগরে আছে। পরে বোললেন, বরং সে পূর্বদিক হোতে আগমন কোরবে। এই বোলে তিনি হাত দ্বারা ইশারা কোরলেন।'

মক্কা বিজয়ের পর

রমাদানুল মোবারকের দশ তারিখ। আট হেজরী সন। খুব গুরুত্বপূণ ঐতিহাসিক দিন। আল্ল াহর রসুল বারো হাজার নিবেদিত প্রাণ মো'মেন সৈন্যসহ মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হোলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির মাত্র দু' বছর পরের ঘটনা। মক্কার কাফেররা হোদায়বিয়ার সন্ধির বিপরীতে খাজায়ানা গোত্রের মো'মেনদেরকে গভীর রাতে অতর্কিতভাবে আক্রমণ কোরে হত্যা করে। এ জঘন্য হামলার সময় মো'মেনগণ তাহায্যুদের সালাহ কায়েম কোরছিলেন। আল্ল াহর রসুল এ সংবাদ পেয়ে খুব ব্যথিত হোলেন। সাহাবায়ে কেরামের সাথে তিনি পরামর্শ কোরলেন। মক্কা আক্রমণ করার অভিপ্রায় তিনি তাঁর সাহাবাগণকে জ্ঞাত কোরলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বারণ কোরলেন; বোললেনঃ 'তারা আপনার জাতির লোক। তাদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ কোরবেন না।' ওমর (রাঃ) অভিযান প্রেরণ করার পক্ষে

রায় দিলেন। তিনি বোললেন, 'তারা কুফর ও তাগুতের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা আপনাকে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী (নাউযবেল্লা হ) আখ্যায়িত কোরেছে। আল্লা হর শপথ, মক্কার লোক অবনত না হওয়া পর্য্যন্ত সারা আরব অবনত হবে না।'

রসুলাল্লা হ তাঁর দু' জন প্রখ্যাত সাহাবীর কথা শুনে বোললেন, 'আবু বকর এব্রাহীম (আ:) এর ন্যায়, যিনি আল্লা হর ব্যাপারে সাধারণের চেয়ে একটু বেশী কোমল ছিলেন। ওমর (রা:) নূহের (আ:) ন্যায়, যিনি আল্লা হর ব্যাপারে পাথরের চেয়েও শক্ত ছিলেন। বস্তুত উমরের পরামর্শ হোল সঠিক।'

রসুলাল্লা হ রক্তপাত এড়ানোর জন্য তাঁর অভিযানের গোপনীয়তা রক্ষা করার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ কোরলেন। প্রধান সাহাবাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ কোরলেন। সাধারণদেরকে গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছু বোললেন না। তিনি আল্লা হর দরবারে দোয়া কোরলেন: 'হে আমার প্রভু। কাফেরদের চোখে ও কানে পর্দা দিন। আমাদের উপস্থিতি যেন তাদের নিকটে অতর্কিত হয়। এবং হঠাৎ যেন তারা আমাদের সংবাদ পায়।' আল্লা হ সুবহানাহু তাঁর প্রিয় হাবীবের দোয়া কবুল কোরলেন।

রসুলাল্লা হ খুব অতর্কিতে মক্কার শহরতলীতে উপনীত হোলেন। সৈন্যদল সেখানে রাত্রি যাপন কোরলেন। রসুলাল্লা হ প্রত্যেক সৈন্যকে একটি পৃথক আগুন প্রজ্বলিত কোরতে হুকুম কোরলেন। বারো হাজার মশাল জ্বলে উঠল। সারা উপত্যকা আলোকিত হোল। এ অবস্থা দেখে কাফেররা ভীত-শঙ্কিত হোল। তারা মনে কোরতে লাগল অসংখ্য ও অগনিত লোক তাদেরকে আক্রমণ করার জন্য জমায়েত হোয়েছে। পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্য্যবেক্ষণ কোরে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কোরায়েশরা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিনজন গুপ্তচর প্রেরণ কোরল। আবু সুফিয়ান মো'মেনদের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। তিনি মোসলেম সৈন্যদের হাতে ধরা পোড়লেন। মক্কাবাসীরা রাতারাতি কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হোল।

আল্লা হর রসুল ২০ রমাদানুল মোবারক অতি প্রত্যুষে মক্কা শহরে প্রবেশ কোরতে তাঁর সাথীদেরকে হুকুম কোরলেন। মক্কার প্রত্যেক রাস্তা দিয়ে আল্লা হর সৈনিকগণ প্রবেশ কোরলেন, মুখে তাঁদের আল্লা হু আকবার ধ্বনি, হাতে তাদের অস্ত্র। নবী তাদের প্রতিশোধ গ্রহণ কোরতে নিষেধ কোরেছেন। রাস্তার দু'পাশে চেনা শত্রুদের বাড়ি-ঘর, তারা শান্ত পদক্ষেপে অতিক্রম কোরলেন। নিজেদের বাড়ি-ঘর শত্রুদের কব্জায় দেখেও তাঁরা বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হোলেন না। প্রতিটি দল থেকে ঘোষণা করা হোচ্ছে: যে অস্ত্র সমর্পণ কোরবে সে নিরাপদ, যে ঘরের দরজা বন্ধ কোরে রাখবে সে নিরাপদ, যে কা'বা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ কোরবে সে নিরাপদ, যে আবু

সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ কোরবে সে নিরাপদ।

আল্লা হর সৈনিকগণ কা'বা প্রাঙ্গণে জমায়েত হোলেন। দেবদেবীর নগ্ন ও উলঙ্গ ছবিগুলো মুছে ফেলা হোল। মূর্ত্তিগুলো ভেঙ্গে দেওয়া হোল। আল্লা হর রসুল সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে সালাহ্ কায়েম কোরলেন। অতঃপর তিনি আল্লা হ সুবহানাহু তা'আলার হাম্‌দ ও সানা পাঠ কোরে সমবেত জনতার প্রতি যে ভাষণ প্রদান করেন তা মানবতার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ।

আল্লা হর রসুল বোললেন:

এক আল্লা হ ছাড়া অন্য কোন সার্বভৌমত্বের মালিক (এলাহ্) নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ কোরেছেন এবং তাঁর দাসকে তিনি সাহায্য কোরেছেন। তিনি দলসমূহকে পরাজিত কোরেছেন। সাবধান! তাদের সকল অহঙ্কার, রক্তের প্রতিশোধ এবং দাবি-দাওয়া আমার দু'পায়ের নিচে। অবশ্য কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানো তার ব্যতিক্রম। হে কোরায়েশগণ! আজ আল্লা হ তোমাদের জাহেলিয়াতের গর্ব এবং বংশগৌরবের অহঙ্কার মিটিয়ে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট।

অতঃপর নবী কোর'আন থেকে তেলাওয়াত কোরলেন। আল্লা হ বলেন: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি কোরেছি এবং পরিচয়ের জন্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত কোরেছি। আল্লা হর কাছে সে অধিক সম্মানিত, যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজরাত)

ভাষণ সমাপ্ত কোরে আল্লা হর রসুল ভীত সন্ত্রস্ত আরব নেতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরলেন। জঘন্য অপরাধে তারা অপরাধী। মো'মেনদেরকে তারা মক্কার চতুঃসীমায় বসবাস কোরতে দেয় নি। তারা মো'মেনদেরকে নির্বিচারে হত্যা কোরেছে, বাস্তুভিটা থেকে নিষ্ঠুরভাবে উৎখাত কোরেছে, বাড়িঘর, বিষয়-সম্পত্তি জবরদখল কোরেছে, আল্লা হর নবীকে দেশ থেকে বিতাড়িত কোরেছে, তাকে হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্র কোরেছে এবং এসলামের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা কোরেছে। যে কোন একটি অপরাধের জন্য তাদের প্রাণদণ্ড দেয়া যেতে পারে। দুনিয়ার আলো-বাতাস থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

আল্লা হর রসুল হত্যার যোগ্য অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, হে কোরায়েশগণ! তোমরা কি আশা করো? আমি তোমাদের সাথে কি আচরণ কোরব?

তারা একবাক্যে বোলল: আপনি আমাদের দয়ালু ভাই এবং দয়ালু ভাইয়ের পুত্র।

দয়ার সমুদ্র রহমাতাল্লি ল আলামীন তাদেরকে ক্ষমা কোরে দিলেন: যাও, আজ তোমরা আযাদ। তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোন অভিযোগ নেই।

কা'বা প্রাঙ্গণে

আল্ল াহর তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনার পর।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে রহম ও করমের নসিহত কোরছি এবং উত্তম কথা দিয়ে শুরু কোরছি। আমি যা বোলছি তা মনোযোগ সহকারে শোন। আমার রব বলেন, **'আমি রহম ও করম (দয়া ও দান) পছন্দ কোরি। যে বেরহম সে আমার রহমত থেকে বঞ্চিত।'** আল্ল াহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া কত বড় বিপদ তা কি তোমরা উপলব্ধি কোরেছ? হে আল্ল াহর বান্দাগণ! আমি তোমাদেরকে সতর্ক কোরছি, আল্ল াহ তার উপর রহম করেন না, যে অন্যের উপর রহম করে না। অর্থাৎ তোমরা যদি আল্ল াহর মাখলুকের উপর দয়া না করো তাহোলে আল্ল াহ তোমাদের উপর রহম কোরবেন না, যাঁর রহম-করমের তোমরা সব সময় মুখাপেক্ষী। তাই তোমাদের কর্তব্য হোল অন্যের উপর রহম করা, যাতে তোমাদের উপরও রহম করা হয়। আমি এক বেরহম ব্যক্তিকে দেখেছি। আমি একবার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়ার পথে ছিলাম। এক যালেমকে গরীবদের উপর যুলুম কোরতে দেখে ব্যথিত হোয়েছি। সে তাদেরকে রোদের মধ্যে দাঁড় কোরিয়ে তাদের মাথায় তেল ঢালছিল। আমি এর কারণ জানতে চাইলে লোকেরা বোলল: খিরাজ উশুল করার জন্য এ যুলুম করা হোচ্ছে। এ দৃশ্যে আমি ব্যথিত হোয়েছি। যে মহামহিম আল্ল াহর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ কোরে বোলছি: রহমশীল ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ কোরতে পারবে না। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হক সুবহানাহু তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, যারা দুনিয়াতে মানুষকে কষ্ট দেয়। আমার রবের সিদ্ধান্ত: তোমরা যদি আমার রহমের প্রত্যাশি হও, তাহোলে তোমরা আমার মাখলুকের উপর রহমশীল হও।

হে আল্ল াহর বান্দাগণ! মনে রাখো, মানুষের কল্যাণ সাধন রহম-করমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। **বেরহম ও কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি কারও উপকার কোরতে পারবে না**। তার থেকেই মঙ্গল পৌছাতে পারে, যার দীলের মধ্যে রহম রোয়েছে। অন্য কথায়, দয়াশীলতার উৎকৃষ্ট প্রকাশ মানুষের কল্যাণ সাধন। অতঃপর উদাহরণ স্বরূপ কিছু কথা বোলছি। এক বিকলাঙ্গ রোগীর প্রতি রহম করার অর্থ হোচ্ছে তার চিকিৎসা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা। এটার নাম রহম। বিপদগ্রস্থ ব্যক্তিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করাও রহম। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করাও রহম। বে-রহম ও যালেম ব্যক্তি এটা কোরতে পারে না। অতএব, তোমরা যালেমের অনুসরণ কোর না। বরং রহমদিল হও।

হে মানুষ! **যে বিধবা এবং মিসকিনের সাহায্যের জন্য জোর প্রচেষ্টা করে এবং তাদের প্রতি রহম করে সে আল্ল াহর রাস্তায় জেহাদকারী ও রাত জেগে সালাহ কায়েমকারীর সমতুল্য**। আমি তোমাদেরকে এতিমের প্রতি রহম করার হেদায়াত

কোরছি। তোমাদের অধীনস্থদের সাথে এরূপ ব্যবহার করো, যেরূপ তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে কোরে থাকো। জেনে রাখ, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্ল াহর সন্তুষ্টির জন্য এতিমের মাথায় হাত বুলাবে, তার প্রতিটি চুলের হিসাবে তাকে কল্যাণ দান করা হবে। যে ঘরের মধ্যে এতিমের সম্মান করা হয়, সে ঘর হোচ্ছে আল্ল াহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়।

হে মানুষ! বাকহীন পশুর সাথেও রহম করো। যখন তোমরা এদেরকে সফরে নিয়ে যাও তখন তাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দিও না। তাদের সাথে ইনসাফ করো এবং ইনসাফ করার অর্থ হোচ্ছে, যে পরিমাণ বোঝা তারা বহন কোরতে পারে তার চেয়ে বেশী চাপিয়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না। এক মনযিলের পরিবর্তে দু' মনযিল চোলতে বাধ্য কোর না। তাদের দানা-পানির প্রতি খেয়াল রেখো। এমন কোন স্থানে তাদেরকে রেখো না, যেখানে ঘাস, পানি ইত্যাদি নেই। পিপাসার্ত হোলে তাদেরকে পানি দিও। **প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণীকে পানি পান করানো পূণ্যের কাজ**। যেখানেই হোক, **ছায়া দানকারী গাছ কাটবে না**। কেননা তা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধন করে। আমি মনে কোরি না যে, **পুকুর ও নদীতে কারো মালিকানা রোয়েছে**। যে কোন ব্যক্তি তা থেকে উপকার হাসিল কোরতে পারে এবং এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না। আমি তোমাদেরকে বোলছি: **কোন প্রাণীকে আগুনে পোড়াবে না**। কাউকে নির্দয়ভাবে প্রহার কোরবে না। কারও হাত, পা, নাক, কান কাটবে না। অন্যের জন্তু-জানোয়ার যে সব ময়দানে বিচরণ করে, সে সব বরবাদ করা কোনভাবেই জায়েয নয়। **যে পুকুর বা কুয়ার পানি থেকে মানুষ উপকৃত হয় তা বন্ধ কোরে দেওয়া কোনরূপ বৈধ নয়**। যে সব কয়েদী তোমাদের অধীন, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার কোর না। তারা তোমাদের ভাই। **তোমরা যা খাও তা তাদেরকে খেতে দাও; যা তোমরা পরিধান করো তা তাদেরকেও পরতে দাও**। যখন তোমরা বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ করো তখন তাদের সন্তানদের উপর রহম করো। বিকলাঙ্গ ও অক্ষম মানুষকে সম্মান কোরবে এবং স্ত্রীলোকদের উপর হাত উঠাবে না, তাদের ইযযতের হেফাজত কোরবে। দুনিয়ার সব লোক আল্ল াহর মাখলুক। আল্ল াহর মাখলুকের সাথে যে ভালো ব্যবহার করে সে আল্ল াহর প্রিয়। সেই ব্যক্তি উত্তম, যার দ্বারা লোকের উপকার হয় এবং সেই ব্যক্তি অধম, যার দ্বারা লোকের উপকার সাধিত হয় না। **আমি পুনরায় তোমাদেরকে বোলছি: তোমরা যদি আল্ল াহর সৃষ্ট জীবের উপর রহম না করো, আল্ল াহও তোমাদের উপর রহম কোরবেন না**। অথচ প্রতিটি মুহূর্ত তোমরা আল্ল াহর রহমতের মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদেরকে আল্ল াহর সংবাদ পৌছে দিয়েছি। যারা উপস্থিত রোয়েছে তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে এ সংবাদ পৌছে দেয়।

সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্ল াহে ওয়া বারাকাতাহু।

মক্কা বিজয়ের পর কা'বা প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় ভাষণ

আমি মহাপবিত্র আল্লাহর প্রশংসা কোরছি। তাঁর নিকট মাগফেরাত চাই। এলাহী আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ কোরতে পারে না; যাকে তিনি বিপথগামী করেন তাকে কেউ সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহাপবিত্র আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কেউ শরীক নেই। আমি তাঁর বান্দা ও রসুল।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত (পথ নির্দেশ) কোরছি যে, দাসদের (কাজের লোক, সেবক) সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কি অবগত নও যে, তাদের কাছেও এমন এক হৃদয় রোয়েছে যা কষ্ট পেলে ব্যথিত হয় এবং আরামে খুশী হয়? তোমাদের কি হোল যে, তোমরা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টি বিধান করো না? আমি লক্ষ্য কোরছি, তোমরা তাদেরকে হীন মনে করো এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো না। এটা কি? এটা কি জাহেলিয়াতের অহঙ্কার নয়? নিঃসন্দেহে এটা যুলুম ও বে-ইনসাফী। আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হোত। সর্বত্র আমীর ও গোত্র-সর্দাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বোসেছিল। আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং তোমাদের খেদমত-কারীরাও ইনসাফের অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমীর ওমরাহ এবং শাসকবর্গ তাদেরকে মানবীয় স্তরের উর্দ্ধে মনে কোরত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা কোরত। তাদের দৃষ্টিতে খাদেমদের জিন্দেগীর উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের যুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে কাজের লোকদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে খাদেমদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোন কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। এসলাম এ ধরণের রসম-রেওয়াজের অবসান ঘোটিয়েছে এবং জাহেলী অহঙ্কারকে ধূলিস্মাৎ কোরে দিয়েছে।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, তোমাদের রবের ফরমান হোচ্ছে:

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি কোরেছি এক পুরুষ ও এক নারী হোতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত কোরেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হোতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' (সূরা হুজরাত ১৩)

তোমরা জানো যে, সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরী। তাহোলে অহঙ্কারের হেতু কি? মনে রাখবে, এসলামের দৃষ্টিতে মানবতার উর্দ্ধে কোন মর্যাদা নেই এবং মনিব-কাজের লোক, উচ্চ-নীচু, ধনী-গরীব সবাই সমান। **এসলামের দৃষ্টিতে যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবি কোরতে পারে তা হোচ্ছে তাকওয়া** (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্কতা) **ও আমলে সালেহ** (দীন প্রতিষ্ঠার কাজ)। এটাই যখন বাস্তব তখন কেন তোমরা তোমাদের কাজের লোকদেরকে নীচ মনে করো? আমি লক্ষ্য কোরেছি যে, মনিবের সাথে কোন গোলাম কথা বোলতে চাইলে রাগে মনিবের চেহারা হিংস্র প্রাণীর মতো রক্তলোলুপ হোয়ে যায় এবং সে কোনভাবেই তার ক্রোধ দমন কোরতে পারে না। এটা জাহেলিয়াত ছাড়া আর কি হোতে পারে? **এমন হোতে পারে, কাজের লোক তার মনিবের চেয়ে উত্তম এবং তার আমলও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।**

হে মানুষ! যখন শাসনব্যবস্থা ছিল জাহেলিয়াতের (মুর্খতার) এবং নফসের পূজা তার চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার কোরেছিল মানুষের উপর, তখন যে কি মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হোয়েছিল তা মানবতার দৃষ্টি কখনও ভুলতে পারে না। আমি সে যুগও দেখেছি, যখন দাসদের সাথে বর্বর আচরণ ও যুলুম করা হোত। মহাপবিত্র আল্লাহ তাদের উপর রহম কোরেছেন, তাদের অধিকার প্রকাশ কোরে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার হেদায়াত কোরেছেন। আমি আমার রবের ফরমান মোতাবেক বোলছি যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে করো। তাদের কাছ থেকে এতটুকু কাজ আদায় করো যতটুকু তারা সহজে কোরতে পারে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও। তোমরা যা পরো তাই তাদেরকে পোরতে দাও। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করো যেরূপ তোমরা আপনজনের সাথে কোরে থাকো, তাদের জন্য তা পছন্দ করো যা তোমরা নিজেদের জন্য করো। তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ মনে কোর না। তোমরা যখন সফরে যাও আর তারাও তোমাদের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের আরামের প্রতিও খেয়াল রেখো। তোমাদের সাথে সওয়ারী থাকলে কিছুক্ষণ তোমরা আরোহণ করো এবং কিছুক্ষণ তাদেরকেও আরোহণের অনুমতি দিও। মানুষ হিসেবে তারা কোন অংশেই তোমাদের চেয়ে ছোট নয়। যেরূপ হৃদয় তোমাদের রোয়েছে; সেরূপ তাদেরও রোয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করো নি যে, আমি যায়েদকে আযাদ কোরে আমার ফুফাতো বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বেলালকে মু'আযযেন নিযুক্ত কোরেছি এজন্য যে তারা আমার ভাই। তোমরা দেখেছো যে আনাস আমার কাছে থাকে, তাকে আমি ছোট মনে কোরি না। কোন কাজ না কোরলেও আমি তাকে বোলি না যে কেন তুমি তা করো নি। ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কোন ক্ষতি হোয়ে গেলেও আমি তাকে কোন

ভর্ৎসনা কোরি না। আমি তোমাদেরকে নসিহত কোরছি যে, তোমাদের কোন খাদেম যখন খাবার নিয়ে আসে তখন তাকেও তোমাদের সাথে বসানো উচিৎ। তারা যদি একসঙ্গে বোসতে পছন্দ না করে, তাহোলে তাদেরকে কিছু খাবার দিয়ে দেয়া উচিৎ। **তোমাদের কোন গোলাম অপরাধ কোরে থাকলে সত্তরবার তাকে মাফ কোরবে–এ জন্য যে, তুমি যাঁর গোলাম, তিনি তোমার অপরাধ হাজার বার মাফ কোরে দেন**। মনে রেখো, কোন লোক তার গোলামের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ কোরলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বোলছি, তোমাদের গোলাম তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হোয়ে তোমাদের অধীন হোয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিৎ, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পোরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় না করে।

সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহ।

মক্কা বিজয়ের দিন কা'বা গৃহের সন্নিকটে রসুলাল্লাহর ভাষণের পৃথক বর্ণনা

এক আল্লাহ ব্যতীত কোন এলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ কোরেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য কোরেছেন। জেনে রাখ! জাহেলী যুগের সকল আভিজাত্যের অহঙ্কার, রক্ত বা সম্পদের দাবী আমার দু'পায়ের নিচে আজ দলিত। তবে বায়তুল্লাহর সেবা ও হাজ্বীদের পানি পান করাবার ব্যবস্থাপনা এর ব্যতিক্রম। জেনে রাখ! ভুলক্রমে হত্যার বিষয়টি ছড়ি অথবা লাঠি দ্বারা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ। এর জন্য গুরুতর রক্তপণ দিতে হবে, অর্থাৎ এক শত উট, যার মধ্যে চল্লিশটি থাকবে গর্ভবতী। হে কোরায়েশ সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের হোতে জাহিলী যুগের অহমিকা ও বংশগৌরবের অবসান ঘোটিয়েছেন। মানুষ মাত্রই আদম হোতে সৃষ্ট। আর আদম সৃষ্ট মাটি হোতে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন:

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি কোরেছি এক পুরুষ ও এক নারী হোতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত কোরেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হোতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' (সূরা হুজরাত ১৩)

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এই কারণে ধ্বংস হোয়ে গিয়েছে যে, **তাদের কোন অভিজাত লোক চুরি কোরলে তারা তাকে রেহাই দিত, কিন্তু কোন দুর্বল লোক চুরি কোরলে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ কোরত। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে মোহাম্মদের জীবন! যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি কোরত তাহোলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম**।

অদ্য তোমাদের প্রতি কোন প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। যাও! তোমরা মুক্ত স্বাধীন।

হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন সে দিনই তিনি মক্কাকে 'হারাম' ঘোষণা কোরেছেন। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক 'হারাম' ঘোষণার ফলে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর হুরমাত (পবিত্রতা, মর্যাদা) বলবৎ থাকবে। তাই যে লোক আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য এখানে রক্তপাত ঘটানো কিংবা এখানকার গাছপালা কর্তন করা বৈধ নয়। আমার পূর্বে কারও জন্য তা বৈধ ছিল না, আর আমার পরে কারও জন্য বৈধ হবে না। আমার জন্যও নয়; তবে এখানকার অধিবাসীদের প্রতি ক্রোধের কারণে এই সামান্য কিছু সময়ের জন্য (আমার জন্য) বৈধ করা হোয়েছে। জেনে রাখ! বিগত দিনের ন্যায় এর হুরমাত (মর্যাদা, পবিত্রতা) আবার ফিরে এসেছে। তোমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত আছ তারা অনুপস্থিতদের নিকট তা পৌছিয়ে দিবে। **সুতরাং কেউ যদি তোমাদেরকে বলে, আল্লাহর রসুল তো এখানে লড়াই কোরেছেন তাহোলে তোমরা বোলবে, আল্লাহ তাঁর রসুলের জন্য বৈধ কোরেছেন, তোমাদের জন্য বৈধ করেন নাই।'**

হে খুযা'আ সম্প্রদায়! খুন-খারাবী হোতে সংযত হও। খুন-খারাবী বহু হোয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয় নি। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা কোরেছ, আমি নিজে তার রক্তপণ আদায় কোরে দিব। আমার এ আদেশের পরে যদি কেউ নরহত্যা করে, তবে নিহতের অভিভাবকগণ প্রতিশোধ গ্রহণের দু'টি পন্থার যে কোন একটির সুযোগ গ্রহণ কোরতে পারে। যদি তারা চায় তবে 'কেসাস' হিসেবে ঘাতককে হত্যা কোরতে পারবে, কিংবা চাইলে তার নিকট হোতে রক্তপণ গ্রহণ কোরতে পারবে।

আজকের পর কেয়ামত পর্যন্ত আমরা এখানে আর যুদ্ধ কোরব না। এখানকার কোন শিকারকে তাড়ানও যাবে না। কাঁটাযুক্ত বৃক্ষও কর্তন করা যাবে না। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না। এখানে রাস্তায় পড়ে থাকা জিনিস উঠানোও যাবে না; তবে হারানো বিজ্ঞপ্তি দিবার জন্য উঠানো যাবে। এই কথা শুনে আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালেব (রা:) বোললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইযখির ব্যতীত? কেননা ইযখির ঘাস দাফনের কাজে ও ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রসুলাল্লাহ বোললেন: ইযখির ব্যতীত, এটি হালাল।

হুনায়নের যুদ্ধ ও রসুলাল্লাহর কথা

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী দুইটি স্থানের নাম হুনায়ন ও আওতাস। এই উভয় স্থানেই বনু হাওয়াযিনের সাথে মোসলেম বাহিনীর যুদ্ধ হোয়েছিল। মক্কা বিজয়ের পর আরবের বিভিন্ন গোত্র এসে দলে দলে মোসলেমদের বশ্যতা স্বীকার কোরে নিলেও হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয়ের বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। এই গোত্র দু'টি ছিল সংখ্যাবহুল এবং পরাক্রমশালী। তারা যুদ্ধেও দারুণ পটু ছিল। এ জন্যই মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেয়েই তারা মোসলেমদের আক্রমণ করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ালো। মালিক এবনে আওফ ছিল হাওয়াযিন গোত্রের সাধারণ সর্দার। সে এই যুদ্ধের সেনাপতি নির্বাচিত হোল। যুদ্ধ উন্মাদনায় প্রমত্ত তরুণ মালিক সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিল, 'তোমাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, গরু, ছাগ-মেষ প্রভৃতি, সমস্ত পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধে যোগদান কোরতে হবে।' পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদের মায়াপাশ ছিন্ন কোরে রণক্ষেত্র থেকে কেউই পলায়ন কোরতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যেই সে এই নির্দেশ জারি কোরেছিল।

যুশম শাখাগোত্রের সর্দার দুরায়দ এবনে আসসিমা ছিল আরবের প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এবং স্বনামধন্য কবি। তার বয়স ছিল শতাধিক বছর। সে যেমন ছিল নামজাদা বীর-পুরুষ তেমনি ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। কিন্তু নিদারুণ বার্দ্ধক্যের দরুণ এখন তার সমস্ত গুণগরিমাই শিথিল হোয়ে এসেছে। যেহেতু তার ক্ষুরধার বুদ্ধির প্রতি হাওয়াযিন গোত্রের সকলেই নির্ভর কোরত, এই জন্য তাকে সেনাপতি মালিকের মন্ত্রণাদাতা সহকারী সেনাপতিরূপে গ্রহণ করা হোল। দুর্বলতার কারণে তার চোলবার শক্তি ছিল না, দৃষ্টিশক্তি তো একেবারেই নষ্ট হোয়ে গিয়েছিল। মৃত লাশের ন্যায় তাকেও খাটে বহন কোরে সঙ্গে নেওয়া হোল।

সেনাবাহিনী যখন আওতাস ময়দানে পৌছুল তখন দুরায়দ এবনে আসসিমা জিজ্ঞেস কোরল, 'কোথায় পৌছুলাম?' লোকেরা বোলল, 'আওতাস ময়দানে।' দুরায়দ বোলল, 'এটাই যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান।' তারপর সে জিজ্ঞেস কোরল, 'গরু-বাছুর, ছাগ-মেষ প্রভৃতির চিৎকার ও শিশুর কান্নার ধ্বনি কোথা থেকে আসছে?' লোকেরা বোলল, **'কেউ যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করে তার জন্য আমরা মালিকের নির্দেশে স্ত্রী-কন্যা, গরু-বাছুর প্রভৃতি সবকিছু সঙ্গে কোরে নিয়ে এসেছি।'** দুরায়দ বোলল, **'এটা ভুল, একেবারে ভুল ধারণা। মানুষ যখন পরাজিত হোয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে তখন কোন কিছুর মমতাই তাকে আটকিয়ে রাখতে পারে না। অধিকন্তু ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রী-পুত্র তখন তার বিপদ আরও বাড়িয়ে দেয়। আর জয়ী হোলে তো এসবের কোন প্রয়োজনই থাকে না।'** তারপর সে যখন জানতে পারলো যে দুইটি বড় গোত্রের লোকেরা এ অভিযানে যোগদান করে নাই, তখন সে বোলল, 'আজ যদি জয়লাভের সম্ভাবনা থাকত, তবে কা'ব ও কিলাব গোত্র নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদান কোরত।' সে সেনাপতিকে ডেকে বোলল, 'হে মালিক! তুমি হাওয়াযিন গোত্রকে ধ্বংস কোর না। আমার কথা শোন। এখনও সময় আছে। সকলকে নিজ দেশের কোন সুরক্ষিত স্থানে রেখে শুধু অশ্বারোহী যোদ্ধাবৃন্দকে নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করো। যদি জয়লাভ কোরতে পারো তবে তো মঙ্গলই; অন্যথায় আপন পরিবার ও ধন-সম্পদ রক্ষা পাবে।' কিন্তু তরুণ সেনাপতি তার কথা মানতে সম্মত হোল না। সে ক্রুদ্ধ হোয়ে বোলল, 'বার্দ্ধক্যের প্রচণ্ড চাপে তোমার দেহ যেমন দুর্বল হোয়ে পড়েছে, তেমনি তোমার জ্ঞান-বিবেকও দুর্বল হোয়ে গেছে।'

অপরদিকে যথাসময়ে মক্কায় রসুলাল্লাহর নিকট হাওয়াযিনদের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পৌছুল। অষ্টম হেজরীর সওয়াল মাস। তিনি মদীনা থেকে আগমনকারী দশ হাজার এবং নওমোসলেম দুই হাজার মোট বারো হাজার সৈন্য নিয়ে শান শওকতের সাথে হুনায়ন অভিমুখে যাত্রা কোরলেন। যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে তিনি সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে কিছু নীতিমালা জানিয়ে দিলেন, **'যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, কোন যুদ্ধ বন্দিনীর নিকট (জরায়ুর) পবিত্রতা প্রকাশিত হবার আগে (কামভাব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে) গমন করা তার জন্য বৈধ নয়। যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য বণ্টনের আগে গনীমতের মাল বিক্রয় করা বৈধ নয়। যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, মোসলেমদের গনীমতের সওয়ারীতে আরোহণ করা তার জন্য বৈধ নয় যে, অবশেষে যখন সওয়ারী ক্ষীণ হোয়ে যাবে তখন সে তা গনীমতে ফিরিয়ে দিবে। যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তার জন্য বৈধ নয় যে, সে মোসলেমদের কোন গনীমতের বস্ত্র পরিধান কোরবে। অবশেষে তা জীর্ণ হোয়ে গেলে গনীমতে তা ফিরিয়ে দিবে।'**

মাত্র চার-পাঁচ হাজার হাওয়াযিনের বিরুদ্ধে বারো হাজারের এই অভিযান। জয় তো সুনিশ্চিত। অলক্ষ্যেই সকলের মনের কথা একজন সাহাবীর মুখ থেকে বের হোয়ে পড়লো, **'আজ আর কেউই আমাদের পরাজিত কোরতে পারবে না।'** কিন্তু **অহঙ্কার আল্লাহ পছন্দ করেন না।** জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে। আল্লাহর ইচ্ছা না হোলে মানুষ কিছুই কোরতে পারে না। ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল কোন কিছুই কাজে আসে না।

প্রথম সংঘর্ষ: মোসলেম বাহিনী তিহামার কোন একটি গিরিপথ ধোরে অতি ভোরে দ্রুতগতিতে হুনায়নের দিকে অগ্রসর হোচ্ছিলেন। শত্রুসেনা পূর্ব থেকেই উক্ত

গিরিপথের দুইধারে আত্মগোপন কোরে মোসলেম বাহিনীর অপেক্ষায় ওঁত পেতে বোসেছিল। হঠাৎ শত্রুপক্ষ তাদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় তীরনিক্ষেপ কোরতে আরম্ভ কোরল। মোসলেম বাহিনী চোলছিল নিঃশঙ্ক ভাবনাহীন চিত্তে। অপ্রস্তুত মোসলেম বাহিনী এই অতর্কিত আক্রমণে দিশাহারা হোয়ে পড়লো। অগ্রগামী সেনাদল ভীত ও শঙ্কিত কলেবরে পশ্চাদপদ হোতে বাধ্য হোল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে তারা সঙ্কীর্ণ গিরিপথে একে অন্যের উপর পড়তে লাগলো। তাদের দুরবস্থা দেখে পশ্চাদগামী দলও তাদের সাথে পলায়ন কোরতে আরম্ভ কোরল।

মোসলেম বাহিনীর সকল অহঙ্কার মাটিতে মিশে গেল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে পরাজয় বরণ কোরতে হবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নাই। সংখ্যায় অল্প হোয়ে বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাজিত করার অভিজ্ঞতাই তারা নিয়মিত অর্জন কোরেছে। কিন্তু সংখ্যায় অধিক হোয়েও যে পরাজয় বরণ কোরতে হোতে পারে এই অভিজ্ঞতা তারা আজই সর্বপ্রথম উপলব্ধি কোরল।

আব্দাল্লাহ এবনে ওমর (রা:) বলেন, **'সেই দিন মাত্র একশত লোক রসুলাল্লাহর সাথে রণক্ষেত্রে অটল ছিলেন।' বারো হাজার সৈন্যের মধ্যে একশত জন অটল থাকা কেউ না থাকারই শামিল** এবং সেই একশত জনও যে একত্রিত ছিলেন তা নয়। মহানবীর চতুর্পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন আবু বকর, ওমর, আলী, আব্বাস ও তাঁর পুত্র ফদল, আবু সুফিয়ান এবনে হারিস ও তাঁর পুত্র জাফর, রবী'আ, আয়মান, ওসামা প্রমুখ। রসুলাল্লাহ একটি খচ্চরের পিঠে উপবিষ্ট ছিলেন। মোসলেমগণ রণক্ষেত্র থেকে সোরে যাওয়ার পর তিনি নির্ভীক চিত্তে খচ্চরকে আগে বাড়িয়ে শত্রুদলের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বোলতে লাগলেন,

আমি নবী, এ মিথ্যা নয়, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান বটে।

রসুলাল্লাহ ডানদিকে লক্ষ্য কোরে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন, 'হে আনসারগণ!' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসলো, 'লাব্বায়েক ইয়া রসুলাল্লাহ!' বাম দিকে ফিরে তিনি ডাক দিলেন, **'হে আনসারগণ!'** উত্তর আসল, 'লাব্বায়েক ইয়া রসুলাল্লাহ!' আব্বাস (রা:) রসুলাল্লাহর অতি নিকটে তাঁর খচ্চরের রশি ধোরে দণ্ডায়মান ছিলেন। রসুলাল্লাহ তাঁকে আনসার ও মোহাজেরগণকে আহ্বান করার নির্দেশ দিলেন। আব্বাস (রা:) ছিলেন যেমন বলিষ্ঠকায় পুরুষ, তেমনই ছিলো তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর। তিনি ডাকলেন, **'হে আনসারগণ, হে আসহাবে শাজারাহ।'** এই আহ্বান কর্ণগোচর হওয়ামাত্র আনসার ও মোহাজেরগণ পেছনদিক থেকে পঙ্গপালের মত ছুটে এসে রসুলাল্লাহর চারপাশে সমবেত হোতে লাগলেন। শত্রুদের তুমুল আক্রমণ ও জনতার ভিড়ের কারণে যারা অশ্ব উষ্ট্র নিয়ে অগ্রসর হোতে অক্ষম হোলেন, তারা লৌহবর্মসমূহ কাঁধে ঝুলিয়ে উলঙ্গ তরবারী হাতে লাফিয়ে পড়তে লাগলেন। এইভাবে বিচ্ছিন্ন মোসলেমবাহিনী পুনরায় রসুলাল্লাহর নিকট সমবেত হোয়ে গেলো।

আল্লাহ পবিত্র কো'রআনে বলেন,

'হে মো'মেনগণ! তোমরা হুনায়নের যুদ্ধের কথা স্মরণ করো। যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাধিক্যের গর্বে গর্বিত হোয়েছিলে। কিন্তু ফলে সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসলো না। আর এই বিশাল ভুমণ্ডল তোমাদের নিকট সঙ্কীর্ণ মনে হোতে লাগলো। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কোরে পলায়নরত হোলে। অতঃপর আল্লাহ আপন রসুল এবং মো'মেনদের প্রতি সাকীনা (আত্মপ্রত্যয়) নাযেল কোরলেন এবং এমন সৈন্যদল প্রেরণ কোরলেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাও নাই। আর কাফেরদেরকে আযাবে নিপতিত কোরলেন। এটাই কাফেরদের শাস্তি। (সূরা তওবা ২৫-২৬)

মোসলেম বাহিনী যখন তাদের ভুল বুঝতে পারলো এবং সমস্ত পার্থিব ক্ষমতার উপর ভরসা পরিত্যাগ কোরে তাঁরা অনন্ত শক্তির মহাকেন্দ্র আল্লাহর প্রতি পূর্ণ তাওয়াক্কুল কোরলেন তখন তাঁদের ঈমানের অপ্রতিরোধ্য উজ্জ্বল জ্যোতি ও দুর্দমনীয় শক্তি বিকশিত হোয়ে উঠল। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হোয়ে উঠল। তাদের তরবারীর আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হোয়ে কাফেরগণ জাহান্নামে পৌঁছুতে লাগলো। রসুলাল্লাহ উল্লসিত স্বরে বোললেন, 'এতক্ষণে যুদ্ধ জমে উঠেছে'।

রসুলাল্লাহ খচ্চরের পিঠ থেকে অবতরণ কোরে এক মুঠো কঙ্কর হাতে নিয়ে **'কাফেরদের মুখ বিবর্ণ হোক'** বোলে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ কোরলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকের চোখেই সেই কঙ্কর পতিত হোল। সুতরাং শত্রুগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ কোরে পলায়ন কোরতে বাধ্য হোল।

***

যুদ্ধ শেষে হাওয়াযিন গোত্রের নেতৃবৃন্দ বন্দীদের মুক্ত কোরে নিতে চাইলে হাওয়াযিন গোত্রের সকলের প্রতি রসুলাল্লাহ বলেন, 'তোমাদের এই ভায়েরা অনুতপ্ত হোয়ে আমার নিকট এসেছে এবং তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়াই আমার অভিপ্রায়। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হোয়ে ফেরত দিতে চায় সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় গ্রহণ কোরতে পছন্দ করে আমরা সে গনীমতের মাল হোতে তা দিব যা আল্লাহ ভবিষ্যতে প্রথম আমাদের দান কোরবেন। সে তা করুক অর্থাৎ বিনিময় প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে ফেরত দিক।'

সাহাবীগণ বোললেন, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আমরা স্বেচ্ছায় তাদের ফেরত দিলাম।' রসুলাল্ল াহ বোললেন, **'তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল আর কে দিল না তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিনা। কাজেই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতৃবৃন্দ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক।'** সাহাবীগণ ফিরে গেলেন। তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা কোরলেন। তারপর রসুলাল্ল াহর নিকট এসে জানালেন যে, সাহাবীগণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন।

হুনায়ন ও আওতাস যুদ্ধে গনীমতরূপে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ মোসলেমদের হস্তগত হোয়েছিল ইতিপূর্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লি শ হাজারের অধিক ছাগ-মেষ এবং চারহাজার উকিয়া রৌপ্য তাদের অধিকারে এসেছিল। রসুলাল্ল াহ গনীমতের মাল আল্ল াহর নির্দেশ অনুযায়ী বিতরণ করেন। তার অধিক অংশ মক্কাবাসীরা লাভ করেন। এতে আনসারগণ দুঃখিত হোয়ে অসাক্ষাতে সমালোচনা শুরু করেন।

রসুল এ চর্চা শুনে তাঁবু স্থাপনের আদেশ দিলেন এবং আনসারদের আহ্বান কোরে জানতে চাইলেন ব্যাপার কি? আনসারগণ বোললেন, 'আমাদের সর্দারদের মধ্যে কেউ এরূপ বলেন নি বরং যুবকেরা বোলেছে এবং আপনি যা শুনেছেন তা সত্য।' তখন তিনি আনসারদের উদ্দেশ্যে বোললেন:

এটা কি সত্য নয় যে তোমরা প্রথমে পথভ্রষ্ট ছিলে এবং আমার মাধ্যমে আল্ল াহ তোমাদেরকে হেদায়াত কোরেছেন? তোমরা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিলে, আল্ল াহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ কোরেছেন? তোমরা অভাবগ্রস্থ ছিলে, আল্ল াহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ঐশ্বর্যশালী কোরেছেন?

আল্ল াহর নবী এসব প্রশ্ন কোরছিলেন এবং তার প্রত্যেক বাক্যের শেষে আনসারগণ জবাব দিচ্ছিলেন, আল্ল াহ ও তাঁর রসুলের এহসান সবচেয়ে বেশী।

আল্ল াহর রসুল বোললেন: **না, তোমরা এ কথা বলো, 'হে মোহাম্মদ (দ:)! মানুষ যখন তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরত তখন আমরা তোমাকে সত্য বোলেছি, লোকেরা যখন তোমাকে ত্যাগ কোরেছিল তখন আমরা তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য কোরছি।' অতঃপর রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'তোমরা এ জবাব দিতে থাকো এবং আমি বোলতে থাকবো, তোমরা সত্য বোলেছ। কিন্তু হে আনসারগণ, তোমরা কি পছন্দ করো না যে, লোকেরা উট-বকরী নিক এবং তোমরা মোহাম্মদ (দ:)-কে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও?'**

আনসারগণ মাত্রাহীন চীৎকার কোরে উঠলেন: আমরা শুধু মোহাম্মদকেই (দ:) চাই। অধিকাংশ লোক এত বেশী কাঁদছিলেন যে তাদের দাড়ি ভিজে গেল।

রসুলাল্ল াহ বোললেন: **মক্কার লোক নতুন মোসলেম, অধিকারের ভিত্তিতে তাদের দিই নি, বরং দিয়েছি তাদের সন্তুষ্টির জন্য। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তারা যা নিয়ে যাচ্ছে তার তুলনায় তোমরা যা নিয়ে যাচ্ছ তা সহস্র গুণ উত্তম। হেজরত না হোলে আমি আনসারই হতাম। অন্য সবাই যেই পথে চলুক আর যেই প্রান্তরে অবস্থান করুক, আমি চলবো সেই পথে ও সেই প্রান্তরে যেখানে আনসারগণ রোয়েছে। আনসাররা হোলো মূল এবং অন্য সবাই হল শাখা-প্রশাখা। হে পরওয়ারদিগার! বংশপরম্পরায় আনসারদেরকে তোমার অনুগ্রহে ধন্য কর।**

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে আল-জিইররানা নামক স্থানে যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহ যে ভাষণ দেন তা নিম্নরূপ। কতিপয় লোক তাঁর নিকট এসে গনীমতের হিস্যা দাবি কোরলে তিনি বলেন:

'আমার চাদর আমাকে দাও। তোমরা কি মনে কর যে জিনিস আল্ল াহ তোমাদেরকে দিয়েছেন তা তোমাদের মধ্যে আমি বন্টন কোরব না? যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! তিহামা প্রান্তরের বাবলা বৃক্ষের মত এত অধিক সংখ্যক পশুও যদি আল্ল াহ তোমাদেরকে দান করেন তবে তাও আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন কোরে দিব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু ও মিথ্যাবাদী পাবে না। **কেউ যদি একটি সূতা বা সুঁচ নিয়ে যায় তবে তাও দিয়ে দাও। গনীমত হোতে কিছু চুরি করা লজ্জা ও জাহান্নামের কারণ হয় এবং কেয়ামতের দিনও এটি লজ্জা এবং মারাত্মক অপরাধের কারণ হবে।** অতঃপর তিনি বকরী বা উটের পার্শ্বদেশ হোতে একটি পশম হাতে নিয়ে বোললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম! আল্ল াহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতে এতটুকু হিস্যাও আমার নেই। হ্যাঁ, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আমি পাই। তা তোমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হয়।'

নবম হেজরীতে তাবুকের মাঠে রসুলাল্ল াহর ভাষণ*

তাবুকে সালাহ কায়েমের পর রসুলাল্ল াহ এক সংক্ষিপ্ত অথচ পরিপূর্ণ ভাষণ দান করেন। আল্ল াহর উত্তম গুণগান করার পর তিনি বলেন:

১. সবচেয়ে সত্য কথা হোচ্ছে আল্ল াহর কেতাব;

২. সর্বাধিক মজবুত রজ্জু হোচ্ছে তাকওয়ার বাক্য;

৩. সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মিল্ল াত হোচ্ছে এব্রাহীম (আ:) এর মিল্ল াত;

* তাবুকের অভিযান এসলামের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন যুদ্ধাভিযান ছিল না। ১৫৬ পৃষ্ঠায় পড়ুন তাবুক অভিযানের উদ্দেশ্য।

৪. সর্বোত্তম সুন্নাহ হোচ্ছে রসুলাল্ল াহর সুন্নাহ;

৫. সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ বাক্য হোচ্ছে আল্ল াহর যেকের;

৬. সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ বর্ণনা হোচ্ছে আল-কোর'আন;

৭. সর্বোত্তম কর্মপরিণাম ফলের উপর নির্ভরশীল।

৮. সবচেয়ে উত্তম কাজ সঙ্কল্পের দৃঢ়তা (সবর)।

৯. সকল কাজের মধ্যে নিকৃষ্টতম কাজ হোল দীনের মধ্যে নতুনত্বের (বে'দাত) সৃষ্টি।

১০. সকল পথের চেয়ে নবীদের পথ সুন্দরতম।

১১. সবচেয়ে উত্তম রাস্তা হোল যাতে লোক চোলতে পারে।

১২. সর্বাধিক মহিমান্বিত মৃত্যু হোচ্ছে শহীদের মৃত্যু;

১৩. নিকৃষ্টতর গোমরাহী হোচ্ছে যা হেদায়াতের পরে আসে;

১৪. উৎকৃষ্টতর আমল হোচ্ছে যা উপকারী;

১৫. সর্বোৎকৃষ্ট হেদায়াত হোচ্ছে যা অনুসরণ করা হয়;

১৬. সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হোচ্ছে অন্তরের অন্ধত্ব;

১৭. নিচের হাত হোতে উপরের হাত উত্তম (দাতার হাত গ্রহীতার হাত হোতে উত্তম) ;

১৮. অল্প অথচ পর্যাপ্ত সম্পদ ঐশ্বর্যের ঐ স্তুপ থেকে ভালো, যা গাফেলতের মধ্যে ফেলে দেয়।

১৯. নিকৃষ্ট ওযর-আপত্তি হোচ্ছে যা মৃত্যুর সময় উপস্থিত করা হয়;

২০. কেয়ামত দিবসের লজ্জাই হোচ্ছে বড় লজ্জা।

২১. কিছু এমন মানুষ আছে যারা জুমু'আর সালাতে বিলম্বে আসে এবং **এমন কিছু মানুষ রোয়েছে যারা আল্ল াহর যেকের করে অমনোযোগী অবস্থায়, যা সত্যিকার অর্থে যেকের হোতে দূরে থাকারই নামান্তর**।

২২. সব পাপের চেয়ে জঘন্যতম মিথ্যা কথা।

২৩. সবচেয়ে উত্তম প্রাচুর্য হোচ্ছে অন্তরের প্রাচুর্য;

২৪. সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পাথেয় হোচ্ছে তাকওয়া;

২৫. দীলের মধ্যে তাকওয়া বিজ্ঞতার মূল।

২৬. দীলের মধ্যে যা কিছু স্থাপন করা হয় তার মধ্যে আল্ল াহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান সর্বোত্তম।

২৭. সন্দেহ সৃষ্টি করা কুফরীর শাখা।

২৮. উচ্চস্বরে বিলাপ করা জাহেলিয়াতের প্রথা;

২৯. আত্মসাৎকৃত গনীমতের সম্পত্তি জাহান্নামের ইন্ধন;

৩০. মাদক গ্রহণ জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার শামিল;

৩১. মন্দ কাজে মগ্ন হওয়া আগুনে পতিত হওয়ার সমান।

৩২. অশালীন কবিতা শয়তানের পক্ষ হোতে আসে;

৩৩. দুষ্ট নারীরা শয়তানের ফাঁদ;

৩৪. যৌবন উন্মত্ততার একটি শাখা;

৩৫. আমাদের পূঁজির পরিণতি উত্তম।

৩৬. সুদের উপার্জন নিকৃষ্টতম জীবিকা;

৩৭. নিকৃষ্ট খাদ্য হোচ্ছে এয়াতীমের সম্পদ;

৩৮. সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে অপরের নিকট থেকে উপদেশ গ্রহণ করে;

৩৯. দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি যে মাতৃগর্ভেই হতভাগা;

৪০. তোমাদের প্রত্যেককে চার হাত জায়গায় (কবরে) যেতে হবে;

৪১. কর্মফল আখেরাতে প্রকাশ পায়;

৪২. সাফল্যের ভিত্তি হল শেষ পরিণাম;

৪৩. নিকৃষ্ট বর্ণনাকারী হোচ্ছে মিথ্যা বর্ণনাকারী;

৪৪. যা কিছু ঘটবার তা অচিরেই ঘটবে;

৪৫. সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বপ্ন যা মিথ্যা।

৪৬. মো'মেনদেরকে গালি দেওয়া ফিস্‌ক (অবাধ্যতা);

৪৭. মো'মেনকে হত্যা করা কুফর;

৪৮. মো'মেনের গোশত খাওয়া (গীবত করা) আল্ল াহর অবাধ্যতা;

৪৯. মো'মেনের মাল অপর মো'মেনের জন্য এরূপ হারাম যেরূপ তার রক্ত।

৫০. যে আল্ল াহর মুখাপেক্ষী হয় না, আল্ল াহ তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন।

৫১. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খায় আল্ল াহ তাকে মিথ্যাবাদী বোলে আখ্যায়িত করেন।

৫২. যে ব্যক্তি গুনাহ মাফ চায় আল্ল াহ তাকে মার্জনা করেন;

৫৩. যে মাফ করে তাকে মাফ করা হয়।

৫৪. যে অন্যের আয়েব (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে আল্ল াহ তার আয়েব গোপন রাখেন।

৫৫. যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে আল্ল াহ তাকে পুরস্কৃত করেন।

৫৬. যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন কাজ করে আল্ল াহ তাকে অপদস্থ করেন।

৫৭. যে ক্ষতির মধ্যেও সবর অবলম্বর করে আল্ল াহ তাকে পুরস্কৃত করেন।

৫৮. যে সবর করে আল্ল াহ তাকে উন্নীত করেন।

৫৯. যে চোগলখুরী করে আল্ল াহ তাকে সর্বত্র অপমানিত করেন।

৬০. যে ব্যক্তি আল্ল াহ তা'আলার অবাধ্য আল্ল াহ তার উপর আযাব নাযেল করেন। হে আল্ল াহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা কোরুন। তিনি এই দোয়া তিনবার করেন।

তাবুকের অভিযানে উটে উপবিষ্ট অবস্থায় রসুলাল্ল ার ভাষণ

'সাবধান! কে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও কে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তা কি আমি তোমাদেরকে বোলব? **নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি ঘোড়া অথবা উটের পিঠে চড়ে অথবা পায়ে হেঁটে আমৃত্যু আল্ল াহর পথে জেহাদ অব্যাহত রাখে, সে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। আর যেই ব্যক্তি পবিত্র কোর'আন তেলাওয়াত করে অথচ তার নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে না সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।**'

মক্কা বিজয়ের বছর রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'হে জনগণ! জাহেলী যুগে যে সকল চুক্তি করা হোয়েছে, এসলাম সেগুলিকে আরও সুদৃঢ় করে। এসলামে অনুরূপ চুক্তির প্রয়োজন নেই। সমস্ত মোসলেম তাদের ব্যতীত অন্যদের বিপরীতে একক শক্তি। সাধারণ একজন মোসলেম কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলে সমস্ত মোসলেম তাকে রক্ষা কোরবে। **দূরবর্তী সৈন্যগণ যে গনীমত লাভ কোরবে (কেন্দ্র অথবা সেনাপতির) নিকটবর্তীগণও তার অংশ পাবে** (অর্থাৎ যুদ্ধে লিপ্ত সিপাহীরা যা অর্জন কোরবে তাদের পিছনে থাকা সৈন্যরাও তার অংশীদার হবে)। কোন কাফের কে হত্যার অপরাধে কোন মো'মেনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। একজন কাফেরের রক্তমুল্য একজন মোসলেমের দিয়াতের অর্দ্ধেক। পশুর যাকাহ এক জায়গায় বোসে থেকে উসুল করা জায়েয নেই এবং যাকাহ দেয়ার ভয়ে পশুসহ দূরে চলে যাওয়াও জায়েয নেই। লোকদের বসতিতে যেয়েই যাকাহ উসুল কোরতে হবে। অন্য আরেক রিওয়াতে আছে, আশ্রিত বা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (যিম্মী) ব্যক্তির দিয়াত হোল একজন স্বাধীন মোসলেমের অর্দ্ধেক।'

মীনা'র খায়ফ-এ রসুলাল্ল াহর ভাষণ

অষ্টম হেজরী সালের ৮ রামাদান নবদীক্ষিত মোসলেমদের লক্ষ্য কোরে মিনায় এই ভাষণ দেওয়া হয়।

'আল্ল াহ সজীবতা দান কোরুন সেই বান্দাকে, যে আমার কথা শুনে যথাযথভাবে সংরক্ষণ কোরল। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার এই কথা শুনে নাই তার নিকট তা পৌছিয়ে দিল। এমন অনেক জ্ঞানের বাহক আছে, যাদের নিকট সঠিক বুঝ নেই। আবার এমন জ্ঞানের বাহকও রোয়েছে, যার জ্ঞানকে তাদের চেয়ে অধিক সমঝদারের নিকট পৌছিয়ে দেয়। তিনটি কাজ এমন রোয়েছে, যেগুলির প্রতি ঈমানদারের অন্তর বিদ্বেষ পোষণ কোরতে পারে নাঃ (১) পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আল্ল াহর জন্য আমল করা, (২) মোসলেম শাসকদেরকে নসীহত করা ও (৩) মোসলেম জামা'আতের (সমাজ) সাথে সম্পৃক্ত থাকা। কারণ মোসলেমদের দোয়া পশ্চাৎ হোতে পরিবেষ্টন কোরে রাখে।'

যার উদ্দেশ্য পরকাল (এর সাফল্য লাভ), আল্ল াহ তার বিক্ষিপ্ত কর্মগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং তার অন্তরে আত্মনির্ভরতা দান করেন। অধিকন্তু দুনিয়া পর্যুদস্ত অবস্থায় তার শরণাপন্ন হয়। অপরদিকে যার উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়া, আল্ল াহ তার কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দান করেন এবং তার চোখে অভাব দান করেন। তদুপরি দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে কেবল তাই তার হস্তগত হয়, যা তার জন্য বরাদ্দ করা হোয়েছে।'

দান সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

এক দিন রসুলাল্ল াহর নিকট কিছু ধন বা কয়েদী আনা হোলে তিনি লোকদের মধ্যে তা বণ্টন কোরে দেন। কিছু লোককে দিলেন এবং কিছু লোককে দিলেন না। তাঁর নিকট সংবাদ পৌছল যে, তিনি যাদেরকে দেন নাই তারা অসন্তুষ্ট হোয়েছে। তখন রসুলাল্ল াহ আল্ল াহর প্রশংসা কোরলেন এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা কোরলেন। অতঃপর নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন।

'আল্ল াহর শপথ! আমি কোন লোককে দিয়েছি এবং কোন লোককে দিই নাই। যাদের অন্তরে কেবল অধৈর্য আর অস্থিরতা, আমি কেবল সেই সকল লোককে দেই। যাকে আমি দেই নাই সে আমার নিকট তার চেয়ে অধিক প্রিয় যাকে আমি দিয়েছি। আর আল্ল াহ যাদের অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা ও কল্যাণ দান কোরেছেন, সেই সকল লোককে আমি তাদের নিজেদের উপর ছেড়ে দেই। আমর এবনে

তাগলিব তাদের মধ্যে একজন।' (বর্ণনাকারী বলেন) আল্ল াহর শপথ! আল্ল াহর রসুলের বাণীর পরিবর্তে লাল উট গ্রহণ করাকেও পছন্দ কোরি না অর্থাৎ রসুলাল্ল াহর বাণীই আমার নিকট সকল প্রিয় জিনিসের চেয়ে প্রিয়।'

হারুরা অভিযানে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

এই অভিযানে দুশমনের সম্মুখীন হোলে তিনি অপেক্ষা কোরতে থাকেন। অবশেষে সূর্য ঢলে পড়লে তিনি সঙ্গীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদান করেন।

'হে জনগণ! তোমরা শত্রুর মুখামুখী হওয়ার আকাঙ্খা কোর না, বরং আল্ল াহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা কর। আর যখন তোমরা সামনাসামনি হোয়ে যাও তখন সবর অবলম্বন কোর। আর জেনে রাখ! **জান্নাত তরবারির ছায়াতলে**। অতঃপর রসুলাল্ল াহ দাঁড়িয়ে দোয়া কোরলেন, 'হে আল্ল াহ! তুমি কেতাব নাযেলকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী এবং শত্রুদলকেও পরাভূতকারী। তুমি তাদের পরাজিত কর এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।'

হেজরী নবম সনে হজ্ব ফরদ হওয়ার পর রসুলাল্ল াহর ভাষণ

'হে মানব মণ্ডলী! আল্ল াহ তোমাদের উপর হজ্ব ফরদ কোরেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্ব কোরবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, 'ইয়া রসুলাল্ল াহ! এটি কি প্রতি বছর?' তিনি চুপ থাকলেন, 'এমনকি সে তিনবার জিজ্ঞাসা কোরল।' তখন রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'যদি আমি হ্যাঁ বোলতাম তবে ফরদ হোয়ে যেত; কিন্তু তা তোমাদের আদায় করার সাধ্য হত না।' অতঃপর তিনি বোললেন, 'দেখ, **যে বিষয়ে আমি তোমাদের কিছু বলি নাই, সে বিষয় সেরূপ থাকতে দাও। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশী প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হোয়েছে। অতএব আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয় করার নির্দেশ দিব, তার যতখানি সাধ্যে কুলায় কোরবে এবং যে ব্যাপারে নিষেধ কোরব তা ত্যাগ কোরবে।'**

'জাহেলী যুগের লোকেরা আরাফাত হোতে রওয়ানা হত যখন সূর্যকে অস্ত যাওয়ার পূর্বে মানুষের চেহারাতে মানুষের পাগড়ীর ন্যায় দেখাত এবং মুযদালিফা হোতে রওয়ানা হত যখন সূর্যকে উদয়ের পর মানুষের চেহারায় ঐরূপ মানুষের পাগড়ীর ন্যায় দেখাত। আর আমরা আরাফাত হোতে রওয়ানা হব না, যতক্ষণ না সূর্য ডুবে যায় এবং মুযদালিফা হোতে রওয়ানা হব সূর্য উদয়ের পূর্বে। আমাদের নিয়ম মূর্তিপূজারী ও মোশরেকদের নিয়মের বিপরীত।'

তওহীদ জান্নাতের চাবি

দশম হেজরীতে মু'আয এবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামান ও হাদরামাওত এর গভর্নর নিয়োগের পর তাঁকে বিদায় দেয়ার মুহূর্তে রসুলাল্ল াহ নিম্নোক্ত ভাষণ দেন।

'হে মু'আয! তুমি আহলে কেতাবের একটি সম্প্রদায়ের নিকট গমন কোরছ। তারা তোমাদেরকে জান্নাতের চাবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরবে। তুমি তাদের জানিয়ে দিবে যে, **জান্নাতের চাবি হোল 'লা এলাহ এল্ল াল্ল াহ**।' এই চাবি প্রত্যেক যবনিকা ভেদ কোরে আল্ল াহ পর্যন্ত পৌছে যাবে। **যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এই চাবি সমেত কোন ধরণের পাপ নিয়ে হাযির হবে, তার ও আল্ল াহর মধ্যখানে কোন আড়াল থাকবে না**।' মু'আয (রাঃ) বোললেন, 'আপনার কি অভিমত, যে বিষয়গুলি কোর'আনে নাই এবং আপনার নিকট হোতেও শুনতে পাই নাই, সেগুলি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হোলে আমি কি তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব?' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'বিনম্র হও, তাহোলে আল্ল াহ তোমাকে সমুন্নত রাখবেন। **কোন বিষয়ে জানা না থাকলে কখনো কোন ফায়সালা দিবে না**। কোন বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে জনগণের নিকট সে বিষয় জানতে চাইবে। **সংকোচ বোধ কোর না, পরামর্শ নিও। এর পর নিজে চিন্তা ভাবনা কোরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কোর**। **যদি আল্ল াহ তোমার মধ্যে সত্যনিষ্ঠা দেখতে পান তবে তিনি তোমাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের তওফিক দান কোরবেন। যদি কোন বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা হোলে অপেক্ষা কোরবে যতক্ষণ না তুমি নিশ্চিত হবে কিংবা সেই বিষয়ে জানতে চেয়ে আমার নিকট চিঠি লিখবে**। প্রবৃত্তির লালসা পূরণ হোতে বিরত থাকবে। কেননা সেটাই দুর্ভাগাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। তদুপরি তোমার উচিত সদাশয় ও বিনম্র হওয়া।'

দুর্ভিক্ষপীড়িত মুদার গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে

(মুনযির এবনে জারীর (রাঃ) তাঁর পিতার উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণনা করেন যে, একদা (নবম হেজরী) দিনের মধ্যভাগে আমরা রসুলাল্ল াহর সাথে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় কতিপয় মানুষ নগ্নপদে, অর্দ্ধ উলঙ্গ ও ডোরাকাটা উলের কাপড় ও ঢিলা জুব্বা পরিহিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। তাদের তরবারিগুলি তাদের কাঁধে ঝুলানো অবস্থায় ছিল। তাদের অধিকাংশ এবং সকলে ছিল মুদার গোত্রের সদস্য। তাদের হতদরিদ্র অবস্থা অবলোকন কোরে রসুলাল্ল াহর চেহারা বিবর্ণ হোয়ে গেল। তিনি নিজ গৃহে প্রবেশ কোরলেন এবং বাহিরে এসে বিলালকে (রাঃ) আযান দিবার নির্দেশ দিলেন। বিলালের (রাঃ) আযান ও একামত শেষে রসুলাল্ল াহ অভ্যাগতদের নিয়ে সালাহ কায়েম কোরলেন। সালাহ শেষে তিনি কোর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন:

'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হোতে সৃষ্টি কোরেছেন এবং যিনি তা হোতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হোতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্ল াহকে ভয় কর যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতিবন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্ল াহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'

'হে মো'মেনগণ! তোমরা আল্ল াহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই ভাবিয়া দেখুক আগামী কালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে।' (সূরা হাশর ১৮)

(এর পর উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী দান করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হল)। কেউ এক দীনার, কেউ এক দিরহাম, কেউ বস্ত্র, কেউ এক সা' (প্রায় তিন কেজির পরিমাণ) গম, কেউ এক সা' খেজুর দান কোরল। রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'অর্দ্ধেক খেজুর হোলেও নিয়ে আস।' এ মুহূর্তে এক আনসার সাহাবী একটি ব্যাগভর্তি অর্থ নিয়ে হাজির হোলেন, ভারী হওয়ার কারণে সেটি বহন কোরতে তার কষ্ট হোচ্ছিলো। জনগণ তা অবিরত দেখতে লাগল। খাবার ও বস্ত্রের দু'টি স্তুপ হোয়ে গেল। রসুলাল্ল াহর চেহারা আনন্দে স্বর্ণালী রূপ ধারণ কোরল। রসুলাল্ল াহ বোললেন, যে ব্যক্তি এসলামে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন কোরবে, তার বোঝা সে বহন কোরবে এবং যারা তার অনুসরণ কোরবে তাদের সম-পরিমাণ পাপও। এতে তাদের পাপ হ্রাস পাবে না।

'হে জনগণ! উদ্বৃত্ত হোতে দান কর, এক সা' অথবা অর্দ্ধ সা' হোলেও, এক মুষ্টি অথবা এক মুষ্টির অংশবিশেষ, একটি খেজুর অথবা খেজুরের একটি টুকরার বিনিময়ে হোলেও জাহান্নামের অগ্নিশিখার উত্তাপ হোতে আত্মরক্ষা কর। যদি তোমাদের দিবার কিছু না থাকে, তা হোলে উত্তম বাক্য দিয়ে নিজকে রক্ষা কর। আমি তোমাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা কোরি না। কারণ আল্ল াহ তোমাদের সহায়তা কোরবেন এবং এমন প্রাচুর্য দান কোরছেন যে, একজন মহিলা ইয়াসরেব (মদীনা) হোতে হীরা (কাদেসিয়া) পর্যন্ত অথবা আরও দূরে জন্তুযানে ভ্রমণ কোরবে; তার বাহন চুরি হওয়ার ভয় থাকবে না।'

খ্রীস্টান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

নবম হেজরীতে আদী এবনে হাতেম (রা:)-এর নেতৃত্বে আগত খ্রীস্টান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর বলেন, 'হে আদী! কিসে তোমাকে পালাতে বাধ্য কোরল? এক আল্ল াহ ব্যতীত আর কোন এলাহ নাই-তোমাকে এই কথার স্বীকারোক্তি কোরতে হবে, এটাই কি তোমাকে পালাতে বাধ্য কোরেছে? তাহোলে তোমার জানা মতে এক আল্ল াহ ছাড়া আরও এলাহ আছে কী? রাবী বলেন, আমি বোললাম, না। কোন বিষয়টি তোমাকে পালাতে বাধ্য কোরল? 'আল্ল াহ সর্বশ্রেষ্ঠ' তোমাকে এই কথার স্বীকৃতি প্রদান কোরতে হবে, এটাই কি তোমাকে পালাতে বাধ্য কোরল? তাহোলে মহান ও মহীয়ান আল্ল াহর চেয়ে বড় কেউ আছে কী? আমি বোললাম, না। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই ইহুদীরা অভিশপ্ত জাতি এবং খ্রীস্টানগণ পথভ্রষ্ট।'

'হে আদী! **এই ধর্মের অনুসারীদের অভাব অনটনই সম্ভবত এই দীন গ্রহণের পথে তোমার জন্য অন্তরায় হোয়ে রোয়েছে। আল্ল াহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে তাদের জন্য সম্পদের ঢল নামবে, এমন কি তা গ্রহণ করার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না**। তোমার দৃষ্টিতে এই দীন অনুসারীদের সংখ্যা-স্বল্পতা ও তাদের শত্রুর আধিক্য সম্ভবত এই দীন গ্রহণে তোমার জন্য বাধা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! আল্ল াহ অবশ্যই এই দীনকে এমন পূর্ণতা দান কোরবেন যে, কোন উষ্ট্রারোহী মহিলা সুদূর কাদেসিয়া হোতে সফর কোরে বায়তুল্ল াহ তাওয়াফ কোরতে আসবে, তখন কোন লোকের আশ্রয় দানের প্রয়োজন তার হবে না। তোমার ধারণা, **দুর্বল শ্রেণীর লোকেরা এই দীনের অনুসারী, যাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নেই। অপরদিকে গোটা আরব তাদের প্রতিপক্ষ। আল্ল াহর কসম! অদূর ভবিষ্যতে তুমি শুনতে পাবে যে ব্যাবিলন ও প্রাচ্যদেশীয় (পারস্যের) শ্বেত ভবনসমূহ তাদের হস্তে বিজিত হোয়ে গেছে**।'

'তোমাদের প্রত্যেককে আল্ল াহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি তখন বোলবেন, 'আমি কি তোমাকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন কান, দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চক্ষু দেই নি? আমি কি তোমাকে সন্তান ও সম্পদ দান কোরি নি? তা হোতে তুমি নিজের জন্য কি পরিমাণ পাঠিয়েছ?' তখন সে নিজের আগে-পিছে ও ডানে-বামে তাকাবে, কিন্তু কিছুই দেখবে না। ঠিক সে মুহূর্তে নিজের চেহারা দিয়ে জাহান্নামের আগুন ঠেকানো ব্যতীত আর কোন উপায় থাকবে না তাই তোমরা আগুন হোতে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর-এক টুকরা খেজুর দিয়ে হোলেও। আর তাতেও সমর্থ না হইলে অন্তত নরম কথা দিয়ে প্রার্থীকে বিদায় কর। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম! **চারিত্রিক মাধুর্য ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না**।'

মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহর ভাষণ

৯ম হেজরী মদীনায় মুনতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে রসুলাল্ল াহ বলেন, 'হে জনগণ, শোন! আজ চারদিন যাবত আমি তোমাদের নিকট আওয়ায গোপন করে রেখেছি। এখন আমি তোমাদের কিছু শুনাতে চাই। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যাকে তার সম্প্রদায় এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে: যাও আল্ল াহর রসুল কি বলেন, তা আমাদের পক্ষ হোয়ে উত্তমরূপে জেনে শুনে আস। তাই আবার বোলছি, শুনে রাখ! এমন না হয় যে, তার মনের ফিসফিসানি কিংবা সাথীর বকবকানী তাকে অমনোযোগী করে দেয় কিংবা বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি তাকে ভুলিয়ে দেয়। শোন! আমি দায়িত্বশীল এবং আমি দীনের দাওয়াত পৌছিয়ে দিয়েছি তো? তাই কান পেতে শুনতে থাক; আর জীবনে বেঁচে থাক; স্থির হোয়ে বস। তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক (রব) পাঁচটি অদৃশ্য চাবিকাঠি নিজের কাছে রেখেছেন, যা আল্ল াহ ব্যতীত আর কেউ জানে না (তিনি হাতের পাঁচটি আঙ্গুল দিয়ে ইংগিত কোরে বোললেন):

(১) মৃত্যুর জ্ঞান, তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু সময়টি তিনি জানেন, কিন্তু তোমরা তা জানো না;

(২) বীর্য জ্ঞান, তিনি জানেন মায়ের গর্ভে ক্রমবিকাশ, তোমরা তা জানো না;

(৩) তিনি জানেন, আগামী কাল কি ঘোটবে; তুমি কি খাবে, তুমি তার কিছুই জানো না;

(৪) তিনি জানেন, কবে কোথায় বৃষ্টি হবে, কঠিন দুর্ভিক্ষ তোমাদের উপর জেঁকে বোসবে। তোমরা নিরাশ অস্থির হোয়ে পড়, তিনি তোমাদের অস্থিরতা দেখে হাসতে থাকেন। তিনি তো জানেন, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন নিকটবর্তী;

(৫) আর কেয়ামতের দিবসের এল্‌ম (তিনিই জানেন, আর কেউ জানে না)।

তোমাদের জন্য নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমাদের নবী অবস্থান কোরবেন, তারপর তোমাদের নবীর ওফাত হবে। তারপর একটা নির্দ্ধরিত সময় পর্যন্ত তোমরা অবস্থান কোরবে। অতঃপর একটি বিকট শব্দ ধ্বনিত হবে। তোমার প্রভুর শপথ! সে শব্দে ভু-পৃষ্ঠের প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ কোরবে; এমন কি তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্যপ্রাপ্ত মালায়েককুলও। তারপর তোমার মহান-মহীয়ান প্রতিপালক পৃথিবীর সবদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরবেন, গোটা বিশ্ব তখন শূন্য পড়ে থাকবে।

অতঃপর তোমার প্রতিপালক আরশ হোতে আসমানকে বর্ষণমুখর কোরে দিবেন, যার ফলে প্রতিটি নিহত ও মৃত ব্যক্তির কবর বিদীর্ণ হোয়ে যাবে এবং মস্তকের দিক

হোতে তাকে আকৃতি যুক্ত কোরে তোলা হবে; সে সোজা হোয়ে বোসে পড়বে। তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক জিজ্ঞাসা কোরবেন, 'খবর কি?'

তারা বোলবে, 'হে প্রভু! এই তো মাত্র গত কাল!'

এই প্রসঙ্গে তোমাকে আল্ল াহর কুদরতী জগতের একটি দৃষ্টান্ত অবহিত কোরছি। দীর্ঘদিন অনাবাদী পড়ে থাকা কোন ভূখণ্ডে তুমি উপস্থিত হোলে চারদিকে দেখে বোললে, 'এখানে কোনদিন প্রাণের শিহরণ দেখা যাবে না।' কিন্তু পরে তোমার প্রতিপালক সেখানে বৃষ্টি দান কোরলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই সে ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে তুমি দেখলে সেখানে এক-দু'টি ঝাউ বৃক্ষের চারা গজিয়ে উঠছে। তোমার প্রভুর শপথ! **বৃষ্টি ও পানি পৃথিবীর উদ্ভিদ উৎপাদনে যতখানি সক্ষম, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই তোমাদের বিক্ষিপ্ত দেহাণুগুলিকে সমবেত কোরতে তার চেয়ে অধিক সক্ষম**।

আল্ল াহর সৃষ্টি জগতে এর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে জানাতে চাই। চন্দ্র ও সূর্য তার সৃষ্টিজগতের দু'টি ক্ষুদ্র নিদর্শন। তোমরা সকলে এগুলি দেখতে পাও, তারাও তোমাদের দেখতে পায় এবং তা হোয়ে থাকে একই সময়ে। তাদের দেখার ব্যাপারে কোন কষ্ট বা কোশেশ করার প্রয়োজন হয় না। তোমার প্রভুর শপথ! **কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই তোমরা যেমন চন্দ্র-সূর্য দেখছ, তার তুলনায় তোমাদের পক্ষে আল্ল াহকে দেখা এবং তাঁর তোমাদেরকে দেখা অধিকতর সহজ**।

তোমরা আল্ল াহর সামনে হাজির হবে। আর তোমাদের আমলনামাগুলি তাঁর সামনে খোলা থাকবে, তোমাদের কোন গোপন বিষয় তাঁর সামনে গোপন থাকবে না। তোমার মহান মহীয়ান প্রতিপালক তখন এক আঁজলা পানি হাতে ধারণপূর্বক তোমাদের দিকে ছিটিয়ে দিবেন। তোমার এলাহ এর শপথ! তোমাদের প্রত্যেকের চেহারায় তার অন্তত এক ফোঁটা অবশ্যই পড়বে। সে পানির ক্রিয়া হবে যে, তা মোসলেমদের চেহারায় উজ্জ্বল সাদা রুমালের রূপ ধারণ কোরবে। আর কাফেরদের চেহারায় তা কাল অঙ্গারের মত লাগাম পরিয়ে দিবে।

শোন! তার পর তোমাদের নবী সামনের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তার অনুগমনে চলবে পুণ্য লোকেরা। তখন তোমরা জাহান্নামের উপর দিয়ে সেতু অতিক্রম কোরবে। তোমাদের কেউ তার পায়ের তলায় অঙ্গার মাড়াবে আর বোলে উঠবে, 'উহ!' তোমার মহান মহিয়ান প্রতিপালক বোলবেন, সময়মত (বুঝতে পারবে)। তারপর তোমরা হৃদিস পাবে রসুলাল্ল াহর হাওযে কাওসার এর। আল্ল াহর কসম! প্রবল ধারায় এ ফোয়ারা উৎক্ষিপ্ত হোচ্ছে। এরূপ ফোয়ারা তুমি এর পুর্বে আর কখনো দেখ নি। তোমরা তীব্র পিপাসায় সেখানে হুমড়ি খেয়ে পোড়বে। তোমার

এলাহ্ এর কসম! তোমাদের যে কেউ হাত প্রসারিত কোরলেই তার হাতে একটি ভরা পেয়ালা এসে পোড়বে, যা তাকে সব রকমের পংকিলতা, অপবিত্রতা ও পেশাব হোতে পাক-পবিত্র কোরে দেবে। আর চন্দ্র-সূর্যের গতিকে থামিয়ে রাখা হবে। এর কোনটিকেই তোমরা দেখবে না। প্রতিটি পুণ্যের বিনিময় দশ গুণ কোরে দেয়া হবে, আর পাপের বিনিময় হবে সমান সমান, যদি তিনি ক্ষমা না করেন।

তোমার প্রভুর শপথ! জাহান্নামের রোয়েছে সাতটি প্রধান ফটক, যার দু'টির মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ এই যে, তা অতিক্রম কোরতে কোন অশ্বারোহীর সত্তর বছর সময় লাগবে। আর জান্নাতে রোয়েছে আটটি তোরণ, যার দু'টির মধ্যকার দূরত্বের পরিমাণ এই যে, তা অতিক্রম কোরতে কোন অশ্বারোহীর সত্তর বছর সময় লাগবে। (জান্নাতে রোয়েছে) পরিচ্ছন্ন ও খাঁটি মধুর নহর, মদিরার নহর যাতে মাথাব্যথা বা ঝিমঝিম করবার উপদ্রব নেই কিংবা অনুশোচনা সৃষ্টিকারীও নয়, অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের নহর, আর স্বচ্ছ তাজা পানির নহর ও ফলাদি। তোমার এলাহের শপথ! এসব তোমরা যেমনটি জান তেমনটি, বরং তার তুলনায় আরো উত্তম ধরণের। এ ছাড়া রোয়েছে পূত-পবিত্র জীবন সঙ্গিনীরা। পুণ্যবতীরা পুণ্যবানদের জন্য, পৃথিবীর সুধারসের ন্যায় তোমরা তাদের সুধারস আস্বাদন কোরবে। তারাও তোমাদের সুধারস আস্বাদন কোরবে, তবে তাতে কোন সন্তান হবে না।

লাকীত (রাঃ) বলেন, আমি বোললাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাদের গন্তব্য ও পথের শেষ কোথায়? নবী (দঃ) এ কথার কোন জবাব দেন নি। আমি বোললাম, 'হে আল্লাহর রসুল! আমি কোন বিষয়ে আপনার নিকট বায়াত হব? নবী (দঃ) তাঁর হাত প্রসারিত কোরলেন এবং বোললেন, **'সালাহ প্রতিষ্ঠা, যাকাহ প্রদান, মোশরেকদের উচ্ছেদ এবং আল্লাহর সাথে আর কোন এলাহ কে শরীক না করার বিষয়ে।'** লাকীত (রাঃ) বলেন, আমি বোললাম, **'হে আল্লাহর রসুল! আর এই শর্তে যে, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান অর্থ্যাৎ সারা বিশ্ব আমাদের করতলগত হবে।'** তখন **রসুলাল্লাহ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন** এবং ধারণা কোরলেন যে, আমি এমন কোন শর্ত আরোপ কোরতে যাচ্ছি যাতে অঙ্গিকারাবদ্ধ হোতে তিনি তৈরি নন। আমি বোললাম, 'এ পৃথিবীর যেখানে অবস্থান কোরব এবং এখানে নিজের অপরাধ ব্যতীত কেউ অপর কারো অপরাধের জন্য দায়ী হবে না।' এবার তিনি হাত প্রসারিত কোরে বোললেন, 'তোমার শর্ত অনুমোদিত। তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার বা অবস্থান কোরতে পার এবং তোমার অপরাধ ব্যতীত অন্যের অপরাধে তোমাদের কে দায়ী করা হবে না।' লাকীত (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর নিকট হোতে চোলে যেতে প্রস্তুত হোলে তিনি বোললেন, 'তোমার এলাহ্ এর

শপথ! যদি তুমি এটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর, যদি তুমি এটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর'। এভাবে দু'বার বোললেন। তখন বাকর এবনে কিলাব গোত্রের এবনুল খুদারিয়্যা বোললেন, 'হে আল্লাহর রসুল! তাঁরা কে?' আল্লাহর রসুল বোললেন, 'বানুল মুনতাফিক, বানুল মুনতাফিক, বানুল মুনতাফিক, তাদের মধ্যে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন।' লাকীত (রাঃ) বলেন, 'আমরা ফিরে আসলাম এবং পুনরায় তাঁর নিকট গেলাম।' আমি বোললাম, 'হে আল্লাহর রসুল! বিগত লোকদের জাহেলী জীবনে কৃত সৎকর্মের কোন সুফল বর্তাবে কি?' কোরায়েশী প্রভাবশালী এক ব্যক্তি বোলল, 'আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তোমার পিতা আল-মুনতাফিক অবশ্যই জাহান্নামী।' লাকীত (রাঃ) বলেন, জনসমাবেশে আমার পিতা সম্পর্কে তার এই কথায় আমার মনে হোল যেন আমার চামড়ায়, আমার চোখে-মুখে ও সমস্ত দেহে আগুন ধরে গেছে। আমি (ক্ষুব্ধ হোয়ে) বোলতে যাচ্ছিলাম, 'আর আপনার পিতা, হে আল্লাহর রসুল!' কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর কথা আমি পেয়ে গেলাম। আমি বোললাম, **'হে আল্লাহর রসুল! আর আপনার পরিজনেরা?' তিনি বোললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার পরিজনেরাও! তুমি যখনই কোন 'আমিরী বা কোরায়েশী মোশরেকের কবরের পাশ দিয়ে পথ চোলবে তাকে বোলবে, 'মোহাম্মদ (দঃ) তোমার অপ্রিয় একটি বিষয় নিয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, অধঃমুখে উপুড় কোরে তোমাকে হেঁচড়াইয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে**।' লাকীত (রাঃ) বলেন, 'আমি বোললাম, হে আল্লাহর রসুল! তাদের পরিণতি এমন হবে কেন? অথচ তারাতো এমন সব কর্ম কোরতো যে, একমাত্র সেগুলিকেই তারা পুণ্যের কাজ মনে কোরতো এবং নিজেদেরকে সৎকর্মশীলই ভাবত?' তিনি বোললেন, 'এর কারণ এই যে, আল্লাহ পাক প্রতি সাত মানবগোষ্ঠীর (প্রজন্ম) অন্তে একজন নবী পাঠান। যারা তাদের নবীর অবাধ্য হয়, তারা বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যারা তাদের নবীর আনুগত্য করে তারা হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।'

মুদার গোত্র প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ

হেজরী দশম সালে মুদার গোত্রের প্রতিনিধিদলের সম্মুখে রসুলাল্লাহর এই ভাষণ প্রদান করেন যখন তারা সাকীফ গোত্রের সাথে চলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য তাঁর দরবারে আসেন।

'আল্লাহর নিকট পার্থিব সকল সম্পদ বালির বুকে চিকচিক করা মরীচিকার চেয়েও নগণ্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যদি একটি মাছির পাখার সমপরিমাণ মূল্যও এর থাকত তবে কোন মোসলেম অভাবে থাকত না, আর কোন কাফের এটি হোতে

ন্যূনতম ভোগের সুযোগ পেত না। মৃত্যুর নির্দ্ধারিত সময় সম্পর্কে মানুষ যদি অবগত থাকত তবে তার জন্য জীবনের এই দীর্ঘ সময় বড়ই স্বল্প মনে হোত এবং তার পক্ষে পৃথিবীর কোন ভোগ বিলাসের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার ইচ্ছাও থাকত না। কিন্তু মৃত্যু তথা জীবন সমাপ্তির নির্দ্ধারিত সময়টি গোপন রাখা হোয়েছে আর প্রবৃত্তির চাহিদাগুলিকে আকর্ষণীয়ভাবে ছড়িয়ে দেয়া হোয়েছে। 'জাহেলিয়াত' কে এই নামে অভিহিত করার হেতু হল, তখন মানুষের আমল ছিল ভিত্তিহীন। আর তারা ধর্মান্ধ ছিল। সুতরাং যারা এসলামের নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কোরেছে তার আয়ত্তে যেই আবাদী-অনাবাদী জমি এসেছে, শরীয়াত নির্দ্ধারিত অংশ (উশর-খারাজ) প্রদান করার পর সে তার অধিকারী সাব্যস্ত হবে। এটি (উশর-খারাজ) প্রতিটি মোসলেম ও যিম্মীর উপর আরোপিত। জাহেলিয়াতের অনুসারীরা আল্ল াহ ব্যতীত অন্যের পূজা কোরে যাচ্ছে। তারা তাদের কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে। তাদের শাস্তি কেয়ামত সংঘটিত হবার সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। আল্ল াহ তাঁর সর্বাধিক ক্ষমতা ও শক্তি-প্রতাপ সত্ত্বেও তাদের এ সময়টুকু অবকাশ দিয়েছেন। পৃথিবীতে বহু শক্তিমান দুর্বলকে আর শক্তিশালী সম্প্রদায় তুলনামূলক দুর্বল সম্পদায়কে গ্রাস কোরেছে। আল্ল াহ অনেক মহান ও মর্যাদাবান। জাহেলিয়াতের সকল রক্তক্ষয়ী ঘটনা ও অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ হোয়ে গিয়েছে। যা অতীতে হোয়েছে তা আল্ল াহ (ঈমান আনয়নকারীদের জন্য) ক্ষমা কোরে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতে যারা এর পুনরাবৃত্তি কোরবে আল্ল াহ তাদের এজন্য শাস্তি দিবেন। আল্ল াহ শক্তিমান ও শাস্তিদাতা।'

বিদায় হজ্বের ভাষণ

হেজরী দশম সনে নব্বই হাজার অথবা এক লাখ চৌদ্দ হাজার সাহাবী সমভিব্যাহারে রসুলাল্ল াহ হজ্ব পালন করেন। রসুলাল্ল াহর নয়জন সহধর্মিণী এবং নবী দুলালী ফাতেমা (রা:) এই হজ্ব যাত্রায় তাঁর সফরসঙ্গিনী ছিলেন। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব। এই হজ্বটি একাধিক নামে পরিচিত। যেমন- 'হাজ্জাতুল বালাগ' (প্রচার অভিযানের হজ্ব), 'হাজ্জাতুল এসলাম' (শান্তির হজ্ব), এবং হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্ব) ইত্যাদি। হজ্বের অনুষ্ঠানাদি পালন উপলক্ষে রসুলাল্ল াহ মিনা, মোযদালিফা, আরাফাত ও কা'বাগৃহে অবস্থানের সময় জনসমক্ষে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্ল াহর। আমি তাঁর প্রশংসা কোরছি তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা কোরছি এবং আল্ল াহর আশ্রয় প্রার্থনা কোরছি আমাদের রিপুর ও মন্দ আমলের অনিষ্ট

হোতে। যাকে আল্ল াহ হেদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথগামী কোরতে পারে না। আর যাকে আল্ল াহ বিপথগামী করেন তাকে কেউ হেদায়াত কোরতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্ল াহ ছাড়া কোন এলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্ল াহর বান্দা ও রসুল। হে আল্ল াহর বান্দাগণ! আল্ল াহকে ভয় করার জন্য আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি এবং তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রণোদিত কোরছি। শুভ কামনা কোরে আমার বক্তব্য শুরু কোরলাম।

হে জনগণ! এই বছরের পর তোমাদের সাথে এখানে আমার আর কখনও দেখা হয় কিনা জানি না।

তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্ল াহ ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া কোরুন, যে আমার বক্তব্য শুনে স্মরণ রেখেছে এবং এমন ব্যক্তির নিকট তা পৌছিয়েছে যে শোনে নি। **অনেক সময় জ্ঞান বহনকারী ব্যক্তি ঐসব বিষয়ে পারঙ্গম হয় না, অপরদিকে যার নিকট ঐসব পৌছানো হয় সে তুলনামূলকভাবে ঐ জ্ঞান অধিকতর হৃদয়ঙ্গম কোরতে সক্ষম**।

হে জনগণ! এটা কোন দিন? লোকেরা বোলল, পবিত্র দিন। রসুলাল্ল াহ জিজ্ঞাস কোরলেন, এটা কোন শহর? লোকেরা বোলল, পবিত্র শহর। রসুলাল্ল াহ জিজ্ঞাস কোরলেন, এটা কোন মাস? লোকেরা বোলল, পবিত্র মাস। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাণ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এই দিনের মর্যাদার ন্যায়, তোমাদের এই মাসের মর্যাদার ন্যায় এবং তোমাদের এই নগরীর মর্যাদার ন্যায়।

তিনি এই বাক্যটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি কোরলেন, অতঃপর মস্তক উত্তোলোন কোরে বোললেন, হে আল্ল াহ! আমি কি পৌছিয়েছি? হে আল্ল াহ! আমি কি পৌছিয়েছি? উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট পৌছিয়ে দিবে। আমার পরে তোমরা পরস্পরকে হত্যা কোরে কুফরী কোর না।

সাবধান! জাহেলিয়াতের কর্মকাণ্ডের সব কিছু আমার দু'পায়ের তলায় পিষ্ঠ, জাহেলী যুগের রক্তপণ রহিত কেয়ামত পর্যন্ত। প্রথম রক্তপণ যা আমি (পরিত্যাগের) ঘোষণা কোরছি, আমাদের নিজ গোষ্ঠির রক্তপণ, আমের এবনে রাবী'আ ইবনু হারিছ-এর রক্তপণ, বনু লায়ছ এবনে সা'দ গোত্রে সে (ধাত্রীমাতার) দুধপানরত ছিল, হুযায়ল গোত্র তাকে হত্যা করে।

পবিত্র কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীদের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ব্যতীত জাহিলী যুগের সব নিদর্শন, চিহ্ন বাতিল ঘোষণা করা হোল।

সাবধান! জাহেলিয়াতের সুদ রহিত; প্রথম সুদ যা আমি রহিত ঘোষাণা কোরছি, আমাদের প্রাপ্য 'আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালিবের সুদ, তা সম্পূর্ণই রহিত। মূলধনে তোমাদের অধিকার অব্যাহত থাকবে। তোমরা যুলুম কোরবে না এবং যুলুমের শিকার ও হবে না।

আমি কি পৌঁছিয়েছি? আমি কি পৌঁছিয়েছি? লোকেরা বোলল, হ্যাঁ। রসুলাল্লাহ বোললেন, 'হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো, হে আল্লাহ সাক্ষী থেকো।'

হে জনগণ! তোমাদের নারীদের উপর তোমাদের হক রোয়েছে এবং তোমাদের উপরও রোয়েছে তাদের হক। নারীদের উপর তোমাদের হক এই যে, তারা তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকেও তোমাদের বিছানাগুলি মাড়াতে দেবে না। তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যাদের তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা অবাধ্য হয়, তবে তাদের উপদেশ দেবে; বিছানায় তাদের পরিত্যাগ কোরবে; এবং তাদের প্রহার কোরবে, চামড়ার দাগ পড়ে না এমন প্রহার। তোমাদের নিকট তাদের অবশ্যই কিছু অধিকার রোয়েছে। তারা যদি এসব বৈরি কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে এবং আনুগত্য প্রকাশ করে তাহোলে সঙ্গত পরিমাণে খোরপোষ প্রাপ্ত হবে। কেননা তোমরা তাদের গ্রহণ কোরেছ আল্লাহর আমানত স্বরূপ এবং তাদের লজ্জাস্থান তোমরা হালাল কোরেছ আল্লাহর কালামের সাহায্যে। নারীদের সাথে সদাচারণ কোর, তারা তো তোমাদের হাতে অসহায়, তারা নিজেদের জন্য বিশেষ কিছু কোরতে সক্ষম নয়। **কোন নারী তার স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার সংসার হোতে খরচ কোরবে না**। আমার এন্তেকালের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হোয়ো না, একে অপরের মুণ্ডপাত কোর না।'

আমার পরে তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে কুফুরীতে ফিরে যেও না। তোমরা আমার নিকট হোতে হজ্বের নিয়ম-কানুন শিখে নাও, আমি জানি না, এই হজ্বের পর আর হজ্ব কোরতে পারবো কিনা। **কারো নিকট কোন আমানত জমা থাকলে মালিককে তা ফেরৎ দিতে হবে**।'

হে লোকসকল! আল্লাহ পাক প্রতিটি হকদারের প্রাপ্য নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন (অর্থাৎ মীরাসের অংশ নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছেন)। অতএব ওয়ারিশের জন্য ওসিয়াত করা বৈধ নয়।

সন্তান বিছানার (অধিকারীর, আইনগত স্বামীর)। ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তর, হিসাব আল্লাহর হাতে।

যে সন্তান তার পিতা ব্যতীত অন্য কারো নামে বংশসূত্র দাবী কোরবে কিংবা দাস-

দাসী নিজের মনিব ব্যতীত অন্য কাকেও মনিব সাব্যস্ত কোরবে, তার উপর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অভিশাপ এবং সকল মালায়েক ও মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার কোন নফল কিংবা ফরদ আমল কবুল কোরবেন না।

সাবধান! **অপরাধীই নিজ অপরাধের জন্য দায়ী**। সাবধান! পিতার অপরাধের জন্য পুত্র দায়ী নয় এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাও দায়ী নয়।

ধারে নেওয়া বস্তু প্রত্যার্পণযোগ্য; দুগ্ধপানের জন্য ধার নেয়া পশু ফেরতযোগ্য; ঋণ আদায় অপরিহার্য এবং যামিন ক্ষতিপূরণের যিম্মাদার।

জেনে রেখো! **নিশ্চয়ই মোসলেমরা পরস্পর ভাই ভাই। নিশ্চয়ই মোসলেমগণ এক অখণ্ড ভ্রাত্রিসমাজ**। কোন মোসলেমের মাল তার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে গ্রহণ হালাল নয়। তোমরা নিজেদের উপর যুলুম কোর না। হে আল্লাহ! আমি তোমার বাণী পৌঁছিয়েছি কি? জনগণ জওয়াবে বোলল, হ্যাঁ। রসুলাল্লাহ বোললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

তোমাদের দাসগণ! তোমাদের দাসগণ! তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও; তোমরা যেরূপ কাপড় পরিধান করো তাদেরকে সেরূপ কাপড়ই পরিধান কোরতে দিবে। তারা যদি কোন অপরাধ করে এবং তোমরা তা ক্ষমা না কোরতে চাও তাহোলে তাদেরকে বিক্রি কোরে দাও; তাদেরকে শাস্তি দিও না।

হে জনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। **কোন নাক কাটা কাফ্রি গোলাম তোমাদের আমীর নিযুক্ত হোলে, এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কেতাব অনুসারে পরিচালিত কোরলে তার কথা শুনবে এবং আনুগত্য কোরবে**।

হে মানবমণ্ডলী! আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পরে আর কোন উম্মত নেই। অতঃপর দুই হাত উত্তোলন কোরে বোললেন, 'হে আল্লাহ, সাক্ষী থেকো।'

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চারটি (ক) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক কোর না; (খ) আল্লাহ যেই প্রাণ বধ করা হারাম কোরেছেন তা ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া বধ কোর না; (গ) ব্যাভিচার কোর না এবং (ঘ) চুরি কোর না।

হে জনগণ! **নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা এক। তোমাদের প্রত্যেকেই আদমের সন্তান,** আর আদমের সৃষ্টি মাটি হোতে। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। **যার মধ্যে তাকওয়া আছে সে-ই শ্রেষ্ঠ**। আমি পয়গাম পৌঁছিয়াছি কি? জনগণ জওয়াবে বোলল, হ্যাঁ। রসুলাল্লাহ বোললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।

সাবধান! তোমাদের এই শহরে শয়তানকে কেউ পুজা কোরবে-শয়তান এই আশা চিরতরে পরিত্যাগ কোরছে; কিন্তু যে সমস্ত কর্মকে তোমরা অতি হালকা বলে মনে কর, এরূপ কাজে তোমরা শয়তানের আনুগত্য কোরবে এবং এতে সে সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং তোমরা দীনের (জীবনব্যবস্থা) ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

হে জনগণ! তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কোরো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ কায়েম কোরো, রমাদান মাসের সাওম পালন কোরো, সম্পদের যাকাহ আদায় কোরো এবং তোমাদের শাসকের (ওয়ালী, আমীর) আনুগত্য কোরো, তবেই তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ কোরতে পারবে।

হে জনগণ! সম্মানিত বা নিষিদ্ধ মাসগুলি বৈধ দিনের সাথে অদল-বদল করা কুফরী। এ পদ্ধতি কাফেরদের পথভ্রষ্ট কোরেছে। তারা এক বৎসরের (সম্মানিত চার) মাসের এক (নাসী) মাস আগামী বৎসরের হিসাবে রেখে দেয়; আগামী বৎসর তা বাকীর হিসাবেও থেকে যায়। **এটা আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক হারামকৃত বিষয়কে হালাল গণ্য করা এবং হালালকৃত বিষয়কে হারাম গণ্য বৈই কিছুই নয়।** তারা এক বছর সফর মাসকে হালাল করে এবং মুহাররমকে হারাম করে, ঠিক পরের বছর তারা সফর মাসকে হারাম করে এবং মুহাররমকে হালাল করে। এটাই 'নাসী।' সময় ও কাল আবর্তিত হোয়ে সে দিনের অবস্থায় পৌছেছে যে দিন আল্লাহ আসমান সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি কোরেছেন। তারপর বোললেন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন হোতেই আল্লাহর নিকট গণনায় মাস বারটি, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (হারাম) মাস; তিনটি ধারাবাহিক: যেলক্বাদ, যেলহাজ্জ, মুহাররাম ও মুদার (গোষ্ঠির) রজব, যা জুমাদিউস সানী ও শা'বানের মধ্যবর্তী।

আল্লাহ এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি, যিনি তাঁর উম্মতকে (দাজ্জাল প্রসঙ্গে) সতর্ক করেন নি; নুহ (আঃ) এবং তাঁর পরবর্তী নবীগণও সতর্ক কোরেছেন। তোমাদের মধ্যে সে আবির্ভূত হবে, তার কিছু লক্ষণ তোমাদের নিকট গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা তোমাদের নিকট মোটেই গোপন নয়। রসুলাল্লাহ এটা তিনবার বোললেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর এক চক্ষু অন্ধ নয়, পক্ষান্তরে তার (দাজ্জালের) ডান চক্ষু অন্ধ, দেখতে মনে হয় যেন বের হোয়ে পড়া আঙ্গুরের থোকা।

হে মানবমণ্ডলী! আমার কথা শুন! নিশ্চয়ই আমি আমার কথা পৌছিয়াছি। আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, এগুলি দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধোরলে (অনুসরণ কোরলে) তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো 'আল্লাহর কেতাব' ও 'আমার সুন্নাহ' (জীবনাদর্শ), আরেক বর্ণনায় আমার আহলে বায়েত (পরিবারবর্গ)। তিরমিযী রিওয়াতে আছে, 'আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে গেলাম যা তোমরা মজবুত ভাবে ধারণ কোরলে (অনুসরণ) আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এর একটি অপরটির তুলনায় অধিক মর্যাদাপুর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর কেতাব যা আসমান হোতে জমিন পর্যন্ত প্রসারিত এবং আমার আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন)। এ দু'টি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না। কাওসার নামক ঝর্ণায় আমার সাথে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব তোমরা লক্ষ্য কর, আমার পরে এই দু'টির সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ কর।'

আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কি বোলবে? উপস্থিত লোকজন বোললেন, 'আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি অবশ্যই পৌছিয়েছেন। আপনি নসীহত কোরেছেন এবং আপনি দায়িত্ব পালন কোরেছেন।' তখন রসুলাল্লাহ তাঁর তর্জনী আকাশের দিকে তুলে এবং সমবেত জনতার দিকে নামিয়ে ইঙ্গিত কোরে বোললেন, 'হে আল্লাহ! সাক্ষী থেকো।'

তোমাদের পূর্বেই আমি হাওযে কাওসারের নিকট পৌছুবো। অন্যান্য নবীদের উম্মতের তুলনায় আমার উম্মতের সংখ্যা অধিক হবার কারণে আমি গৌরবান্বিত হবো। সুতরাং তোমরা আমার মুখমণ্ডল কালিমা লিপ্ত কোর না। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত কোরতে পারবো এবং কিছু লোককে আমার নিকট হোতে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বোলবো, হে প্রভু! এরা আমার উম্মাহ। তিনি উত্তরে বোলবেন, **আপনি জানেন না, আপনার মৃত্যুর পর তারা দীনের ব্যাপারে কি ধরণের বেদাত সৃষ্টি কোরেছিল।**

হে জনগণ! সাবধান! দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ী কোর না। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ীর ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হোয়ে গিয়েছে।

তোমাদের মধ্যে যারা ওমরার এহরাম বেঁধেছে এবং সাথে হাদী (কুরবানীর পশু) এনেছে তারা যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা মারওয়ায় সাঈ করে এবং তাদের হজ্ব সমাধা না করা এবং দশ তারিখে তাদের হাদী কুরবানী না করা পর্যন্ত তাদের জন্য যা হারাম করা হোয়েছিল তার কিছুই হালাল হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যারা ওমরার এহরাম বেধেঁছে এবং সাথে হাদী আনে নাই, তারা যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করে এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে, তারপর চুল ছাঁটে ও হালাল হোয়ে যায়। পরে যেন (যথাসময়ে) হজ্বের এহরাম ধারণ করে এবং 'হাদী' কুরবানী করে; অবশ্য যারা (কুরবানী কোরতে) তাতে সমর্থ না হবে তাদের জন্য হজ্বের দিনগুলিতে তিনটি এবং যখন বাড়ি প্রত্যাবর্তন কোরবে তখন সাতটি (মোট দশটি) সওম রাখা জরুরী। জিব্রাঈল আমার কাছে আসলেন, তখন আমি আকীকে

ছিলাম। তিনি বোললেন, এই বরকতময় উপত্যকায় দুই রাকাত সালাহ কায়েম কোরুন এবং বলুন, 'হজ্বের সাথে ওমরা। কেননা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য ওমরা হজ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হোয়ে গেছে।' 'যা আমি পরে বুঝেছি, তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহোলে অবশ্যই আমি এটাকে ওমরায় পরিণত কোরতাম; কিন্তু আমি সঙ্গে হাদী এনেছি এবং হজ্ব ও ওমরার একত্র নিয়াত কোরেছি। যার সাথে হাদী রোয়েছে সে ওমরার সাথে হজ্বের এহরাম বেঁধে নিবে। তার পর সে হালাল হবে না। অবশেষে একত্রে দু'টি (হজ্ব ও ওমরা) সমাধা হোলে হালাল হবে। যে এহরামধারীর লুঙ্গি নেই সে পায়জামা পরবে এবং যার জুতা নেই সে মোজা পরবে।

আরাফাতে অবস্থান কালে তিনি বলেন, 'এটা ওয়াকুফ (অবস্থানের ক্ষেত্র); পাহাড়কে ঘিরে আরাফাতের যে এলাকা তার পুরাটাই উকূফের স্থান।' মোযদালেফায় তিনি বলেন, 'এটা ওয়াকুফের স্থান। গোটা মোযদালেফা ওয়াকুফের স্থান।' যখন মীনাতে কুরবানী করেন তখন তিনি বলেন, 'এটা কোরবানীর ক্ষেত্র, গোটা মীনা কোরবানীর ক্ষেত্র।'

তোমাদের মাতা, তোমাদের পিতা, তোমাদের ভগ্নি, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের নিকটাত্মীয় এবং সম্পর্কের নৈকট্য অনুসারে পরবর্তী নিকটাত্মীয়গণের সাথে সদাচারণ কোরবে।

হে আল্ল াহ! আপনিই শান্তিদাতা, আপনার নিকট হোতেই শান্তি আসে। তাই হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জীবনকে শান্তিময় করে দিন। হে আল্ল াহ! এ ঘরের মর্যাদা-মাহাত্ম্য, সম্মান-প্রতিপত্তি ও পুণ্য বৃদ্ধি কোরে দিন।

হে আল্ল াহ! আপনারই জন্য সকল প্রশংসা, আপনি যেমন বলেন তেমন এবং আমরা যেমন বোলি তার চেয়েও উত্তম। **হে আল্ল াহ! আপনারই জন্য আমার সালাহ, আমার কোরবানী (আমার দৈহিক ও আত্মিক এবাদত) এবং আমার জীবন ও মরণ এবং আপনারই জন্য হে প্রতিপালক! আমার উত্তরাধিকার। আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা কোরি কবরের আযাব হোতে, মনের ওয়াসওয়াসা এবং বিশৃংখল অবস্থা হোতে।**

এক আল্ল াহ ব্যতীত কোন এলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্য হাম্‌দ, তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তিনিই সব কিছুতে ক্ষমতাবান। **ইয়া আল্ল াহ! আমার চোখে নূর দিন। হে আল্ল াহ! আমার বক্ষ উন্মুক্ত ও বিকশিত কোরে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।** হে আল্ল াহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই মনের কুমন্ত্রণা হোতে, কাজ-কর্মের বিশৃংখলা হোতে, কবরের ফেতনা ও পরীক্ষার অকল্যাণ হোতে, রাত্রিতে যা অনুপ্রবেশ করে তার অকল্যাণ হোতে। বায়ু যা চলাচল করে, তার অনিষ্ট হোতে এবং সময় ও কালচক্রের অনিষ্ট হোতে।'

হে আল্ল াহ! আপনি আমার কথা শুনতে পান, আমার অবস্থান দেখতে পান, আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। আপনার কাছে আমার কোন বিষয়ই গোপন নেই। আমি বিপদগ্রস্ত, অভাবী, ফরিয়াদকারী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত-সন্ত্রস্ত, পাপ ও অপরাধের স্বীকারোক্তিকারী। আপনার সকাশে মিসকিনদের ন্যায় ভিক্ষাপ্রার্থী, আপনার নিকট হীন-দুর্বলের ন্যায় কাকুতি-মিনতিকারী। শংকিত-পতিতের ন্যায় আপনার নিকট দোয়া কোরছি-যার গর্দান আপনার সমীপে অবনত, যার অশ্রু আপনার জন্য প্রবাহিত, যার দেহ আপনার কাছে অবনমিত, যার নাক (মর্যাদা) আপনার কাছে ধূলিলুণ্ঠিত। হে আল্ল াহ! আপনার সকাশে দোয়া'র ওসিলায় আমাকে দুর্ভাগা বানাবেন না, আমার প্রতি হউন স্নেহশীল, দয়াবান, হে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে শ্রেষ্ঠ দাতা।

ইচ্ছাকৃতভাবে খারাপ উদ্দেশ্যে অন্য কোন মোসলেমকে ধাক্কা দেওয়া কোন মোসলেমের জন্য বৈধ নয়। আমি শীঘ্রই তোমাদের কে বোলব কি, মোসলেম কে? **মোসলেম ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত হোতে অন্য মোসলেমরা নিরাপদ; মো'মেন ঐ ব্যক্তি, প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যাপারে যার উপর মানুষ আস্থা রাখতে পারে; মোহাজের ঐ ব্যক্তি, যে পাপ পরিত্যাগ করে এবং মোজাহেদ ঐ ব্যক্তি যে নফসের (কু-প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত হয়।**

হে জনগণ! আমার নিকট জিব্রাঈল আসলেন এবং আল্ল াহর পক্ষ হোতে সালাম পেশ কোরে বোললেন, আরাফাত ও পবিত্র স্থানে অবস্থানকারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্ল াহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উমর এবনুল খাত্তাব (রা:) জানতে চাইলেন, 'এটা কি (কেবল) আমাদের বিশেষত্ব?' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'তোমাদের এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান কোরবে (হজ্জ কোরবে) তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'

আরাফাতের দিনের শ্রেষ্ঠ দোয়া এবং আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণের উচ্চারিত উত্তম বাণী এক আল্ল াহ ব্যতীত আর কোন এলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, হামদ-স্তুতি তাঁরই এবং তিনি সব কিছুতেই ক্ষমতাবান।

অংশীবাদী ও প্রতিমা পূজারীরা এই স্থান হোতে প্রস্থান কোরত সূর্যাস্তকালে, যখন সূর্য পাহাড়চুড়ায় মানুষের মাথায় পাগড়ীর মত গোলাকার রূপ ধারণ কোরত। আমাদেরকে তাদের পন্থার বিপরীত করার নির্দেশ দেয়া হোয়েছে। আর তারা মাশ'আরুল হারাম হোতে প্রস্থান কোরত পাহাড় চুড়ায় যখন সূর্য উদয়কালে মানুষের মাথায় পাগড়ীর মত গোলাকার রূপ ধারণ কোরত। আমাদেরকে এদের পন্থার বিপরীত কোরতে নির্দেশ দেয়া হোয়েছে।

আরাফাতে অবস্থানই হজ্ব। সুতরাং মুযদালিফার রাত্রির ফজরের ওয়াক্ত শুরু হবার আগ মুহূর্তেও যারা আরাফাতের রাত্রির (অবস্থান) পেয়ে যাবে তাদের হজ্ব পূর্ণ হোয়ে যাবে।

আমি তা কবুল কোরেছি তাদের পরস্পরের প্রতি যুলুম-অনাচার ব্যতীত, আর আমার হক সংক্রান্ত পাপ সমূহ আমি মাফ করে দিলাম। তখন রসুলাল্ল াহ বোললেন, হে প্রতিপালক! আপনি ঐ মযলুমকে তার নিপীড়িত হবার পরিমাণের চেয়ে উত্তম বিনিময় দিতে এবং যালেমকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু ঐ বিকালে তাঁর দোয়া কবুল করা হোলো না। পরে মুযদালিফার সকালে (দশ তারিখে) তিনি পুনরায় দোয়া কোরলে তা কবুল কোরলেন। আমি তাদের মাফ কোরে দিলাম।

আল্ল াহ তোমাদের পুণ্যবান লোকদের মাফ কোরে দিয়েছেন এবং তোমাদের মন্দ লোকদের জন্য ভালো লোকদের সুপারীশকারীরূপে গ্রহণে সম্মত হোয়েছেন। রহমত নাযেল হোয়ে ব্যাপ্ত কোরে ফেলবে তারপর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে নিজ নিজ জিহবা ও হাত সংরক্ষণকারী প্রত্যেক তওবাকারীর জন্য বণ্টিত হবে। **ঐদিকে আল্ল াহ তাঁর বান্দাদের সাথে কি করেন তা দেখার জন্য এবলিস ও তার দলবল 'হায় মরণ' 'হায় মরণ' চিৎকার জুড়ে দিল। (সে আক্ষেপ কোরতে লাগল) এক দীর্ঘ যুগ আমি তাদেরকে বিপথগামী কোরতে উদ্বুদ্ধ কোরে চলেছিলাম- ক্ষমাপ্রাপ্তির আশঙ্কায়, (কিন্তু) ক্ষমা তাদের আবৃত কোরে ফেলল। তখন তারা 'হায় মরণ', 'হায় মরণ' বোলতে বোলতে ছত্রভঙ্গ হোয়ে গেল।**

বিদায় হজ্বের সময় আরাফাতের ময়দানে নিম্নোক্ত এই আয়াত নাযেল হয়:

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন (জীবনব্যবস্থা) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং এসলামকে তোমাদের জন্য দীন মনোনীত কোরলাম।' (সূরা মায়েদা ৩)

বিদায় হজ্বের ভাষণের অপর একটি বর্ণনা

হে জনতা! নিবিষ্টভাবে আমার কথা শোন। সম্ভবতঃ এবারের পর পুনরায় এ স্থানে তোমাদের সাথে মিলিত হোতে পারবো না। হে জনমণ্ডলী। তোমাদের রবের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের একের ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্যের কাছে আজকের দিন এবং এ মাসের মতই সম্মানিত। শীঘ্র তোমরা তোমাদের রবের সাথে মিলিত হবে এবং তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কোরবেন। আমি

তোমাদের কাছে বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি। আমানতদার যেন আমানত তার মালিককে ফিরিয়ে দেয়। সূদপ্রথা বাতিল করা হোল। অবশ্য তোমরা মূলধনের অধিকারী। তোমরা কাউকে যুলুম কোর না। তোমাদেরকেও যেন যুলুম করা না হয়। আল্ল াহ ফায়সালা কোরেছেন যে, সূদ চিরদিনের জন্য রহিত। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্ল াহর প্রতিনিধি হিসাবে আমি ঘোষণা কোরছি যে, আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাসের যাবতীয় সূদ মওকুফ করা হোল। জাহেলী যুগের যাবতীয় খুনের দাবী খতম করা হোল। সর্ব প্রথম খুনের যে দাবী (নিকটবর্তী আত্মীয় হিসাবে) আমি প্রত্যাহার কোরছি তা হোল রাবিয়া বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব–যাকে বনি সা'দ গোত্রের কাছে শৈশবে দুধ পানকালে হোযায়েল হত্যা কোরেছিল। এ ঘটনার মাধ্যমে জাহেলী যুগের খুনের দাবীসমূহ প্রত্যাহারের সূচনা কোরছি। ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার জন্য কেসাস (ক্ষতিপূরণ)। লাঠি বা পাথরের আঘাতে হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যার অনুরূপ এবং তার কিসাস একশত উট। সীমা অতিক্রমকারী জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর হে জনতা! শয়তান বিলকুল নিরাশ হোয়ে গিয়েছে যে তোমাদের এসব জমিনে ভবিষ্যতে কখনও তার এবাদত করা হবে না। কিন্তু এটা সম্ভব যে নিম্নতম স্তরে তার আনুগত্য করা হবে, যেসব কাজ করাকে তোমরা ছোটখাটো মনে কর–সে নিশ্চিত। সুতরাং তোমাদের দীনের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।

হে জনমণ্ডলী! বছরের মাসসমূহের যে ধারাবাহিকতা রোয়েছে (স্বার্থপ্রণোদিতভাবে) তা পরিবর্তন করা কুফরীর ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া। এ পদক্ষেপের দরুণ কাফেরদের অধিকতর গোমরাহীর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। কারণ তারা কোন কোন বছর তাকে হালাল কোন কোন বছর হারাম কোরে থাকে। (এ হেরফেরের মাধ্যমে) তাদের উদ্দেশ্য হোল আল্ল াহ যে সব মাসকে সম্মানিত ঘোষণা কোরেছেন তার গণনা পূরণ করা।

বস্তুত আল্ল াহ যাকে হারাম কোরেছেন তা তারা হালাল করে এবং যা হালাল কোরেছেন তা তারা হারাম করে। সত্য কথা হোল, আসমান-যমীন সৃষ্টিকালে আল্ল াহ বার্ষিক গণনার যে নিয়ম দান কোরেছিলেন, যামানা ঘুরে ফিরে এখন সেটা স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে। আল্ল াহর কাছে মাসের সংখ্যা বারো। তার মধ্যে চারটি পবিত্র এবং সম্মানিত। এতে তিনটি ক্রমিক (জ্বেলকদ, জ্বেলহজ্ব এবং মুহ-াররাম) এবং চতুর্থটি রজব মাস, যা জমাদিউল আখের ও মাহে শাবানের মধ্যবর্তী।

অতঃপর যে জনমণ্ডলী! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার এবং তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার হোল– তোমাদের বিছানায় তারা অন্য

কাউকে শুতে দেবে না, যা তোমরা অপছন্দ করো। তাদের আরও কর্তব্য হোল যে তারা জঘন্য নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হবে না। অতঃপর তারা অনুরূপ কোরলে (শাসন করার জন্য) তাদের বিছানা আলাদা করার অনুমতি আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। এতেও তারা সংশোধিত না হোলে এ পরিমাণ দৈহিক শাস্তি দাও যাতে তাদের শরীরের উপর কোন চিহ্ন না হয়। অতঃপর সংশোধিত হোয়ে গেলে নিয়ম মোতাবেক তাদের ভরণ-পোষণের অধিকার রোয়েছে।

স্ত্রীদের সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অসিয়ত কোরছি যে, তাদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ করো। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন কোরে দিয়েছেন। নিজেদের জন্য তারা কোন কিছু কোরতে সক্ষম নয়। **আল্লাহর আমানত হিসাবে তোমরা তাদেরকে হাসিল কোরেছ এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমেই তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হোয়েছে।**

তোমাদের দাস! তোমাদের দাস! তাদেরকে তোমরা তা খেতে দাও, যা তোমরা খাও এবং তাদেরকে তা পরিধান করাও, যা তোমরা পরিধান কর।

হে জনতা! আমার কথা অনুধাবন কর। আমি সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। আমি তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তাহোলে তোমরা অনন্তকাল পর্যন্ত কখনও গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হবে না। এ খুবই স্পষ্ট–তা হোচ্ছে আল্লাহর কেতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ।

হে জনতা! আমার কথা শোন ও উপলব্ধি করো। এক মো'মেন অন্য মো'মেনের ভাই এবং সকল মো'মেন পরস্পর ভাই ভাই। ভাই-এর কাছ থেকে কোন কিছু তার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করা কারো জন্য হালাল নয়। একে অপরের উপর যুলুম কোর না।

হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছি?

জনমণ্ডলী জবাব দিল: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই (তোমার রসুল তোমার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন)।

রসুলাল্লাহ বোললেন: হে আল্লাহ! তুমি স্বয়ং সাক্ষী থাকো।

তিনি জিজ্ঞেস কোরলেন: তোমরা কি জানো এটা কোন্ মাস?

জনতা জবাব দিল: মাহে হারাম (পবিত্র মাস)।

রসুলাল্লাহ বোললেন: তোমাদের রবের সাথে মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ এ পবিত্র মাসের সম্মানের মতো সম্মানিত করা হোয়েছে।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা কোরলেন: এটা কোন মাস?

জনতা জবাব দিল: এটা পবিত্র মাস।

তিনি বোললেন: তোমরা তোমাদের রবের সাথে মোলাকাত না হওয়া পর্যন্ত এই পবিত্র মাসের মতো তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্মানিত করা হোয়েছে।

অতঃপর জিজ্ঞাসা কোরলেন: হে জনমণ্ডলী! তোমরা কি বোলতে পারো এটা কোন দিন? জনতা জবাব দিল: এ হজ্বের মহান দিন। নবী বোললেন: তোমাদের রবের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এ দিনের সম্মানের মতো আল্লাহ তোমাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্মানিত কোরেছেন।

হে জনতা! নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং তোমাদের পেছনে আর কোন উম্মত নেই। অতএব ভালোভাবে শোন। তোমাদের রবের এবাদত করো, মাহে রমযানের সিয়াম পালন করো, আত্মার পবিত্রতা সহকারে মালের যাকাহ দাও, আল্লাহর ঘরের হজ্ব করো, হুকুমত পালনকারীদের (আমীর, শাসক) অনুগত হও এবং জান্নাতে স্থান লাভ করো। আমার অবর্তমানে তোমাদের কিছু সংখ্যক অন্যদেরকে হত্যা কোরে যেন কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে।

আমি কি বাণী পৌঁছে দিই নি? হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।

হে জনমণ্ডলী! **এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। তোমরা সবাই আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। আল্লাহর কাছে সে অধিক সম্মানিত, যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।** মনে রেখো, **কোন অনারবের উপর কোন আরবীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, না কোন আরবীর উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, না কোন কালোর উপর সাদা, না কোন সাদার উপর কালো লোকের। শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ শুধুমাত্র তাকওয়া।**

(কেয়ামতের দিন) তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা কি জবাব দেবে? জনতা জবাব দিল: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছেন, উম্মতকে নসীহত (দিক-নির্দেশনা ও উপদেশ দান) কোরেছেন, ধূলাবালি পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন, আমানত আদায় কোরেছেন, যে ভাবে আমানত আদায় করার হক রোয়েছে।

অতঃপর রসুলাল্লাহ তিনবার বোললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো, তুমি সাক্ষী থাকো।

উপস্থিত জনতা যেন আমার এ বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। হে জনতা! প্রত্যেক উত্তরাধিকারের জন্য আল্লাহ মিরাসের (উত্তরাধিকার আইন) অংশ নির্দিষ্ট

করে দিয়েছেন এবং এক-তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করা জায়েজ নয়। সন্তান তার, বাপ ছাড়া অন্যের সাথে এবং নিজের মালিক ব্যতীত অন্যের সাথে নিজেকে সম্পর্কিত করে–তার উপর লা'নত আল্ল াহর, মালায়েকগণের এবং যাবতীয় মানুষের। (কেয়ামতের দিন) এ অপরাধের কোন বিনিময় তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।

তোমাদের উপর শান্তি ও আল্ল াহর রহমত।

গাদীরে খুম-এ রসুলাল্ল াহর ভাষণ

মক্কা ও মদীনার মধ্যখানে খুম নামে একটি স্থান আছে। সেখানে একটি পুকুরও (গাদীর) রোয়েছে। সে কারণে এটাকে গাদীর খুম বলা হয়। হজ্ব শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে এই স্থানে পৌছে রসুলাল্ল াহ এই ভাষণ প্রদান করেন।

মনে হয় যেন আমাকে (আল্ল াহর পক্ষ থেকে) আহ্বান করা হোয়েছে এবং তাতে আমি সাড়াও দিয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি, যার একটি অন্যটির চেয়ে বড়। আল্ল াহর কেতাব এবং আমার আহাল (পরিবার), আমার আহলে বায়েত। লক্ষ্য রাখবে, আমার অবর্তমানে এ দু'টি বিষয়ে তোমাদের আচরণ কেমন হয়। কেননা হাওযে কাওছারে আমার নিকট উপনীত হওয়া পর্যন্ত এ দু'টি কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হবে না।

হে জনগণ! তোমরা আলীকে অভিযুক্ত করো না। কেননা আল্ল াহর কসম! নিশ্চয়ই সে আল্ল াহর সত্তা সম্পর্কে অধিক ভয়কারী কিংবা আল্ল াহর পথে অধিক কঠোর ও অনমনীয়।

আল্ল াহ আমার বন্ধু ও অভিভাবক আর আমি প্রত্যেক ঈমানদারের বন্ধু ও অভিভাবক।

অতঃপর আলী (রাঃ) এর হাত ধরে তিনি বোললেন, 'আমি যার আপনজন ও ওয়ালী (বন্ধু) আলীও তার আপনজন ও অভিভাবক। হে আল্ল াহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালবাসে তুমিও তাকে ভালবাসিও। আর যে তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে তুমিও তার সাথে শত্রুতা পোষণ কোর। যে তাকে সাহায্য করে তুমিও তাকে সাহায্য কোর। আমি মো'মেনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক আপন ও অধিকার-সম্পন্ন নই কি? এবং আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মা নয়?

বিদায় হজ্ব শেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর

হে জনগণ! আবু বকর আমাকে কোন দিন কষ্ট দেয় নাই। তাই তোমরা তার বিষয়টি স্বীকৃতি দিবে, কদর কোরবে। লোকসকল! আবু বকর, উমর, ওসমান, আলী, তালহা, যুবায়র, আবদুর রহমান এবনে আওফ এবং প্রথম যুগের মোহাজেরদের প্রতি রোয়েছে আমার সন্তুষ্টি, তাদেরকে এ বিষয়ে কদর কোরে চোলবে। লোকসকল! আমার সাহাবীগণ, বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়কূল এবং আমার প্রিয়জনের ব্যাপারে আমার সাথে তাদের সম্পর্কের দাবী রক্ষা কোরে চোলবে; আল্ল াহ যেন তাদের কারো সাথে দুর্ব্যবহারের দায়ে তোমাদের দায়ী না করেন। লোকসকল! মোসলেমদের ব্যাপারে তোমাদের জিহ্বা সংযত রাখবে এবং তাদের কেউ মৃত্যুবরণ কোরলে তার সম্পর্কে ভাল কথা বোলবে।

হে মোহাজের সমাজ! পাঁচটি স্বভাব যখন তোমাদের মধ্যে দেখা দিবে, তোমাদের সেগুলিতে লিপ্ত হবার ব্যাপারে আমি আল্ল াহর আশ্রয় প্রার্থনা কোরছি।

(১) **কোন জাতির মধ্যে যখনই অশ্ল ীলতার প্রসার ঘটে, যদি না তারা দমিয়ে দেয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে প্লে গ-মহামারী এবং অন্যান্য এমন সব রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘোটবে যা তাদের পুর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না;**

(২) **যখনই কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কম দিতে শুরু করে তখন তারা দুর্ভিক্ষ, অজন্মা, জীবিকা সঙ্কট ও শাসকের নিপীড়নের শিকার হবে;**

(৩) যখনই (কোন জাতি) তাদের সম্পদের যাকাহ প্রদানে বিরত থাকবে, তখন আসমান হোতে তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়; এমন কি জীবজন্তু না থাকিলে তাদের মোটেই বৃষ্টি দেওয়া হত না;

(৪) **আর যখনই তারা আল্ল াহর অঙ্গীকার এবং তাঁর রসুলের অঙ্গীকার লঙ্ঘন কোরবে তখনই বিজাতীয় শত্রুকে তাদের উপর বিজয়ী কোরে দিবেন। ফলে তারা (শত্রুরা) তাদের মালিকানাধীন অনেক কিছু দখল কোরে নিবে এবং**

(৬) **যতক্ষণ তাদের শাসকবৃন্দ আল্ল াহর কিতাব অনুসারে শাসন পরিচালনা না কোরবে এবং আল্ল াহর নাযেলকৃত নির্দেশনা কার্যকর না কোরবে, ততক্ষণ আল্ল াহ তাদেরকে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে রাখিবেন।**

অতঃপর বেলাল (রাঃ) কে আদেশ কোরলেন তাঁর হাতে সমরাভিযানের পতাকা এগিয়ে দিতে। তিনি তা এগিয়ে দিলেন। তখন রসুলাল্ল াহ আল্ল াহর হাম্‌দ এবং নিজের উপর সালাম উচ্চারণের পর বোললেন, 'এবনে আওফ! এটা (পতাকা) লও। সম্মিলিত শক্তিতে আল্ল াহর পথে লড়াই কোরবে, **তোমরা লড়বে তাদের**

বিরুদ্ধে যারা আল্ল াহর সাথে কুফরী করে; খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা কোরবে না, নিহত ব্যক্তির লাশ বিকৃত কোরবে না, কোন শিশুকে হত্যা কোরবে না। এটাই হোলো আল্ল াহর অঙ্গিকার এবং তোমাদের জন্য তোমাদের নবীর আদর্শ।'

মসজিদে খিফায়

আল্ল াহ তাঁর এ সব বান্দাকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল রাখুন, যারা আমার কথা শুনেছে ও স্মরণ রেখেছে। অতঃপর তাদের কাছে পৌছে দিয়েছে যারা আমার মুখ থেকে সরাসরি শোনে নি। কেননা হেকমত, জ্ঞান এবং দীনের কথা প্রচারকারীদের কিছু সংখ্যক বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী নয়। আবার **এমনও বহু বিজ্ঞ লোক রোয়েছে যারা জ্ঞানের কথা বহনকারীর চেয়ে বেশী বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী**। তিনটি জিনিস সম্পর্কে ঈমানদার ব্যক্তির দীলের মধ্যে কোন সন্দেহ পাওয়া যায় না:

১. শুধুমাত্র আল্ল াহর জন্য আমল করা

২. ক্ষমতার অধিকারীদের (আমীর/শাসক) জন্য শুভেচ্ছা ও উপদেশ দান।

৩. সামষ্টিক নিয়ম-শৃংখলা কঠোরভাবে মানা।

এ তিন দাবীর ভিত্তিতে তাদেরকে (হুকুম প্রদানকারীর) ভাষণ প্রদান করা দরকার। যে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন, আল্ল াহ তার মনে শান্তি প্রদান করেন এবং তার দীল থেকে মানুষের মুখাপেক্ষিতা দূর কোরে দেন। দুনিয়ার সুখ তার কাছে চোলে আসে। যার চিন্তা দুনিয়ার জন্য, আল্ল াহ তার সমস্যা জটিল কোরে দেন। তার মুখাপেক্ষিতা তার সামনে হাজির করেন। অথচ তার ভাগ্যে যা লেখা রোয়েছে তা ছাড়া সে বেশী কিছু দুনিয়াতে লাভ করে না।

আমীর/শাসকের আনুগত্য বিষয়ে নবীর ভাষণ

'সম্ভবত শীঘ্রই আল্ল াহর পক্ষ থেকে আমার ডাক পোড়বে এবং সেই আহ্বানে আমি সাড়া দিব। আমার পর তোমরা এমন শাসক পাবে যাদের আমল তোমাদের অনুরূপ হবে। তাদের কার্যকলাপ হবে তোমাদের খুবই পরিচিত। তাদের আনুগত্য হবে প্রকৃত ও শর'য়ী আনুগত্য। এই অবস্থা কিছুকাল যাবত অব্যাহত থাকবে। অতঃপর এমন কতিপয় ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হবে, তারা এরূপ কর্মকাণ্ড কোরবে যার সাথে তোমরা অপরিচিত। যারা তাদের সহযোগিতা কোরবে তারা ধ্বংস হবে এবং অন্যদেরকেও ধ্বংস কোরবে। **তাদের সাথে আত্মীয়তা বা শরীয়াহগত সম্পর্ক রাখতে পার কিন্তু আমলী ও আত্মীক সম্পর্ক রেখো না**। সৎ ও পুণ্যবান লোকের সততার পক্ষে এবং দুরাচার ও দুষ্কিতকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী থেকো। কারণ তারা পরোপকারী। পাপীর পাপকর্মেরও সাক্ষী থেকো।'

উম্মাহর জন্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সংক্রান্ত অমূল্য ভাষণ

আল্ল াহ সুবহানাহু তা'আলার তসবীহ ও পবিত্রতা পাঠ করার পর আল্ল াহর রসুল মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা কোরলেন। তাতে সাহাবায়ে কেরামের মন কাঁপতে লাগলো এবং চোখ বেয়ে পানি ঝোরতে লাগলো। তাঁরা ভাবলেন এ যেন আল্ল াহর রসুলের বিদায়ী ভাষণ। তাই তাঁরা বিদায়ী নসিহতের জন্য তাঁর খেদমতে আরজ কোরলেন। অতঃপর রসুলাল্ল াহ এ ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন:

আমি তোমাদেরকে এমন এক আলোতে পরিত্যাগ কোরলাম, যার রাতও দিনের ন্যায় ঝলমলে। (অর্থাৎ এসলামের আলো আমি পরিপূর্ণভাবে তোমাদেরকে পৌছে দিয়েছি। দীনের কোন বিষয়ই অন্ধকারাচ্ছন্ন নয় বরং দিনের আলোর ন্যায় সুস্পষ্ট।) আমার পরে যে ব্যক্তি এটা হোতে বিমুখ হবে, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা খুব শীঘ্র অনেক এখতেলাফ (মতভেদ) দেখতে পাবে। আমার প্রতিষ্ঠিত ও অবিসংবাদিত সুন্নাহ এবং আমার হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা তোমরা দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধোরবে। কোন **কৃষ্ণকায় হাবশী তোমাদের নেতা হোলেও তার আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য। মো'মেন ব্যক্তি নাকে রশি লাগানো উট সদৃশ, যে দিকে রশি যায় সে দিকে সে যায়। আল্ল াহকে ভয় করা, শাসকদের কথা শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা তোমাদের কর্তব্য**। সাবধান! মুহদিসাত–দীনের ক্ষেত্রে নতুন জিনিস (বেদাত) থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, **প্রত্যেক বেদাত হোল দালালাত** (পথভ্রষ্টতা)।

জান্নাতুল বাকী-তে রসুলাল্ল াহর কিছু একান্ত কথা

রসুল এন্তেকালের পূর্বে শারীরিকভাবে অসুস্থ হোয়ে পড়লেন। তিনি সম্যক উপলব্ধি করেন যে, তাঁর বিদায়ের সময় এসেছে। তিনি ধীরে ধীরে জীবিত ও মৃত সকলের নিকট হোতে বিদায় নিতে লাগলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দিক নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রাখেন। রসুলাল্ল াহ তাঁর মুক্ত দাস আবু মুওয়ায়হিবাকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গেলেন এবং সেখানে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন:

'হে আবু মুওয়ায়হিবা! এই বাকীবাসীদের জন্য এসতেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কোরতে আমি আদিষ্ট হোয়েছি। আমার সাথে চল।' আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। তিনি তাদের নিকট দাঁড়িয়ে বোললেন, 'হে কবরবাসী! তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা জীবিতদের অবস্থা হোতে ভালো, তোমরা সুখী হও। **অন্ধকার রাত্রির খণ্ডসমূহের মত এগিয়ে আসছে ফেতনা-ফাসাদ; একটির পেছনে আরেকটি এবং প্রথমটি অপেক্ষা পরেরটি আরও ভয়াবহ।**' অতঃপর তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বোললেন, 'হে আবু মুওয়ায়হিবা! আমাকে পার্থিব ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ, এখানকার স্থায়ী জীবন এবং এরপর জান্নাত পেশ করা হোয়েছে। আর এই সমুদয় এবং আল্লাহর সাক্ষাত ও জান্নাত এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হোয়েছে।' আমি বোললাম, 'আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কোরবান হোক! আপনি প্রথমে দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডারের কুঞ্জিসমূহ, পার্থিব জীবনের স্থায়ীত্ব এবং তারপর জান্নাত কে গ্রহণ কোরুন।' তিনি বোললেন, 'না, হে আবু মুওয়ায়হিবা, **আল্লাহর কসম! আমি আমার প্রতিপালকের সাক্ষাত ও জান্নাতকেই বরণ কোরেছি।**' অতঃপর তিনি বাকী'র কবরবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোরলেন।

অসুস্থতাকালীন বক্তব্য

রসুলাল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার দু'মাস পূর্বে সূরা নসর নাযেল হয়।

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় পৌছল এবং তুমি দেখলে দলে দলে লোক আল্লাহর দীনে দাখেল হোল। অতএব আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ করো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী। (১১০: ১-৩)

রসুলাল্লাহর আখেরী রমাদান মোবারক ছিল হেজরী দশম সন। সেবার তিনি বিশ দিন এতেকাফ কোরলেন। ইতিপূর্বে প্রতি বছর মাত্র দশ দিনের এতেকাফ কোরতেন। প্রিয় কন্যা ফাতেমা (রা:)-কে তার কারণ বোললেন, 'আমার সময় নিকটবর্তী মনে হোচ্ছে।'

১২ সফর রসুলাল্লাহ ওহুদ উপত্যকায় গেলেন। শহীদদের কবরস্থানে সালাহ কায়েম কোরলেন। ফেরার পথে মিম্বরে আরোহন কোরে ভাষণ দিলেন:

হে জনতা! আমি তোমাদের পূর্বে গমনকারী এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী। আল্লাহর শপথ, আমি এখান থেকে হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে রাজ্যসমূহের খাজাঞ্চিখানার চাবি দেওয়া হোয়েছে। আমার অবর্তমানে তোমরা মূর্তিপূজারী হোয়ে যাবে এ ভয় আমি কোরি না। কিন্তু আশঙ্কা কোরছি তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু কোরবে।

অতঃপর তিনি জান্নাতুল বাকীতে গভীর রাতে গমন কোরলেন, দোয়া কোরলেন এবং বোললেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

অতঃপর একদিন মোসলেমদেরকে একত্রিত করার হুকুম দিলেন। তিনি বোললেন: মারহাবা মোসলেমগণ। আল্লাহ তোমাদেরকে রহমতের মধ্যে রাখুন। তোমাদের নিরুৎসাহিতা দূর কোরুন। তোমাদেরকে রেযেক দান কোরুন। তোমাদের সাহায্য কোরুন। তোমাদের উন্নত কোরুন। তোমাদেরকে নিরাপদে রাখুন। আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। আল্লাহর হাতে তোমাদের সোপর্দ কোরছি এবং তাঁরই ভয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। কেননা আমি সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী। সাবধান, **আল্লাহর বান্দা ও তাঁর জনপদের মধ্যে তোমরা কোনরূপ অহঙ্কার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন কোর না।** আল্লাহ আমাকে ও তোমাদেরকে বোলেছেন:

এটা আখেরাতের গৃহ, আমি তাদেরকে দান কোরি যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব আকাঙ্খা কোরে না এবং ফাসাদও সৃষ্টি কোরে না। আর উৎকৃষ্ট পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা কাসাস ৮৩)

অতঃপর রসুলাল্লাহ তেলাওয়াত কোরলেন এই আয়াত: **অহঙ্কারীদের স্থান কি জাহান্নাম নয়?** (সূরা যুমার: ৬০)

পরিশেষে বোললেন: সালাম তোমাদের সকলের উপর এবং তাদের উপরও যারা এসলামের মাধ্যমে আমার বায়াতে শামিল হবে।

বিদায়ের পাঁচদিন পূর্বে তিনি সাত কুয়োর সাত মশক পানি মাথায় দেয়ালেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হোলে মসজিদে উপস্থিত হোয়ে বোললেন:

তোমাদের পূর্বে এক কওম নবী রসুলগণের এবং নেক ব্যক্তিগণের কবরস্থানকে সেজদার স্থান বানিয়েছিল। তোমরা অনুরূপ কোর না। এ সব ইহুদী ও খ্রীস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, যারা নবী রসুলগণের কবরকে সেজদার স্থান বানিয়েছে। আমার পর আমার কবরকে যেন এরূপ পূজার স্থান বানানো না হয়।

অসুস্থতার তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে সালাতের এমামতি করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হোল। রসুলাল্লাহ আলী (রা:) এবং ফদল (রা:)-এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি হুজরা থেকে বের হোলেন। আব্বাস (রা:) রসুলাল্লাহর আগে চোলছিলেন। নবীর মাথা বেদনাক্রান্ত ছিল। মাথায় বাঁধা ছিল পট্টি। শরীর খুবই দুর্বল ছিল। পা টেনে টেনে চোলছিলেন। তিনি মসজিদের মিম্বরের নিকট পৌছুলেন এবং মিম্বরের নীচের সিঁড়িতে বোসলেন। অপেক্ষমান মুসল্লীগণ প্রিয় নবীকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেললেন। রসুলাল্লাহ আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করার পর বোললেন:

আমি জানতে পেরেছি তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যু সম্পর্কে খুবই শঙ্কিত। আমার

পূর্বে প্রেরিত আল্লাহর কোন নবী রসুল কি সর্বদা দুনিয়ায় অবস্থান কোরছেন যে আমিও সর্বদা অবস্থান কোরব?

সাবধান! আমিও আমার প্রভুর নিকট গমনকারী এবং তোমরাও তাঁর নিকট গমনকারী। আমি তোমাদেরকে প্রথম যুগের মোহাজেরদের সম্মান ও মর্তবা সম্পর্কে অসিয়ত কোরছি। পারস্পরিক সদাচারণের জন্য আমি মোহাজেরদেরকেও অসিয়ত কোরছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

সময়ের শপথ! মানবজাতি অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত রোয়েছে একমাত্র তারা ছাড়া, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পর পরস্পরকে সত্য ও সবরের (সঙ্কল্পের দৃঢ়তা) উপদেশ প্রদান করে (আল আসর ১-৩)।

সকল বিষয় আল্লাহর অনুমতি মোতাবেকই সম্পন্ন হয়। **যদি কোন বিষয় সংঘটিত হোতে বিলম্বিত হয় তাহোলে তাড়াহুড়া কোরো না**। যে আল্লাহর বিরুদ্ধে জয়ী হোতে চায় আল্লাহ তার উপর বিজয়ী হোয়ে যান। যে আল্লাহকে প্রতারণা করে সে স্বয়ং প্রতারণার শিকার হয়। ক্ষমতা হাতে পেলে তোমরা যমিনে ফেতনা সৃষ্টি কোর না এবং আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিদের সাথে মন্দ আচরণ কোর না।

আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে কল্যাণের উপদেশ প্রদান কোরছি। তারা তোমাদের পূর্বে ঈমান গ্রহণ কোরেছে এবং হেজরতের জন্য স্থান দিয়েছে। তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। তারা কি তোমাদেরকে তাদের ফসলে সমান অধিকার প্রদান করে নি? তারা কি তাদের নিজেদের গৃহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত কোরে দেয় নি? নিজেরা অভাবের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কি তারা তোমাদেরকে অগ্রাধিকার দেয় নি? **তোমাদের মধ্যে যে-ই আমীর মনোনীত হোক না কেন এবং দু'জনের মধ্যে ফায়সালা কোরুক না কেন, সে যেন আনসারদের ভালো লোকের কথা মেনে নেয় এবং তাদের মন্দ লোকদেরকে মা'ফ কোরে দেয়**। তাদের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতা এবং নির্যাতনমূলক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ কোর না। তারা আমার শরীরের ভূষণ। তারা তাদের কর্তব্য পূরণ কোরেছে, এখন তাদের অধিকার বাকী রোয়েছে। আমি তোমাদের মীরে মনযিল (গন্তব্যের দিশারী)। আমি তোমাদের আগমনের সামান প্রস্তুতকারী। তোমরা আমার সাথে সেখানে মোলাকাতকারী। আমার সাথে তোমাদের মোলাকাতের স্থান হোল হাউস। আমার সাথে সেখানে যে সাক্ষাত কোরতে চায় সে যেন তার হাত ও জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি বোললেন: **এক বান্দার সামনে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু** (মা-ফীহা) **পেশ করা হোয়েছে কিন্তু তিনি আখেরাতকে বেছে নিয়েছেন**।

সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহ।

বিদায়

মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় মসজিদে নববীতে ফজরের সালাহ আদায়ের পর বসা অবস্থায় জনগণের উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ ভাষণ দেন।

'হে মানুষেরা! অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোয়েছে। অন্ধকার রাতের খণ্ডসমূহের ন্যায় ফেতনা-ফাসাদ দ্রুত ছুটে আসছে। আল্লাহর কসম! তোমরা আমার উপর কোন দায় চাপাতে পারবে না। কেননা আমি কেবল সে জিনিসই হালাল কোরছি, যা কোর'আন হালাল কোরছে এবং কেবল সে জিনিসই হারাম কোরছি, যা কোর'আন হারাম কোরছে।'

রসুলাল্লাহ তাঁর এন্তেকালের স্বল্পকাল আগে ওসামা এবনে যায়দ এবনে হারিসাকে (রা:) সিরিয়া-ফিলিস্তীনের দারুস ও জর্দানের অন্তর্গত বালকা' সীমান্ত অঞ্চলে সারিয়া (আক্রমণাত্মক টহল অভিযান) পরিচালনার নির্দেশ দেন। এটা ছিল রসুলাল্লাহর জীবদ্দশায় সর্বশেষ অভিযান। প্রবীণ মোহাজেরগণের প্রায় সকলেই ওসামা (রা:) এর বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হন। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। তাদের মন্তব্য ছিল, প্রবীণ আনসার ও মোহাজেরদের উপর এত তরুণ একজনকে অধিনায়ক করা হোয়েছে। এই আলোচনা রসুলাল্লাহর কানে গেলে তিনি মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থাতেই সরাসরি মিম্বারে এসে বোসলেন এবং আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা ও স্তুতির পর ভাষণ দেন।

'হে সমবেত লোকেরা! তোমরা ওসামার যুদ্ধাভিযান কার্যকর কর। আমার জীবনের শপথ! **তোমরা যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কথা বোলে থাক, তবে এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তো কথা তুলেছিলে। অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্যই বটে, যেমন তার পিতাও এর যোগ্য ছিল। সে আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়; আর তার পরে এই ওসামাও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়**।'

অতঃপর রসুলাল্লাহ বোললেন:

'হে মোহাজেরগণ! তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোচ্ছে, আর আনসারীরা স্থিতাবস্থায় রোয়েছে। তারা আমার সেই সিন্দুক (সুরক্ষিত আশ্রয়), যেখানে আমি আশ্রয় নিয়েছি। তাই তাদের মধ্যকার সজ্জনদের সম্মান কোরবে এবং অন্যায়কারীদের মার্জনা কোরবে। যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! এ মুহূর্তে আমি হাউজে কাউসারের উপর অবস্থান কোরছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে এক বান্দাকে দুনিয়া এবং আল্লাহর কাছে যা কিছু রোয়েছে তাই তার অধিকারভুক্ত কোরে দিলেন।' জনতার মাঝে আবু বকর (রা:) এর গূঢ়তত্ত্ব অনুধাবন কোরে কাঁদতে লাগলেন।

আমরা (জনগণ) তাঁর কান্নায় বিস্ময়বোধ কোরলাম। আবু বকর (রাঃ) বোললেন, 'আমরা আমাদের জীবন, আমাদের সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ-সম্পত্তি আপনার জন্য উৎসর্গ কোরছি।'

অতঃপর রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'এই পৃথিবীতে যতদিন জীবন যাপন করার ইচ্ছা ততদিন জীবন যাপন করার এবং যা কিছু খাবার ইচ্ছা তা খাওয়ার এবং অতঃপর তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন করার জন্য একজন লোককে আল্ল াহ এখতিয়ার (অধিকার) দিলেন। তখন সে আল্ল াহর সান্নিধ্যকে গ্রহণ কোরল।'

'তোমাদের মধ্যে আমার ভাই ও বন্ধু সম্পর্কের অনেকেই ছিল। আমি এখন যে কোন অন্তরঙ্গের সাথে তার অন্তরঙ্গতা বিষয়ে দায়মুক্তি ঘোষণা কোরছি। তবে আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কাউকেও যদি আমি খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ কোরতাম, তাহোলে অবশ্যই আবু বকরকেই গ্রহণ কোরতাম। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ কোরেছেন, যেমন এব্রাহীম (আঃ) কে খলীলরূপে গ্রহণ কোরেছিলেন। সঙ্গ এবং সম্পদ দানে আমার প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী ব্যক্তি হোলেন আবু বকর। তবে হ্যাঁ, এই সম্পর্ক এসলামী বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির সাথে সম্পৃক্ত। মসজিদের দিকের সব দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া হবে কেবল আবু বকরের দরজা ব্যতীত। তোমাদের পূর্বেকার কোন কোন জাতি তাদের নবীগণের এবং পুণ্যবানদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত কোরেছে। তোমরা কিন্তু কবরকে মসজিদে পরিণত করো না।'

'হে জনগণ! আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। তোমাদের মাঝে আমার কিছু কিছু আচরণ প্রতিশোধ নেওয়ার মত রয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই এ স্থানে আমাকে আর দেখবে না। আমি মনে কোরতাম যে, ঐ আচরণ ও ব্যবস্থা ব্যতিরেকে আমার কাজ সমাধা কোরতে পারবো না, যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে তা বাস্তবায়িত করি। শোন! তোমাদের মধ্যে যদি আমি কারো পিঠে চাবুক মেরে থাকি তাহলে আমার পিঠ উন্মুক্ত কোরে দিলাম, সে যেন সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর আমি যদি কারো সম্পদ নিয়ে থাকি, তাহলে আমার এই সম্পদ, সে যেন তা হোতে নিয়ে নেয়। আমি যদি কাকেও গালি দিয়ে তার মান-ইজ্জত নষ্ট কোরে থাকি, তাহলে এই আমার ইজ্জত, সে যেন তা হোতে সমান প্রতিশোধ নেয়। কেউ যেন এ কথা না বোলে যে, রসুলাল্ল াহর বিদ্বেষ ও অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় আমি ভীত হোয়েছি। কেননা বিদ্বেষ-ঘৃণা আমার মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং আমার স্বভাব সুলভও নয়। তোমাদের মধ্যে আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে ঐ ব্যক্তি যে তার পাওনা আদায় করে নিবে যদি তা আমার নিকট থেকে থাকে কিংবা আমাকে দায়মুক্ত কোরে

দিবে। ফলে আমি আল্ল াহর সান্নিধ্যে হাযির হবো এমন অবস্থায় যে, আমার কাছে কারো কোন যুলুম-নিপীড়নের দাবি থাকবে না।' এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্ল াহর রসুল! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পাওনা রোয়েছে। রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'আমি তো কোন দাবীদারকে মিথ্যাবাদী বোলব না এবং শপথ কোরে প্রমাণ করার দাবীও কোরব না। তবে কী ব্যাপারে পাওনা রোইল?' লোকটি বোলল, 'আপনার কি মনে পড়ে না, এক প্রার্থী আপনার নিকট এসেছিল এবং আপনি আমাকে হুকুম দিলে আমি তাকে তিনটি দিরহাম প্রদান কোরেছি।' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'হে ফাদল! তাকে দিয়ে দাও। হে জনগণ! কারো নিকট আত্মসাৎকৃত কিছু থাকলে তা সে ফেরৎ দিয়ে দিক। কেউ তার মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনুভব কোরলে সে যেন দাঁড়িয়ে যায়, আমি তার জন্য আল্ল াহর নিকট দোয়া করবো।' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বোলল, **'ইয়া রসুলাল্ল াহ! আমি অবশ্যই মোনাফেক, আমি অবশ্যই মিথ্যুক এক্ষং আমি অবশ্যই দুর্ভাগা ও কুলক্ষুণে। আমার কাছে তিনটি দিরহাম রোয়েছে, যা আমি আল্ল াহর পথে আত্মসাৎ কোরছিলাম**।' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'তবে তুমি তা আত্মসাৎ কোরছিলে কেন?' লোকটি বোললো, 'সেগুলির প্রতি আমি অভাবী ছিলাম'। রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'ফাদল! তার নিকট হোতে সেগুলি নিয়ে নেও।' তখন উমর (রাঃ) বোললেন, 'হে দুর্ভাগা! আল্ল াহ তো তোমাকে আবরণ দিয়েছিলেন, তুমিও যদি নিজকে আবৃত কোরে রাখতে।' রসুলাল্ল াহ বোললেন, 'আহ! এবনুল খাত্তাব! দুনিয়ার লান্ছনা আখেরাতের লান্ছনার তুলনায় সামান্য। হে আল্ল াহ! তাকে সত্যবাদিতা ও ঈমান নসীব কোরুন এবং তার কুলক্ষণ ও দুর্ভাগ্য দূর কোরে দিন। উমর আমার সাথে আমি উমরের সাথে। ন্যায় ও সত্য আমার পরে উমরের সাথে।'

রসুলাল্ল াহ আরও বলেনঃ

আল্ল াহর কেতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কওমের এমামতি কোরবে। কোর'আনের এলমে তারা (একাধিক ব্যক্তি) সমপর্যায়ের হোলে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ; সুন্নাহর এলমে তাঁরা সমপর্যায়ের হোলে তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়সে সকলে সমান হোলে তাঁদের মধ্যে এসলাম গ্রহণে প্রবীণ ব্যক্তি।

ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! **তোমরা এককালে পারসিক ও রোমানদের ন্যায় আচরণ কোরবে**। তারা তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আর নেতারা থাকে উপবিষ্ট। এমাম নিযুক্তির উদ্দেশ্য হোলো তার অনুসরণ করা। তাই এমাম তাকবীর বোললে তোমরাও তাকবীর বোলবে। তিনি রুকু কোরলে তোমরাও রুকু কোরবে। তিনি রুকু হোতে মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে;

তিনি সেজদা কোরলে তোমরাও সেজদায় যাবে এবং এমাম বোসে সালাহ কায়েম কোরলে তোমরাও সকলে বোসে সালাহ্ কায়েম কোরবে।

হ্যাঁ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! **পৃথিবীর বুকে কোন মোসলেম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হোলে তার বিনিময়ে আল্ল াহ তার পাপগুলি ঝোরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ তার পাতা ঝোরিয়ে দেয়।** আমরা নবীগণের জামা'আত, বিপদাপদ ও পরীক্ষা আমাদের উপর দ্বিগুণ করা হয়, আবার সওয়াবও (প্রতিফল) আমাদের জন্য দ্বিগুণ হয়। কোন একজন নবী উকুন ইত্যাদির মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত হোলেন, এমন কি তা তাঁর জীবন বিনাশ কোরে দিল। কোন নবী তীব্র শীতে বস্ত্রহীনতায় বিপদগ্রস্ত হোয়ে 'আবা' (জুব্বা) জড়িয়ে নিতে বাধ্য হোতেন। তবুও তাঁরা নিশ্চিত বিপদ ও পরীক্ষায় আনন্দিত হোতেন যেমন আনন্দিত হোতেন স্বচ্ছলতায়। কঠিনতম বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন নবীগণ, তার পর উত্তম আমলের অধিকারী ব্যক্তিগণ (সালেহীন), ক্রমান্বয়ে সত্যের প্রতি অবিচল ব্যক্তিগণ (সিদ্দীকীন), এই পর্যায়ক্রম অনুসারে মানুষ তাঁর তাকওয়ার মাত্রা অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন ও বিপদগ্রস্ত হন। তাকওয়ায় কেউ মযবুত হোলে তাঁর পরীক্ষাও কঠিন হয়।

অতঃপর রসুলাল্ল াহ বলেন, হে আল্ল াহ! ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধ্বংস কোরুন। তারা তাদের নবীদের সমাধিসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত কোরেছে। আরব ভূমিতে কোন অবস্থায় দুইটি ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না।

তোমাদের প্রতি মোবারকবাদ! আল্ল াহ তোমাদেরকে দীর্ঘজীবী কোরুন, দয়া কোরুন, আশ্রয় দান কোরুন, হেফাযত কোরুন, সমুন্নত কোরুন, তওফীক দান কোরুন, নিরাপদে রাখুন এবং কবুল কোরুন! আমি তোমাদের কে তাকওয়া অর্জনের ওসিয়ত কোরছি। আল্ল াহও তোমাদেরকে এ মর্মে ওসিয়ত কোরছেন। আমি তোমাদেরকে তাঁর দায়িত্বে ন্যস্ত কোরে গেছি। আমি তাঁর পক্ষ হোতে তোমাদের নিকট প্রেরিত একজন ভীতিপ্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদানকারী। **সাবধান! তোমরা আল্ল াহর বান্দাদের ক্ষেত্রে এবং তাঁর জমীনে কোন ধরণের অহঙ্কার কোর না।** কেননা তিনি আমাকে এবং তোমাদের উদ্দেশ্য কোরে বোলেছেন, **'পরজগতের সাফল্য কেবল সেসব লোকের জন্য আমি নির্দ্ধারণ কোরে রেখেছি, যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হোতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি কোরতে চায় না। শুভ পরিণাম কেবল আল্ল াহভীরু লোকদের জন্যই।** আল্ল াহ আরও বলেন,

'জাহান্নাম কি দাম্ভিকদের আবাসস্থল নয়?'

আমরা বোললাম, 'আপনার ওফাত কবে হবে?' তিনি বোললেন, 'বিচ্ছেদের সময় অত্যাসন্ন। আল্ল াহ, সিদরাতুল মুনতাহা, সর্বোত্তম সাথী ও জান্নাতুল মাওয়ার দিকে

প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসছে।' এর পর আমরা জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'কে আপনাকে গোসল করাবে?' তিনি বোললেন, 'আমার পরিবার, আপনজনেরা এবং তাদের আপনজনেরা।' আবার জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'কোন কাপড় দিয়ে আমরা আপনাকে কাফন পরাবো?' তিনি বোললেন, 'আমার ব্যবহারের কাপড় দিয়ে আমার কাফন পরাবে অথবা যদি তোমরা চাও মিসরের সাদা কাপড় অথবা ইয়ামানী চাদর দিয়েও কাফন পরাতে পার।' আমরা আবার জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'কে আপনার সালাহ পড়াবে?' তিনি বোললেন, 'এ বিষয় এখন রাখ। আল্ল াহ তোমাদের ক্ষমা কোরুন এবং নবীর (সহযোগিতা ও ভালোবাসার) জন্য তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান কোরুন।' এর পর আমরাও কাঁদলাম তিনিও কাঁদলেন। তিনি বোললেন, 'তোমরা এ ঘরে আমার কবরের ধারে আমাকে আমার খাটের উপর রাখবে। অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য তোমরা আমার নিকট হোতে দূরে সরে যাবে, যাতে জিব্রাঈল, ইসরাফীল, মীকাঈল ও মালাকুল মউত প্রমুখ মালায়েক অপরাপর মালায়েকগণকে সঙ্গে নিয়ে আমার জানাজা কোরতে পারেন। অতঃপর তোমরা দলে দলে আমার নিকটে এসে জানাযা কোরবে এবং সালাম প্রেরণ কোরবে। কোনরূপ কান্নাকাটি বা শোরগোল কোরে আমাকে কষ্ট দিও না। সর্বপ্রথম আমার পরিবারের পুরুষেরা আমার জানাযা কোরবে, এর পর তাদের মহিলাবৃন্দ, এর পর তোমরা সকলে। তোমাদের প্রতি আমার সালাম রইলো আর যে সব লোক আমার দীনের উপর আমার হাতে বায়াত গ্রহণ কোরেছে, আজ হোতে কেয়ামত পর্যন্ত তাদের সকলের প্রতি রইলো আমার সালাম, এ ব্যাপারে তোমাদেরকে সাক্ষী বানাচ্ছি।' আমরা জিজ্ঞাসা কোরলাম, 'আপনার কবরে কে অবতরণ কোরবে?' তিনি বোললেন, 'আমার পরিবারের লোকেরা; তাদের সাথে থাকবে বহু মালায়েক, যারা তোমাদের দেখবে অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাবে না।'

এসলামের কয়েকটি শব্দের সঠিক অর্থ

মহানবীর ভাষণ বইটিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বেশ কিছু পারিভাষিক শব্দ ও বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে যেগুলি বর্তমানে ভুলভাবে ব্যবহৃত হোচ্ছে, ভুল মানে করা হোচ্ছে। ফলে স্বভাবতই রসুলাল্লাহর মহামূল্যবান কথামালা অর্থহীন, আত্মাহীন বাণীসমষ্টিতে পরিণত হোচ্ছে। এই অধ্যায়ে আমরা এমনই কিছু শব্দের প্রকৃত অর্থ তুলে ধোরছি, **এই অর্থগুলি মহান আল্লাহ দয়া কোরে এই যামানার এমাম** (The Leader of the Time) **জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'কে বুঝিয়ে দিয়েছেন।** পাশাপাশি থাকছে এসলামের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঠিক মর্ম। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে মহানবীর ভাষণগুলি পড়লে এনশা'আল্লাহ সেই কথাগুলি পাঠক হৃদয়ে জীবন্তরূপে ধরা দেবে।

১. এসলামের প্রকৃত আকীদা

এই দীনের সমস্ত আলেম ও ফকিহদের অভিমত হোচ্ছে এই যে **আকীদা সঠিক না হোলে ঈমানের কোন দাম নেই।** অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা সন্দেহ নেই, কারণ যে জিনিসটি সঠিক না হোলে, ভুল হোলে, ঈমানের কোন দাম নেই- সেই জিনিসটি অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি এবং তাছাড়াও আরও হাজারো রকমের এবাদতের মূলে হোচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হোয়ে গেলে স্বভাবতঃই এই সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের এবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হোলে ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক সমস্ত এবাদত অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকীদা কী?

আকীদা হোচ্ছে কোন জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept কোন জিনিস বা ব্যাপার, তা সে যে কোন জিনিস হোক না কেন, সেটা দিয়ে কি হয়, সেটার উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হোচ্ছে আকীদা। যে কোন জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হোলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা

কোরি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হোয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, এমামরা সকলেই একমত যে আকীদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হোলে ঈমান ও সমস্ত এবাদত নিষ্ফল। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কেউ আপনাকে একটি মটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মটর গাড়িটি এসলাম- আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন কোরে কোরতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book। মনে করুন এই বই "কোর'আন ও সহীহ হাদীস"। গাড়ির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হোচ্ছে ওটাতে চোড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হোচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরীই করা হোয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদীর আসন তৈরী করা হোয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার লাগানো হোয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হোয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হোয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হোয়ে গেলে কেমন রং কেমন ভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হোচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরীর উদ্দেশ্য যে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কি হয়, ওটাকে কি উদ্দেশ্যে তৈরী করা হোয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কি কোরবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরী করার উদ্দেশ্য হোচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করার জন্য। কিম্বা ভাববেন এটা তৈরীর উদ্দেশ্য হোচ্ছে রেডিও শোনার জন্য, সিডি বা ক্যাসেটে সঙ্গীত শোনার জন্য। আর তাই মনে কোরে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ক্যাসেট, সিডি-প্লেয়ার বাজাবেন।

এই হোলে আপনার আকীদার ভুল হোল। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হোল কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য

কি। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হোল আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হোয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ক্যাসেট, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হোয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, এমামরা একমত হোয়েই বোলেছেন যে আকীদা অর্থাৎ **কোন ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হোলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হোলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং অন্যান্য এবাদতও অর্থহীন।**

আল্ল াহ আমাদের এসলাম বোলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকীদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃতি হোয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মত হোয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মত আমরা Maintenanceবই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদীস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা কোরছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে কোরি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হোয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ কোরেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখেল্ল া সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকীদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হোয়েছে যে আল্ল াহ আমাদের ত্যাগ কোরেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হোয়েছি। আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হোয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের গণহত্যা কোরছে, আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশীন মা-বোনদের ধর্ষণ করে গর্ভবতী কোরছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস কোরে দিচ্ছে।

বর্তমানে আকীদা ও ঈমানকে একই জিনিস বোলে মনে করা হয়। এই ধারণা ভুল। প্রথমতঃ ঈমান শব্দের অর্থ হোল বিশ্বাস আর আকীদা শব্দটি এসেছে আক্দ শব্দ থেকে যার মানে গ্রন্থি, গিঁঠ বা গেরো। আমরা এই শব্দটি বিয়েতে ব্যবহার কোরি। আক্দ করানো অর্থ বিয়ে করানো, দু'টি মানুষকে গিঁঠ বা গেরো দিয়ে দেওয়া। ঐ আক্দ থেকে আকীদা। অর্থাৎ ঈমান ও আকীদা দু'টি সম্পুর্ণ আলাদা শব্দ এবং সম্পুর্ণ আলাদা অর্থ। দ্বিতীয়তঃ আকীদা ভুল হোলে ঈমান অর্থহীন- এ কথাতেই তো পরিষ্কার হয় যে ঐ দু'টো এক জিনিস নয়। একটা ভুল হোলে অন্যটি অর্থহীন

অর্থাৎ এক নম্বর ভুল হোলে দুই নম্বর অর্থহীন- কাজেই এ দু'টো বিষয় একই বিষয় হওয়া অসম্ভব। অথচ এই ভুল ধারণা আজ সর্বব্যাপী। এটা হোয়েছে এই জন্য যে এসলামের প্রকৃত আকীদা আজ অদৃশ্য হোয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, তাই ওটাকে ঈমানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হোয়েছে- যদিও এ দু'টো সম্পুর্ণ আলাদা ব্যাপার।

এই দীনের সঠিক আকীদা এ রকম:

১। সর্বশক্তিমান আল্ল াহ তাঁর এই বিরাট বিশাল মখলুক সৃষ্টি কোরলেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ও পরিচালনার জন্য অসংখ্য মালায়েক বা ফেরেশতা সৃষ্টি কোরলেন। এই সৃষ্টির (মখলুকের) বা ঐ মালায়েকদের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ছিলো নাএবং নেই। যাকে যে কাজের জন্য আল্ল াহ সৃষ্টি কোরলেন বা যে কাজের দায়িত্ব দিলেন তারা নিখুঁতভাবে সেই কাজ কোরে চললো, যার সামান্যতম বিচ্যুতি নেই।

২। আল্ল াহর ইচ্ছা হোল এমন এক সৃষ্টি কোরতে যে সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকবে, যে ইচ্ছা কোরলে আল্ল াহর দেয়া নিয়ম ও দায়িত্ব মোতাবেক চোলবে, ইচ্ছা কোরলে তা অমান্য কোরতে পারবে।

৩। তাই আল্ল াহ আদম অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি কোরলেন। আদমের মধ্যে আল্ল াহ তাঁর নিজের আত্মা (রূহ্) থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা হেজর ২৯) অর্থাৎ আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, যা আল্ল াহ ছাড়া আর কারও নেই, তা এবং আল্ল াহর অন্যান্য সকল সিফত্ বা গুণ প্রবেশ কোরিয়ে দিলেন। কাজেই এই নতুন অসাধারণ সৃষ্টির নাম দিলেন আল্ল াহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি।

৪। একটা বিরুদ্ধশক্তি না থাকলে কোন পরীক্ষা (Test) সম্ভব নয় তাই এবলিস বা শয়তানকে এই খলিফার বিরুদ্ধে দাড় করালেন এবং ঐ পরীক্ষার জন্য এবলিসকে মানুষের দেহ মনের মধ্যে প্রবেশ ও তাকে প্রভাবিত করার অনুমতি ও শক্তি দিলেন (সুরা বাকারা ৩০)।

৫। এবলিস আল্ল াহকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান (Challenge) কোরলো এই বোলে যে, তোমার এই খলিফাকে আমি ফাসাদ অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে পতিত কোরবো। আল্ল াহ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে গ্রহণ কোরে বোললেন- আমি আমার প্রেরিত নবী-রসুলদের এবং হাদীদের মাধ্যমে আমার খলিফা মানুষদের জন্য এমন জীবন-ব্যবস্থা, দীন পাঠাব যে জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরলে তারা ঐ ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে না, অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও শান্তিতে (এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) পৃথিবীতে বাস কোরতে পারবে। এখানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এবলিস

আল্ল াহকে এ চ্যালেঞ্জ দিলো নাযে তোমার খলিফা, প্রতিনিধিকে আমি মসজিদে, গির্জায়, মন্দিরে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যেতে বাধা দেব, তাদের হজ্ব কোরতে, রোযা রাখতে, যাকাত দিতে, দান-খয়রাত কোরতে বা অন্য যে কোন পুণ্য কাজে, সওয়াবের কাজে বাধা দেব। সে এই চ্যালেঞ্জ দিলো যে মানুষকে সে ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত কোরবে। অন্যায়, অবিচার, অশান্তি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত, এ দু'টোই সমষ্টিগত ব্যাপার এবং ঠিক এ দু'টোই মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত মানব জাতির সর্বপ্রধান সমস্যা হোয়ে আছে যার সমাধান আজ পর্যন্ত করা যায় নি।

৬। মানুষ জাতিকে তাঁর দেয়া জীবন-বিধান পাঠিয়ে আল্ল াহ মানুষকে বোললেন- এবলিস, শয়তান আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে সে তোমাদের দিয়ে আমাকে অস্বীকার করাবে, অর্থাৎ আমার পাঠানো জীবন-ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে তোমাদের নিজেদের দিয়ে জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরিয়ে সেই মত তোমাদের সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত করাবে, যার ফলে তোমরা সেই ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে। তোমরা এবলিসের প্ররোচনায় না পোড়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বোলে গ্রহণ করো অর্থাৎ নবী-রসুলদের মাধ্যমে আমি যে জীবন-বিধান পাঠিয়েছি তা গ্রহণ ও সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগ করো, তাহোলে তোমাদের জীবন থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত অন্যায়-অবিচার চোলে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত হবে না অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ শান্তিতে (এসলামে) বাস কোরতে পারবে। আমি সর্বশক্তিমান- আমি ইচ্ছা কোরলেই সমস্ত মানবজাতি এবলিসকে অস্বীকার কোরে আমার পাঠানো দীনকে গ্রহণ কোরে শান্তিতে বাস কোরবে (কোর'আন- সুরা আনআম- ৩৫, সুরা ইউনুস- ১০০)। কিন্তু আমি তা কোরবো না কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমি তোমাদের দিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য যে তোমরা কি করো (কোরান- সুরা মোহাম্মদ- ৪)। তোমরা শয়তানের প্ররোচনায় পতিত না হোয়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বোলে গ্রহণ কোরলে তার ফলস্বরূপ এ পৃথিবীতে যেমন শান্তিতে (এসলামে) বাস কোরবে, তেমনি পরজীবনেও আমি তোমাদের জান্নাতে স্থান দেবো। তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ আমি মাফ কোরে দেবো কারণ তাহোলে এবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে জয়ী করালে। **আর যদি শয়তানের প্ররোচনায় আমার দেওয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার কোরে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরে নাও তবে তার ফলস্বরূপ তোমরা সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার আর রক্তপাতে ডুবে তো থাকবেই তার ওপর মৃত্যুর পর পরজীবনে আমি তোমাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত কোরবো। তোমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ কোটি সওয়াব পুণ্যের দিকে আমি চেয়েও দেখবো না।** কারণ তাহোলে এবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে পরাজিত কোরে দিলে। এটা আমার প্রতিশ্রুতি।

৭। তাহোলে দেখা যাচ্ছে মানব জাতির সম্মুখে মাত্র দু'টি পথ। একটি হোচ্ছে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ আল্ল াহকে একমাত্র এলাহ বোলে স্বীকার করা, অন্যটি হোচ্ছে ঐ জীবন-বিধান প্রত্যাখ্যান কোরে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরে তাই মেনে চলা। মানবজাতিকে এই দুই পথের একটাকে গ্রহণ কোরতে হবে, তৃতীয় কোন পথ নেই। আল্ল াহ বোললেন, যে বা যারা প্রথমটি গ্রহণ কোরবে এবং তা থেকে বিচ্যুত হবে না তাদের কোন ব্যক্তিগত গোনাহ, পাপ তিনি দেখবেন না, তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। **আর যে বা যারা নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-বিধান অস্বীকার কোরে নিজেরা জীবন ব্যবস্থা তৈরী কোরে নেবে তাদের ব্যক্তিগত কোন সওয়াব, পূণ্য তিনি গ্রহণ কোরবেন না, তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।** এই যে সমষ্টিগতভাবে জীবন বিধানকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ব্যক্তিগত জীবনকে দাম না দেয়া, এর কারণ হোচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে আল্ল াহর দেয়া জীবন বিধান কার্যকর কোরলে সমাজ থেকে সবরকম অন্যায়-অবিচার, দুঃখ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বিলুপ্ত হোয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত অন্যায় প্রায় লোপ পাবে। আর মানুষের নিজের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা চালু কোরলে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যতো ভালো থাকার চেষ্টা করুক না কেন সমাজ সব রকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্যে পতিত হবে। উদাহরণ- বর্তমান সময়।

৮। আল্ল াহকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ আদেশদাতা বোলে গ্রহণ করা অর্থ জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গনে গ্রহণ করা। এটাই হোল তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল কাইয়েমা। যে বা যারা এর উপর অনড় থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ মাফ কোরে আল্ল াহ তাঁর জন্য জান্নাত নিশ্চিত কোরে দিয়েছেন।

বিশ্বনবী এ কথাটি পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন এই বোলে যে, আল্ল াহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি (Contract) এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত পালন করে যে, সে আল্ল াহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ অর্থাৎ বিধাতা বোলে স্বীকার কোরবে না- **তবে আল্ল াহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত পালন কোরবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন** [হাদীস- মুয়ায (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম

মেশকাত]। এখানে অন্য কোন কাজের শর্ত নেই। এই একটি শর্ত পালন কোরলে আর **কোন গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি মহানবীর উল্লে খিত ব্যভিচার ও চুরির মত কবীরা গোনাহও না।** একদিকে যেমন আল্ল াহ তাঁর সৃষ্ট বান্দার সঙ্গে এই চুক্তি কোরছেন, তেমনি এ কথাও পরিষ্কার কোরে বোলে দিচ্ছেন যে, জীবনের যে কোন অঙ্গনে, যে কোন বিভাগে তাঁর আইন অস্বীকার কোরলে অর্থাৎ শেরক কোরলে তিনি তা ক্ষমা কোরবেন না, লক্ষ লক্ষ সওয়াবের কাজ কোরলেও না, সারারাত্র তাহাজ্জুদ সালাহ কায়েম কোরলেও না, সারা বছর সওম কোরলেও না (কোর'আন– সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)।

৯। আল্ল াহ তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে তাঁর সৃষ্ট জীবন-বিধান অর্থাৎ দীন পাঠিয়ে দিলেন এবং মানব জাতি যখন উপযুক্ত হোল তখন সমস্ত পৃথিবী ও মানব জাতির জন্য জীবন-বিধানের শেষ সংস্করণ দিয়ে তাঁর শেষ রসুল মোহাম্মদকে (দঃ) পাঠালেন। এখন কথা হোচ্ছে বিধান, সংবিধান, দীন শুধু পাঠালেই কি কাজ শেষ হোয়ে গেল? অবশ্যই নয়, কারণ এটা যদি গৃহীত না হয়, শয়তানের প্ররোচনায় যদি ঐ দীন প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি তা প্রয়োগ ও কার্যকর না করা হয় তবে ঐ দীন পৃথিবীতে আসা না আসা সমান কথা। তাই আল্ল াহ ওটাকে প্রয়োগ ও কার্যকর করারও বন্দোবস্ত কোরলেন। **দীনকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করার উপায়, পদ্ধতি তিনি স্থির কোরলেন জেহাদ ও কেতাল- অর্থাৎ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম (সুরা বাকারা-২১৬)। অর্থাৎ জেহাদকে তিনি নীতি হিসাবে নির্দিষ্ট কোরলেন।** আল্ল াহর সার্বভৌমত্ব, অর্থাৎ সর্বব্যাপী তওহীদ ও ঐ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা মানবজীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠা– এই দুই হোল এই দীনের মূলমন্ত্র। এবং মূলমন্ত্র বোলেই তওহীদে যিনি অবিচল তার মহাপাপও (গুনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবে না এবং জেহাদে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তার তো কথাই নেই, যিনি জেহাদের অভিযানে বের হোয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি শিবির পাহারা দিয়েছেন তারও সারা জীবনের মহাপাপ ও কোন সওয়াবের কাজ না করাকেও উপেক্ষা কোরে তাকে সরাসরি জান্নাতে স্থান দেয়া হবে [হাদীস- ইবনে আ'য়েয (রাঃ) থেকে- বায়হাকী, মেশকাত]। এই দুই মূলমন্ত্র বাদে এ দীনে আর যা আছে সব এই দুই-এর পরিপূরক। এই দুই মূলমন্ত্র যদি মূলমন্ত্র, মূলনীতি হিসাবে না থাকে তবে বাকি আর যা কিছু আছে সবই বৃথা, অর্থহীন। এই জন্যই যার মাধ্যমে এই দীন পৃথিবীতে এসেছে সেই বিশ্বনবী বোলেছেন- ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোযা রাখা হবে না খেয়ে থাকা, উপবাস হবে, রোযা হবে না; আর গভীর রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ সালাহ কায়েম ঘুম নষ্ট করা হবে, সালাহ হবে না [হাদীস– মেশকাত]।

২. দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি

মহান আল্ল াহ তাঁর শেষ রসুলকে হেদায়াহ ও সত্যদীন 'এসলাম' দিয়ে প্রেরণ কোরেছিলেন সারা দুনিয়ার সকল জীবন ব্যবস্থার উপর একে বিজয়ী করার জন্য (সূরা তওবাহ ৩৩, সূরা ফাতাহ ২৮, সূরা সফ ৯)। উম্মতে মোহাম্মদী ডাইনে বায়ে না চেয়ে একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) তাদের কর্ত্তব্য চালিয়ে গেলো প্রায় ৬০/৭০ বছর। এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তদানিন্তন পৃথিবীর এক উল্লে খযোগ্য অংশে এই শেষ এসলামের প্রতিষ্ঠা কোরলো। তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে আরম্ভ হোল উদ্দেশ্যচ্যুতি, আকীদার বিচ্যুতি। যে কোন কিছুরই যখন উদ্দেশ্যচ্যুতি ঘটে তখন তার আর কোন দাম থাকে না, হোক সেটা জাতি, দল, সমিতি, প্রতিষ্ঠান এমন কি ব্যক্তি- যাই হোক। যে মুহূর্ত্ত থেকে উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হোয়ে যায় সেই মুহূর্ত্ত থেকে যে কোন জিনিষ অর্থহীন হোয়ে যায়। মহানবীর ৬০/৭০ বছর পর থেকে প্রধানতঃ যে বিকৃতিগুলি প্রবেশ কোরে এই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিকে নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত কোরল তার মধ্যে প্রধান একটি বিকৃতি হোচ্ছে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি।

পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পর তাদের জাতির যার যার দীনকে নিয়ে সেটার ব্যাখ্যা, অতি ব্যাখ্যা, আরও অতি ব্যাখ্যা কোরতে শুরু কোরেছে। যার ফলে ঐ বিভিন্ন ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি কোরে বিভিন্ন মতামত গড়ে উঠেছে। দীনের আসল উদ্দেশ্য, তার মর্মবাণী ভুলে যেয়ে ছোটখাট বিভিন্ন ব্যবস্থা, ফতওয়া নিয়ে মতান্তর শুরু হোয়ে গেছে এবং কালে বহুভাগে ভাগ হোয়ে জাতিগুলির ঐক্য নষ্ট হোয়ে জাতি ধ্বংস হোয়ে গেছে। এর যেন পুনঃসংগঠন এই শেষ দীনেরও না হয় সেজন্য আল্ল াহ সাবধান কোরে দিলেন এই বোলে যে, দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোর না (কোর'আন- সূরা আন-নিসা ১৭১, সূরা আল-মায়েদা ৭৭)। দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করার এই নিষেধের অর্থ কি? এর মানে কি এই যে, খুব ধার্মিক হোয়ো না বা দীনকে ভালোভাবে অনুসরণ কোর না, বা বেশী ভাল মোসলেম হবার চেষ্টা কোর না? অবশ্যই তা হোতে পারে না। এই বাড়াবাড়ির অর্থ, ঐ অতি বিশ্লে ষণ, জীবন বিধানের আদেশ নিষেধগুলিকে নিয়ে সেগুলোর সুক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিশ্লে ষণ। আল্ল াহর রসুল আল্ল াহর এই বাণীকে ব্যাখ্যা কোরে তার সাহাবা, সাথীদের বোললেন- 'আমাকে বেশী প্রশ্ন কোর না। তোমাদের পূর্ববর্ত্তী জাতি (উম্মাহ) গুলো তাদের নবীদের বেশী প্রশ্ন কোরত। তাই নিয়ে মতভেদ, দলাদলি কোরে ধ্বংস হোয়ে গেছে। কাজেই আমি যেটুকু কোরতে বলি সেটুকুই কর। বেশী কোরতে গেলে আগের জাতিগুলির মত ধ্বংস হোয়ে যাবে।' **যেখানে এই জাতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হোচ্ছে দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা,**

সেখানে সেই প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পোড়লে সবই বরবাদ হোয়ে গেল। এমন বহু ঘটনা উদাহরণ হিসাবে দেওয়া যায়। একদিন আল্লাহর রসুলকে জানানো হলো যে কিছু আরব সওম (রোযা) রাখা অবস্থায় স্ত্রীদের চুম্বন করেন না এবং রমযান মাসে সফরে বের হোলেও সওম রাখেন। শুনে ক্রোধে বিশ্বনবীর মুখ-চোখ লাল হোয়ে গেলো এবং তিনি মসজিদে যেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বলার পর বোললেন- সেই সব লোকদের কী দশা হবে যারা আমি নিজে যা করি তা থেকে তাদের বিরত রেখেছে? আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশী জানি এবং বেশী ভয় করি (হাদীস- আয়েশা (রাঃ) থেকে বোখারী, মুশলিম, মেশকাত)।

একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের কাছে অভিযোগ করলেন যে ওমুক লোক সালাহ লম্বা কোরে পড়ান কাজেই তার (পড়ানো) জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি এত রাগান্বিত হোয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রাঃ) বোলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি (হাদীস- আবু মসউদ (রাঃ) থেকে বোখারী)। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ে মসলাহ জানতে চাইলে বিশ্বনবী প্রথমে তা বোলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহোলেই তিনি রেগে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন ঐ কাজ কোরেই অর্থাৎ অতি বিশ্লেষণ ও দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরেই তাঁর আগের নবীদের জাতিগুলো ধ্বংস হোয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি কোরে। বিদায় হজ্বেও তিনি তাঁর উম্মাহকে লক্ষ্য কোরে ঐ একই কথা বোললেন অর্থাৎ দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোর না। বিদায় হজ্বে তিনি যে সব বিষয়ে তার উম্মাহ ভুল কোরে গোমরাহ হোয়ে যাবার বিষয়ে তিনি আশংকা ও ভয় কোরছিলেন সেই বিষয়ে উম্মাহকে শেষবারের মত সাবধান কোরে দিচ্ছিলেন। আমরা আমাদের নবীর সতর্কবাণী শুনি নি, তাঁর রাগেরও তোয়াক্কা কোরি নি। আমরা মূল লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে দীনের মসলা-মাসায়েলের এমন চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোরেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন জাতি তা কোরতে পারে নি। পরিণামও তাই হোয়েছে যা আমাদের নবী ভয় কোরেছিলেন - আমরা বাহাত্তর ফেরকায় বিচ্ছিন্ন হোয়ে ধ্বংস হোয়ে গেছি।

আদম (আঃ) থেকে শুরু কোরে শেষনবী পর্যন্ত আল্লাহ যে জীবন বিধান মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন, স্থান, কাল ভেদে সেগুলোর নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও সর্বক্ষণ ভিত্তি থেকেছে একটি মাত্র। সেটা হোচ্ছে এই স্বীকৃতি দেওয়া যে একমাত্র এলাহ, একমাত্র বিধাতা (বিধানদাতা) আল্লাহ। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, বিচার অর্থাৎ সবক্ষেত্রে যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন হুকুম আছে সেখানে সেগুলি বাদ

দিয়ে অন্য কারো আদেশ, নির্দেশ, আইন-কানুন কিছুই মানবো না। এটাই হোচ্ছে এসলামের ভিত্তি, মূলমন্ত্র - লা এলাহা এল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই। এটাই আল্লাহর তওহীদ, সার্বভৌমত্ব (Sovereignty), একেই আল্লাহ কোর'আনে বোলছেন দীনুল কাইয়্যেমা (সূরা ইউসুফ ৪০)। আল্লাহ মানুষের কাছে এইটুকুই মাত্র চান। কারণ তিনি জানেন যে, মানুষ যদি সমষ্টিগতভাবে তিনি ছাড়া অন্য কারো তৈরী আইন কানুন না মানে, শুধু তাঁরই আইন-কানুন মানে তবে শয়তান তার ঘোষিত উদ্দেশ্য (সূরা বাকারা ৩০) অর্থাৎ মানুষকে দিয়ে অশান্তি, অন্যায় আর রক্তপাত করাতে ব্যর্থ হবে এবং মানুষ সুবিচারে, শান্তিতে (এসলামে) পৃথিবীতে বসবাস কোরতে পারবে- অর্থাৎ আল্লাহ যা চান। কত সহজ! কাইয়্যেমা শব্দটা এসেছে কায়েম থেকে যার অর্থ চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন। আল্লাহ এই দীনুল কাইয়্যেমার কথা বোলে বোলছেন- এর বেশী তো আমি আদেশ কোরি নি (কোর'আন- সূরা আল-বাইয়েনাহ ৫)। 'এর বেশী তো আমি আদেশ কোরি নি' তিনি বোলছেন এই জন্য যে, তিনি জানেন যে, ঐটুকু করলেই অর্থাৎ তার বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান মানুষ না মানলেই মানব জাতির মধ্যে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই সামান্য দাবীটুকুই তিনি মানুষের কাছে আদম থেকে আজ পর্যন্ত কোরে আসছেন। এর গুরুত্ব এত বেশী যে একে আল্লাহ আমাদের জন্য শুধু প্রতি সালাতে নয় প্রতি রাকাতে পাঠ অবশ্য কোরে দিয়েছেন সূরা ফাতেহার মধ্যে। "আমাদের সেরাতুল মুস্তাকীমে চালাও" মোস্তাকীম অর্থ সহজ, সরল ও শাশ্বত। যেখানে প্রকৃত তওহীদ ও সংগ্রামই কোন মানুষকে বিনা বিচারে জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট- সেখানে সেই প্রকৃত তওহীদ ও সংগ্রাম বাদ দিয়ে হাজারো খুঁটিনাটি কাজের সওয়াব কামানোর চেষ্টা সম্পূর্ণ নিরর্থক। সওয়াব কামানোর যতো কিছু এই দীনে আছে সে সবকিছুরই পূর্বশর্ত (Precondition) হোচ্ছে প্রকৃত তওহীদ-ঐ প্রকৃত তওহীদকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ওটাকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে, লক্ষ সওয়াবের কাজ এক ফোটাও সওয়াব লেখাবে না। ঐ প্রকৃত তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। দীনের খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েলে জড়িয়ে পোড়লে মানুষ ঐ সহজ-সরল মূল তওহীদ অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যায়।

যদি জাতির সম্মুখ থেকে তাদের লক্ষ্যস্থল, গন্তব্যস্থল, উদ্দেশ্য অদৃশ্য না হোয়ে যেতো তবে তারা আগের মতই এক দেহ এক প্রাণ হোয়ে তাদের লক্ষ্য অর্জন করার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয় নি। লক্ষ্য তারা ভুলে গেলেন এবং লক্ষ্য ভুলে যাওয়ার ফলেই ঐ সংগ্রামের কর্মশক্তি মোড় ঘুরে অন্য কাজে ব্যাপৃত হোয়ে পড়লো। যে জীবন বিধানকে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠার

দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তার শেষ নবীকে পাঠিয়েছিলেন এবং যে দায়িত্ব তিনি তার উম্মাহর উপর অর্পণ কোরে চলে গিয়েছিলেন, উম্মাহও তা উপলব্ধি কোরে জীবনপণ কোরে সেই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, এক মহাশক্তিশালী বোমের মত ফেটে আটলান্টিকের তীর থেকে ৬০/৭০ বছরের মধ্যে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলো, সেই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে এই জাতি ঐ বিধানগুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ কোরে দিলো। এই উম্মাহর মধ্যে জন্ম নিল আলেম পণ্ডিত শ্রেণী, যারা আজীবন কঠিন পরিশ্রম কোরে আল্লাহর আদেশ নিষেধগুলি ও বিশ্বনবীর কাজ ও কথাগুলিকে সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতম বিশ্লেষণ কোরতে কোরতে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা পূর্ণভাবে পালন করা প্রায় অসম্ভব এবং কেউ চেষ্টা কোরলে তার জীবনে অন্য আর কোন কাজ করা সম্ভব হবে না, এ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের তো প্রশ্নই আসে না। কারণ ফকীহরা তাদের ক্ষুরধার প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেকে হাজার হাজার মসলা-মাসয়েল সৃষ্টি কোরেছেন। প্রধান প্রধানগণের এক এক জনের সিদ্ধান্তের সংখ্যা কয়েক লক্ষ।

জাতি ঐ মসলা-মাসায়েলের মাকড়সার জালে জড়িয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হোয়ে গেছে, স্থবির হোয়ে গেছে। অপরদিকে বিকৃত ভারসাম্যহীন সুফী মতবাদের অনুপ্রবেশে জাতির আরেকটি বৃহৎ অংশ দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ কোরে তসবীহ নিয়ে খানকায় বোসে রোইল। এক সময়ের দুর্বার, দুর্বিনীত, দুর্ধর্ষ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামী মোজাহেদ হাতে তসবীহ নিয়ে রীপুজয়ী সাধু সন্যাসী হওয়ার শুরু কোরল। লক্ষ শত্রু বিশ্বনবীর জীবনের ব্রতকে যে ক্ষতি কোরতে পারে নি পণ্ডিত ও ভারাসাম্যহীন সুফীরা তার চেয়ে বহুগুণ বেশী ক্ষতি কোরলেন। এই জাতির পণ্ডিতদের আলেমদের কাজের ফলে জাতি ঐক্যহীন, খণ্ড-বিখণ্ড একটি শক্তিহীন পদার্থে পরিণত হলো, তারপর সুফীরা এসে একে এর চলার দিক পরিবর্তন কোরে উল্টো দিকে পরিচালিত কোরলেন। তারাও জাতিকে স্থবির, অন্তর্মুখী, নির্জীব কোরে ফেললেন। এই জাতি ভুলে গেল যে আল্লাহ কোর'আনে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ কোরেছেন যে, এই জাতি যদি তাদের মূল কাজ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দেয় তাহোলে আল্লাহ তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন এবং তাদের উপর অন্য জাতি চাপিয়ে দিবেন (সূরা তওবা ৩৮-৩৯)। যে লক্ষ্য নিয়ে এই জাতি আল্লাহ এবং রসুল সৃষ্টি কোরেছিলেন অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা, সেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার এবং তওহীদ থেকে বিচ্যুত হওয়ার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ মোসলেম নামক এই শতধাবিচ্ছিন্ন জনসংখ্যাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে বিজাতির গোলাম বানিয়ে দিলেন। সেই শাস্তি আজও চোলছে। শুধু তাই নয়, আখেরাতেও অপেক্ষা কোরছে ভয়াবহ জাহান্নাম।

৩. এসলামে ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্ব

আল্লাহর খলিফা মানুষ তৈরীর বিপক্ষে মালায়েকেরা অর্থাৎ ফেরেশতারা যে যুক্তি দেখিয়েছিলো তা হোল এই যে- হে আল্লাহ তোমার এই সৃষ্টি, এই খলিফা পৃথিবীতে ফাসাদ (অন্যায়, অবিচার, অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (মারামারি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ) কোরবে। মালায়েকেরা যে দু'টি শব্দ ব্যবহার কোরলো সে দু'টোই সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত নয়। অর্থাৎ মূল প্রশ্ন, মূল সমস্যাই সমষ্টিগত। এ মূল সমস্যার সমাধান আল্লাহ দিলেন- দীনুল এসলাম, এটাও সমষ্টিগত। ব্যক্তির স্থান এখানে নগণ্য। ব্যক্তির মূল্য শুধু এটুকুই যে ব্যক্তি দিয়েই সমাজ, জাতি গঠিত, ব্যক্তি জাতির একটি একক (unit), এর বেশী নয়। সমষ্টির এই একক হিসাবে ব্যক্তির যেমন মূল্য আছে, তেমনি সমষ্টির বাইরে এর কোন দাম নেই। উদাহরণ হিসাবে একটি সামরিক বাহিনীকে নেয়া যায়। একটি একটি সৈনিক নিয়েই বাহিনীটি গঠিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সৈন্য যতো ভালো যোদ্ধা হবে, বাহিনীর জন্য তত ভালো। সেনাপতি চেষ্টা কোরবেন যাতে তার বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক দক্ষ যোদ্ধা হয়, যদি তিনি দেখেন যে কয়েকটি সৈনিক তেমন ভালো কোরছে নাতবে স্বভাবতই তিনি তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন, তাদের শিক্ষার ওপর বিশেষ চাপ দেবেন। এমনকি যদি তিনি একটি মাত্র সৈন্যকেও দেখেন যে তার রাইফেলের গুলি লক্ষ্যস্থলে লাগছে না, তাহোলে তাকে আরো ভালো কোরে শেখাবেন কেমন কোরে গুলি কোরলে লক্ষ্যস্থলে লাগবে, অভ্যাস করার জন্য আরও গুলি সরবরাহ কোরবেন। কিন্তু ঐ বাহিনীর বাইরে ঐ একক সৈন্যের কোন মূল্য নেই। ঐ সামরিক বাহিনী যদি ঐক্যবদ্ধ, শৃংখলাবদ্ধ হোয়ে, সেনাপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ না কোরে সৈন্যরা এককভাবে যুদ্ধ শুরু করে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বাহিনী শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে অবশ্যই ধ্বংস হোয়ে যাবে। প্রতিটি সৈন্য যদি অতি দক্ষ যোদ্ধাও হয় তবুও তাই হবে।

সুতরাং এ দীনেও ব্যক্তির মূল্য ঐ সেনাবাহিনীর একটি সৈনিকের চেয়ে বেশী নয়। **যে পাঁচটি স্তম্ভের (ফরদে আইন) ওপর এই দীন স্থাপিত তার চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত।** তওহীদ, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত (ফরদ) সালাহ, জাতির অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনয়নের জন্য যাকাহ, সপ্তাহে একদিন পুরো এলাকার মোসলেম একত্রিত হোয়ে জুম্মার সালাহ, বছরে একবার উম্মাহর মহা-সমাবেশ হজ্ব এই চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত; শুধুমাত্র সওম (রোযা) ব্যক্তিগত। বর্তমানে বিকৃত, বিপরীতমুখী যে দীন আমরা মেনে চোলেছি তাতে তওহীদকে সমষ্টিগতভাবে বুঝা অনেকের পক্ষে অসুবিধাকর হোতে পারে। তাদের বুঝার জন্য সংক্ষেপে বোলছি-

আল্লাহ যে তওহীদকে স্বীকৃতি দেবেন, গ্রহণ কোরবেন, সে তওহীদ সর্বব্যাপী, মানুষের জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত অঙ্গনের তওহীদ, তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর তওহীদ; অর্থাৎ সমষ্টিগত তওহীদ। জীবনের ক্ষুদ্রতম কোন বিষয়ও তা থেকে বাদ থাকবে না। এর নিচে কোন তওহীদ সেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা গ্রহণ কোরবেন না। বর্তমানে আমাদের তওহীদ জীবনের শুধু ব্যক্তিগত ভাগে ছাড়া আর কোথাও নেই। **এই আংশিক ও ক্ষুদ্র তওহীদ আল্লাহর পক্ষে গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।** প্রকৃত তওহীদ সমষ্টিগত, জাতিগত। আল্লাহ কোর'আনে বার বার বোলেছেন- আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য যে সংবিধান (কোর'আন) ও ঐ সংবিধানের ওপর ভিত্তি কোরে যে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি দিলেন সেটার সার্বভৌমত্ব হোল আল্লাহর। বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে -জালাল, আযিজুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ কোরবেন। তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শেরক ও কুফর। রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে রাজার, বাদশাহর; ফ্যাসিবাদের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে ডিক্টেটরের অর্থাৎ একনায়কের; সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ; গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার; আর এই দীনুল এসলামের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে- স্বয়ং আল্লাহর, এতে কোথাও কোন আপোষের স্থান নেই। **একথা যার ঈমান নয়, সে মোসলেমও নয়, মো'মেনও নয় উম্মতে মোহাম্মদী তো দুরের কথা।** তারা সারা বছর সওম রাখলেও, সারারাত্রি সালাহ কোরলেও নয়। এই তওহীদই হোচ্ছে সেরাতুল মুস্তাকীম- সহজ, সরল সোজা পথ। মরুভুমির বালির ওপর সোজা একটি লাইন টেনে বিশ্বনবী বোললেন- এই হোচ্ছে সেরাতুল মুস্তাকীম, তারপর সেই লাইন থেকে ডাইনে, বামে আড়াআড়ি কতকগুলি লাইন টেনে বোললেন- শয়তান এমনি কোরে মানুষকে এই সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত কোরতে ডাকবে। এই বোলে তিনি কোর'আন থেকে পোড়লেন- (আল্লাহ বোলেছেন) "নিশ্চয়ই এই হোচ্ছে আমার সেরাতুল মুস্তাকীম। কাজেই এই পথে চলো, অন্য পথ অনুসরণ কোরো না; (কোরলে) তা তোমাদের তাঁর এই মহান পথ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোরে দেবে (সুরা আন'আম ১৫৩, হাদীস- আব্দাল্লাহ বিন মাসুদ (রাঃ) থেকে আহমদ, নিসায়ী, মেশকাত)। **ঐ সেরাতুল মুস্তাকীম, সহজ-সরল পথ হোচ্ছে প্রকৃত তওহীদ, জীবনের কোন বিভাগে, কোন অঙ্গনে এক**

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না এবং কারো এবাদত কোরি না- এই সহজ সরল কথা। আমরা এই সেরাতুল মুস্তাকীমে গত কয়েকশ' বছর থেকেই নেই। আমরা যে দীনকে আঁকড়ে ধোরে আছি, যেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেনে চোলতে চেষ্টা কোরছি সেটা বহু মযহাবে, ফেরকায় বিচ্ছিন্ন একটি অতি জটিল পথ, সেটা আর যাই হোক আল্লাহর দেয়া সেরাতুল মুস্তাকীম, সহজ সরল পথ নয়। সেরাতুল মুস্তাকিমের সহজ-সরল লাইন থেকে যে আড়াআড়ি লাইনগুলো মহানবী টেনে ছিলেন এবং বোলেছিলেন এগুলো শয়তানের লাইন, আমরা বিভিন্ন মযহাব, ফেরকার ও তরিকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকেরা সেই লাইনগুলিতে আছি। একথা বুঝবার মত বোধ শক্তিও আমাদের নেই যে আজ সমস্ত পৃথিবীতে এবলিস জিতে আছে। যে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমার চ্যালেঞ্জ সে আল্লাহকে দিয়েছিলো তা দিয়ে আজ পৃথিবী ভরপুর। আর আল্লাহ যে সুবিচার, ন্যায় ও শান্তির (এসলাম) কথা বোলেছিলেন তা আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। যে উম্মাহ, জাতির ওপর আল্লাহকে জয়ী করাবার দায়িত্ব বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছেন, সে জাতি তার ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে দাড়ি লম্বা কোরে টুপি পাগড়ি, আলখাল্লা পরে মসজিদে দৌড়াচ্ছে।

৪. তাবুকের অভিযান

আল্লাহর রসুলের জীবনীর দিকে এক নজর দিলেও এ সত্য প্রকট হোয়ে ওঠে যে তার জাতিটিকে, উম্মাহকে একটি ধন-প্রাণ উৎসর্গকারী মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি রূপে গঠন করাই ছিলো তার সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা। মাত্র তিনশ' তের জন যোদ্ধা নিয়ে তার প্রথম যুদ্ধ থেকে শুরু কোরে পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে যোদ্ধার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তার জীবনের শেষ অভিযান তাবুকে তার বাহিনীতে যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ালো ত্রিশ হাজার। তদানিন্তন আরবের জনসংখ্যার দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখা যায় এটা একটা বিরাট সংখ্যা। অর্থাৎ ঐ অনুপাতে এই বাংলাদেশে একটি বাহিনী দাঁড় করালে তার সংখ্যা হবে ষাট (৬০) লক্ষ যোদ্ধার। **এই প্রথম ও শেষ যুদ্ধের মাঝখানে আল্লাহর রসুল ও ঐ সামরিক জাতির নেতা সাতাশটি যুদ্ধে নিজে নেতৃত্ব দিলেন, নিজে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ কোরলেন নয়টিতে, দারুণভাবে যখম হোলেন।** কিন্তু তিনি জানতেন এইই যথেষ্ট নয়, কারণ তিনি জানতেন যে আল্লাহ তার উপর সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার যে মহাদায়িত্ব দিয়ে তাকে পাঠিয়েছেন তা তার এক জীবনে অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই তার অবর্তমানে যে জাতির উপর অর্থাৎ তার উম্মাহর উপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হবে সে জাতিকেও সেই সংগ্রামের জন্য তৈরী কোরতে হবে। তাই তার জীবনীতে দেখি তিনি প্রথম দিকের যুদ্ধগুলিতে নিজে নেতৃত্ব দেবার পর অভিযান পাঠাবার সময় অন্য মানুষদের হাতে বাহিনীর নেতৃত্ব

দিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য নতুন নেতৃত্ব নতুন সেনাপতি সৃষ্টি করা, যারা তার পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর এই সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার উপযুক্ত হবে। **সারা জীবন ধোরে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা কোরে এক অজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি সৃষ্টি করার পর বিশ্বনবীর ইচ্ছা হলো পরীক্ষা কোরে দেখা যে তার হাতে গড়া এই জাতিটি সত্যিই কি উপযুক্ত হোয়েছে তার পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর তার সুন্নাহ অনুসরণ করার?** এই জাতির চরিত্রে কি তিনি সেই দুঃসাহস- আল্ল াহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন শক্তিকে ভয় না করার নির্ভীকতা; নেতার সুন্নাহ পালনের জন্য বিষয় সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য স্ত্রী-পুত্র সমস্ত কিছু কোরবান করার মন দুঃসহ কষ্ট সহ্য করার সবর এবং সর্বোপরি শাহাদাতের জন্য আকুল পিপাসা সৃষ্টি কোরতে পেরেছেন? **অর্থাৎ এক কথায় তিনি দেখতে চাইলেন যে তার জীবনের সাধনা সফল হোয়েছে কি হয় নাই। তাই তিনি ডাক দিলেন তাবুক অভিযানে।** এই অভিযানে যে অন্যান্য অভিযানের মত ছিলো না তার বেশ কয়েকটা প্রমাণ আছে। কিন্তু তার আগে আমরা একথা পরিষ্কার কোরতে চাই যে তাবুক আত্মরক্ষামূলক অভিযান ছিলো না। যখন তাবুকে অভিযানের উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ হলো তখন মনে পড়লো যে এই উম্মাহর অন্যান্য যুদ্ধের মত তাবুকের অভিযানকেও ইতিহাসে আত্মরক্ষামূলক বোলে বর্ণনা করা হোয়েছে। বলা হোয়েছে যে বণিকদের মারফৎ খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে রোমনরা মোসলেমদের আক্রমণ করার জন্য সমবেত হোচ্ছে। যারা ইতিহাসে এই কথা লিখেছেন তারা ঐ বণিকদের কোন নাম পরিচয় দেন নি। আল্ল াহর রসুল এত কাঁচা লোক ছিলেন না যে অমন একটি উড়ো খবর শুনেই তিনি অস্বাভাবিক গরম, ফসল কাটার সময় ইত্যাদি উপেক্ষা কোরে বিরাট বাহিনী নিয়ে বের হোয়ে পড়বেন। মনে রাখতে হবে বিশ্বনবী জীবনের সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান ছিলো তাবুক। এই অভিযানে যোগ দেয়ার জন্য এবং যার যা সামর্থ আছে তা এই অভিযানের আয়োজনের জন্য দান কোরতে তিনি সবাইকে আহ্বান কোরেছিলেন। এ সবই দু'একটা বণিকের মুখের কথায়? যে বণিকদের নাম বা গোত্রের বা কোথাকার কাফেলা তা পর্যন্ত এরা উল্লে খ কোরতে পারেন নি? যাই হোক, আসল ব্যাপার যাচাই করার জন্য মহানবীর প্রথম প্রামান্য জীবনী বের করলাম মোহাম্মাদ ইবনে এসহাকের সেরাত রসুলাল্ল াহ। বিরাট বই, যাতে তার পূর্ণ জীবনের প্রায় প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা করা আছে এবং প্রধানত যে বইয়ের উপর ভিত্তি কোরে পরবর্তীতে রসুলাল্ল াহর বিভিন্ন জীবনী লেখা হোয়েছে। যা ভেবেছিলাম তাই- ইবনে এসহাকের সিরাতে রসুলাল্ল াহর রোমান আক্রমণ প্রস্তুতির সম্বন্ধে কোন কথাই নেই, বণিকদের সম্বন্ধে 'ব' অক্ষরও নেই। এবনে এসহাক লিখেছেন- "রসুলাল্ল াহ জিলহজ্ব থেকে রজব পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান কোরলেন এবং তারপর

বাইযানটাইনদের (রোমান) বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য প্রস্তুতির আদেশ দিলেন (সেরাতে রসুলাল্ল াহ - মোহাম্মদ বিন এসহাক, অনুবাদ A. Guillaume, ৬০২ পৃঃ)।" অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে এই দীনুল এসলামকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার জেহাদ ছেড়ে দেবার পর অর্থাৎ আল্ল াহর রসুলের প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ কোরে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হোতে বহিষ্কৃত হবার পর জেহাদকে আত্মরক্ষা মূলক বোলে আখ্যায়িত করার যে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষোচিত চেষ্টা আরম্ভ করা হোয়েছিল তারই ফলে বণিকদের খবরের মিথ্যা বাহানা বহু পরে যোগ করা হোয়েছিলো এবং ঐ মিথ্যাই ইতিহাসে স্থান কোরে নিয়েছে। পাশ্চাত্যের কাছে কর জোড়ে কৈফিয়ৎ দানকারী এই পণ্ডিতরা কিন্তু ওফাতের ঠিক আগে ওসামার (রাঃ) নেতৃত্বে সিরিয়ার যে অভিযানে প্রস্তুতি বিশ্বনবী নিয়েছিলেন এবং তার ওফাতের পর যে অভিযান আবু বকর (রাঃ) পাঠিয়েছিলেন সেটা সম্বন্ধে কোন আত্মরক্ষামূলক কারণ দেখাতে পারেন নি। পারেন নি কারণ কোন কারণ তারা উদ্ভাবন কোরতে পারে নি। অন্যান্য অভিযানগুলি থেকে তাবুকের যে সব বিষয়ে ভিন্ন ছিলো সেগুলো হলো-

(ক) কোন অভিযানের প্রস্তুতির সময় বা অভিযানের আদেশ দেবার সময় আল্ল াহর রসুল প্রকাশ কোরতেন না সে অভিযানের গন্তব্য কোথায় বা কাদের বিরুদ্ধে। বরং এমন হাবভাব প্রকাশ কোরতেন, এমন পরোক্ষভাবে অভিযানের গন্তব্যস্থানের কথা উল্লে খ কোরতেন যে যারা শুনতো তারা প্রকৃত গন্তব্য স্থানের বিপরীত ধারণাই কোরত। এটা শত্রুর গোয়েন্দাদের (Intelligence) ধোঁকা দেয়ার জন্য তিনি কোরতেন। শত্রুকে ধোঁকা দেয়া তাদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা প্রতি যুদ্ধের অবশ্য করণীয় কৌশল। কিন্তু তাবুকের অভিযানের লক্ষ্য ও গন্তব্য স্থানের কথা তিনি এই প্রথম বারের মত প্রকাশ্যে ঘোষণা কোরে দিলেন এবং সেটা হলো বাইযানটাইন অর্থাৎ পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। ঐ সময় পৃথিবীতে ছিলো দু'টি মহাশক্তি, বিশ্বশক্তি। একটি ঐ রোমান শক্তি এবং অপরটি পারস্য সাম্রাজ্য শক্তি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যেমন পৃথিবীতে দুইটি বিশ্বশক্তি ছিলো- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, তেমনি। ঐ রোমান ও পারস্য শক্তি দু'টোর মধ্যে সব সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকতো পৃথিবীর আধিপত্য নিয়ে, এবং সময়ে সময়ে সশস্ত্র সংঘর্ষও লেগে যেতো। কোন সময় রোমান শক্তি জিততো কোন সময় পারস্য। কিন্তু অন্য কোন শক্তি চিন্তাও কোরতে পারতোনা এদের যে কোন একটির সাথে যুদ্ধ করার, সংঘর্ষে যাওয়ার।

ঐ বিশ্বশক্তির একটির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা কোরে মহানবী দেখতে চাইলেন তার জাতির মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হয়। তার ঐ অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র জাতি যার সমগ্র

লোকসংখ্যা বিরাট পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের একটি ছোট প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়েও কম তারা ভয় পায় কি না। তার ঐ ক্ষুদ্র জাতি এতদিন আরবের ভেতরে আরবদের বিরুদ্ধেই লড়েছে কিন্তু এবার তিনি যাদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা ঘোষণা কোরলেন তারা আরব নয়, তারা রোমান- যাদের আরবরা চিরদিন ভয় কোরে এসেছে। এ ভীতির ব্যপারে যে আরবরা তখনও সচেতন তার প্রমাণ হলো যারা দুর্বলচেতা এবং মোনাফেক ছিলো তারা অভিযানে যাওয়া থেকে পলায়ন করার চেষ্টা তো কোরলোই তার উপর যারা যাবার মনস্থ কোরেছিলেন তাদের কী বোলে ভয় দেখাবার চেষ্টা কোরেছিলো তা দেখুন। ওয়াদিয়া বিন সাবেত প্রমুখ মোনাফেকরা মো'মেনদের এই বোলে ভয় দেখালো যে, "তোমরা কি ভেবেছো যে বাইযানটাইনদের সঙ্গে যুদ্ধ করা আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত? আল্ল াহর কসম, আমরা দেখতে পাচ্ছি অতি শীঘ্রই তারা তোমাদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলবে (সেরাত রসুলাল্ল াহ - মোহাম্মদ বিন এসহাক, অনুবাদ A.Guillaume, ৬০৬ পৃঃ।)" বিশ্বনবী জানতেন যে অতি শীঘ্রই তার জাতিকে শুধু ঐ রোমান নয় অন্য বিশ্বশক্তি পারস্যের বিরুদ্ধেও সশস্ত্র সংগ্রাম কোরতে হবে এবং পরবর্তীতে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে যখন তার নিজের উপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব তার ওফাতের পর তার উম্মাহর উপর অর্পিত হবে। জাতি মানসিকভাবে সেজন্য প্রস্তুত হোয়েছে কিনা, সেই দুঃসাহস অর্জন কোরেছে কিনা তা পরীক্ষা কোরে দেখার জন্যই তিনি প্রথম বারের মত তার অভিযানের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা কোরে দিলেন।

(খ) বিশ্বনবী যখন তাবুকের অভিযানের আদেশ কোরলেন তখন অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশী গরম পড়েছিলো। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে ঐ গরম আল্ল াহর সঙ্গে পরামর্শ ও পরিকল্পনা কোরেই করা হোয়েছিলো উম্মাহকে পরীক্ষা করার জন্য। এত গরম ও খরা পড়েছিলো যে মানুষ অস্থির হোয়ে একটু ছায়ার জন্য ব্যাকুল হোয়ে পড়েছিলো। ঐ রকম অসহ্য গরমে জাতি তার কর্তব্য অবহেলা করে কিনা তা পরীক্ষা করাই ছিলো আল্ল াহর রসুলের উদ্দেশ্য।

(গ) বিশ্বনবী অভিযানের জন্য এমন সময় বেছে নিলেন যখন মদীনার সমস্ত খেজুর বাগানের খেজুর পেকেছে আর কয়েকদিন পরই ফসল কাটা আরম্ভ হবে। মনে রাখতে হবে অন্যান্য দেশের ধান বা গমের মত মদীনার প্রধান ফসল হলো খেজুর। অনেক কষ্টে চাষ কোরে অনেক যত্ন কোরে ফসল পাকলে ঠিক কাটার সময় তিনি ডাক দিলেন অভিযানে বের হওয়ার । উদ্দেশ্য- পরীক্ষা করা যে জেহাদের ডাকে এই জাতি পাকা ফসল রেখে আল্ল াহর রাস্তায় প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হোয়েছে কিনা।

(ঘ) এবারের গন্তব্য স্থান হলো বহুদূর। এতদিন এই জাতি আরবের মধ্যেই যুদ্ধ কোরেছে, বাইরে যায় নি। এবার বিশ্বনবী ডাক দিলেন আরবের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে যাবার। **উদ্দেশ্য হলো ভবিষ্যতে যে কাজের জন্য তিনি এই জাতিকে তৈরী কোরেছেন সেই কাজ অর্থাৎ আল্ল াহর দীনকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বদেশ থেকে বের হোয়ে যাবার প্রথম স্বাদ জাতিকে দেয়া।** এই শিক্ষা যে কেমন সাফল্য লাভ কোরেছিলো ইতিহাস তার সাক্ষী। প্রায় সম্পূর্ণ জাতিটিই অস্ত্র হাতে আরব থেকে বের হোয়ে গিয়েছিলো এবং শতকরা আশী জন আর স্বদেশে ফেরেন নি- তাদের নেতার প্রকৃত সুন্নাহ পালন কোরতে যেয়ে। যে সব দুর্বলচেতা লোক এই দূরত্বের ভয়ে তাবুক অভিযানে যোগ দেন নি তাদের সম্বন্ধে আল্ল াহ কোর'আনে বলছেন"এটা যদি কাছাকাছি কোন অভিযান হতো এবং পথ সংক্ষিপ্ত হতো তবে তারা তোমার (নবীর) অনুসরণ কোরতো কিন্তু ঐ দূরযাত্রা তাদের উপর ভারী হোয়ে গিয়েছিলো (সূরা আত-তওবা ৪২)।

(ঙ) বিশ্বনবী সবাইকে যার যা সামর্থ আছে সেই মোতাবেক ঐ অভিযানে সাহায্য কোরতে আহ্বান কোরলেন। তার এই কাজটাও ঐ অভিযানের গন্তব্যস্থানের কথা প্রকাশ করার মতো প্রথম বারে মত হলো। **অর্থাৎ এর আগে কোন অভিযানে এমন কোরে যার যা সামর্থ্য আছে তা দিয়ে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেন নি।** এর উদ্দেশ্য ছিলো পরীক্ষা কোরে দেখা যে আল্ল াহর রাস্তায় জেহাদে তার জাতি পার্থিব সব কিছু কোরবান করার জন্য কতখানি প্রস্তুত হোয়েছে।

(চ) অন্যান্য অভিযানগুলি থেকে আরও একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এবার মহানবী সমস্ত জাতিটাকে অভিযানে বের হবার ডাক দিলেন। উদ্দেশ্য পরীক্ষা (Test) কোরে দেখা যে তিনি যে একটি সামরিক জাতি সৃষ্টি কোরতে সাধনা কোরেছেন তা সাফল্য মণ্ডিত হোয়েছে কিনা। কারণ তিনি জানতেন যে ভবিষ্যতে তার এ যোদ্ধা জাতিকে অস্ত্র হাতে দেশ ত্যাগ কোরতে হবে আল্ল াহর দীনকে পৃথিবীময় প্রবর্তন কোরে মানব জাতির মধ্যে ন্যায়-বিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরে, ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্ল াহকে জয়ী কোরতে। এই দায়িত্ব থেকে যে কেউ মুক্তি পাবে না তার প্রমাণ এই যে, যে তিনজন প্রকৃত মো'মেন ঐ প্রচণ্ড গরমের জন্য নিজেদের গাফলতির জন্য যাবো-যাচ্ছি কোরে তাবুক অভিযানে যোগ দেন নাই এবং যেজন্য আল্ল াহ তাদের পঞ্চাশ দিন একঘরে অর্থাৎ মোসলেম সমাজ থেকে বহিষ্কার কোরে মর্মান্তিক শাস্তি দিলেন সেই তিনজনের মধ্যে একজন হেলাল বিন উমাইয়া (রা:) ছিলেন বৃদ্ধ, এবং এতখানি বৃদ্ধ যে তাকে খেদমতের জন্য একজন কেউ না থাকলে চলে না এবং এজন্য তার স্ত্রীকে আল্ল াহর রসুলের কাছ থেকে ঐ খেদমতের বিশেষ (Special) অনুমতি নিতে হোয়েছিলো। **যদি হেলালের (রা:)**

মত বৃদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রাম না করার ঐ শাস্তি পেয়ে থাকেন তবে আর কে আছে যে এই জাতির উম্মাহর একজন বোলে দাবীদার হোয়েও সশস্ত্র সংগ্রাম না কোরেও জান্নাতের আশা করে? জীবনের সাধনা সফল হোয়েছে কি-না তা পরীক্ষায় বিশ্বনবী ডাক দিলেন সমস্ত জাতিটাকে। তার প্রমাণ এই যে, অভিযান থেকে ফিরে এসে তিনি বোসলেন হিসাব নিতে, কে কে অভিযানে অংশ নেয়নি তার। যারা অংশ নেয়নি তাদের সম্বন্ধে আল্ল াহ বোললেন- যখন তুমি (অভিযান থেকে) ফিরবে তখন তারা আল্ল াহর হলফ কোরে (অযুহাত দিয়ে) বোলবে তাদের যেন কিছু করা না হয়। তাদের ছেড়ে দাও, কারণ তারা অপবিত্র এবং তাদের স্থান হোচ্ছে জাহান্নাম। তাদের কাজের প্রতিফল হিসাবে তারা তাদের অযুহাত (কৈফিয়ৎ) হলফ কোরে বোলবে যাতে তুমি তা গ্রহণ কর। তুমি গ্রহণ কোরলেও আল্ল াহ ফাসেক লোকদের (কৈফিয়ৎ) গ্রহণ করেন না (সূরা আত-তওবা ৯৫, ৯৬)। আল্ল াহর নির্দেশ মোতাবেক তাবুক অভিযানে যারা না যেয়ে বিভিন্ন অযুহাত-কৈফিয়ৎ দিয়েছিলো তাদের মহানবী ছেড়ে দিলেন, কিছু বোললেন না, কারণ আল্ল াহ তো বোলেই দিলেন যে তারা অপবিত্র, তাদের স্থান জাহান্নামে। যে তিনজন গড়িমসি কোরে যান নি কিন্তু রসুলাল্ল াহ মদীনায় ফেরার পর যখন বুঝেছেন কী সাংঘাতিক অপরাধ কোরে ফেলেছেন তখন কোন অযুহাত, কোন কৈফিয়ৎ দাঁড় না কোরে অকপটে অপরাধ স্বীকার কোরলেন, তাদের আল্ল াহ মোসলেম সমাজ থেকে বহিষ্কার কোরে দিলেন। যদিও বহুদিন মর্মান্তিক শাস্তির পর আল্ল াহ তাদের অকপটতার জন্য মাফ কোরে দিয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে বিশ্বনবী তাবুক অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন নবম হিজরীতে, অর্থাৎ তার কর্মজীবনের শেষ দিকে। এই যে তিনি পরীক্ষা কোরে দেখতে চাইলেন যে, তার সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কী হোয়েছে, তাতে কী দেখা গেলো? দেখা গেলো **(ক) বিশ্বনবীর কর্মবহুল জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো একটি অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি সৃষ্টি করা। কারণ শেষ জীবনে তিনি সফল কি সফল নন তা পরীক্ষা কোরতে যেয়ে তিনি এ পরীক্ষা কোরলেন না যে, তার সৃষ্ট জাতিটি কেমন ধার্মিক হোয়েছে বা কেমন রিপুজয়ী সাধু হোয়েছে বা কেমন পণ্ডিত হোয়েছে বা কেমন কোর'আনের মোফাসসির হোয়েছে বা কেমন মুফতি হোয়েছে বা কেমন মোবাল্লি গ হোয়েছে বা কেমন মোহাদ্দিস হোয়েছে বা কেমন মুত্তাকী হোয়েছে। তিনি এসব কিছুরই পরীক্ষা নিলেন না।** তিনি নিলেন জাতি একটি বিশ্বশক্তির সম্মুখীন হবার মত নির্ভীক ও দুঃসাহসী হোয়েছে কিনা; দুঃসহ গরম ও সুদূর পথ তাদের বিচলিত কোরতে পারে কিনা; কঠোর পরিশ্রমের ফসলকে আল্ল াহর রাস্তায় হেলায় পরিত্যাগ কোরতে পারে কিনা; আল্ল াহর রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রামে তাদের

পার্থিব সম্পদ দান কোরতে পারে কিনা এবং সর্বোপরি আল্ল াহর রাস্তায় সশস্ত্র সংগ্রামে শাহাদাত লাভের জন্য আগ্রহী হোয়েছে কিনা। তাবুকের পরীক্ষায় দেখা গেলো আল্ল াহর রসুলের জীবনের সাধনা সফল হোয়েছে। কারণ সমস্ত জাতি থেকে মাত্র আশী জনের মত দুর্বলচেতা ও মোনফেক তাবুক অভিযানে যোগ দেয়নি, ঐ তিনজন প্রকৃত মো'মেন ছাড়া। অর্থাৎ শতকরা মাত্র ০.২৬ জন মানুষ অভিযানে যোগ দেয়নি। ধোরতে গেলে শতকরা একশ জন, সম্পূর্ণ জাতিটাই বিশ্বনবীর ডাকে শত্রু বিশ্বশক্তি ও নিজেরা কত দুর্বল জেনেও নিজেদের পার্থিব সম্পদ অভিযানের প্রস্তুতির জন্য দান কোরে পাকা ফসল পরিত্যাগ কোরে অসহ্য গরমের মধ্যে মরুভূমির বুকের উপর দিয়ে বহু দূরের যাত্রায় নিজেদের প্রাণ কোরবান করার জন্য রওয়ানা হোয়ে গেলো। **মানব জাতির ইতিহাসে এমন নেতা আর কখনও জন্মান নি যিনি মাত্র তেইশ বছরে, প্রকৃত পক্ষে দশ বছরে একটি উপেক্ষিত, অবহেলিত চরম দরিদ্র, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে এমন রূপান্তর কোরতে পেরেছেন।**

৫. একজন দুস্কৃতিকারী আসহাবের জানাযায় রসুলাল্ল াহর

আল্ল াহর রসুল একদিন একজন লোকের জানাযা পড়তে আসলেন। যখন মৃত ব্যক্তিকে রাখা হলো তখন ওমর বিন খাত্তাব (রা:) বোললেন, "ইয়া রসুলাল্ল াহ! এর জানাযা পড়বেন না, এ লোকটি একজন ফাজের।" তখন মহানবী সমবেত জনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোরেলেন, **"তোমাদের মধ্যে কেউ এই লোককে এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেছো?"** একজন লোক বোললেন, **"হ্যাঁ রসুলাল্ল াহ! ইনি কোন অভিযানে অর্দ্ধেক রাত্রি প্রহরা দিয়েছেন।"** এই শুনে রসুলাল্ল াহ ঐ লোকের জানাযায় সালাহ পড়ালেন এবং দাফন করার পর কবরের উপর মাটি ছিটালেন। তারপর (মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য কোরে) বোললেন, **"তোমার সঙ্গী-সাথীরা ভাবছে তুমি আগুনের সঙ্গী (জাহান্নামী)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি জান্নাতের অধিবাসী।** হে ওমর! নিশ্চয়ই তোমাকে মানুষের কাজ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে না। কিন্তু প্রশ্ন করা হবে অন্তর্নিহিত চরিত্র সম্বন্ধে" (হাদীস- ইবনে আ'য়েয (রা:) থেকে- বায়হাকি, মেশকাত)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হোচ্ছে, ওমর মৃত লোকটি সম্বন্ধে যে শব্দটা ব্যবহার কোরলেন সেটা হলো ফাজের; যার আভিধানিক অর্থ হলো যার চলাফেরা-কাজকর্ম খারাপ, গুনাহগার, এক কথায় দুষ্কৃতকারী। যেহেতু ওমরের (রা:) ঐ অভিমত কেউ আপত্তি কোরলেন না এবং তারপর বিশ্বনবী যখন জিজ্ঞাসা কোরলেন যে ঐ লোকটিকে কেউ কোন দিন এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেছে কিনা, তখন ঐ এক রাত্রি সামরিক ছাউনী পাহারা দেয়ার কাজ ছাড়া আর কেউ কিছু বোলতে পারলেন না সেহেতু ঐ মৃত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে অতি খারাপ, অতি

গোনাহগার লোক ছিলেন। কিন্তু ঐ একটি কাজের জন্য আল্লাহর নবী তার জানাযার সালাহ তো পড়ালেনই, তার উপর সকলের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা কোরলেন যে ঐ দুষ্কৃতকারী পাপী জান্নাতবাসী। আজ আমরা গোনাহ ও সওয়াবের যে হিসেব করি সে হিসাবে রসুলাল্লাহর কাজ অবশ্যই বিপরীত। আসলেই বিপরীত। বিশ্বনবীর ও তাঁর আসহাবের এসলাম আর আজকের আমাদের এসলাম এ দু'টো বিপরীতমুখী দীন। কারণ এই দুটোর আকীদা বিপরীত। একটি বর্হিমুখী, সংঘাত-সংঘর্ষমুখী; অন্যটি অন্তর্মুখী, সংঘর্ষ থেকে পলায়নমুখী। গোনাহগার দুশ্চরিত্র হওয়া সত্বেও ঐ মৃত লোকটির একটি কাজ থেকে বোঝা গেল যে শেষ নবী যে যোদ্ধা জাতি সৃষ্টি কোরেছিলেন সে তাতে বিশ্বাসী ছিলো, তাতে অংশ নিয়েছিলো এবং প্রহরা দেওয়ার মত সামান্য কাজ হোলেও তা কোরেছিলেন। এই দীনের যে প্রকৃত, আসল কাজ অর্থাৎ যে জন্য এই উম্মাহর সৃষ্টি অর্থাৎ মানবজীবন থেকে সকল অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত বন্ধ কোরে দুনিয়াময় আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য যে জেহাদ (সংগ্রাম), তাতে সে যোগ দিয়েছিলো। **কাজেই সে কত সওয়াব কামিয়েছে তার কোন হিসাব দরকার নেই, সে কত গোনাহ কোরেছে সে হিসাবেরও দরকার নেই, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেবেন। আল্লাহর রসুলের ঐ কাজের পরও যারা জেহাদ, সংগ্রামকে-ঈমানের পর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হিসাবে না নিয়ে এবং সেই মোতাবেক কাজ না কোরে সওয়াব কামাবার চেষ্টায় আছেন, তারা কামাতে থাকুন।** কেয়ামতের হিসাবের দিনে তারা দেখবেন তাদের স্থান কোথায় হয়- জান্নাতে না জাহান্নামে।

৬. আলীর (রাঃ) বিয়ের ব্যয় নির্বাহ সংক্রান্ত ঘটনা

বিশ্বনবীর ও তার উম্মাহার উপর আল্লাহ যে কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পণ কোরলেন সেই দায়িত্ব অর্থাৎ পৃথিবীর প্রচলিত সমস্ত জীবনব্যবস্থা মিটিয়ে দিয়ে শেষ দীন প্রতিষ্ঠা এই দায়িত্ব পালন কোরতে গেলে যে চরিত্রের প্রয়োজন বিশ্বনবীকে অবশ্যই সেই চরিত্রের মানুষ ও জাতি গঠন করার চেষ্টা কোরতে হোয়েছে তাই নয় কি। এবং ইতিহাস সাক্ষী তিনি এমন সফল হোয়েছিলেন যেমন সফল মানব জাতির মধ্যে কেউ হোতে পারে নি। তিনি যে চরিত্র সৃষ্টি কোরেছিলেন সেটা কী চরিত্র? সাধু সন্ন্যাসী? ফকির-দরবেশ? কবি সাহিত্যিক? ফকীহ মোফাসসীর? এর জবাব আমরা পাই তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে। তার অতি আদরের অতি মোহাব্বতের মেয়ে ফাতেমাকে (রাঃ) বিয়ে দিলেন তার সাহাবা আলীর (রাঃ) সঙ্গে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মহানবী তার উম্মাহর যে চরিত্র সৃষ্টি কোরতে চেয়েছিলেন আলীর (রাঃ) মধ্যে সে চরিত্র পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ হোয়েছিলো, তা না হোলে আল্লাহর রসুল

জান্নাতের রাণীকে তার হাতে তুলে দিতেন না। এখন দেখা যাক কী ছিলো সেই চরিত্র। বিয়ে ঠিক হবার পর বিশ্বনবী আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা কোরলেন তার কাছে কি আছে? বিয়েতে কিছু খরচ হবে তো। আলী (রাঃ) জবাব দিলেন টাকা পয়সা কিছুই নেই। থাকার মধ্যে তার কাছে আছে শুধু একটি ঘোড়া, একটি তলোয়ার আর একটি লোহার বর্ম। লক্ষ্য করুণ একটি মানুষের পার্থিব সম্পদ বোলতে আছে একটি ঘোড়া, একটি তরবারি আর বর্ম। তিনটিই যুদ্ধের উপকরণ এবং ও ছাড়া তার আর কিছুই নেই। **অর্থাৎ এক কথায় আলীর (রাঃ) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বোধহয় একমাত্র লক্ষ্য হলো যুদ্ধ-জেহাদ, তাই আর কিছু থাকুক না থাকুক যুদ্ধের উপকরণ থাকবেই থাকবে, না খেয়ে থাকলেও অস্ত্র থাকবে।** এই মনোভাব, আকীদা শুধু আলীর (রাঃ) ছিল না, প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর প্রত্যেকেরই তাই ছিলো। আলীর (রাঃ) বিয়ের বহু পরে এই প্রকৃত উম্মতে মোহম্মদী যখন তাদের উপর আল্লাহর ও রসুলের অর্পিত দায়িত্ব পালন কোরতে কোরতে সুদূর মিসরে যেয়ে পৌছেছিলো তখনও তাদের একজন উবায়দা (রাঃ) খ্রীস্টান শাসনকর্তাকে বোলেছিলেন- **আমরা (উম্মতে মোহাম্মদী) বেঁচেই আছি শুধু জেহাদ করার জন্য। এ দুনিয়াতে শুধু বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া আর গায়ে পড়ার কাপড় ছাড়া আমরা আর কিছুই চাই না। আমাদের জন্য ঐ দুনিয়া (পরকাল)। এই হলো প্রকৃত মো'মেন, মোসলেম আর উম্মতে মোহাম্মদীর সঠিক আকীদা।**

তারপর দেখুন মহানবী কি কোরলেন। তিনি আলীকে (রাঃ) বোললেন আর যখন কিছুই নেই তখন ঐ বর্মটি বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আসো। তাই করা হলো এবং ঐ বর্ম বন্ধক দিয়ে বিয়ের খরচ চালানো হলো। ঘোড়া তলোয়ার আর বর্মের মধ্যে আদেশ হলো বর্ম বন্ধক দিতে। কেন? তলোয়ার ছাড়া যুদ্ধ সম্ভবই নয়, ঘোড়া ছাড়া খুবই অসুবিধা, একজন অশ্বারোহীকে পদাতিক হোয়ে যেতে হয়। কিন্তু বর্ম ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব যদিও তাতে বিপদের আশংকা বেড়ে যায়। অর্থাৎ যুদ্ধ যেন কোন অবস্থাতেই বন্ধ না হয়। আলীর (রাঃ), নিজের জামাতার জীবনের আশংকা বেড়ে গেলেও নয়।

৭. এবাদত

কলেমার প্রকৃত অর্থ– 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ (আদেশদাতা, সার্বভৌম) নেই'- কে বদলিয়ে 'কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই'- তে পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ কলেমাটারই পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষ জাতীয় জীবনে আল্লাহর সমস্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান কোরে ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালকে এলাহ এবং রব (প্রভু) বোলে মেনে নিয়েছে। এদিকে ব্যক্তি জীবনে সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ্ব, সওম

(রোযা) ও নানাবিধ কাজ কোরে আত্মতুষ্টিতে ডুবে আছে এই মনে কোরে যে তারা খুব এবাদত কোরছে। দেখা যাক আল্ল াহ কোন্ এবাদত চান, প্রকৃত এবাদত কী?

এবাদতের প্রকৃত অর্থ হোচ্ছে- যে জিনিসটিকে যে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে সেই কাজটি করাই হোচ্ছে সেই সৃষ্ট জিনিসটির এবাদত। সূর্য্যকে সৃষ্টি করা হোয়েছে আলো এবং তাপ দেবার জন্য, ঐ কাজই তার এবাদত এবং সূর্য্য নিরবচ্ছিন্নভাবে তা কোরে চোলেছে- এবাদত কোরছে। আল্ল াহ এই পৃথিবীকে অর্থাৎ মাটিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি কোরেছেন অর্থাৎ প্রধানত গাছ-পালা, ফসল, ফল, ফুল ইত্যাদি উৎপাদন করা, তা সে ত্রুটিহীনভাবে কোরে চোলেছে, মাটি তার জন্য নির্দিষ্ট এবাদত কোরে চোলেছে। এমনিভাবেই পানি, আলো, বিদ্যুৎ, আগুন ইত্যাদি প্রত্যেক সৃষ্টিই সেটাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হোয়েছে তা নিখুঁতভাবে পালন কোরে চোলেছে এবং যার যার জন্য নির্দিষ্ট এবাদত কোরে চোলেছে। এখন দেখতে হবে আল্ল াহ মানুষকে কি জন্য, কি কাজের জন্য সৃষ্টি কোরলেন। সেটা জানতে ও বুঝতে পারলেই আমরা বুঝতে পারব আমাদের প্রকৃত এবাদত কী?

মানুষ সৃষ্টির বহু আগেই তিনি এই মহাবিশ্ব ও মালায়েকদের (ফেরেশতা) সৃষ্টি কোরেছেন। একদিন তিনি মালায়েকদের বোললেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা স্থাপন কোরতে চাই (কোরান- সুরা বাকারা, আয়াত- ৩০)। এবং মালায়েকদের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর খলিফা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি কোরলেন। অর্থাৎ আদম (আঃ) ও ঐ সঙ্গে আমরা মানুষ হোলাম আল্ল াহর খলিফা। তাহোলে খলিফা শব্দের প্রকৃত অর্থ কি তা আমাদের সঠিকভাবে বুঝে নেয়া অতি প্রয়োজনীয়। তা না হোলে আমরা আমাদের প্রকৃত এবাদত কি তা বুঝতে পারবো না। বিভিন্ন অভিধানে খলিফা শব্দের অর্থ দেওয়া হোয়েছে: প্রতিনিধি; সার্বভৌম সরকারের শাসনিক প্রতিনিধির পদ বা কার্য্য; দূত; উপরওয়ালার বদলে কার্য্যরত ব্যক্তি; কোন রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ শাসক, রাজপ্রতিনিধি ইত্যাদি। অর্থাৎ কেউ কোন কাজ নিজে না কোরে অন্য কাউকে সেই কাজ করার জন্য নিযুক্ত কোরলে সেই লোক হোল তার খলিফা। অনেক বেশী সংখ্যায় মুরিদ হওয়ায়, বা অন্য যে কোন কারণে কোন পীর, শায়খ মুরিদদের মধ্য থেকে বেছে বেছে তার খলিফা নিযুক্ত করেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- একজন সার্বভৌম বাদশাহ বা রাজা তার বিশাল রাজত্বের একটি প্রদেশের জন্য একজন শাসক (Governor) নিযুক্ত কোরলেন। ঐ শাসক হোলেন বাদশাহর নিযুক্ত রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ বাদশাহর খলিফা। বাদশাহর তৈরী আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, সমাজবিধি ইত্যাদি যা দিয়ে বাদশাহ নিজে শাসন কাজ পরিচালনা করেন, তার নিযুক্ত ঐ রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ

খলিফারও কাজ হবে তাই; অর্থাৎ বাদশাহর যা কাজ ঐ খলিফারও সেই কাজ। ঐ প্রতিনিধির কোন অধিকার নেই বাদশাহের দেওয়া কোন আইন, কোন দণ্ডবিধি, অর্থনীতিতে কোন পরিবর্ত্তন করার। ঐ প্রতিনিধি যদি মুখে বাদশাহর সার্বভৌমত্বকে সদাসর্বদা স্বীকার কোরেও বাদশাহর দেওয়া আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদির কোনটা বাদ দিয়ে তার নিজের হুকুম চালান তবে বাদশাহ কি তাকে তার পদে রাখবেন? তাকে তার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি বহাল রাখবেন? নাকি তাকে রাজধানীতে ডেকে নিয়ে তাকে শুধু পদচ্যুতই কোরবেন না, তাকে কঠোর শাস্তিও দেবেন। ঐ প্রতিনিধি, গভর্নর, খলিফা যদি প্রকাশ্যে বাদশাহর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা কোরে দিনে পাঁচবার বাদশাহকে সাজদাও করে কিন্তু বাদশাহর দেওয়া শাসনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে নিজের তৈরী শাসনব্যবস্থা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তৈরী কোরে সেগুলি দিয়ে বাদশাহর প্রদেশ শাসন করে তবে বাদশাহ তার মৌখিক ঘোষণা ও পাঁচবার সাজদাকে কোনই দাম দেবেন না, তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তাহোলে বোঝা যাচ্ছে যে খেলাফত হোচ্ছে কেউ তার নিজের কর্ত্তব্য কাজগুলি যদি নিজে না কোরে সেগুলি করার জন্য অন্য কাউকে নিযুক্ত করে তবে তাকে খেলাফত অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব দেয়া হোল এবং সেই নিযুক্ত লোকটি হোল খলিফা। তাহোলে খলিফা হিসাবে পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ কি? কর্ত্তব্য কি?

বনি-আদমকে, মানুষকে তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি নিযুক্ত না কোরলে আল্ল াহর যে কাজ ছিলো সেইটাই হোল মানুষের কাজ, কর্ত্তব্য। কী সেই কাজ? আল্ল াহর কি কাজ? আল্ল াহর কাজ হোল শাসন। নিজের সৃষ্ট এই মহাবিশ্বকে শাসনই তাঁর কাজ। পৃথিবীতে এই কাজটা তিনি নিজে না কোরে দায়িত্ব দিলেন মানুষকে; অর্থাৎ মানুষ আল্ল াহর হোয়ে, তাঁর খলিফা, প্রতিনিধি হোয়ে পৃথিবীতে শাসন কোরবে। কেমন কোরে কোরবে? আল্ল াহ যেমন নিজের তৈরী আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি মোতাবেক মহাবিশ্ব শাসন কোরছেন, তেমনি পৃথিবীর শাসনের জন্য তিনি নিজে শাসন কোরলে যে আইন-কানুন, নিয়মনীতি দিয়ে শাসন কোরতেন সেই আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি তাঁর খলিফাকে দিয়ে বোললেন- এইগুলি অনুযায়ী তোমরা তোমাদের শাসনকার্য্য পরিচালনা কোরবে। এটাই হোল তোমাদের এবাদত যে জন্য তোমাদের আমি সৃষ্টি কোরেছি।

আল্ল াহ একমাত্র আদেশদাতা, এলাহ এবং একমাত্র উপাস্য, মা'বুদ। প্রথমে তাঁকে একমাত্র এলাহ, আদেশদাতা সার্বভৌম বোলে স্বীকৃতি দিতে হবে, তারপর তাঁর আদেশ মেনে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালন কোরতে হবে অর্থাৎ তিনি নিজে যে কাজ কোরতেন অর্থাৎ শাসন তা তারই দেয়া আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক কোরতে

হবে, এটাই হোল তাঁর এবাদত। কলেমার এলাহ্ শব্দকে মা'বুদে, উপাস্যে পরিণত করার ফল এই হোয়েছে যে আজ মোসলেম বোলে পরিচিত কিন্তু কার্য্যতঃ কাফের, মোশরেক, যালেম, ফাসেক ও মোনাফেক এই জনসংখ্যা এলাহতেও নেই, মা'বুদেও নেই, কারণ এটা আল্লাহর উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ্ ত্যাগ কোরে দাজ্জালের উলুহিয়াহ্ এবং রবুবিয়াহ গ্রহণ কোরেছে এবং আল্লাহর এবাদত ত্যাগ কোরে ইহুদী খ্রীস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের পায়ে সাজদায় প্রণত হোয়েছে, তার এবাদত কোরছে। অথচ আল্লাহ মানুষকে অর্থাৎ আদম (আঃ) ও বনি-আদমকে তাঁর খলিফা নিযুক্ত কোরেছেন, অর্থাৎ তাঁর হোয়ে তাঁরই দেয়া আইন-কানুন, নিয়মনীতি অনুযায়ী নিজেদের শাসন কাজ পরিচালনা কোরতে আদেশ কোরেছেন। আল্লাহ বোলেছেন, যারা আমার নাযেল করা বিধান (কোরান) দিয়ে শাসনকার্য্য পরিচালনা (হুকুম) করে না, তারা কাফের, জালেম এবং ফাসেক (কোরান, সুরা মায়েদা, আয়াত ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই বিভ্রান্ত (দোয়াল্লিন) জনসংখ্যা সালাহ (নামায), যাকাহ, হজ্ব ও সওম (রোযা) পালন কোরে মনে কোরছে আমরা খুব এবাদত কোরছি। আল্লাহর প্রতিনিধি হোয়ে পৃথিবীতে তাঁর কাজ যদি খেলাফত অর্থাৎ এবাদত হোয়ে থাকে তবে প্রশ্ন এই যে– আল্লাহ কি সালাহ (নামায) কায়েম করেন? তিনি কি যাকাহ দেন? তিনি কি হজ্ব করেন? তিনি কি সওম (রোযা) রাখেন বা রাত্রে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন বা অন্যান্য যে সব কাজ কোরে এরা মনে করেন যে খুব এবাদত কোরছি, তার একটাও করেন? অবশ্যই নয়। এগুলো খেলাফতের অর্থাৎ প্রকৃত এবাদতের কাজ নয়। এগুলো হোচ্ছে খেলাফতের কাজ অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া দীনকে (জীবন-ব্যবস্থা) প্রয়োগ ও কার্য্যকরী (Effective) ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত বিধান দিয়েছেন সেগুলি। প্রকৃত এবাদত হোচ্ছে আল্লাহর দেয়া দীন (জীবনব্যবস্থা) মোতাবেক তাঁর পক্ষ হোয়ে শাসন করা। সেই এবাদত থেকে এই জনসংখ্যা আজ শুধু লক্ষ কোটি মাইল দুরে নয়, একেবারে বিপরীতমুখী। আজ মোসলেম নামধারী নামাযী, যাকাহ দানকারী, হজ্ব ও রোযা পালনকারী এই জনসংখ্যা 'লা এলাহা এল্লা আল্লাহ' কলেমার এলাহতেও নেই, সেটার ভুল অর্থ কোরে যে মা'বুদে গেছে সে এবাদতেও নেই। আল্লাহ এই জনসংখ্যার এলাহও নন, মা'বুদও নন।

৮. বেদা'ত

বেদা'ত এর শাব্দিক অর্থ সংযোজন। আর এর পারিভাষিক অর্থ হোচ্ছে, মহানবীর সময় এই দীন, এসলাম যা ছিলো, এবং এই জীবন ব্যবস্থাকে তিনি যে অবস্থায়

ছেড়ে গেছেন তাতে অতিরিক্ত কোন কিছু যোগ, সংযোজন করাই হোল বেদা'ত। আল্লাহ এই বেদা'তকে শেরকের সমপর্যায়ের গোনাহ বোলে বর্ণনা কোরেছেন। আর আল্লাহ শেরক ও কুফরকে কখনো মাফ না করার প্রতিজ্ঞা কোরেছে। অর্থাৎ শেরকের সাথে বেদা'তও ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ হোয়ে গেলো। বর্তমানের বিকৃত এসলামের অনেক আলেম মাজার পূজা, পীর পূজা, কবরে মোমবাতি দেওয়া ইত্যাদিকে বেদাতি কাজ বোলে আখ্যা দিয়ে থাকে, ওগুলি নিঃসন্দেহে বে'দাতি কাজ তবে প্রকৃত যে বে'দাতকে রসুলাল্লাহ শেরকের সমতুল্য ঘোষণা কোরলেন, সেই বেদাত এগুলি নয়। বেদা'ত সম্পর্কে রসুলাল্লাহ বোলেছেন যে, 'আল্লাহর তৈরী এই জীবন ব্যবস্থা, দীনের জাতীয় বিধানগুলির মধ্যে অন্যের, গায়রুল্লাহর তৈরী বিধান-আইন ইত্যাদি সংযোজন করাই বেদা'ত।' রসুলাল্লাহ বোলেছেন ভবিষ্যতে এসলামের ওপর যে সব বিপদ আসবে তার মধ্যে সবচে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে বেদা'ত। এখানে তিনি কোন্ বিপদের কথা বোলেছেন, নিশ্চয়ই মাজার পূজার কথা নয়? **রসুলাল্লাহ যে দীন পৃথিবীতে রেখে গেলেন সেই দীনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ দিক-অর্থাৎ জাতীয় দিকটার কোন কিছু বদলিয়ে মানুষের তৈরী কোন কিছু যদি তাতে যোগ করা হয় তবে রসুলাল্লাহর উম্মাহর জীবনে তারচেয়ে বড় বিপদ আর কি হোতে পারে? এটাই সবচেয়ে বড় বে'দাত।** এই বেদা'তের কারণে মোসলেম বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটি এসলামের মূল ভিত্তি তওহীদ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর আইন-কানুনকে তাদের সামষ্টিক জীবন থেকে বাদ দিয়ে মানুষের তৈরী আইন কানুন বাদ দিয়ে ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের তৈরী অর্থাৎ মানুষের তৈরী জীবনব্যবস্থাকে তাদের দীন হিসাবে গ্রহণ কোরেছে। **আল্লাহ যা দেন নাই, এমন কি নিষেধ কোরেছেন সেই বিধানগুলিই এখন দীনের অর্থাৎ আমাদের জীবন-ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।** এর চেয়ে বড় আর কোন বে'দাত হোতে পারে না, বেদা'তের এই সংজ্ঞা অনুযায়ী এই মোসলেম নামধারি জাতিটি সবচেয়ে বড় বেদা'তের মধ্যে ডুবে আছে। যার অনিবার্য ফল বর্তমান পৃথিবীর এই অসহনীয় অশান্তি।

৯. মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী

বর্ত্তমান সময়ে চালু এসলামে 'মো'মেন', 'মোসলেম' ও 'উম্মতে মোহাম্মদী'এই তিনটিকে একার্থবোধক অর্থাৎ তিনটিই একই জিনিস হিসাবে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিনটিই আলাদা, যদিও পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ধারণা সঠিক করার জন্য এই তফাৎ বুঝে নেওয়া দরকার।

মো'মেনঃ মোমেন শব্দটি এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ মো'মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, "তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনে এবং আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন এবং সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ্য (সূরা হুজরাত ১৫)। আল্লাহর দেয়া প্রকৃত মো'মেনের এই সংজ্ঞাটা ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে "যারা আল্লাহর ওপর ঈমানে"র অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বের ওপর ঈমান নয়, তাঁর উলুহিয়াতের ওপর, সার্বভৌমত্বের ওপর (Sovereignty) ঈমান, লা এলাহা এল্লা আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন আদেশদাতা, হুকুমদাতা নেই এই বিশ্বাস করা অর্থাৎ তওহীদ। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ হোল প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা। কি জন্য জেহাদ করা? আল্লাহর তওহীদের, সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনটি যদি মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা, কার্যকর না হয় তবে ওটা অর্থহীন। কাজেই আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক ঐ দীনুল হক, সত্য জীবন-ব্যবস্থাটা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, জেহাদ। এই দু'টি একত্রে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা। এই দু'টি যার বা যাদের মধ্যে আছে, আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন। এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নাই যে, যে সালাহ পড়বে সে মো'মেন, বা যে রোযা রাখবে সে মো'মেন, বা যে হজ্ব কোরবে, বা অন্য যে কোন পূণ্য, সওয়াবের কাজ কোরবে সে মো'মেন। এ সংজ্ঞায় শুধু আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম প্রভূত্ব, সার্বভৌমত্ব অস্বীকার ও আল্লাহর পথে জেহাদ। এর ঠিক বিপরীতে তিনি এ সতর্কবাণীও বোলেছেন যে এ তওহীদে যে বা যারা থাকবে না, যারা তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোন একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরী আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে, আল্লাহ ছাড়া আর কারুকে এলাহ বা সার্বভৌম হুকুমদাতা হিসাবে মানবে তারা শেরক কোরবে। আর শেরক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ অঙ্গীকারাবদ্ধ (কোর'আন- সুরা নেসা ৪৮)।

দ্বিতীয়তঃ মোসলেম শব্দ এসেছে সালাম থেকে। যিনি বা যারা আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা, দীনকে সামগ্রিকভাবে তসলিম অর্থাৎ সসম্মানে গ্রহণ কোরে তা জাতীয়, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা কোরেছেন, অন্যসব রকম ব্যবস্থাকে বর্জন কোরেছেন তিনি বা তারা মোসলেম। এখানেও একজন মোসলেম হোয়েও মো'মেন নাও হতে পারেন। যেমন- কোথাও দেশসুদ্ধ সকলে মোসলেম হোয়ে গেলো। সেখানে একজন বা কিছুসংখ্যক মোশরেক বা নাস্তিক নানা রকম সামাজিক অসুবিধার কথা চিন্তা কোরে মোসলেম হোয়ে গেলো, অর্থাৎ আল্লাহ, রসুল ও এসলামকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস না কোরেও সমাজের অন্য সবার সাথে আল্লাহর আইন ও দীন স্বীকার ও তসলিম কোরে নিলো। এ লোক মোসলেম, কিন্তু মো'মেন নয়। এর উদাহরণ দেওয়া যায় এসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই। নবী করীমের ওফাতের আগেই সম্পূর্ণ আবর মোসলেম হোয়ে গিয়েছিলো এটা ইতিহাস। কিন্তু আল্লাহ নবীকে সম্বোধন কোরে বোলেছেন- "আরবরা বলে, আমরা বিশ্বাস কোরেছি (ঈমান এনেছি)। বল, তোমরা বিশ্বাস করনি। বরং বল, আমরা শুধু আত্মসমর্পণ কোরেছি। কারণ বিশ্বাস (ঈমান) তোমাদের আত্মায় প্রবেশ করে নি।"

আল্লাহর কথা যে সত্য তা প্রমাণ হোয়ে গেলো রসুলাল্লাহ এর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই। চারদিকে বহু লোক এসলামকে অস্বীকার কোরে বিদ্রোহী হোয়ে উঠলো। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ এসলামকে গ্রহণ করার ফলে তারা বাধ্য হোয়ে প্রকাশ্যে এসলামকে স্বীকার কোরে মোসলেম হোয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সত্যিকার বিশ্বাস তারা করে নি, তারা মোসলেম হোয়েছিলো, কিন্তু মো'মেন হয় নি। আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে ঐ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ কোরে সেদিন যারা এসলামকে রক্ষা কোরেছিলেন, তারা ছিলেন মো'মেন। কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে, মো'মেন ও মোসলেমদের আল্লাহ আলাদাভাবে সম্বোধন করা ছাড়াও মো'মেন কারা তা তিনি সুরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন যা একটু আগেই উল্লেখ কোরেছি। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত্ত দেয়া হোলো; একটি ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, অন্যটি ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জেহাদ। বর্ত্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্ত্তের একটিও নেই। আকীদার বিকৃতিতে আমরা জীবনের সমস্ত অঙ্গন থেকে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবনে সংকুচিত কোরে রেখেছি- যা প্রকৃতপক্ষে শেরক। আর জেহাদকে তো উৎখাতই কোরে দিয়েছি এবং তার পরও নিজেদের মো'মেন ও মোসলেম বোলে আত্মপ্রসাদ লাভ কোরছি।

তৃতীয়তঃ উম্মতে মোহাম্মদী। আল্লাহ আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে তার প্রত্যেক নবী-রসুল (আ:) কে পাঠিয়েছেন একটিমাত্র উদ্দেশ্য দিয়ে তাহোল যার যার জাতির মধ্যে আল্লাহর তওহীদ ও তার দেওয়া জীবন ব্যবস্থা দীন প্রতিষ্ঠা করা। শেষ নবীকে পাঠালেন সমস্ত মানব জাতির উপর এই দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য (কোর'আন-সূরা আল-ফাতাহ-২৮, সূরা আত-তওবা-৩৩, সূরা আস-সফ্-৯)। পূর্ববর্ত্তী নবীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তাঁরা অনেকেই তাদের জীবনেই পূর্ণ কোরে যেতে পেরেছিলেন, কারণ তাদের দায়িত্বের পরিসীমা ছিলো ছোট। কিন্তু এই শেষ

জনের দায়িত্ব হলো এত বিরাট যে এক জীবনে তা পূর্ণ কোরে যাওয়া অসম্ভব। অথচ যতদিন ঐ দায়িত্ব পূর্ণ করা না হবে ততদিন তার উপর আল্ল াহর দেওয়া দায়িত্ব অপূর্ণ-অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই তিনি এমন একটি জাতি সৃষ্টি কোরলেন পৃথিবী থেকে তাঁর চলে যাওয়ার পরও যে জাতি তার উপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তারই মত সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এই জাতি হলো তার উম্মাহ-উম্মতে মোহাম্মদী- মোহাম্মদের জাতি। রসুলাল্ল াহ যতদিন এই পৃথিবীতে রোইলেন ততদিন তিনি নিজে তাদের ভবিষ্যত কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিলেন। মাত্র দশ বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ সংঘটিত কোরে, একটি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি গঠন কোরে তিনি তাঁর প্রেরক প্রভুর কাছে চোলে গেলেন। যে অপরাজেয় যোদ্ধা জাতিটি তিনি গঠন কোরে গেলেন সে জাতির আকীদার মধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে গেঁথে দিয়ে গেলেন যে তাঁর ওপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব-সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর গঠিত এই উম্মাহর ওপর অর্পিত হোয়েছে।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে প্রথম যিনি বিশ্বনবীকে প্রেরিত বোলে স্বীকার কোরে এই দীনে প্রবেশ কোরলেন; অর্থাৎ আবু বকর (রা:) এসলাম গ্রহণ কোরেই রসুলাল্ল াহকে জিজ্ঞাসা কোরলেন- "হে আল্ল াহর রসুল! এখন আমার কাজ কি? কর্ত্তব্য কি?" আল্ল াহর শেষ নবী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আমরা ইতিহাসে ও হাদীসে পাই। তিনি বোললেন, "এখন থেকে আমার যে কাজ তোমারও সেই কাজ।" কোন সন্দেহ নেই যে যদি প্রত্যেকটি মানুষ-যারা ঈমান এনে মহানবীর হাতে মোসলেম হোয়েছিলেন তারা আবু বকরের (রা:) মত- যদি ঐ প্রশ্ন কোরতেন তবে তিনি প্রত্যেককেই ঐ জবাব দিতেন। "আমার যে কাজ" বোলতে তিনি কী বুঝিয়েছিলেন? তাঁর কী কাজ ছিলো? তাঁর কাজ তো মাত্র একটা, যে কাজ আল্ল াহ তাঁর উপর অর্পণ কোরেছেন। সেটা হলো সমস্ত রকমের জীবনব্যবস্থা 'দীন' পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন কোরে দিয়ে এই শেষ দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। ইতিহাসে পাচ্ছি, শেষ-এসলামকে গ্রহণ করার দিনটি থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আবু বকরের (রা:) কাজ একটাই হোয়ে গিয়েছিলো। সেটা ছিলো মহানবীর সংগ্রামে তাঁর সাথে থেকে তাঁকে সাহায্য করা। শুধু আবু বকর নয়, যে বা যারা নবীকে বিশ্বাস কোরে মোসলেম হোয়েছেন সেই মুহূর্ত্ত থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি বা তারা বিশ্বনবীকে তাঁর ঐ সংগ্রামে সাহায্য কোরে গেছেন, তাঁর সুন্নাহ পালন কোরে গেছেন। আর কেমন সে সাহায্য! স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ত্যাগ কোরে, বাড়ী-ঘর, সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ কোরে, অর্দ্ধাহারে-অনাহারে থেকে, নির্মম অত্যাচার সহ্য কোরে, অভিযানে বের হোয়ে গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং শেষ

পর্য্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই হলো তার উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী, তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী জাতি। তারা তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বনবীর এন্তেকালের পর তাঁর উম্মাহর ইতিহাস থেকে। নেতার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতিটি অস্ত্র হাতে স্বদেশ (আরব) থেকে বের হোয়ে উত্তাল ঢেউয়ের মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পোড়লো এবং সর্বদিক দিয়ে তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী দুইটি বিশ্বশক্তিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তদানিন্তন অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আল্ল াহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরলো। ঐ উম্মাহর শতকরা আশি জনেরও বেশীর কবর তাদের স্বদেশ আরবের বাইরে হোয়েছে। এটাই হোচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদীর পরিচয়।

১০. রসুলাল্ল াহর প্রকৃত সুন্নাহ

সুন্নাহ অর্থ নীতি (Principle), কর্মপদ্ধতি (Process), চর্চা (Practice) ইত্যাদি। বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামে রসুলাল্ল ার সুন্নাহ বোলতে বোঝানো হয় তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস, অনভ্যাস, পোশাক, দাড়ি, টুপি, পাগড়ী ইত্যাদির অনুকরণ করা। কিন্তু এইগুলি রসুলাল্ল াহর প্রকৃত সুন্নাহ নয়। নবী হিসাবে তাঁকে আল্ল াহ যে দায়িত্ব অর্পণ কোরেছিলেন, সেই দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তিনি যা কোরেছেন সেগুলিই হোচ্ছে তাঁর সুন্নাহ। কি সেই কাজ? আল্ল াহ কোর'আনে অন্তত তিনবার উল্লে খ কোরেছেন যে, তিনি (আল্ল াহ) তাঁর রসুলকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্যান্য সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী কোরবেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নবী ঘোষণা কোরলেন- "আমি আদিষ্ট হোয়েছি সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা একথা মেনে নেয় যে আল্ল াহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই, এবং মোহাম্মদ তাঁর রসুল" [হাদীস– আব্দুল্ল াহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]।

ইতিহাস সাক্ষী যতোদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততোদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হোয়ে আল্ল াহর দেয়া ঐ আদেশ ও দায়িত্ব পালন কোরে গেছেন এবং তা কোরতে যেয়ে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ৭৮টি ছোট বড় যুদ্ধ কোরেছেন। তারপর যখন আল্ল াহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চোলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতঃই এসে পোড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর কারণ রসুলের ওপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব তখনও পূর্ণ হয় নি। শুধু আরব দেশটাকে আল্ল াহর আইনের শাসনের মধ্যে আনা হোয়েছে; বাকী পৃথিবী মানুষের তেরী আইনের

অধীনে চোলছে। রসুলাল্ল াহর নিজ হাতে গড়া জাতিটি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী তার জান্নাতবাসী নেতার ওপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব তাদের মাথায় এসে পড়া সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চোলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার পরিবার পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হোয়ে পোড়েছিলেন। এই কাজকেই তাদের নেতা বোলেছিলেন আমার সুন্নাহ, এবং বোলেছিলেন আমার এই সুন্নাহ যে বা যারা ত্যাগ কোরবে তারা আমার কেউ নয়, মান তারাকা সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি, অর্থাৎ তারা উম্মতে মোহাম্মদীই নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বোলেছেন- মান রাগেবা আন সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি (বোখারী, মোসলেম) অর্থাৎ যে আমার সুন্নাহ থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেবে সেও আমার কেউ নয়। ঐটাকে তিনি বোললেন 'আমার সুন্নাহ'; অর্থাৎ আমি সারা জীবন যা কোরে গেলাম এবং এও বোললেন যে, যে আমার এই সুন্নাহ ত্যাগ কোরবে সে বা তারা আমার কেউ নয়; অর্থাৎ আমার উম্মত নয়। অবশ্যই, কারণ আল্ল াহ যে দায়িত্ব দিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠালেন, যে দায়িত্ব তিনি এক জীবনে পূর্ণ কোরতে না পারায় এক উম্মাহ সৃষ্টি কোরে তার উপর অর্পন কোরে চোলে গেলেন, সেই দায়িত্ব যে বা যারা ছেড়ে দেবে-ত্যাগ কোরবে, তারা নিশ্চয়ই তার কেউ নয়।

আল্ল াহর রসুল বোলেছেন-"এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মাহ প্রতিটি ব্যাপারে বনি ইসরাইলকে নকল কোরবে। এমনকি তারা যদি তাদের মায়ের সাথে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে তবে আমার উম্মাহ থেকেও তাই করা হবে। বনি ইসরাইলরা বাহ-াত্তর ফেরকায় (ভাগে) বিভক্ত হোয়েছিল, আমার উম্মাহ তিয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে। এর একটি ভাগ ছাড়া বাকি সবই আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।" সাহাবারা প্রশ্ন কোরলেন-"ইয়া রসুলাল্ল াহ! সেই এক ফেরকা কোনটি?" তিনি জবাব দিলেন-"যার উপর আমি ও আমার সঙ্গীরা (আসহাব) আছি" (হাদীস- আবদুল্ল াহ বিন আমর (রা:) থেকে- তিরমিযি, মেশকাত)। যে একটি মাত্র ফেরকা (ভাগ) জান্নাতী হবে-যেটার কথা রসুলাল্ল াহ বোলেছেন- সেটা সেই কাজ নিয়ে থাকবে যে কাজের উপর তিনি ও তাঁর আসহাব ছিলেন। তিনি ও তাঁর আসহাব (রা:) কিসের উপর- কোন কাজের উপর ছিলেন? সেই মহাজীবনী যারা পড়েছেন, তাঁর সাহাবাদের ইতিহাস যারা পড়েছেন-তাদের এ কথা স্বীকার করা ছাড়া কোন পথ নেই যে, নবুয়ত পাওয়ার সময় থেকে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত এই অতুলনীয় মানুষটির একটিমাত্র কাজ ছিল। সেটা হলো এই শেষ জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে মানুষের জীবনে ন্যায়-শান্তি আনা এবং তার জীবিত অবস্থায় ও তাঁর ওফাতের পরে তাঁর সঙ্গীদেরও

(আসহাব) জীবন ঐ একই কাজে ব্যয় হোয়েছে। অর্থাৎ নেতা ও তার জাতির সম্পূর্ণ জীবন কেটেছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য। যে কল্যাণের একটিমাত্র পথ-মানবের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে আল্ল াহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, এক কথায় আল্ল াহকে দেওয়া এবলিসের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আল্ল াহকে জয়ী কোরে সমস্ত মানব জাতিকে অন্যায়-অবিচার-অশান্তি-যুদ্ধ ও রক্তপাত থেকে উদ্ধার কোরে পরিপূর্ণ শান্তি, এসলাম প্রতিষ্ঠা করা। যে বা যারা এই সংগ্রাম কোরবে শুধু তারাই রসুলাল্ল াহর সুন্নাহ পালনকারী, অর্থাৎ যার উপর আল্ল াহর রসুল ও তার আসহাব (রা:) ছিলেন। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখা যাবে বিশ্বনবীর ঐ সঙ্গীরা (আসহাব) তাঁর ওফাতের পর তাদের নেতার উপর আল্ল াহর অর্পিত কাজ একাগ্রচিত্তে চালিয়ে গেলেন, পার্থিব সমস্ত কিছু উৎসর্গ কোরে চালিয়ে গেলেন। কারণ তাদের কাছে ঐ কাজ ছিল বিশ্বনবীর সুন্নাহ। বিশ্বনবীর সংসর্গ যারা লাভ কোরেছিলেন; সরাসরি তাঁর কাছ থেকে এই দীন শিক্ষা কোরেছিলেন; এই দীনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা কোরেছিলেন তারা তাঁর ওফাতের পর ৬০/৭০ বছর পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ঐ ৬০/৭০ বছর পর বিশ্বনবীর সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা:) শেষ হোয়ে যাবার পরই পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল। এই সংগ্রাম যেই মুহূর্তে বন্ধ হলো জাতি হিসাবে ত্যাগ করা হলো সেই মুহূর্ত থেকে জাতি হিসাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী শেষ হোয়ে গেলো। সেই জন্য মহানবী তাঁর সুন্নাহ বোলতে শুধু তাঁর নিজের সুন্নাহ বোললেন না। বোললেন- "আমি ও আমার সঙ্গীরা যার উপর আছি" এবং অন্য সময় এও বোললেন যে "আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর।"

সংগ্রাম-জেহাদ ত্যাগ কোরে অর্থাৎ আল্ল াহর রসুলের প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ কোরে এই জাতি যখন শান-শওকতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য রাজতন্ত্রের মত রাজত্ব কোরতে শুরু করলো তখন এক সমস্যা দেখা দিলো। সেটা হলো এই জাতি তার নেতার সুন্নাহ পালন কোরবে কেমন কোরে? প্রকৃত সুন্নাত ত্যাগ করা হোয়েছে অথচ সুন্নাহ ছাড়া চোলবেও না। কারণ আল্ল াহর রসুল বোলেছেন, "তার সুন্নাহ ত্যাগ করার অর্থই উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার হওয়া।" এই সমস্যা থেকে জাতিকে উদ্ধার কোরলেন সেই অতি বিশ্লে ষণকারী পণ্ডিত শ্রেণী, ফকীহ- মুফাসসির ইত্যাদি। সেটা হলো আসল সুন্নাহ যখন বর্জনই করা হোয়েছে তখন নকলটাই করা যাক। তখন সুন্নাহ হিসাবে নেয়া আরম্ভ হলো বিশ্বনবীর ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলি যে গুলির সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর খাওয়া-শোয়া-ওঠা-বসা ইত্যাদি নেহায়েত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। নিঃসন্দেহে সেই মহামানবের ব্যক্তিগত অভ্যাস আচরণও মানুষের

ব্যক্তিগত জীবনে কল্যাণকর, কিন্তু তাঁর সুন্নাহ বোলতে তিনি কখনই এগুলি বোঝান নি, বোঝালেও ওগুলো পালন না করার জন্য তার উম্মাহ থেকে বহিষ্কার অবশ্যই বোঝান নি। কারণ যে কাজের জন্য তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হোয়েছিল অর্থাৎ 'সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যে পর্য্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আল্ল াহ ছাড়া কারো বিধান মানি না এবং মোহাম্মদ আল্ল াহর রসুল, একথা বিশ্বাস না করে- সালাহ কায়েম না করে, যাকাহ না দেয় (হাদীস- আবদুল্ল াহ বিন আমর (রা:) থেকে বোখারী, মেশকাত)। ঐ কাজের সাথে, ঐ সংগ্রামের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-পছন্দ-অপছন্দের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু ঐ সমাধানই গ্রহণ করা হলো এবং আজ পর্য্যন্ত এ হাস্যকর সমাধানই এই জাতি অতি নিষ্ঠার সাথে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পালন করার চেষ্টা কোরছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ধার্মিকরা যেমন প্রত্যেকে ভাবেন 'একমাত্র আমার ধর্মই ঠিক বাকিরা সব বিপথগামী নরকে যাবে' ঠিক তেমনি ভাবে তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে বাহাত্তর ফেরকার প্রত্যেকটি মানুষ অতি নিশ্চিত যে শুধু ঐ ফেরকাই রসুলাল্ল াহর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী সুতরাং সে-ই নির্দিষ্ট জান্নাতী ফেরকা। তারা একথা বুঝতে অসমর্থ যে বিশ্বনবী তাঁর সুন্নাহ বোলতে যা বুঝিয়েছিলেন তার ধারে কাছেও তারা নেই। আসল জান্নাতী ফেরকার সুন্নাহর সাথে বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহর আসমান-যমিন তফাৎ। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো দাঁত মেসওয়াক করা; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো রসুলাল্ল াহ ও আবু ওবায়দার (রা:) মত জেহাদে সশস্ত্র সংগ্রামে দাঁত ভেঙ্গে ফেলা। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো নিজেদের ঘরে বা হুজরায় মাথার কাছে তসবিহ রেখে ডান পাশে শোয়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে হলো মাথার কাছে অস্ত্র রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে শোয়া। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো টুপি-পাগড়ী পড়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো শিরস্ত্রাণ পড়া। বাহ-াত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো লম্বা জোব্বা পড়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো যোদ্ধার কাপড় ও বর্ম পড়া। বাহাত্তর ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো খাবার পর মিঠাই খাওয়া; জান্নাতী ফেরকার কাছে সুন্নাহ হলো অনাহারে থেকে পেটে পাথর বেঁধে যুদ্ধ করা। আরও বহু আছে, দরকার নেই। বাহাত্তর ফেরকার সুন্নাহ পালন কোরতে রসুলাল্ল াহ ও তাঁর সাহাবাদের (রা:) মত কোরবানীর প্রয়োজন হয় না, আহত হোতে হয় না, নিগৃহীত-অপমানিত হোতে হয় না, বিপদের সম্মুখীন হোতে হয় না। কাজেই তারা অতি নিষ্ঠার সাথে ঐ অতি নিরাপদ সুন্নাহগুলি পালন করেন এবং নবীর ও আল্ল াহর সন্তুষ্টি আশা করেন। শুধু আশা করেন না, ও সম্বন্ধে তারা অতি নিশ্চিত। যদিও তারা জান্নাতের সুগন্ধ পর্য্যন্ত পাবেন না, কারণ- বিশ্বনবী বোলেছেন তারা না'রী, আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। বাহাত্তর ফেরকা যে সুন্নাহগুলি পালন

করেন সেগুলি শুধু বিশ্বনবীর সুন্নাহ নয় সেগুলি লক্ষ কোটি খ্রীস্টান-ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধেরও সুন্নাহ! পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই দাঁতন (মেসওয়াক) করে, কোটি কোটি অমোসলেম মাথায় টুপি দেয়, পাগড়ী পড়ে, দাড়ী রাখে, মোচ কামিয়ে ফেলে, খাবার পর মিঠাই খায়, ডানপাশে শোয়। এগুলি বাহাত্তর ফেরকার অতি প্রিয় সুন্নাহ। কিন্তু জান্নাতী ফেরকা যে সুন্নাহ পালন করে সে সুন্নাহ একমাত্র বিশ্বনবী ও তাঁর আসহাব ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ পালন করেন না। সেটা হলো শেষ জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপরিসীম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে সংগ্রাম। বিশ্বনবীর পবিত্র দেহে ছিল যুদ্ধে যখম হওয়ার চিহ্ন, তাঁর আসহাবদের মধ্যে বোধ হয় একটা লোকও খুঁজে পাওয়া যেতো না যার গায়ে অস্ত্রের আঘাত ছিল না, বহু সাহাবী ছিলেন যাদের সমস্ত শরীর অস্ত্রের আঘাতের চিহ্নে ভরপুর ছিল। ঐ সুন্নাহ হলো সেই একমাত্র জান্নাতী ফেরকার সুন্নাহ। বাকি বাহাত্তর ফেরকার সুন্নতীদের সারা গায়ে সুঁচের দাগও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মহানবীর আসহাব যে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিলেন কোনটা তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ, তার অকাট্য প্রমাণ হোচ্ছে সেই উম্মতে মোহাম্মদীর ইতিহাস; তা পেছনে বোলে এসেছি। এখন যিনি আল্ল াহর রসুলের রেসালতের পর এই জাতির হাল ধোরেছিলেন সেই আবু বকরের (রা:) একটা কথা উল্লে খ কোরছি। জাতির খলিফা নির্বাচিত হোয়ে তার প্রথম বক্তৃতাতেই তিনি বোললেন, "মোসলেমরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যেন জেহাদ পরিত্যাগ না করে। কোন জাতি একবার জেহাদ ত্যাগ কোরলে আল্ল াহ সে জাতিকে অপদস্থ-অপমানিত না কোরে ছাড়েন না"। বিশ্বনবীর ঘনিষ্টতম সঙ্গী, তাঁর সর্বরকম বিপদ-আপদে, সুখ-দুঃখের চিরসঙ্গী- নবীর জীবিতকালেই যাকে উম্মতে মোহাম্মদীর নামাযে এমামতি করার হুকুম দেওয়া হোয়েছিল- সেই আবু বকর (রা:) কি মহানবীর কাছে থেকে এসলাম-এসলামের মর্মবাণী-প্রকৃত সুন্নাহ-এসব কি শিক্ষা করেন নি? নিশ্চয়ই কোরেছিলেন এবং শুধু আবু বকর (রা:) নন, বিশ্বনবীর প্রত্যেক সাক্ষাত-সঙ্গীরা (রা:) কোরেছিলেন। আবু বকরের (রা:) মত তারাও জানতেন তাদের নেতার প্রকৃত সুন্নাহ কোনটা, তাই তাদের শেষ মানুষটা বেঁচে থাকা পর্য্যন্ত ঐ জেহাদ চালিয়ে গেছেন। আবু বকরের (রা:) ঐ সাবধান বাণী কতখানি সত্য ছিল তা ইতিহাস। যতদিন এই জাতি একাগ্র লক্ষ্যে (হানিফ) ঐ সুন্নাহ অর্থাৎ জেহাদ চালিয়ে গেলো ততদিন আল্ল াহ স্বয়ং তাদের অভিভাবক হোয়ে তাদের সঙ্গে রোইলেন। তা না থাকলে তাদের ঐ অবিশ্বাস্য বিজয় অসম্ভব ছিল। তারপর ৬০/৭০ বছর পর যখন এই জাতি ঐ জেহাদ বন্ধ করলো, তখন সংখ্যায় তারা প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী, পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক তাদের দখলে। হোলে কি হবে? জেহাদ ছাড়া অর্থ

বিশ্ব নবীর সুন্নাহ ছাড়া, অর্থাৎ উম্মতে মোহম্মদী হোতে বহিস্কার। কারণ তিনি তো বোলেই দিয়েছেন, যে আমার সুন্নাহ ছাড়লো সে আমাদের কেউ নয়। আবু বকর (রা:) বোলেছিলেন 'জেহাদ ছাড়লে আল্ল াহ অপদস্থ অপমানিত কোরবেন'। দেখা গেলো আবু বকর (রা:) অনেক কম বোলেছিলেন। কারণ আল্ল াহ শুধু অপদস্থ-অপমানিতই কোরলেন না, তিনি শত্রুদের দিয়ে নবীর ব্যক্তিগত অভ্যাসের সুন্নাহ পালনকারী এবং উম্মতে মোহাম্মদীর দাবীদার এই বিরাট জাতিটাকে লাইন কোরে দাঁড় করিয়ে মেশিন গান কোরে, ট্যাংকের তলায় পিষে, জীবন্ত কবর দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে, বেয়নেট করে, আগুনে পুড়িয়ে, তাদের মেয়েদের আফ্রিকা আর ইউরোপের বেশ্যালয়ে বিক্রি কোরিয়ে এবং তারপরে তাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসে পরিণত কোরে দিলেন। সেই দাসত্ব আজও চোলছে। এই সময়ের ইতিহাস পড়লে মনে হয় আল্ল াহ তাঁর প্রিয় নবীর প্রকৃত সুন্নাহ ত্যাগ করার, দীনের অতি বিশ্লে ষণ কোরে জাতিকে টুকরো টুকরো কোরে দেওয়ার, এক বহির্মূখী গতিকে উল্টিয়ে অন্তর্মূখী কোরে দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে শেষ কোরে দেওয়ার শাস্তি দিতে তার গযবের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। সে শাস্তির ইতিহাস পড়লে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। ভুললে চোলবে না যে যখন এই লোমহর্ষক শাস্তি আল্ল াহ এই জাতিকে দিয়েছিলেন তখন এই জাতির আইন-কানুন-বিচার-দণ্ডবিধি ইত্যাদি সবই কোর'আন-হাদীস মোতাবেক অর্থাৎ জাতি তখনও উম্মতে মোহাম্মদী না হোলেও মোসলেম। কিন্তু আল্ল াহ তাও পরোয়া কোরলেন না। আর আজতো তাও নেই, ওগুলোও তো গায়রুল্ল াহর অর্থাৎ মানুষের তৈরী, যেগুলো ধ্বংস কোরে আল্ল াহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হোয়েছিল। এই জাতি সেই কুফর ও শেরককে গ্রহণ কোরেও, সেই মোতাবেক জাতীয় জীবন চালিত কোরেও নবীর কতকগুলি অপ্রয়োজনীয়-নিরাপদ নেহায়েত ব্যক্তিগত অভ্যাসকে অতি নিষ্ঠার সাথে নকল কোরে নিজেকে অতি উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী ভাবছে। কী পরিহাস, কী হাস্যকর! মানুষের ইতিহাসে কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমাদের জানা নেই।

১১. যুলুম

কোর'আনে যুলুম শব্দটি আল্ল াহ অনেক ব্যবহার কোরেছেন। এরও প্রকৃত অর্থ হারিয়ে গেছে। এর অর্থ করা হয় অত্যাচার, মারধর (Tyrrany, Opression) ইত্যাদি। আসলে যুলম শব্দের অর্থ এ থেকেও অনেক ব্যাপক। **আল্ল াহ যে অর্থে এই শব্দ ব্যবহার কোরেছেন তা সংক্ষেপে এই- যা হওয়া বা করা উচিৎ নয়, তা**

হওয়া বা করা এবং যা হওয়া বা করা উচিৎ তা না হওয়া বা না করা। এক কথায় অন্যায়। প্রশ্ন হোতে পারে-ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি কি? উত্তর হোচ্ছে স্রষ্টা যে মাপকাঠি ঠিক কোরে দিয়েছেন সেই মাপকাঠি মোতাবেক যেটা ন্যায় এবং যেটা অন্যায়। আল্ল াহ যে জীবন-ব্যবস্থা, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি মানুষকে দিয়েছেন সেই মাপকাঠি দিয়ে না মেপে মানুষের কাজকে যদি মানুষের গড়া মাপকাঠি দিয়ে মাপা হয় তবে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে অন্যায়-যুলম। জীবনের যে অঙ্গনেই (Facet) তা করা হবে সেই অঙ্গনেই অন্যায় হবে, যুলম হবে। **এই জন্যই আল্ল াহ বোলেছেন- যা অবতীর্ণ করা হোয়েছে সেই মোতাবেক যারা শাসন-বিচার করে না তারা যালেম (সুরা মায়েদা ৪৫)।** অর্থাৎ বিচার ও শাসনে ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি হিসাবে আল্ল াহর দেয়া মাপকাঠি কোর'আনকে যারা নেয় না, নিজেরা ইচ্ছামত মাপকাঠি তৈরী কোরে নেয় তারা যালেম অর্থাৎ অন্যায়কারী কারণ তাদের কাজের ফলে অন্যায় সংঘটিত হবে, অবিচার সংঘটিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরুন-দুটি দেশ; একটি দেশের শাসনকর্তা স্রষ্টার দেয়া ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করেন, স্রষ্টার দেয়া দণ্ডবিধি অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার দেন, শাস্তির ব্যাপারে কাউকে ক্ষমা করেন না, কঠিন শাস্তিকে লঘুও করেন না। আপাতঃ দৃষ্টিতে তিনি নির্দয়, যালেম। অন্য দেশটির শাসক স্রষ্টার দেয়া ব্যবস্থাকে অতি কঠোর মনে কোরে নিজের তৈরী ব্যবস্থায় বিচার করেন, অপরাধীদের লঘুদণ্ড দেন বা মাফই কোরে দেন। আপাতঃদৃষ্টিতে তিনি একজন সহৃদয় শাসনকর্তা। কিন্তু কোর'আনের সংজ্ঞা অনুযায়ী আল্ল াহর দৃষ্টিতে প্রথম জন ন্যায়বান দ্বিতীয় জন যালেম। কারণ, প্রথম জনের দ্বারা স্রষ্টার নির্দ্ধারিত বিচার ও শাস্তি প্রয়োগের ফলে সমাজ থেকে অপরাধ প্রায় অন্তর্হিত হোয়ে যাবে, মানুষ নিরাপত্তায় ও শান্তিতে বাস কোরতে পারবে। **দ্বিতীয় জনের সহৃদয়তায় লঘু শাস্তির ফলে অপরাধীরা উৎসাহিত হবে, দেশে অপরাধ বাড়বে এবং বহুলোক অপরাধের শিকার বা মযলুম হবে; অর্থাৎ ঐ সহৃদয় শাসকের কাজের ফলে সমাজের উপর যুলম, অন্যায় হবে।**

১২. সবর

সবর শব্দটিও কোর'আনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল কোরে আছে এবং আল্ল াহ বহুবার ব্যবহার কোরেছেন। বর্তমানে এর অর্থ করা হয় ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করা ইত্যাদি। অর্থাৎ শব্দগুলি শোনার সঙ্গেই মনে একটা জড়তা, অসাঢ় ভাবের সৃষ্টি হয়, ইংরেজীতে যাকে বলে Passive নিষ্ক্রিয়। কিন্তু সবর শব্দের আসল অর্থ, অর্থাৎ যে অর্থে আল্ল াহ ও রসুল ব্যবহার কোরেছেন তা বর্তমানে চালু অর্থের ঠিক

বিপরীত। **প্রচণ্ড গতিশীল (Dynamic) এসলামকেই যেমন স্থবির (Static) কোরে ফেলা হোয়েছে, তেমনি কোর'আনের সবর শব্দটার অর্থকেও নিষ্ক্রিয় (Passive, inert) অর্থে নেয়া হোচ্ছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো কোন উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ না হোয়ে, ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।** অর্থাৎ এই শব্দের অর্থ সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় (Active এবং Dynamic)। উদাহরণ হিসাবে কোর'আনে আল্লাহ মো'মেন মুজাহিদদের অনেক জায়গায় জেহাদে এবং কিতালে অর্থাৎ যুদ্ধে সবর কোরতে বোলেছেন। আজ-কালকার বিকৃত অর্থ নিলে প্রথমতঃ যুদ্ধেই যাওয়ার প্রয়োজন নেই এবং নেহায়েৎ গেলেও শত্রুর সামনে লাইন কোরে মাটিতে বোসে থাকতে হবে। শত্রু এসে যতই মারুক, পিটুক, ধৈর্য ধোরে বোসে থাকতে হবে; অর্থাৎ যুদ্ধে যাওয়ারই কোন অর্থ হয় না। **আল্লাহ সে অর্থে জেহাদে সবর কোরতে বলেন নি। তিনি সবর কোরতে বোলেছেন মানে শত্রু যত বেশী হোক, শক্তিশালী হোক, আমাদের যত কষ্ট-বিপদ-অসুবিধা-ভয় হোক, কোন কিছুতে ভ্রুক্ষেপ না কোরে একটুকুও বিচলিত না হোয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ, সংগ্রাম, প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, পরাজয় স্বীকার কোরবে না।** এই হোচ্ছে প্রকৃত সবর। সবর শব্দের সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজী শব্দ হোচ্ছে Perseverance এবং বাংলা 'সংকল্পের দৃঢ়তা'। আল্লাহ বোলেছেন- আমি স্বয়ং সবর অবলম্বনকারীদের সাথে আছি (সূরা আল-বাকারা-১৫৩)।। যারা নিষ্ক্রিয়, অসাড়, জড় সবর নিয়ে বোসে আছেন, বোসে বোসে অন্যায়-যুলমকে মুখ বুঁজে সহ্য করাকেই সবর ভাবছেন তারা আল্লাহ কোর'আনে যে সবরের কথা বোঝাচ্ছেন সে সবরে নেই, তার উল্টোটায় আছেন, কাজেই আল্লাহও তাদের সাথে নেই।

১৩. সালাতের উদ্দেশ্য

বর্তমানের সারা পৃথিবীতে যে এসলামটি চালু আছে, যেটি স্কুল মাদ্রাসা মক্তব সর্বত্র শেখানো হোচ্ছে সেই সেটি একটি বিকৃত এসলাম। আল্লাহ চৌদ্দশ' বছর আগে তাঁর রসুলের মাধ্যমে যে সত্যদীন পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য কি, ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কি, দীনের কোনটার গুরুত্ব অর্থাৎ Priority কি এসব কিছুই বর্তমানে বিকৃত, উল্টাপাল্টা হোয়ে গেছে। যারা এই দীনের ধারক তারা ওয়াজ করেন, শিক্ষা দেন-সালাহ পড়ো সালাহ পড়ো, যেন সালাহই উদ্দেশ্য। সালাহ উদ্দেশ্য নয়, সালাহ প্রক্রিয়া, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। আল্লাহর এই বিরাট বিপুল

সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি জিনিস নেই যা উদ্দেশ্যহীন। যা কিছু উদ্দেশ্যহীন তাই অর্থহীন। যে সালাহকে আল্লাহ কোর'আনে আশি বারের চেয়েও বেশী উল্লেখ কোরেছেন তা কি অর্থহীন হোতে পারে? অবশ্যই নয়। তাহোলে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিষ সালাহ এর অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি? এরা বলেন সালাহ এবাদত। এরা এবাদতের অর্থ বোঝেন না। এবাদত তো অনেক কিছুই, যে জন্য আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি কোরেছেন সেগুলো এবং আল্লাহ রাসূলের (দঃ) নিষিদ্ধ কাজ ছাড়া আর সবই তো এবাদত। আল্লাহতো ওগুলোকে অত গুরুত্ব দেন নি। আশি বারের বেশী বলেন নি। অন্য দল বলেন, সালাহ হলো আল্লাহকে প্রভু বোলে স্বীকার করা, তাকে সাজদা করা। এর কোনটাই নয়। এই বিশাল অসীম সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা, তিনি বে-নেয়ায। কারো কাছ থেকে কোন কিছুর তার দরকার নেই। তিনি কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। আমরা তাকে স্বীকার-বিশ্বাস করি কি করিনা তাতে তার কণা মাত্র আসে যায় না। সেই প্রবল প্রতাপ মহান প্রভু আমাদের সালাতেরও বিন্দুমাত্র মুখাপেক্ষী নন। তিনি আমাদের সালাহ প্রতিষ্ঠা কোরতে আদেশ দিয়েছেন আমাদেরই কল্যাণের জন্য, তার নিজের কোন উপকারের জন্য নয়। আমাদের কল্যাণ অর্থ মানব জাতির কল্যাণ, শুধু মো'মেনদের, মোসলেমদের কল্যাণ নয়। কেমন কোরে তা ব্যাখ্যা কোরছি।

সমস্ত পৃথিবীতে যত রকম জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ দীন আছে সে সমস্ত গুলিকে বাতিল, নিষ্ক্রীয়, বিলুপ্ত কোরে এই শেষ এসলামকে মানব জাতির উপর কার্যকরী কোরে পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য শেষ নবীকে (দঃ) আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন (কোর'আন-সূরা আত-তওবা ৩৩, আল-ফাতাহ ২৮, সূরা আস-সফ-৯)। তার জীবনী ও ইতিহাস সাক্ষী যে, তার পুত-পবিত্র জীবন ঐ একটি মাত্র কাজে ব্যয় হোয়েছে। দু'টি কথা অতি পরিষ্কার। একটা হোচ্ছে, এক জীবনে ঐ কাজ অসম্ভব, এটা অতি মুর্খেও বুঝবে। দ্বিতীয়টি হোচ্ছে আল্লাহও জানেন তার রসূলও (দঃ) জানতেন যে পৃথিবীর মানুষকে বিণীতভাবে এই শেষ দীনকে গ্রহণ কোরতে ডাকলেই তারা গদ গদ হোয়ে তাদের বিকৃত ও অন্যায় জীবন-ব্যবস্থা, দীন ত্যাগ কোরে চলে আসবে না। শয়তান, এবলিস- যে আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ কোরে রেখেছে সে-অত দুর্বল নয়। সে সর্বশক্তি দিয়ে মানুষকে প্ররোচিত কোরবে এই দীনের বিরোধিতা কোরতে এবং সে বিরোধিতা সর্ব উপায়ে এবং সশস্ত্রভাবে। প্রথমটির জন্য সমাধান এই হলো যে বিশ্বনবী (দঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী একটি জাতি সৃষ্টি কোরলেন- যার নাম হলো উম্মতে মোহাম্মদী এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে পৃথিবী থেকে তার চলে যাবার পর তারা যেন তার সেই সংগ্রাম তেমনি চালিয়ে যায়, যেমন তারা তাঁর বর্তমানে তার (দঃ) সঙ্গে থেকেই চালিয়েছে। দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান হলো এই যে, যে জাতিটি তিনি সৃষ্টি কোরলেন সে জাতিটি যেন ঐক্যে,

উদ্দেশ্য অর্জনের আপোসহীন সংকল্পে, শৃঙ্খলায়, আত্মত্যাগে, মহত্ত্বে এবং সর্বোপরি যুদ্ধবিদ্যায় এমন পারদর্শী ও দক্ষ হয় যে সে জাতি অপরাজেয় হোয়ে যায়। জাতিটির ঐ চরিত্র সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া হলো সালাহ, যাকে আমরা ফারসি ভাষায় বলি নামায। এই দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরতে যে সংগ্রাম কোরতে হবে সেই সংগ্রাম করার জন্য যে চরিত্র প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া হলো সালাত।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি কাজের দু'টি ভাগ থাকে, একটি উদ্দেশ্য অন্যটি ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া। এই শেষ এসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা হোচ্ছে উদ্দেশ্য। প্রক্রিয়া হোচ্ছে জেহাদ-সংগ্রাম (সর্ব রকমের সংগ্রাম, বুঝিয়ে, লিখে, বক্তৃতা কোরে, কথা বোলে এবং সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে) এবং জেহাদ করার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ হোচ্ছে সালাত। অর্থাৎ সালাহ উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ-ট্রেনিং। যদি উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া হয় তবে প্রশিক্ষণ বা প্রক্রিয়ার আর কোন অর্থ থাকে না। বিশ্বনবী (দঃ) দুনিয়া থেকে চলে যাবার ৬০/৭০ বছর পর্য্যন্ত সালাহ সম্বন্ধে উম্মতে মোহাম্মদীর আকীদা ঠিক ও নির্ভুল ছিলো অর্থাৎ এটা উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ। ঐ সময়ের পর এই উম্মাহ তার উদ্দেশ্য ভুলে গেলো এবং জেহাদ ত্যাগ করলো। উদ্দেশ্য ত্যাগ করার পর উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ স্বভাবতঃই অর্থহীন হোয়ে গেলেও ওটাকে ত্যাগ করা হলো না, কারণ কোর'আন ও হাদীসে এর উপর গুরুত্ব এত বেশী দেওয়া হোয়েছে যে- একে বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তখন সালাতকে অন্য অর্থ করা হলো, অন্য রূপ দেয়া হলো। মহানবীর (দঃ) প্রকৃত সুন্নাহ তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য 'জেহাদ'কে বাদ দিয়ে তার ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি অভ্যাসগুলিকেই যেমন সুন্নাহ হিসাবে নেওয়া হোয়েছিলো, তেমনি সালাহ, সালাতের প্রকৃত অর্থ চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হিসাবে বাদ দিয়ে একে অন্যান্য ধর্মে উপাসনা বোলতে যা বোঝায় সেই অর্থে নেয়া হলো। অর্থাৎ সালাহ আত্মার উন্নতির, আল্ল াহর নৈকট্যের প্রক্রিয়া। এই অর্থ এবং বর্ত্তমানের অন্যান্য বিকৃত ধর্মগুলির উপাসনার অর্থের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। অন্যান্য ধর্মের আকীদায় ধর্ম অর্থই আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দুনিয়ার বিরোধী, সুতরাং উপাসনা অর্থই স্রষ্টাকে পূজা, তার সামনে নত হওয়া, পার্থিব বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে আল্ল াহর ধ্যান করা। গবেষণার দরকার নেই, সালাহকে শুধু বাইরে থেকে দেখলেই ঐ আকীদা-ধারণা হাওয়ায় মিশে যায়। বহু জনসমাবেশে, সামরিক কায়দায় লাইনের পর লাইনে দাঁড়িয়ে সার্জেন্ট মেজরের (Sergeant-major) হুকুমের মত ইমামের তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে রুকু, সাজদা কোরে ওঠ-বস কোরে, মনে মনে কোর'আন আবৃত্তি কোরে, ইমামের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে আর যাই হোক, নিবিষ্ট মনে যে আল্ল াহকে ধ্যান করা যায় না এ সত্য বুঝতে সাধারণ জ্ঞানের (Common sense) বেশী প্রয়োজন হয় না। যদি সন্দেহ হয় তবে খুব মনসংযোগ কোরে সালাহ পড়তে চেষ্টা কোরে দেখতে পারেন- দেখবেন সালাতে ভুল হোয়ে যাবে। বর্ত্তমানে যে আকীদায় সালাহ পড়া হয়, তা সালাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। সালাহ একটা ছাঁচ (গড়ঁষফ)। মানুষের বিভিন্ন রকম চরিত্রকে এই ছাঁচে ঢালাই কোরে একটি বিশিষ্ট চরিত্রের জাতি সৃষ্টি করা হোচ্ছে এর উদ্দেশ্য, যে জাতি দিয়ে পৃথিবীতে শেষ এসলামকে প্রতিষ্ঠা করা হবে, বিশ্বনবীর (দঃ) উপর আল্ল াহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করা হবে, পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠিত হবে, তার (দঃ) 'রাহমাতুল্লি ল আলামিন' উপাধি অর্থবহ হবে। তাই সালাহ এত গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্ল াহ ও রসূল একে এতবার তাগিদ দিয়েছেন। যে চরিত্র সৃষ্টি না হোলে জাতি ঐ মহাকর্ত্তব্য পূর্ণ কোরতে পারবে না সেই চরিত্র সৃষ্টি কত প্রয়োজনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সালাহকে এত গুরুত্ব দেয়া হোয়েছে। কিন্তু সালাহ উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ। উদ্দেশ্যই যদি বিসর্জন দেয়া হয় তবে প্রশিক্ষণ অর্থহীন।

সংগ্রামের (সর্ব রকম সংগ্রাম, শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম নয়) মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আল্ল াহর আইনের শাসনে আনার মত দুরূহ ও বিরাট কাজের দায়িত্ব যে জাতির উপর অর্পণ করা আছে তাদের যে চরিত্র প্রয়োজন, যে কোরবানী করার শক্তির প্রয়োজন, যে ঐক্য ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন তা সৃষ্টি করে এই সালাহ। সালাতের প্রথম শর্ত্ত ওজু। কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তারপরই জামাত অর্থাৎ বহু লোকের সমাবেশ। এই সমাবেশ যত বড় হবে তত ভালো, তত সওয়াব। এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ত্তমানের দৃষ্টিভঙ্গীর - অর্থাৎ আল্ল াহর ধ্যান করা, আল্ল াহতে নিবিষ্ট মনসংযোগ করা- ঠিক বিপরীত। কারণ, জনসমাবেশের মধ্যে থেকে মনসংযোগ (Concentration) করার চেয়ে নির্জনে করা অনেক সহজ, একথা অতি সাধারণ জ্ঞান। তারপর লাইন কোরে সুশৃঙ্খলভাবে লাইনের পর লাইনে দাঁড়ানো। আল্ল াহর ধ্যান কোরতে তাকে উপাসনা কোরতে লাইনের পর লাইন লাগাতে হবে এতে যুক্তির কোন স্থান নেই। শুধু তাই নয় ঐ লাইন আবার সামান্য বাঁকা হোলেও সালাহই মকরূহ হোয়ে যাবে। আল্ল াহর রসূল (দঃ) সালাহ শুরু করার আগে সালাহীদের লাইনগুলি ধনুকের ছিলার (ইড়-িংঃৎরহম) মত নিখুঁত সোজা কোরে নিতেন। ধনুকের ছিলার চেয়ে সোজা আর কোন কিছু হোতে পারে না। নিজ পবিত্র হাতে সালাহীদের কাঁধ ধোরে ধোরে লাইন সোজা কোরতেন (হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে আবু দাউদ মেশকাত)। একদিন সবাই নিখুঁতভাবে লাইন কোরে দাঁড়াবার পর নবী করিম (দঃ) সালাহ শুরু কোরতে যাচ্ছেন এমন সময় দেখলেন একজনের বুকটা লাইন থেকে সামান্য সামনে বের হোয়ে আছে। তিনি সালাহ আরম্ভ না কোরে তাকে ঠিক কোরলেন। বোললেন, "আল্ল াহর বান্দারা! তোমাদের লাইনগুলোকে অবশ্যই নিখুঁতভাবে সোজা কোরবে। তা না কোরলে

আল্লাহ তোমাদের মুখগুলি পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেবেন (হাদীস- নু'মান বিন বশীর (রাঃ) থেকে মুসলীম এবং আবু মসউদ আল আনসারী (রাঃ) থেকে মোসলেম, মেশকাত।)" বিশ্বনবীর (দঃ) এই বাণীটি লক্ষ্য কোরুন। মুখগুলি পেছনে (অর্থাৎ বিপরীত দিকে) ঘুরিয়ে দেবেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন নি যে, এই ঘোরা হাশরের মাঠে কেয়ামতের দিনে, নাকি এই দুনিয়াতেই। আমার মতে উভয় স্থানেই। বর্ত্তমানে এই জাতির সালাতের লাইন নিখুঁত সোজা হয় না। সোজা করার জন্য মসজিদের মেঝেতে মোজাইকের লাইন কোরেও হয় না বাইরে তো কথাই নেই এবং সালাতের উদ্দেশ্যও প্রকৃত উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীতই হোয়ে গেছে। মহানবীর (দঃ) বাণী মোতাবেক বর্ত্তমানের সালাহীদের মুখ পেছন দিকে উল্টে গেছে। লাইন সোজা করার তাগিদ ও গুরুত্বও বহু হাদীসে আছে। খলিফা ওমর (রাঃ) সালাতের আগে জামাত সোজা হোয়ে দাঁড়ালে দোররা (চাবুক) হাতে লাইনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে দেখতেন লাইন নিখুঁত সোজা হোয়েছে কিনা (Inspection)। কাউকে লাইন থেকে একটু বিচ্যুত দেখলে তাকে দোররা দিয়ে আঘাত কোরতেন এটা ইতিহাস। এ কেমন উপাসনা যেখানে উপাসকদের, আবেদদের চাবুক মেরে লাইন সোজা কোরতে হয়? এ দৃশ্যটি কি সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও সার্জেন্ট মেজরের সৈন্যদের শিক্ষার জন্য পেটানোর দৃশ্যের সঙ্গে মিলে না? মিলে এবং মিলবে কারণ দু'টোরই উদ্দেশ্য এক- শিক্ষা, ট্রেনিং, শৃঙ্খলা। অবশ্য ঐ ট্রেনিং, শিক্ষা দিয়ে কি করা হবে তা বিভিন্ন কিন্তু দু'টোই প্রশিক্ষণ।

নিখুঁতভাবে লাইনগুলি সোজা কোরে দাঁড়াবার পর সালাতের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হলো এমামের (নেতার) তকবিরের (আদেশের) সঙ্গে সঙ্গে রুকু, ই'তিদাল, সাজদা, সালাম ইত্যাদি করা। নেতার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে একসঙ্গে ঐগুলি করার উদ্দেশ্য হোচ্ছে আদেশ পালন ও শৃঙ্খলা শিক্ষা, কোন দ্বিধা না কোরে সামরিক বাহিনী যেমন কোরে সেনাপতির আদেশে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত মোসলেমের জন্য আল্লাহ ও তার রসূল (দঃ) একটিমাত্র কেবলা নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক মোসলেম যখন জামাতবদ্ধ হোয়ে ঐ এক কেবলার দিকে মুখ কোরে লাইন কোরে দাঁড়াবে তখন যেন তাদের সবার লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য এক ও পথ, প্রক্রিয়া এক হয়, অর্থাৎ সুদৃঢ় ঐক্য। পৃথিবীর যে কোন স্থানের একটি জামাতের সালাতের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মের উপাসনার কোন মিল নেই। পক্ষান্তরে যে একটিমাত্র জিনিসের সঙ্গে এই সালাতের অত্যন্ত মিল-সাদৃশ্য আছে তাহলো পৃথিবীর যে কোন সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও ট্রেনিং-প্রশিক্ষণের সঙ্গে। এ কথা যিনি অস্বীকার কোরবেন তার সত্যের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, সত্যকে স্বীকার করার মানসিকতা নেই।

আল্লাহর রসূলের (দঃ) চেয়ে সালাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য আর কেউ বেশী বুঝেছেন কি? দেখা যাক তিনি সালাতকে কি আকীদায় দেখেছেন। তিনি এসলামকে তুলনা দিয়েছেন একটি ঘরের সাথে। বোলেছেন, "এসলাম একটি ঘর", সালাহ অর্থাৎ সালাহ এর থাম বা খুঁটি (হাদীস-মুয়ায (রাঃ) থেকে-আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত)। এসলামের সঙ্গে সালাতের সম্বন্ধ বোঝাবার জন্য মহানবী (দঃ) তুলনা দিচ্ছেন একটি ঘরের সঙ্গে থাম বা খুঁটির সম্বন্ধ। মানুষ ঘর বা বাড়ী তৈরী করে কেন? কি উদ্দেশ্যে? অবশ্যই রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সেখানে বসবাস করার জন্য, তাই নয় কি? সেই রোদ বৃষ্টি থেকে মানুষকে বাঁচায় কিসে? অবশ্যই ছাদ, থাম-খুঁটি নয়। অর্থাৎ ঘরে বাস করার জন্য আসল প্রয়োজন হোচ্ছে ছাদটা, থাম-খুঁটি নয়। কিন্তু যেহেতু ঐ থাম-খুঁটি ছাড়া ছাদ ওপরে থাকবে না, তাই থাম-খুঁটি ছাড়া চোলবে না। যদি থাম-খুঁটি ছাড়া ছাদ ওপরে রাখা সম্ভব হতো তবে আর থাম-খুঁটির কোন প্রয়োজন থাকতো না। অর্থাৎ ছাদ হোচ্ছে ঘরের উদ্দেশ্য আর থাম-খুঁটি হোচ্ছে ঐ উদ্দেশ্য পূরণের প্রক্রিয়া। আল্লাহর রসূলের উদ্দেশ্য হোচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে যত বাতিল জীবন-ব্যবস্থা আছে যার ফলে পৃথিবী অন্যায়-অত্যাচার, রক্তপাতে পূর্ণ হোয়ে আছে, সে সমস্তকে খতম কোরে দিয়ে এই শেষ জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা কোরে শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিচার কায়েম করা। দুরূহ কাজ। এবলিস ও তার কোটি কোটি শক্তিশালী সঙ্গীরা সে কাজের বাধা। ঐ কাজ কোরতে যে শক্তিশালী সংগ্রামী চরিত্রের জাতি প্রয়োজন, সেই চরিত্র সৃষ্টি করে ঐ সালাহ। তাই বিশ্বনবী (দঃ) তুলনা দিয়েছেন এসলাম ঘর, আর সালাহ থাম-খুঁটি। সালাহ যদি উদ্দেশ্য হতো তবে বিশ্বনবী (দঃ) অবশ্যই তাকে ছাদ বোলতেন, থাম বোলতেন না। কারণ- ঘরের উদ্দেশ্য ছাদ, থাম-খুঁটি নয়। আজ পৃথিবীময় তথাকথিত মোসলেমরা মহানবী (দঃ) বর্ণিত সালাতের ঐ উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ ভুলে যেয়ে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রশিক্ষণকেই উদ্দেশ্য মনে কোরে মহা সমারোহে সালাহ পড়ছেন, জাঁকজমকময়, কারুকার্য খচিত বিরাট বিরাট মসজিদ তৈরী কোরছেন। উদ্দেশ্য বিচ্যুত এই বিরাট মৃত জাতির মনে ক্ষণিকের তরেও এ প্রশ্ন জাগে না যে পাঁচ লাখেরও কম সংখ্যার একটি জাতি যখন খেজুর পাতার ছাউনি দেয়া মাটির মেঝের মসজিদে সালাহ পড়তো তখন তাদের দুর্দম গতির সামনে দুনিয়ার দুই পরাশক্তি তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছিলো, তাদের নাম শুনলে জালেম, অন্যায়কারী শক্তির অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে যেতো, ঐ মুষ্টিমেয় মুসল্লী (সালাহ কায়েমকারী) মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্দ্ধেক দুনিয়ায় আল্লাহর রাজত্ব-আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। আর আজ শান-শওকতময় বিরাট বিরাট লক্ষ লক্ষ মসজিদে প্রায় একশ বিশ কোটি মোসলেম সালাহ পড়েও একটি ঘৃণিত অবজ্ঞাত জাতি কেন? যে জাতি কয়েকশ' বছর খ্রীস্টান ইউরোপের বিভিন্ন জাতির

ঘৃণিত দাসত্ব করলো এবং সরাসরি দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানসিকভাবে আজও সেই গোলামই রোয়ে গেছে? কোন কারণে যদি সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ তাদের নিজেদের জীবনব্যবস্থা 'ধর্ম' ত্যাগ কোরে বর্ত্তমানের এই 'এসলাম' ধর্ম গ্রহণ কোরে রীতিমত বর্ত্তমানের আকীদায় সালাহ রোযা আরম্ভ কোরে দেয়, তাতে আল্লাহ-রসূলের (দঃ) কিছুই আসবে যাবে না। কারণ, বর্ত্তমানের এই এসলাম, এই সালাহ প্রতিষ্ঠা কোরতে আল্লাহ তার রসূলকে (দঃ) পৃথিবীতে পাঠান নি। একশ' পঞ্চাশ কোটি 'মোসলেম' আজ অতি নিষ্ঠার সাথে অতি নিখুঁতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ পড়ছে, অর্থাৎ বালুচরের উপর উদ্দেশ্যহীনভাবে লক্ষ লক্ষ অতি সুন্দর, কারুকার্যখচিত নিখুঁত থাম গেড়ে যাচ্ছে। ওপরে ছাদ নেই (সংগ্রাম নেই), ওখানে কেউ বাস কোরতে পারবে না-অর্থহীন।

বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) এবং সরাসরি তার কাছে থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত আসহাব (রাঃ) যে আকীদা নিয়ে সালাহ পড়তেন সেই আকীদা নিয়ে সালাহ পড়লে আজও সালাহ আবার আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, খালেদ, আবু ওবায়দা, আবু যর (রাঃ) সৃষ্টি করবে। আসলেই ভবিষ্যতে সালাহ আবার তা কোরবে। আবু ওবায়দার (রাঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (দঃ) সে ভবিষ্যতবাণী কোরে গেছেন- অন্যত্র এটা লিখেছি। যেদিন এই উম্মাহ আবার তার প্রকৃত আকীদা ফিরে পাবে, রসূলাল্লাহর (দঃ) শিক্ষার বিপরীত দিকে সে যে আজ চোলছে তা ছেড়ে আবার তার দেখানো পথে চোলতে শুরু করবে, সেদিন সালাহ আবার সেই আসহাবদের মতই চরিত্র সৃষ্টি করবে, আবার সেই দুর্জয় যোদ্ধা সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য ধর্মে যে উদ্দেশ্যে উপাসনা করা হয় সালাহও তেমনি উপাসনা- এবাদত, এই আকীদা যে ভুল তার আর এক প্রমাণ এই যে, চোখ বন্ধ কোরে সালাহ পড়া নিষেধ। খোলা চোখের চেয়ে চোখ বন্ধ করলে একাগ্রতা, নিবিষ্টতা বেশী আসে এটা সাধারণ জ্ঞান, সবাই জানে। তাই উপাসনা কোরতে সর্ব ধর্মের মানুষই চোখ বন্ধ করে। এমন কি উপাসনা ছাড়াও কোন কিছু গভীরভাবে চিন্তা কোরতে গেলেও মানুষের চোখ আপনা থেকে বুঁজে আসে। অথচ চোখ বন্ধ করে সালাহ পড়া নিষেধ। কেন? এইজন্য যে একাগ্রতা-নিবিষ্টতা এখানে লক্ষ্য নয় এখানে লক্ষ্য হোচ্ছে ট্রেনিং, শৃঙ্খলা শিক্ষা, সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা কুচকাওয়াজ কোরে যে ট্রেনিং প্রশিক্ষণ নেয়। কোন সামরিক বাহিনীর কমান্ডার যে কারণে তার সৈন্যদলকে চোখ বন্ধ কোরে কুচকাওয়াজ কোরতে দেবেন না, ঠিক সেই কারণে চোখ বুঁজে সালাহ পড়া নিষিদ্ধ। সালাতের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল আকীদার অধিকারী বর্ত্তমান মোসলেম জাতি সালাতে নিবিষ্টতার যে দাবী করেন- সালাতের চৌদ্দটি ফরয, চৌদ্দটি ওয়াজেব, সাতাশটি সুন্নাত আর বারটি মোস্তাহাব খেয়াল রেখে সেই নিবিষ্টতা অসম্ভব এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। সালাহ যদি অন্যান্য ধর্মের উপাসনার উদ্দেশ্যেই বাধ্যতামূলক (ফরজ) করা হতো, তবে এক পায়ে একটু বেশী ভর দিয়ে দাঁড়ালে সালাহ ত্রুটিযুক্ত হোয়ে যেতো না। কারণ, এক পায়ে বেশী ভর দিয়ে দাঁড়ালে আল্লাহর প্রতি মনসংযোগ কোরতে কোন প্রতিবন্ধকতা হয় না। আসল কথা হোচ্ছে, যে জেহাদ ও কিতালের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জীবনব্যবস্থা রদ, বাতিল কোরে দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠার জন্য এই জাতি 'উম্মাহ'কে সৃষ্টি করা হোয়েছে সেই কাজ সফলভাবে করার জন্য যে মহান চরিত্র ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা দরকার তা তৈরী করার ট্রেনিং-প্রশিক্ষন হোচ্ছে সালাহ। তাই এই উম্মাহর স্রষ্টা পরিষ্কার বোলে দিয়েছেন এসলামের ঘরের থাম খুঁটি হোচ্ছে সালাহ, ছাদ হোচ্ছে জিহাদ ও সশস্ত্র যুদ্ধ। তার কথার উপর আর অন্য কোন কথা নেই।

প্রশ্ন হোতে পারে তবে কি সালাহ শুধুই সামরিক প্রশিক্ষণ, আত্মার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই? তা নয়, আত্মার প্রশিক্ষণও ঐ সালাতেই আছে। কিন্তু কেমন কোরে, কতখানি আছে, বিভ্রান্তিটা ঐখানে। বর্ত্তমানের সালাতে ঐ সামরিক প্রশিক্ষণের আকীদাই নেই, সালাহ আজ অন্যান্য ধর্মের উপসনার মত শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে পরিণত হোয়েছে। আসলে এসলামের অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারের মত সালাহও ভারসাম্যপূর্ণ। মোসলেম যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন সে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে, তার মনের ভাব, আকীদা হবে এই যে, 'আল্লাহ তুমি আমাদের উপর তোমার নবীর মাধ্যমে যে মহা দায়িত্ব অর্পণ কোরেছ, সেই দায়িত্বপূর্ণ করার জন্য যে মহান চরিত্রের, আত্মার বল প্রয়োজন সেই চরিত্র সৃষ্টির জন্য প্রশিক্ষণ নিতে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। তুমি দয়া কোরে আমাদের সেই চরিত্র, ঐক্য, শৃঙ্খলা ও আত্মিক শক্তি দাও যাতে আমরা সেই মহান দায়িত্ব পালন কোরতে পারি। আমাদের ধন-সম্পত্তি, পুত্র-পরিজন এবং জীবন তোমার জন্য কোরবান কোরতে পারি। আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পত্তি পরিবার-পরিজন এক কথায় এই দুনিয়া কোরবান কোরে দেওয়ার চেয়ে বড় আত্মিক উন্নতি আর কি আছে? ঐ তো সন্ন্যাস, এসলামের প্রকৃত সন্ন্যাস। ঐ হলো সেই ভারসাম্য যে ভারসাম্যের উপর এই দীন প্রতিষ্ঠিত।

বর্ত্তমানের ধর্মের ধারক-বাহকরা তাদের লেখায়, কথায়, ওয়াযে নানা ছোট খাটো অপ্রয়োজনীয় খুঁটি-নাটি নিয়ে চায়ের পেয়ালায় তুফান সৃষ্টি করেন, কিন্তু এসলামের যে মর্মবাণী জেহাদ ও কিতাল সে সম্বন্ধে তারা চুপ। কারণ, ওগুলোতে বড় কষ্ট, বড় কোরবানী, এমন কি জানের ভয়। তারা জানেন না তাদের ঐ সংগ্রামহীন যুদ্ধবিহীন এসলাম আল্লাহ ও তার রসূল (দঃ) ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান কোরবেন।

১৪. হেদায়াহ ও তাকওয়া

দীনুল এসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের আকীদা যেমন বিকৃত ও ভুল, তেমনি তাক্ওয়া ও হেদায়াহ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা ভুল। কোন দুষ্ট প্রকৃতির গোনাহগার লোককে যদি উপদেশ দিয়ে মদ খাওয়া ছাড়ানো যায়, চুরি-ডাকাতি ছাড়ানো যায়, তাকে মুসল্লী বানানো যায়, সওম রাখানো যায় তবে আমরা বলি- লোকটা হেদায়াত হোয়েছে। ভুল বলি। কারণ আসলে সে হেদায়াত হয় নি, মুত্তাকী হোয়েছে। **তাক্ওয়া এবং হেদায়াহ দু'টি সম্পুর্ণ ভিন্ন বিষয়**। তাক্ওয়া হোচ্ছে সাবধানে, সতর্কভাবে জীবনের পথ চলা। খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থেকে ভালো কাজ কোরে যাওয়াই হোচ্ছে তাক্ওয়া, পাপ, গোনাহ থেকে বেঁচে সওয়াব, পুণ্যের কাজ কোরে জীবনের পথ চলা হোচ্ছে তাক্ওয়া। কোর'আনের ঐ শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করা হোয়েছে 'খোদাভীতি' দিয়ে এবং ইংরাজীতে Fear of God দিয়ে। আল্লাহকে ভয় না কোরলে পাপ-পূণ্য বেছে চলার প্রশ্ন ওঠে না, কাজেই সে দিক দিয়ে এ শব্দ দু'টি চলে, কিন্তু তাক্ওয়ার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। কোর'আনের অন্যতম প্রখ্যাত ইংরাজী অনুবাদক মোহম্মদ মারমাডিউক পিকথল তাক্ওয়ার অনুবাদ কোরেছেন Mindful of duty toAllah অর্থাৎ; "আল্লাহর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা" বোলে। এটাও আংশিক ভাব প্রকাশ করে মাত্র। সংক্ষেপে, **আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের পাপ-পুণ্যের যে মাপকাঠি মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত কোরে দিয়েছেন সেই মাপকাঠি সম্বন্ধে সতর্কতা ও সচেতনতা নিয়ে জীবনের পথ চলার নাম তাক্ওয়া। আর হেদায়াহ হোচ্ছে আল্লাহ রসুল যে পথ প্রদর্শন কোরেছেন, যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই পথে, সেই দিকে চলা।**

তফাৎটা লক্ষ্য কোরতে হবে– একটা হোচ্ছে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের দিকে পথ চলা (হেদায়াহ), অন্যটি হোচ্ছে পথ চলার সময় সাবধানে, সতর্কতার সাথে পথ চলা, যাতে পা গর্তে না পড়ে, কাঁদায় পা না পিছলায়, কাঁটায়, ময়লায় পা না পড়ে (তাক্ওয়া) কিম্বা অসতর্ক, অসাবধানে পথ চলা। আল্লাহ যে পথে চোলতে আদেশ দিচ্ছেন সেটা হোল সেরাতুল মুস্তাকীম- সহজ, সরল পথ, জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে, সর্ব বিভাগে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন, নীতি নির্দেশ অস্বীকার করা এবং তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা না করা– এক কথায় তওহীদ; এই সহজ সোজা কথা। আর ঐ পথের, সেরাতুল মুস্তাকীমের লক্ষ্য হোল সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে ঐ তওহীদকে সমস্ত পৃথিবীতে মানব জীবনে প্রয়োগ ও কার্যকরী কোরে সুবিচার ও শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাক্ওয়া ও হেদায়েতের পার্থক্যও দেখিয়ে দিয়েছেন। কোর'আনের

শুরুতেই তিনি বোলেছেন, এই বই সন্দেহাতীত; এটা মুত্তাকীদের (সাবধানে, সতর্কতার সাথে পথ চলার পথিকদের) জন্য হেদায়াহ (সঠিক পথ প্রদর্শন, সঠিক দিক নির্দেশনা) (কোর'আন- বাকারা ২)। পরিষ্কার দু'টো আলাদা বিষয় হোয়ে গেলো একটি তাক্ওয়া, অন্যটি হেদায়াহ, একটি সাবধানে পথ চলা, অন্যটি সঠিক পথে চলা। আল্লাহ রসুলের দেয়া দিক-নির্দেশনা (হেদায়াত) আজ এই জাতির সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হোয়ে গেছে, এই জাতি এখন ঐ দিক-নির্দেশনার ঠিক বিপরীতদিকে চোলছে, তাই হেদায়াহ আর তাক্ওয়ার অর্থ আমাদের কাছে এক অর্থ হোয়ে গেছে। আল্লাহর দেখানো পথে, সঠিক পথে অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীমে দু'ভাবে চলা যায়। তাক্ওয়ার সাথেও চলা যায়, তাক্ওয়া বাদ দিয়েও চলা যায়। পথ যদি সঠিক থাকে, দিক-নির্দেশনা, গন্তব্যস্থান যদি ঠিক থাকে তবে তাক্ওয়াহীন ভাবে চোললেও মানুষ তার গন্তব্যস্থানে পৌছবে, রাস্তায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে গায়ে, কাপড়ে কাঁদামাটি মেখেও সে তার গন্তব্যস্থানে, জান্নাতে পৌছবে। কিন্তু ঐ সঠিক পথে যদি সে না থাকে তবে অতি সতর্কতার সাথে পথ চোললেও, আছাড় না খেলেও, কাপড়ে, পায়ে কোন ময়লা না লাগলেও সে তার গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারবে না, সে পৌছবে জাহান্নামে।

১৫. হজ্ব

এসলামের আর সব কাজের মত আজ হজ্ব সম্বন্ধেও এই জাতির আকীদা বিকৃত হোয়ে গেছে। এই বিকৃত আকীদায় এসলামের আর সব কাজের মত হজ্বও সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার পথ। আল্লাহ সর্বত্র আছেন, এমন কি মানুষের ভিতরেও আল্লাহর রূহ (আত্মা) রোয়েছে। সুতরাং তাঁর সন্নিধ্য লাভের জন্য আরাফার ময়দানে যাওয়ার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? অনেকে বোলতে পারেন যে আল্লাহ চান যে আমরা তার ঘরে যাই, তার জবাব হোচ্ছে প্রথমতঃ ঘরের মালিকই যখন সঙ্গে আছেন তখন বহু দূরে তার পাথরের ঘরে যাবার কি প্রয়োজন আছে, দ্বিতীয়তঃ আসল হজ্ব হয় আরাফাতের ময়দানে, আল্লাহর ঘর কাবায় নয়। তার ঘর দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হোয়ে থাকে তবে কাবাকে হজ্বের আসল কেন্দ্র না কোরে কাবা থেকে অনেক দূরে এক খোলা মাঠকে কেন্দ্র কোরলেন কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হোচ্ছে- ধোরে নিলাম আল্লাহ আরাফাতের ময়দানেই বোসে আছেন। সেখানে যেয়ে তার সামনে আমাদের উপস্থিত হবার জন্য তিনি বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত কোরে দিয়েছেন কেন? আমাদের সঙ্গে না থেকে তিনি যদি আরাফাতের মাঠেই থেকে থাকেন তবে যে যখন পারে তখন সেখানে যেয়ে তো তার সামনে লাব্বায়েক বোলে হাজিরা দিতে পারে। তা

না কোরে তিনি আদেশ দিয়েছেন বছরের একটা বিশেষ মাসে, একটা বিশেষ তারিখে তার সামনে হাযির হবার। একা একা যেয়ে তাকে ভালো ভাবে ডাকা যায়, নাকি সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায়, অপরিচিত পরিবেশে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো ভাবে, মন নিবিষ্ট কোরে ডাকা যায়? কিন্তু অবশ্য কর্তব্য ফরদ কোরে দিয়েছেন একা একান্তে তাকে ডাকা নয়, ঐ বিশেষ তারিখে লক্ষ লোকের ঠেলাঠেলির মধ্যে।

প্রকৃতপক্ষে হজ্ব কোন ব্যক্তিগত উপাসনা নয়, একে মোসলেম উম্মাহর একটি জাতীয় বা সামষ্টিক অনুষ্ঠান বা মহাসম্মেলন বলা যেতে পারে। এই জাতির সমস্ত কর্মকাণ্ড এক অবিচ্ছিন্ন এবাদত। জামাতে সালাতের উদ্দেশ্য হোলো মোসলেম পাঁচবার তাদের স্থানীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসজিদে একত্র হবে, তাদের স্থানীয় সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে, তারপর স্থানীয় এমামের নেতৃত্বে তার সমাধান কোরবে। তারপর সপ্তাহে একদিন বৃহত্তর এলাকায় জামে মসজিদে জুমা'র সালাতে একত্র হোয়ে ঐ একই কাজ কোরবে। তারপর বছরে একবার আরাফাতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মোসলেমদের নেতৃস্থানীয়রা একত্র হোয়ে জাতির সর্বরকম সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বরকম সমস্যা, বিষয় নিয়ে আলোচনা কোরবে, পরামর্শ কোরবে, সিদ্ধান্ত নেবে। **অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশঃ বৃহত্তর পর্যায়ে বিকাশ করতে করতে জাতি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় একত্রিত হবে। এটাই হজ্ব। একটি মহাজাতিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখার কী সুন্দর প্রক্রিয়া।**

যে জন্য পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে এত কষ্ট কোরে এত লোককে আল্লাহ একটি মাঠে সমবেত কোরলেন সেই জাতীয় উদ্দেশ্যই আজ হজ্বে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শুধু আত্মিক উন্নতির জন্য যে এ সমাবেশ হতে পারে না এ কথা বুঝতে সাধারণ জ্ঞানের বেশী প্রয়োজন পড়ে না। বর্তমানের বিকৃত আকীদার মোসলেমরা, মহা আবেদরা আত্মার উন্নতির জন্য হজ্ব করতে যান। চুপচাপ যান, চুপচাপ ফিরে আসেন। অন্যের সমস্যা, অন্যের বিপদে তাদের কী আসে যায়? ইরাকে, আফগানিস্তানে, ইথিওপিয়ায়, ফিলিপাইনে, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মায়ানমারে, থাইল্যান্ডে, সিরিয়ায়, বসনিয়ায়, চেচনিয়ায় বিধর্মীদের হাতে মোসলেমরা মরছে মরুক, মোসলেম মেয়েরা ধর্ষিতা হোচ্ছে হোক তাতে হাজীদের কী আসে যায়? তাদের আত্মার ধোয়ামোছা হোলেই হোলো। অথচ বিশ্বনবী বোলেছেন- এই জাতিটি একটি শরীরের মত, এর কোথাও ব্যাথা হোলে তা সমস্ত শরীরকে অসুস্থ করে । অর্থাৎ পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা এই উম্মাহর যে কোন স্থানে আঘাত লাগলে তা সমস্ত

শরীরে অনুভূত হয়। এই জাতির পিতা এই জাতির যে সংজ্ঞা দিলেন সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আজকের হাজীরা কি তার উম্মতের হাজী?

আজ যে ব্যক্তিগত 'এবাদতের' আকীদায় হজ্ব করা হয় তা যে আল্লাহর ও তার রসুলের উদ্দেশ্য নয় তার আর এক প্রমাণ হোলো মক্কা ও আরাফাতের চারদিক দিয়ে বহু কিলোমিটার জুড়ে একটি এলাকাকে অমোসলেমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। এই নিষিদ্ধ করণের উদ্দেশ্য কি? মোসলেমদের হজ্ব করার দৃশ্য অমোসলেমদের দেখাতে মোসলেমদের ক্ষতি কি? মোসলেমদের জামাতের সালাতের দৃশ্য সাম্যের, মানুষে মানুষের ভ্রাতৃত্বের, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এক অপূর্ব দৃশ্য। শুধু সালাতের দৃশ্য দেখেই বহু অমোসলেম মুগ্ধ হোয়ে এসলাম সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে পড়াশোনা কোরে মোসলেম হোয়ে গেছে। তা হোলে এই নিষিদ্ধ করণের কি অর্থ? এক কথায় এর অর্থ রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা (State Secret)। যে জাতিটি দুনিয়ার অন্য সবরকম জীবনব্যবস্থা ভেঙ্গে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত সে জাতির বার্ষিক মহা সম্মেলনে অবশ্যই বহু বিষয়ে আলোচনা, পরামর্শ হবে, সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যেগুলো অতি গোপনীয়। এই গোপনীয়তাকে অমোসলেমদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য এই সতর্কতা। নইলে যে জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবার কথা সেটার কেন্দ্রস্থলকে আড়াল কোরে রাখার কোন মানে হয় না। হজ্ব যদি জাতীয়, রাজনৈতিক সামরিক ইত্যাদি গোপনীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপার না হতো, শুধু আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত ব্যাপার হতো তবে ঐ নিষিদ্ধকরণ উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন।

১৬. জুমার সালাহ্

জুমা মো'মেনদের একটি বিশেষ ও শর্তযুক্ত এবাদত। এর প্রধান বিশেষত্বই হোচ্ছে এটি একটি বিশেষ পর্যায়ের জন্য, বিশেষ সময়ের জন্য। পাঁচ ওয়াক্ত সালাহ যেমন সর্ব অবস্থায় ফরদ জুমার সালাহ তা নয়। এর প্রধান শর্তগুলি হোচ্ছে:

১। স্বাধীন জাতিসত্তা:- জুমা একটি স্বাধীন মোসলেম জাতির জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় এবাদত। যে অঞ্চলে সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং একজন কেন্দ্রীয় এমাম বা নেতা থাকবেন যিনি এসলামের শরিয়াহ দ্বারা আইন কানুন অর্থনীতি, দণ্ডবিধি, সমাজ বিধি, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি পরিচালনা কোরবেন, শুধু ঐ অঞ্চলে জুমা জায়েজ হবে। এমন এলাকাকে এসলামের পরিভাষায় বলা হয় দারুল এসলাম। আর যেখানে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠিত নেই সে এলাকাকে বলা হয় দারুল হারব। দারুল হারবে জুমা কায়েম না-জায়েজ। (দেখুন–ছোট বড় যে কোন ফেকাহ গ্রন্থ)

২। খলিফা অথবা খলিফার প্রতিনিধির উপস্থিতি:- জুমার সালাতে এসলামী রাষ্ট্রের খলিফা অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান অথবা তার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। **খলিফা অথবা খলিফার প্রতিনিধির নেতৃত্ব ব্যতিত জুমা কায়েম করা না জায়েজ।** (দেখুন−প্রসিদ্ধ ফেকাহ্ গ্রন্থ মুহিতে ছুরুখছি, আল হেদায়া, কাজীখান ইত্যাদি)

৩। শহর হতে হবে:- যে এলাকায় রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা প্রশাসক নেই অর্থাৎ যেখানে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই, জুমা সেখানে জায়েজ নয় (কুদুরী, হেদায়া, কাজীখান)। কারণ প্রকৃত জুমার খোতবায় খলিফার প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী বক্তব্য প্রদান করেন এবং সালাতের পরে বিচার ফায়সালা ও দণ্ড কার্যকর করেন। রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেখানে নেই সেখানে এসকল রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম নির্বাহ করা হোলে যে কোন প্রকার বিশৃংখলা হোতে পারে। তাই রসুল বলেছেন, শহর ছাড়া অন্য কোথাও জুমা, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নেই (হেদায়া)। আর হযরত আলী (রা:) এর মতানুসারে শহর সেই স্থানকে বলা হবে যে স্থানে খলিফা বা খলিফার প্রতিনিধিগণ শরিয়তের সীমা লংঘনের শাস্তি প্রয়োগ এবং শরিয়তের অপরাপর নির্দেশাবলী জারী কোরতে সক্ষম হবেন।

জুমার ঐতিহাসিক ভিত্তি:- রসুল মক্কায় থাকতে কোনদিন জুমা কায়েম করেন নি। কারণ এ স্থানটি তখনও "দারুল হারব" ছিল অর্থাৎ এসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু মক্কায় থাকা অবস্থাতেই তিনি মদিনায় মাসআব ইবনে উমায়েরকে (রা:) চিঠি লিখে জুমার ২ রাকাত সালাহ্ কায়েমের হুকুম জানান (আদ-দারুল মানছুর, ৬খ: পৃ: ২১৮ জুমা দ্রষ্টব্য), কেননা মদীনায় আউস ও খাজরাজ গোত্রদুটির মধ্যে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং রসুলের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল। ফলশ্রুতিতে জুমার মত একটি স্বাধীন এবাদত ঐ মো'মেন জাতিকে আল্লাহ দান কোরেছিলেন। রসুলের সময় মসজিদে নববীতে জুমার সালাতের পর এসলামী হুকুমমতে বিচার আচার করা হতো। ঐ সময় রসুল খোতবার মাধ্যমে এসলামী হুকুমতের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণী বিষয় আলোচনা কোরতেন। এবং অন্যান্য প্রদেশের প্রশাসকরা ঐ পরিকল্পনা বা নীতিসমূহ রসুলাল্লাহর পক্ষে তাদের স্ব-স্ব মসজিদে জুমার খোতবার মাধ্যমে বোলে দিতেন। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও একই নিয়ম চালু ছিল। **উমাইয়া শাসনামলে আইন শৃংখলার অবনতির কারণে জুমা হবে কি না এ ব্যাপারে রসুল এর বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে অনেকে সন্দেহ পোষণ কোরেছেন।**

এই উপমহাদেশে যখন মুহাম্মদ বিন কাশিম এসে এসলামের আইন প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন তখন এ অঞ্চল দারুল এসলামে পরিণত হয় এবং এখানে জুমা, ঈদ এবং কোরবানীর মত স্বাধীন এবাদত স্বীকৃত হয়। আবার যখন ইংরেজরা এ উপমহাদেশ দখল করে তাদের রচিত আইন প্রতিষ্ঠা কোরল, তখন উপমহাদেশ "দারুল হারব" এ পরিণত হয়। শাহ্ আব্দুল আজিজ, সৈয়দ আহমেদ বেরেলভী, হাজী শরিয়ত উল্লাহ (১৮০২ সালে), তিতুমীর, দুদুমিয়া, শাহ ইসমাইল শহীদসহ বিশিষ্ট আলেমগণ এ উপমহাদেশকে "দারুল হারব" আখ্যা দেন এবং "ইংরেজদের অধীনে জুমা, ঈদ, কোরবানী তথা স্বাধীন কোন এবাদত হবে না"- এ ঘোষণা দিয়ে তারা ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইংরেজরা বেকায়দায় পড়ে কিছু ভাড়াটে আলেমদের কাজে লাগায় যে আলেমগণ প্রভুদেরকে খুশি করার জন্য জলজ্যান্ত একটি বেদাত সৃষ্টি করেন; তারা ইংরেজদের অধীন অঞ্চলকে "দারুল আমান" ফতোয়া দেন এবং ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত কোরতে শুরু করেন। তারা পাতানো জুমারও ব্যবস্থা করেন। এই পাতানো জুমা যে হবে না তাও তারা জানতেন, ফলে তারা জুমার সাথে জোহরের বদলা হিসাবে আখেরী জোহর নামে ৪ রাকাত জোহরের সালাতও আদায় কোরতে শুরু করেন। হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তার 'বেহেস্তী জেওর' নামক কেতাবে জুমার মাসলা মাসায়েল অধ্যায়ে আলেমদেরকে আখেরী জোহর লুকিয়ে লুকিয়ে সাধারণ মানুষের নজর এড়িয়ে কায়েম করার জন নসিহত করেন।

বর্তমানে দুনিয়ার কোথাও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব নেই, আল্লাহর দীনের হুকুম কার্যকরী নেই, আল্লাহর খেলাফত নেই, তাই সারা দুনিয়াই এখন দারুল হারব। তাই পৃথিবীতে কোথাও এখন জুমার সালাহ কায়েম করা বিধিসম্মত নয়।

১৭. যেকের

আল্লাহ বোলেছেন, "আল্লাহকে বেশী বেশী যেকরকারী এবং যেকরকারীনি, আল্লাহ তাদের জন্য মাগফেরাত ও প্রতিদানের ব্যবস্থা রেখেছেন" (সুরা আহযাব- ৩৫)। বর্তমানে যেকর বোলতে যেটা বোঝানো হয় যে, অনেকে মিলে চিৎকার কোরে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার সোবাহান আল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পাঠ করা, এগুলি পড়তে পড়তে তাসবীহর দানা টপকানো। আল্লাহ এমন যেকর কোরতে কোর'আনে কোথাও হুকুম দেন নি। দিলে রসুলাল্লাহর সমগ্র পবিত্র জীবনে একবারের জন্যও এটা পাওয়া যেত যে তিনি মসজিদে নববীতে তাঁর আসহাবদের নিয়ে গোল হোয়ে বসে উচ্চস্বরে সোবাহান আল্লাহ, আল হামদুল্লিাহ পাঠ কোরছেন। কিন্তু তাঁর সারা জীবনে এমন একটি ঘটনার নজিরও ইতিহাসে পাওয়া যায় না।যেকর শব্দের অর্থ স্মরণ রাখা। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কোন কাজ করার সময় ঐ কাজের বিষয়ে আল্লাহর (বা তাঁর রসুলের) কি আদেশ ও নিষেধ রোয়েছে তা স্মরণে রেখে সে মোতাবেক কাজ করাই হোচ্ছে আল্লাহর যেকর।

১৮. দাজ্জাল? ইহুদী খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!

বিশ্বনবী মোহাম্মদ বোলেছেন, আখেরী যামানায় বিরাট বাহনে চোড়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট মহাশক্তিধর এক দানব পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে; তার নাম দাজ্জাল। সে আল্ল াহর বদলে নিজেকে মানবজাতির প্রভু (রব) বোলে দাবী কোরবে (বোখারী)। দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বোলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর যেটাকে জাহান্নাম বোলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। যারা তাকে প্রভু বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে তার জান্নাতে স্থান দেবে। (বোখারী, মোসলেম)। তার কাছে রেযেকের বিশাল ভাণ্ডার থাকবে। যারা তাকে রব বোলে মেনে নেবে তাদেরকে সে সেখান থেকে দান কোরবে। আর যারা তাকে রব বোলে অস্বীকার কোরবে, অর্থাৎ তার আদেশমত চোলবে না, তাদের সে তার ভাণ্ডার থেকে দান তো কোরবেই না বরং তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা (Sanctions) ও অবরোধ (Embargos) আরোপ কোরবে। তার পদতলে সমগ্র মোসলেম বিশ্বের করুণ পরিণতি নেমে আসবে (বোখারী, মোসলেম)। মহানবী এই দাজ্জালের আবির্ভাবকে আদম (আঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য সবচেয়ে গুরুতর ও সাংঘাতিক ঘটনা বোলে চিহ্নিত কোরেছেন (মোসলেম), শুধু তা-ই নয়, এর মহাবিপদ থেকে তিনি নিজে আল্ল াহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন (বোখারী)।

বিশ্বনবী বর্ণিত সেই ভয়ঙ্কর একচোখা দানব 'দাজ্জাল' এসে গেছে!

পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদী খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হোচ্ছে বিশ্বনবী বর্ণিত সেই দাজ্জাল, যে দানব ৪৭৫ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব, কৈশোর পার হোয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হোয়েছে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত কোরে চোলেছে; আজ মোসলেমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভু বোলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সাজদায় পোড়ে আছে। দাজ্জাল শব্দের অর্থ চাকচিক্যময় প্রতারক, যেটা বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু ভেতরে কুৎসিত, যেমন মাকাল ফল। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতা বাইরে থেকে দেখতে চাকচিক্যময়, এর প্রযুক্তিগত সাফল্য মানুষকে মুগ্ধ করে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু এর প্রভাব-াধীন পৃথিবী অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, যুদ্ধ, ক্ষুধা, রক্তপাত, ক্রন্দন, অশ্রুতে ভরপুর। **বিগত শতাব্দীতে এই 'সভ্যতা' দুইটি বিশ্বযুদ্ধ ঘোটিয়ে চৌদ্দ কোটি আদম সন্তান হতাহত কোরেছে এবং তারপর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধে আরও দুই কোটি মানুষ হত্যা কোরেছে। আহত বিকলাঙ্গের সংখ্যা ঐ মোট সংখ্যার বহুগুণ। আর এ নতুন শতাব্দীতে শুধু এক ইরাকেই হত্যা কোরেছে দশ লক্ষাধিক মানুষ। তাই এর নাম দাজ্জাল, চাকচিক্যময় প্রতারক।** ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা' প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে যে সে আল্ল াহর সার্বভৌমত্বকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে নিজের অর্থাৎ মানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কোরবে। এবং মানবজাতি ইতোমধ্যেই তার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিয়েছে। মানবরচিত সমস্ত তন্ত্র-মন্ত্র ও বাদই মানুষের জীবনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রণালী এ কথা দাজ্জালের পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে, আলোচনা-বক্তৃতায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় অবিশ্রান্তভাবে প্রচারের ফলে প্রায় সমস্ত মানবজাতি এ মিথ্যাকে, এ কুফরকে সত্য বোলে গ্রহণ কোরেছে। মোসলেম বোলে পরিচিত এ জাতিটিও দাজ্জালের তৈরী জীবনব্যবস্থাকে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান এবং সুখ-শান্তি-নিরাপত্তার উৎস মনে কোরছে। এভাবেই তারা দাজ্জালকে তাদের প্রভু (রব) বোলে মেনে নিয়েছে। **কিন্তু শান্তি কি মিলেছে?** মোসলেম নামধারী জাতি দাজ্জালকে না চিনে তার তৈরী জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে দাজ্জালের তৈরী জাহান্নামে পতিত হোয়ে সীমাহীন অশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে আল্ল াহর রসুলের হাদীসগুলি থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে দাজ্জাল কোন দৃশ্যমান বা শরীরী (Physical) দানব নয়, তখনকার দিনের মানুষদেরকে বর্তমান সভ্যতার শক্তি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য একটি রূপক বর্ণনা। এ কথায় যারা দ্বিমত কোরবেন তাদেরকে বোলছি- ধরুন আপনার কথামত বিরাট বাহনে আসীন হোয়ে এক চক্ষুবিশিষ্ট এক বিশাল দানব পৃথিবীতে উপস্থিত হোল, তাহোলে কি মোসলেম অমোসলেম কারো মনে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে যে এটাই রসুল বর্ণিত দাজ্জাল? চোখের সামনে প্রায় পৃথিবীর সমান আয়োতনের দানবকে দেখে কেবল মোসলেমরাই নয়, অ-মোসলেমরাও এক মুহূর্তে চিনে ফেলবে যে, এই তো এসলামের নবীর বর্ণিত দানব দাজ্জাল! অথচ রসুলাল্ল াহ বোলছেন, কেবল মো'মেনরা নিরক্ষর হোলেও অর্থাৎ লেখাপড়া না জানা হোলেও তার কপালে কাফের লেখা পড়তে পারবে, যারা মো'মেন নয় তারা শিক্ষিত ও পণ্ডিত হোলেও পড়তে পারবে না (বোখারী ও মোসলেম)। আল্ল াহর রসুল আরও বোলেছেন, দাজ্জাল ইহুদীদের থেকে উদ্ভূত হবে এবং আমার উম্মতের সত্তর হাজার অর্থাৎ অসংখ্য লোক তাকে অনুসরণ কোরবে। দাজ্জাল যদি সত্যিই জ্যান্ত কোন দানবীয় প্রাণী হয় তাহোলে কী কোরে এমন একটি দানব মানব জাতির অন্ত র্ভুক্ত ইহুদীদের মধ্য থেকে আসতে পারে? আর তাকে দেখেও কেউ তাকে অনুসরণ কোরবে, কেউ কোরবে না, কেউ তার কপালের কাফের লেখা পড়তে পারবে, কেউ পারবে না এ কি হোতে পারে? অর্থাৎ এ কথায় কোন সন্দেহের অবকাশ রোইল

না যে দাজ্জাল এমন কোন বস্তু নয় যা চোখে দেখা যায় (Visible) বা স্পর্শ করা যায় (Tangible)। বর্তমান ইহুদী-খ্রীস্টান সভ্যতাই হোচ্ছে সেই মহাশক্তিধর দানব দাজ্জাল এবং যান্ত্রিক প্রযুক্তি হোচ্ছে তার বাহন।

১৯. মালায়েক বা ফেরেশতা

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থগুলি ও বিজ্ঞান একমত যে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে স্রষ্টা এই বিপুল বিশ্ব-জগত সৃষ্টি কোরেছেন। এই বিশাল সৃষ্টিকে তিনি প্রশাসনও পরিচালনা কোরতেন এবং করেন তার অসংখ্য মালায়েকদের দিয়ে যাদের আমরা বলি ফেরেশতা- ফারসি ভাষায়, ইংরাজীতে Angel। ভারতীয়, রোমান এবং গ্রীকরা যে দেব-দেবী gods, goddessবিশ্বাস করেন সেগুলো এবং মালায়েক বা ফেরেশতা একই জিনিষ। **সংখ্যায় এরা অগণ্য এবং এরা আসলে প্রাকৃতিক শক্তি, যে শক্তি দিয়ে আল্ল াহ তার সমস্ত সৃষ্টিকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন এবং এদের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই**। আল্ল াহ যাকে যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, যাকে যে কর্তব্য নির্দ্ধারণ কোরে দিয়েছেন; সে মালায়েকরা সামান্যতম বিচ্যুতি না কোরে তা যথাযথ কোরে যাচ্ছেন। আসলে তাদের কোন বিচ্যুতি হোতে পারে না- কারণ প্রাকৃতিক শক্তিগুলির কোন স্বাধীন ইচ্ছাই নেই। যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একটি মালায়েক। এর উপর স্রষ্টা কর্তব্য নিধারণ কোরে দিয়েছেন সমস্ত কিছুকে আকর্ষণ কোরে ধোরে রাখার। সৃষ্টির প্রথম থেকে এই মালায়েক তার কর্তব্য কোরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত কোরে যাবেন। তার এতটুকু ইচ্ছা শক্তি নেই যে, এক মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্যও তিনি এই কাজের বিরতি দেন, সে ইচ্ছাশক্তি আল্ল াহ তাকে দেন নি। এমনি আগুন, বাতাস, পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিগুলি- ফেরেশতা, দেব-দেবী। অন্যান্য ধর্মে যেমন দেব-দেবীরা কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির ভারপ্রাপ্ত, যেমন হিন্দু শাস্ত্রে বরুন বাতাসের দেবতা, সূর্য একটি দেবতা- সূর্যদেব, গ্রীকদের নেপচুন সমুদ্রের, পানির দেবতা, রোমানদের ভালকান হোচ্ছেন আগুনের দেবতা, তেমনি এসলাম ধর্মেও আগুনের, বাতাসের ইত্যাদির ফেরেশতা আছেন। আরও ব্যাপারে মিল আছে। সব ধর্ম মতেই এরা সংখ্যায় বিশাল- স্বভাবতঃই, কারণ এই অসীম সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক শক্তিও অসংখ্য।

ভারতীয় ধর্মগুলিতে এদের সংখ্যা ধরা হয় তেত্রিশ কোটি। খ্রীস্টানরাও এদের সংখ্যা বলেন কোটির অংকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যাজক পণ্ডিত এ্যালবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus) তো হিসেব কোরে (কেমন কোরে হিসাব কোরলেন আল্ল াহই জানেন) বের কোরেই ফেললেন যে Angel অর্থাৎ ফেরেশতার সঠিক সংখ্যা হোচ্ছে উনচল্লি শ কোটি, নিরানব্বই লক্ষ, বিশ হাজার চার জন-

হিন্দুদের চেয়ে সাত কোটির মত বেশী। জাপানের শিনটো ধর্মে দেব-দেবীর সংখ্যা আশী লক্ষ। মেরাজে যেয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) দেখেছিলেন যে, বায়তুল মামুর সমজিদে হাজার হাজার ফেরেশতারা একদিক দিয়ে ঢুকছেন, সালাত পড়ে আরেক দিক দিয়ে বের হোয়ে যাচ্ছেন। তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বোলতে যেয়ে তিনি বোলেছেন একবার যারা সালাহ কোরে বের হোয়ে যাচ্ছে তাদের আর দ্বিতীয় বার সালাহ করার সুযোগ আসবে না- অর্থাৎ অসংখ্য। (হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে সাবেত আল বুতানী, মোসলেম, মেশকাত।)

২০. দুনিয়া

'দুনিয়া' শব্দটি কোর'আনে আল্ল াহ যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন, মহানবী যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন আজ সে অর্থে ব্যবহার হয় না। এই পরিবর্তন আরম্ভ হলো যখন এই দীনে ভারসাম্যহীন সুফীবাদ প্রবেশ করলো। সুফীবাদের কায়কারবার সব কিছু শুধু আত্মার ব্যাপার নিয়ে, ভারসাম্যহীন, পক্ষান্তরে আল্ল াহ ও তার রসুলের শেখানো এসলাম হলো দীনে ওয়াসাত (সূরা বাকারা ১৪৩), দুনিয়া ও আখেরাতের, দেহের ও আত্মার এক ভারসাম্যযুক্ত মিলন। এর যে কোন একটাকে এমন কি আংশিকভাবেও ছেড়ে দিলে এর ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যায়। পূর্ববর্তী 'ধর্ম'গুলির যে বিকৃত রূপ আজ পৃথিবীতে বর্তমান, সেগুলিতে শুধু আত্মার ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকটাই আছে। সূফীবাদ ঐগুলির মত আত্মার শুদ্ধির প্রক্রিয়াকেই একমাত্র কর্তব্য বোলে মনে করে, অর্থাৎ তাই তাদের আকীদা। ঐ বিকৃত 'ধর্ম'গুলির ও সূফীবাদের আত্মার উৎকর্ষ ও কেরামত করার শক্তি জন্মালেই হলো, বাকি পৃথিবীর মানুষ যত খুশী অন্যায়-অবিচার করুক, দুর্বলের উপর সবল যত পারে অত্যাচার করুক, মানুষে মানুষে যত রক্তপাত হোক তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু শেষ এসলাম এসেছে সমস্ত দুনিয়াময় শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরতে এবং তাও সংগ্রাম- সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। যেখানে দুনিয়াতেই একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সেখানে সেই দুনিয়াকেই ত্যাগ বা তার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া কি কোরে অর্থবহ? আল্ল াহ কোর'আনে মো'মেনদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের পৃথিবীর জমিন ও ক্ষমতা দান কোরবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী মো'মেনদেরও দান কোরেছিলেন (কোর'আন- সূরা আন-নূর-৫৫)। মো'মেনদের যে তিনি পৃথিবীর উপর আধিপত্য, শক্তি দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এ ব্যাপারে একটিমাত্র আয়াত উদ্ধৃত কোরলাম, কোরআনে এ প্রতিশ্রুতি বহু বার আছে। পৃথিবীর জমিন ও ক্ষমতার সোজা অর্থ সে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আধিপত্য তা বুঝতে কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে? যে জাতির উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তি অধিকার

কোরে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা- সে জাতির কাছে দুনিয়া শব্দের অর্থ এবং অন্যান্য বিকৃত ধর্ম ও সুফিবাদের কাছে দুনিয়া শব্দের অর্থ অবশ্যই একই অর্থ হোতে পারে না এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই (Common Sense) বোঝা যায়। শেষ এসলামের উদ্দেশ্য ও বিকৃত ধর্মগুলির ও সুফীবাদের উদ্দেশ্য একেবারে বিপরীতমুখী। বর্তমানে এই উম্মাহ্ তার অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত দিকে চোলছে, তাই দুনিয়া শব্দের অর্থও তার কাছে পূর্ববর্তী অন্যান্য বিকৃত ধর্মগুলির মতই হোয়ে গেছে। কোর'আনে আল্লাহ ও হাদীসে তার রসুল দুনিয়া শব্দ বোলতে অন্য অর্থ বোঝাচ্ছেন। সেটা হলো এই- আল্লাহ ও তার রসুল এই জাতির, উম্মাহর জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির কোরে দিয়েছেন সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এই পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধা হোয়ে দাঁড়াবে তাই দুনিয়া। আল্লাহ দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান কোরতে বলেন নি, তা বোললে তিনি কখনই আমাদের বোলতেন না এই দোয়া কোরতে যে- আমাদের পালনকারী! আমাদের এই দুনিয়াকে সুন্দর কোরে দাও এবং আখেরাতকেও সুন্দর কোরে দাও (সূরা আল-বাকারা-২০১)। শুধু তাই নয়, আল্লাহ যে দোয়া আমাদের শিখাচ্ছেন সেটাতে আখেরাত অর্থাৎ পরজীবনকে আগে বোলে দুনিয়া জীবনকে পরে বোলতে পারতেন। বলেন নি, আগে দুনিয়া তারপর আখেরাত বোলেছেন এবং সঠিক বোলেছেন। কারণ দুনিয়া আমাদের পরীক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র। এরই প্রতিফলন হবে আমাদের আখেরাত। কর্মক্ষেত্রই যদি আমাদের অসুন্দর হয়, ব্যর্থতাময় হয় তবে অবশ্যই আখেরাতও হবে অসুন্দর, ব্যর্থ। আজকের 'মোসলেম' জাতির ইহজীবন যেমন অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, ক্ষুধায় জর্জরিত, পরজীবনও হবে তেমনি কুৎসিত, ইহকালে যেমন অন্যান্য জাতির ঘৃণার, অবজ্ঞার পাত্র, পরকালেও হবে তেমনি ঘৃণার পাত্র, এই জীবনে যেমন অন্যের অনুকরণ, নকলকারী- ঐ জীবনেও দাঁড়াতে হবে তাদেরই সাথে। কাজেই আল্লাহ প্রথমে দুনিয়া বোলছেন। 'ধার্মিকরা' যে আকীদায় দুনিয়া দেখেন তাই যদি ঠিক হতো অর্থাৎ এ দুনিয়া কিছু নয় এর কোন দাম নেই, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য জিনিস, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা, তবে দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য দোয়া করতে আল্লাহ নিশ্চয়ই বোলতেন না, বোলতেন দুনিয়া ত্যাগ করো। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার দোয়া শিখিয়ে তারপর আল্লাহ বোলছেন, "এবং আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ যার দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই সুন্দর, শুধু সেই রক্ষা পাবে আগুনের শাস্তি থেকে। আবার সেই ভারসাম্য, সেই পুলসেরাতের কথা এসে যাচ্ছে। পুলসেরাত যে পার হোতে পারবে না, যার ভারসাম্য নেই, সে পড়বে কোথায়? অবশ্যই আগুনে, কারণ পুলসেরাত জাহান্নামের উপর থাকবে।

প্রকৃত মো'মেনের কাছে দুনিয়া শব্দের অর্থ ও আকীদা হলো এই যে, সে এই পার্থিব জীবনকে যতটুকু সম্ভব সুন্দর কোরতে চেষ্টা কোরবে। এই পৃথিবীতে সে যত কাজ কোরবে তা যত সম্ভব সুন্দর কোরে, নিখুঁত কোরে কোরতে চেষ্টা কোরবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, যার যে পেশা, বৃত্তি, দায়িত্ব সেগুলোতে সে তার পক্ষে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কোরতে চেষ্টা কোরবে। এটা দুনিয়া নয় দীনদারী। বরং কেউ যদি তার পেশায়, দায়িত্বে গাফলতি করে, তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করে তবে সেটাই হবে দুনিয়াদারী, গোনাহ। রসুলাল্লাহ বোলেছেন- যখন এই দুনিয়ার কাজ কোরবে তখন এমনভাবে কোরবে যেন তুমি অমর, চিরঞ্জীব, আর যখন দীনের কাজ কোরবে তখন এমনভাবে কোরবে যেন তুমি পরের দিন মারা যাবে। আবার সেই ভারসাম্য, ওয়াসাত। যতক্ষণ একটা মানুষ অন্যকে না ঠকিয়ে, মিথ্যা না বোলে সততার সাথে তার পেশা কোরে যাবে, উপার্জন কোরবে ততক্ষণ সে এবাদত কোরছে, দীনের কাজ কোরছে। আর যে মুহূর্তে সে কোন কাজে মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নেবে সেই মুহূর্তে সে দুনিয়ায় পতিত হবে। একদিন ফজরের নামাযের পর মহানবী মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় দেখা গেলো এক যুবক রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ কোরে বাজারের দিকে যাচ্ছে। একজন সাহাবা (রা:) বোললেন- যুবকটা দুনিয়ার কাজে যাচ্ছে, কত না ভালো হতো যদি সে এখানে এসে বসতো। এ কথা শুনে রসুলাল্লাহ প্রতিবাদ কোরে বোললেন- যদি সে তার পরিবার পোষণের জন্য হালাল উপার্জনের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাজারের দিকে যেয়ে থাকে তবে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হোচ্ছে। লক্ষ্য কোরুন মহানবী হালাল উপার্জন উল্লেখ কোরলেন। যদি সে ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোন পেশায় মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে আর তা এবাদত রোইল না, দুনিয়া হোয়ে গেলো। ঐ হালাল উপার্জন দিয়ে ভালোভাবে থাকায়, ভালোভাবে খাওয়া-পরায় এসলামে বাধা নেই, কোন নিষেধ নেই। কিন্তু ঐ উপার্জন ঐ সম্পদ যদি তাকে আল্লাহর রাস্তায় কোন কাজ থেকে বিরত করে, দীনের কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত করে তখন তা দুনিয়া। শুধু সম্পদ নয়, এই পৃথিবীর যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় বাধা হবে তাই দুনিয়া। সেটা সম্পদ হোক, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হোক, যাই হোক। ঐ দুনিয়াকে আল্লাহ রসুল ত্যাগ কোরতে বোলেছেন। শুধু যে ভালোভাবে থাকা, ভালো খাওয়া-পরা তাই নয়, সাজ-সজ্জা, আড়ম্বর, জাঁক-জমক পর্যন্ত আল্লাহ মোসলেমদের নিষিদ্ধ করেন নাই। যিনত শব্দের অর্থ হলো সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর ইত্যাদি। আল্লাহ তার রসুলকে বোলছেন- বলো, আল্লাহ তার উপাসকদের (মানব জাতি) জন্য যে সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক দান কোরেছেন, এবং যে হালাল ও পবিত্র সম্পদ (জীবিকা) দান

কোরছেন, তা কে নিষিদ্ধ করলো? (আরও) বলো- ঐগুলি (সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর ইত্যাদি) এই পৃথিবীর জীবনের জন্য (সবার জন্য) এবং কেয়ামতের দিনে শুধু মো'মেনদের জন্য (সূরা আল-আ'রাফ-৩২)। আল্লাহ বৈরাগ্য নিষিদ্ধ কোরেছেন তাই পার্থিবভাবে উন্নত জীবন-যাপন, এমন কি আড়ম্বর, জাঁকজমকও নিষিদ্ধ করেন নি। কিন্তু জেনে রাখতে হবে এবং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আসলে এগুলি মূল্যহীন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রসুলের দীনের কাজে ওগুলি বিনা দ্বিধায় কোরবানী কোরতে হবে। প্রয়োজনের সময় যদি ওগুলি ত্যাগ, কোরবানী না করা যায় তবেই তা দুনিয়া হোয়ে গেলো।

কোর'আনে আল্লাহ 'দুনিয়া' বোলতে কী বোঝাচ্ছেন সেটা সাহাবাদের রসুলাল্লাহ যা বুঝিয়েছিলেন সেইটা ঠিক, নাকি চৌদ্দশ' বছর পর এখন আমাদের 'ধর্মীয়' নেতারা যেটা বোঝাচ্ছেন সেইটা ঠিক? যারা সরাসরি মহানবীর সম্মুখে থেকে এসলাম শিক্ষা কোরেছিলেন তাদের একজনের উদ্ধৃতি আবার দিচ্ছি। মোসলেম বাহিনীর সেনাপতি ওবায়দা (রা:) মিশরের খ্রীস্টান শাসক আর্চ বিশপকে বোলেছিলেন-**"আমরা বেঁচেই আমি শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য (অর্থাৎ পৃথিবীতে এই জীবন-ব্যবস্থা-দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য)। আমাদের শুধু পেটের ক্ষুধা নিবারণ আর পরার কাপড়ের চেয়ে বেশী কিছু চাই না। এই দুনিয়ার জীবনের কোন দাম আমাদের কাছে নেই- এর পরের জীবনই (আখেরাত) আমাদের কাছে সব।"** দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে এই ধারণা (আকীদা) শুধু ওবায়দারই (রা:) ছিলো না, প্রত্যেকটি সাহাবারই ছিলো, কারণ তারা সবাই ঐ আকীদা শিক্ষা কোরেছিলেন স্বয়ং বিশ্বনবীর কাছ থেকে। তাদের একজনও তাসবিহ হাতে নিয়ে খানকায়, হুজরায় পলায়ন করেন নি। তাদের শিক্ষক তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন- "এসলামে দুনিয়া ত্যাগ নেই, এসলামের দুনিয়া ত্যাগ হোচ্ছে জেহাদ আর হজ্ব"। **সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হোয়ে সমস্ত জাতি এসলামের সন্ন্যাস গ্রহণ করলো, হাতে নিলো তসবিহ নয় তলোয়ার, চোললো খানকার পানে নয় বিরাট পৃথিবীর পানে, আজকের ঠিক উলটো।**

শেষ কথা

এসলামের সর্বপ্রধান ভাগ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য দু'টি। একটি হোল সর্বব্যাপী তওহীদ অর্থাৎ জীবনের কোন অঙ্গনে- ব্যক্তিগত, পারিবারি, সামাজিক, আইন-আদালত, শাসন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি যেখানেই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন সিদ্ধান্ত থাকবে সেখানে আমরা আর কারও সিদ্ধান্ত মানবো না- এই তওহীদ এবং দ্বিতীয়টি হোল ঐ তওহীদ মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কাজেই যারা ঐ দুইটি কাজ কোরেছেন তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হোয়ে গেছে, জান্নাত নির্দিষ্ট হোয়ে গেছে। তাদের ব্যক্তিগত গোনাহ যতোই থাকুক, এমন কি এই পৃথিবী পূর্ণ কোরে দেয়া যায় এত পাপ থাকলেও আল্লাহ বোলেছেন তিনি তাকে জান্নাতে দেবেন (হাদীস-তিরমিজি)। এই আকীদা এবং বর্তমানে প্রচলিত এসলামের আকীদা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী আকীদা। তাই আজ আমরা একটি অভিশপ্ত (মালাউন) জাতির মত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতি দিয়ে পরাজিত হোচ্ছি, অপমানিত, লান্ছিত হোচ্ছি, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমাদের হাজারে হাজারে হত্যা কোরছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী কোরছে, আমরা কিছুই কোরতে পারছি না। সংখ্যায় একশ' পঞ্চাশ কোটির বেশী হোয়েও কিছুই কোরতে পারছি না, পোড়ে পোড়ে মার খাচ্ছি। আমাদের সাহায্যের জন্য কেউ নেই। আল্লাহও আমাদের সাহায্যের জন্য একটি আঙ্গুল তুলছেন না, কারণ আমরা তাঁর দেয়া দিক নির্দেশনার ঠিক বিপরীত দিকে চোলেছি, তওহীদ ও জেহাদ (দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) ত্যাগ কোরেছি, তাঁর চোখে আমরা আর মো'মেনও নই, মোসলেমও নই, তাঁর রসুলের উম্মত তো দূরের কথা। আর তার চেয়েও করুণ ও হাস্যকর হোল এই যে তবুও আমরা অতি নিষ্ঠার সাথে সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত ও তারাবি, তাহাজ্জুদ, দাড়ি, টুপি, মেছওয়াক নিয়ে ব্যস্ত আছি এবং ভাবছি আমরা অতি উৎকৃষ্ট মো'মেন তো বটেই, অতি উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদীও। আকীদা বিকৃত ও বিপরীত হোয়ে যাবার ফলে এ কথা বুঝছি না যে এই সব এবাদতের পূর্বশর্ত (Pre-condition) হোচ্ছে হেদায়াহ, তওহীদ; বুঝছি না যে ঐ হেদায়াতে নেই বোলে, ঐ হেদায়াতের বিপরীত দিকে চোলছি বোলে আমাদের হাজারো এবাদত হাজারো তাক্ওয়া নিষ্ফল, তা কোন কাজে আসবে না, আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। এই দুনিয়াতে আল্লাহ যেমন খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধর (পৃথিবীর প্রধান সব ক'টি জাতি) হাতে আমাদের পরাজিত, অপমান, অপদস্থ, লাঞ্ছিত কোরছেন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও তাঁর মালায়েকদের দিয়ে শাস্তি দেওয়াবেন এবং সে শাস্তি হবে এই দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে বহুগুণ সাংঘাতিক, বহুগুণ ভয়ঙ্কর।